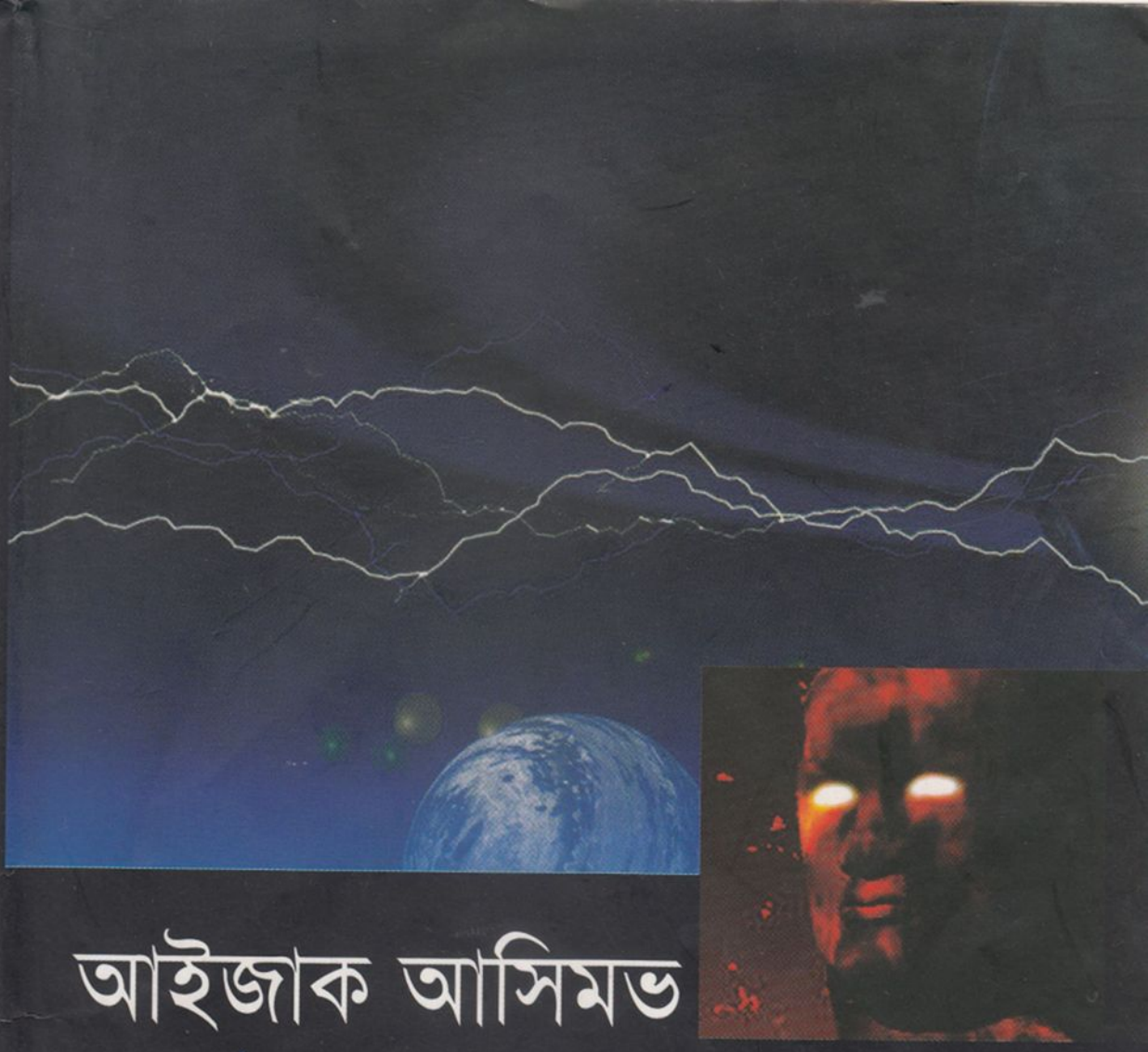

আইজাক আসিমভ

ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড এম্পায়ার

অনুবাদ | নাজমুছ ছাকিব

প্রতিষ্ঠাতা পিতৃপুরুষ হ্যারি সেলডনের দেখানো পথ এবং নিজের অতি উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় ফাউণ্ডেশন প্রতিবেশী বর্বর গ্রহগুলোর আগ্রাসন থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে। অথচ এবার তাকে মুখোমুখি হতে হবে এম্পায়ার-এর, মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও গ্যালাক্সির মাঝে এখনো যা সবচেয়ে শক্তিশালী। যখন উচ্চাকাঙ্খী এক জেনারেল এম্পায়ার-এর পুরোনো গৌরব আর মহিমা ফিরিয়ে আনার দৃঢ় সংকল্পে দুর্ধর্ষ ইম্পেরিয়াল ফ্লিট নিয়ে ফাউণ্ডেশন আক্রমণ করে বসে, তখন স্কলার এবং সায়েন্টিস্টদের এই ছোট গ্রহের একমাত্র আশা হ্যারি সেলডনের ভবিষ্যদ্বাণী।

কিন্তু একটি অস্বাভাবিক ক্রিয়েচারের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন নি হ্যারি সেলডনও। তার নাম মিউল–একটা মিউট্যান্ট ইন্টেলিজেন্স, সে একাই একজন ব্যাটল ফ্লিটের চাইতেও বেশি শক্তিশালী–এমনই তার ক্ষমতা যে সবচেয়ে বিদ্রোহী এবং প্রতিবাদী মানুষটিকেও সে মুহূর্তের মধ্যেই পরিণত করে অনুগত দাসে।

ISBN 984 32 0163 9
www.sandeshgroup.com

ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড এম্পায়ার ❀ আইজাক আসিমভ

সন্দেশ

আইজাক আসিমভকে বলা হয় গ্র্যাণ্ড মাস্টার অব সায়েন্স ফিকশন। জন্ম ১৯২০ সালে রাশিয়ার স্মলেনস্ক-এর কাছাকাছি জায়গায়। তিন বছর বয়সে পিতামাতার সাথে আমেরিকা চলে আসেন। আট বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পান।

কল্পকাহিনী লেখক হিসেবে আসিমভের যাত্রা শুরু হয় ১৯৬৯ সালে। পাঠক সমালোচকদের মতে 'ফাউণ্ডেশন' সিরিজ তার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম। ফাউণ্ডেশন-এর প্রথম বইগুলো অ্যাস্টাউণ্ডিং পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যথাক্রমে মে, ১৯৪২ এবং জুন, ১৯৪২ সংখ্যায়। সম্পাদক চেয়েছিলেন তিনি যেন দশক শেষ হবার আগেই এই সিরিজের ছয়টি বই লিখে ফেলেন। কিন্তু আসিমভ বিরক্ত হয়ে ফাউণ্ডেশন লেখা ছেড়ে দেন। জেনেম প্রেস আসিমভের ফাউণ্ডেশন-এর গল্পগুলো তিনটি খণ্ডে প্রকাশ করে : ফাউণ্ডেশন (১৯৫১); ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড এম্পায়ার (১৯৫২); সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন (১৯৫৩)। এই তিনটি বইকে বলা হয় ফাউণ্ডেশন ট্রিলজি। ১৯৬৬ সালে ক্লিভল্যাণ্ডে ওয়ার্ল্ড সায়েন্স ফিকশন কনভেনশনে সদস্যরা ভোটাভুটির মাধ্যমে "বেস্ট অল টাইম সিরিজ" নির্বাচিত করে ফাউণ্ডেশন ট্রিলজিকে হুগো অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনয়ন দেন। ফাউণ্ডেশন ট্রিলজি পুরস্কারটি পেয়ে যায়।

ভক্ত এবং প্রকাশকরা ফাউণ্ডেশন সিরিজ বাড়ানোর জন্য আসিমভের উপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি প্রকাশকের অনুরোধ ফেলতে পারলেন না। দীর্ঘ বত্রিশ বছর পর তিনি আবার ফাউণ্ডেশন লিখতে রাজি হলেন। অক্টোবর, ১৯৮১ সালে ফাউণ্ডেশন এজ লিখলেন এবং অবাক ব্যাপার বইটি নিউইয়র্ক টাইমসের বেস্টসেলার তালিকায় স্থান পায় এবং পঁচিশ সপ্তাহ সেখানে টিকে থাকে। পরবর্তী সময়ে প্রকাশ পায় এই সিরিজের ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড আর্থ (১৯৮৬); প্রিলিউড টু ফাউণ্ডেশন (১৯৮৮); এবং ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন (১৯৯৩)।

পরবর্তী ফ্ল্যাপে দেখুন

১৫০.০০ টাকা

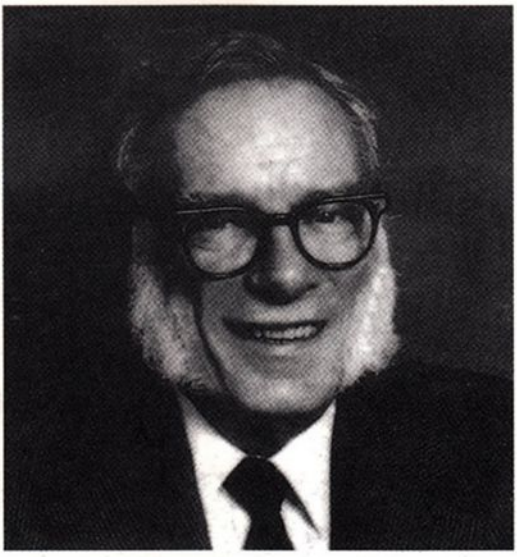

আইজাক আসিমভ

ফাউণ্ডেশন সিরিজ ছাড়াও আসিমভের উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো : আর্থ ইজ রুম এনাফ; দ্য এণ্ড অব ইটারনিটি; দ্য নেকেড সান; কেভস অব স্টিল; আই রোবট; রোবটস অব ডন এবং আরও অনেক। এ ছাড়াও তিনি কিছু রহস্য গল্প লিখেছেন যেগুলো সমান জনপ্রিয়তা পায়।
১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে এই অসামান্য লেখক মাত্র বাহাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

অনুবাদক : **নাজমুছ ছাকিব** ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৫-এ জন্ম; এম. এস. এস (অর্থনীতি) বিষয়ে স্নাতকোত্তর। আই. সি. এম-এ পড়ছেন। বই পড়ার অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই, বিশেষ করে সায়েন্স ফিকশন, আর এ থেকেই সায়েন্স ফিকশন অনুবাদেও আগ্রহ জন্মে। সায়েন্স ফিকশন সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন তার প্রকাশিত প্রথম অনুবাদগ্রন্থ (২০০০)। ফাউণ্ডেশন এজ দ্বিতীয়। ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড এম্পায়ার ও ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড আর্থ যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ অনুবাদ। বর্তমানে ক্যানাডিয়ান লেখক জেনেট লান-এর 'দ্য হলো ট্রি' অনুবাদ করছেন। 'দ্য হলো ট্রি' ক্যানাডার সবচেয়ে সম্মানীত সাহিত্য পুরস্কার 'দ্য গভর্নর জেনারেল অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সায়েন্স ফিকশন

ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড এম্পায়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Foundation and Empire

Isaac Asimov

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়েন্স ফিকশন

ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড এম্পায়ার

আইজাক আসিমভ

অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আমার বাবা
যার কাছ থেকে পেয়েছি বই পড়ার অদম্য নেশা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেঙে পড়ছে গ্যালাকটিক এম্পায়ার।

এটা ছিল কল্পনাতীত সুবিশাল এম্পায়ার, স্প্রিং-এর মতো প্যাঁচানো মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির এক বাহু থেকে আরেক বাহু পর্যন্ত বিস্তৃত। এর পতনটাও ছিল একই রকম সুবিশাল এবং দীর্ঘস্থায়ী।

এই পতনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর প্রায় এক শতাব্দী পরে মাত্র একজন মানুষ এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠেন। তিনি হ্যারি সেলডন, সেই ঘুণে ধরা সময়ে তিনি একাই উদ্ভাবনী শক্তি এবং সৃষ্টিশীলতা নিয়ে অগ্নিশিখার মতো প্রজ্বলিত হয়ে উঠেন। তিনিই গড়ে তোলেন সাইকোহিস্টোরি বিজ্ঞান এবং তার হাতেই এই বিজ্ঞান শীর্ষ অবস্থায় পৌঁছায়।

সাইকোহিস্টোরি একজন মানুষ নয়, বরং দলবদ্ধ অসংখ্য মানুষ নিয়ে আলোচনা করে। এটা নির্দিষ্ট উদ্দীপনায় আচরণ কেমন হবে নিখুঁতভাবে তার ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে, যেমন প্রচলিত বিজ্ঞানের কম গুরুত্বপূর্ণ কোনো তত্ত্বের সাহায্যে নিখুঁতভাবে বলে দেওয়া সম্ভব একটা বিলিয়ার্ড বল-এ টোকা দিলে সেটা গড়িয়ে গিয়ে কোথায় থামবে। একজন মানুষের প্রতিক্রিয়া কোনো ধরনের গণিতের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়; কিন্তু বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ব্যাপার।

সেই সময়ের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গতি বিশ্লেষণ করে হ্যারি সেলডন পূর্বানুমান করে নেন যে অব্যাহত এবং দ্রুতগতিতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সভ্যতা, এবং এই ধ্বংসস্তূপ থেকে আরেকটা এম্পায়ার গড়ে উঠার মাঝখানে শুরু হবে ত্রিশ হাজার বছর স্থায়ী অরাজকতা এবং বর্বর যুগ।

এই পতন ঠেকানোর কোনো উপায় নেই, কারণ দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু বর্বর যুগটাকে কমিয়ে আনার সময় এখনো পেরিয়ে যায় নি। হ্যারি সেলডন দুটো ফাউণ্ডেশন তৈরি করে সেগুলো স্থাপন করেন "অ্যাট দ্য অপোজিট এণ্ড অব দ্য গ্যালাক্সি" এবং সেগুলোর অবস্থান এমনভাবে বেছে নেওয়া হয় যার ফলে সহস্রাব্দের ঘটনাপ্রবাহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদেরকে আরো উন্নত, সুসংগঠিত, শক্তিশালী এবং নিরাপদ সেকেণ্ড এম্পায়ার গড়ে তোলার পথে পরিচালিত করে।

ফাউণ্ডেশন নামক গ্রন্থে দুই ফাউণ্ডেশনের একটার প্রথম দুই শতাব্দীর ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এই ফাউণ্ডেশনের যাত্রা শুরু হয় গ্যালাক্সির এক স্পাইরাল বাহুর একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত টার্মিনাস নামক গ্রহে ফিজিক্যাল সায়েন্টিস্টদের বসতি স্থাপনের মাধ্যমে। এম্পায়ার-এর কোলাহল থেকে অনেক দূরে, তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাজমুছ ছাকিব অনূদিত আরো বই :

সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন / মূলঃ আইজাক আসিমভ
ফাউণ্ডেশন্স এজ / মূলঃ আইজাক আসিমভ
ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড আর্থ / মূলঃ আইজাক আসিমভ
প্রিলিউড টু ফাউণ্ডেশন / মূলঃ আইজাক আসিমভ
ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন / মূলঃ আইজাক আসিমভ
নাইটফল / মূলঃ আইজাক আসিমভ
দ্য হলো ট্রি / জ্যানেট লান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা তৈরি করে মহাবিশ্বের তাবৎ জ্ঞান সংগ্রহ করে রাখার কাজে শুরু করে, কিন্তু জানাতই না যে এরই মধ্যে মৃত হ্যারি সেলডন অন্য কিছুর পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন তাদের জন্য।

এম্পায়ার ভেঙে যাওয়ার কারণে আউটার রিজিওন-এর বিশ্বগুলো স্বাধীন রাজাদের অধীনে চলে যায়। তারা ফাউণ্ডেশনের জন্য বিপদ হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু প্রথম মেয়র স্যালভর হার্ডিনের অধীনে এই বর্বর বিশ্বগুলোর মাঝে বিরোধ তৈরি করে তারা নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। যেখানে প্রতিবেশী বিশ্বগুলো ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছিল কয়লা এবং খনিজ তেলের যুগে, সেখানে একা ফাউণ্ডেশনের হাতে ছিল এটমিক পাওয়ার। তারা এক অদ্ভুত ধরনের প্রভুত্ব বিস্তার করে প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর ধর্মীয় তীর্থস্থানে পরিণত হয়।

ধীরে ধীরে ফাউণ্ডেশন এনসাইক্লোপেডিস্টদের হটিয়ে বণিক অর্থনীতি গড়ে তোলে। তাদের বণিকদের কাছে যে সকল ইলেকট্রনিক গ্যাজেট ছিল এম্পায়ারও সেগুলো তৈরি করতে পারত না। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তারা চলে যেতে পারত পেরিফেরি থেকে বহু আলোকবর্ষ দূর দূরান্তে।

হোবার ম্যালো, প্রথম বণিক রাজপুত্র, তার অধীনেই তারা অর্থনীতিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের কৌশল আবিষ্কার করে। এই অস্ত্র দিয়েই পরাজিত করে রিপাবলিক অব কোরেল, যদিও সেই বিশ্ব তখন এম্পায়ারের এক প্রভিন্স-এর সাহায্য পেত।

দুশ বছর পরেই ফাউণ্ডেশন পরিণত হয় গ্যালাক্সির সবচেয়ে শক্তিশালী স্টেট-এ, এম্পায়ারের অবশিষ্ট অংশ বাদ দিয়ে। এম্পায়ার-এর অবশিষ্ট অংশ বিস্তৃত ছিল মিল্কি ওয়ের অভ্যন্তরভাগে, যার অধীনস্থ ছিল এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা এবং মহাবিশ্বের এক তৃতীয়াংশ সম্পদ।

কাজেই এটা স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যে ফাউণ্ডেশনের পরবর্তী বিপদ হয়ে দেখা দেবে মৃত্যুপথযাত্রী এম্পায়ার-এর শেষ ছোবল।

ফাউণ্ডেশন এবং এম্পায়ারের মাঝে যুদ্ধ শুরু করার পথ পরিষ্কার করে দিতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিক্রম

প্রথম পর্ব : *দ্য জেনারেল*

১. জাদুকরের সন্ধানে ১৩
২. জাদুকর ২১
৩. অদৃশ্য হাত ২৬
৪. সম্রাট ৩১
৫. যুদ্ধ শুরু ৩৭
৬. দ্য ফেভারিট ৪৮
৭. ঘুষ ৫২
৮. ট্র্যানটরের পথে ৬৩
৯. ট্র্যানটরের বুকে ৭০
১০. যুদ্ধ শেষ ৭৭

দ্বিতীয় পর্ব : *দ্য মিউল*

৮৩ ১১. বর কনে
৯৫ ১২. ক্যাপ্টেন এবং মেয়র
১০২ ১৩. লেফটেন্যান্ট এবং ক্লাউন
১১০ ১৪. দ্য মিউট্যান্ট
১১৯ ১৫. দ্য সাইকোলজিস্ট
১২৬ ১৬. সম্মেলন
১৩৪ ১৭. দ্য ভিজি সোনার
১৪৩ ১৮. ফাউণ্ডেশন-এর পতন
১৫০ ১৯. অনুসন্ধান শুরু
১৫৯ ২০. ষড়যন্ত্রকারী
১৬৮ ২১. মহাকাশে অবকাশ
১৭৭ ২২. নিও ট্র্যানটরে মরণ থাবা
১৮৮ ২৩. ট্র্যানটরের ধ্বংসস্তূপ
১৯২ ২৪. কনভার্ট
১৯৯ ২৫. সাইকোলজিস্টের মৃত্যু
২০৯ ২৬. অনুসন্ধানের সমাপ্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পর্ব : *দ্য জেনারেল*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেল রিয়োজ... স্বল্পস্থায়ী কর্মজীবনে রিয়োজ যোগ্যতার সাথে "দ্য লাস্ট অব দ্য ইম্পেরিয়ালস" উপাধি অর্জন করেন। তার সামরিক অভিযানগুলো পর্যালোচনা করে সামরিক কলাকৌশলের ক্ষেত্রে তাকে পিউরিফয়-এর সমকক্ষ বলে মনে করা হয়, এবং সম্ভবত তার নেতৃত্ব দানের গুণাবলি ছিল আরো বড় মাপের। এম্পায়ারের পতনের সময় তার জন্ম হয়েছিল বলে পিউরিফয়-এর যুদ্ধ জয়ের ইতিহাস ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল কম, তারপরেও ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম অমর করে রাখার সুযোগ তিনি পান, যখন এম্পায়ারের প্রথম জেনারেল হিসেবে তিনি মুখোমুখি হন ফাউণ্ডেশন-এর---

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা*

১. জাদুকরের সন্ধানে

বেল রিয়োজ এসকর্ট ছাড়াই চলাচল করেন। গ্যালাকটিক এম্পায়ারের অগ্রযাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়ে আছে এমন এক স্টেলার সিস্টেমে অবস্থানরত সামরিক বহরের প্রধানের জন্য কাজটা ইম্পেরিয়াল কোর্ট এর নিয়ম বহির্ভূত।

কিন্তু বেল রিয়োজ তরুণ এবং উদ্যমী–নিরাবেগ এবং হিসেবি রাজদরবারের নির্দেশে মহাবিশ্বের শেষ প্রান্তে ছুটে যাওয়ার মতো যথেষ্ট উদ্যমী–তা ছাড়াও তিনি কৌতূহলী। লোক মুখে ছড়ানো অদ্ভুত চমকপ্রদ কিছু কাহিনী তার কৌতূহল বাড়িয়ে তুলেছে। একটা সামরিক অভিযানের সম্ভাবনা তার প্রথম বৈশিষ্ট্য দুটোকে একত্রিত করেছে। সব মিলে তিনি হয়ে উঠেছেন অপ্রতিরোধ্য।

পুরোনো গ্রাউণ্ড কার থেকে নেমে জীর্ণ ভবনের দরজার সামনে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দরজার ফটোনিক দৃষ্টি জীবন্ত হয়ে উঠল। কিন্তু দরজা খোলার পর দেখা গেল সেটা হাতে ধরা।

বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে হাসলেন রিয়োজ। "আমি রিয়োজ–"

"চিনতে পেরেছি।" নিজের জায়গায় অনড় দাঁড়িয়ে থাকলেন বৃদ্ধ। "কী প্রয়োজন?"

---

* এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকার সকল উদ্ধৃতি "এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা পাবলিশিং কোং টার্মিনাস-এর আদেশক্রমে ১০২০ এফ.ই.তে প্রকাশিত ১১৬তম সংখ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক পা সরে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করলেন রিয়োজ। "শান্তি। যদি আপনি ডুসেম বার হন, তা হলে একটু কথা বলার সুযোগ চাই।"

ডুসেম বার সরে দাঁড়ালেন একপাশে, ঘরের দেয়ালগুলো আলোকিত হয়ে উঠল। জেনারেল যেন দিনের আলোয় প্রবেশ করলেন।

ভেতরের দেয়াল স্পর্শ করে তিনি আঙুলের দিকে তাকালেন। "আপনাদের সিউয়েনায় এই জিনিস আছে?"

বার-এর মুখে চিকন হাসি। "সবার কাছে নেই। নিজের হাতে যতদূর সম্ভব মেরামত করে আমি এতদিন টিকিয়ে রেখেছি। দরজায় অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্য দুঃখিত। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র অতিথির আগমন রেজিস্ট্রার করতে পারলেও দরজা খুলে দিতে পারে না।"

"ঠিক মতো মেরামত করতে পারেননি?" ঠাট্টার সুরে বললেন জেনারেল।

"যন্ত্রপাতিগুলো দুর্লভ হয়ে পড়েছে। বসুন, স্যার। চা খাবেন?"

"মাই গুড স্যার, সিউয়েনায় সামাজিক মেলামেশায় চা না খেয়ে পারা যায়?"

সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ লোকটি চলে গেলেন নিঃশব্দে, তার আগে আস্তে করে মাথা নিচু করে অভিবাদন করলেন। ভঙ্গিটা তিনি গত শতাব্দীর সোনালি দিনের অভিজাত পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন।

রিয়োজ তার মেজবানের অপসৃয়মান কাঠামোর দিকে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকলেন। তিনি পূর্ণ সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত, অভিজ্ঞতার ঝুলিও বেশ ভারী। কিন্তু তারপরেও একটা প্রাচীন কক্ষের সেকেলে পরিবেশে হঠাৎ করেই টুয়েন্টিয়েথ ফ্লিটের পাষাণ হৃদয়ের নেতা কেমন যেন ঠাণ্ডা অনুভব করতে লাগলেন।

শেলফে সারি সারি সাজানো নিকষ কালো বস্তুগুলোকে বই বলে চিনতে পারলেন জেনারেল। সব অপরিচিত শিরোনাম। ঘরের কোণায় বড় একটা যন্ত্রকে তিনি অনুমানে ধরে নিলেন রিসিভার যা বইগুলোকে শব্দ এবং দৃশ্যে পরিণত করে। কীভাবে কাজ করে তিনি স্বচক্ষে কখনো দেখেননি, তবে শুনেছেন।

বহু আগে যখন পুরো গ্যালাক্সি জুড়ে এম্পায়ার বেড়ে উঠছিল সেই সময় প্রতি দশটার মধ্যে নয়টা বাড়িতেই এরকম সারি সারি বই এবং রিসিভার থাকত।

কিন্তু সময় পাল্টেছে। বই এখন বৃদ্ধ লোকের সঙ্গী। এবং যে কাহিনী থাকে তার অর্ধেকেরও বেশি কাল্পনিক।

চা এসে গেছে, বসলেন জেনারেল। ডুসেম বার নিজের পেয়ালা তুলে বললেন, "আপনার সম্মানে।"

"ধন্যবাদ। আপনার সম্মানে।"

ডুসেম বার বললেন, "শুনেছি আপনি তরুণ। পঁয়ত্রিশ?"

"প্রায় কাছাকাছি। চৌত্রিশ।"

"সেক্ষেত্রে," হালকা গুরুত্বের সাথে বললেন বার "দুঃখের সাথে জানাতে বাধ্য হচ্ছি আমি আপনার বিনোদনের কোনো ব্যবস্থাই করতে পারছি না। পানীয়, ধূমপান বা কোনো সুন্দরী তরুণীকে আপনার মনোরঞ্জনের জন্য হাজির করতে পারব না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এসবের কোনো প্রয়োজন নেই, স্যার।" বলার সুরে পরিষ্কার বোঝা যায় মজা পেয়েছেন জেনারেল। "এরকম অনুরোধ কি আপনি অনেক বেশি পান?"

"যথেষ্ট। দুর্ভাগ্যক্রমে অজ্ঞ লোকেরা স্কলারশিপের সাথে জাদুবিদ্যাকে গুলিয়ে ফেলে এবং মনে করে যে ভোগবিলাসের জন্য অনেক বেশি জাদুকরী প্রলেপ প্রয়োজন।"

"এবং সেটাই স্বাভাবিক। তবে আমি ভিন্নমত। আমার মতে স্কলারশিপ জটিল প্রশ্নের সমাধান বের করার একটা কায়দা।"

স্যিউয়েনিয়ান গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ ভাবলেন। "হয়তো আপনিও তাদের মতো ভুলপথে চলছেন।"

"সেটা পরে বোঝা যাবে।" তরুণ জেনারেল পুনরায় খালি কাপে চা ঢেলে নিলেন, তবে স্বাদ বৃদ্ধিকারক ক্যাপসুল নিলেন না।" বলুন প্যাট্রিশিয়ান, জাদুকর কারা? সত্যিকারের জাদুকর?"

বহুদিনের অব্যবহৃত উপাধিটি শুনে কেঁপে উঠলেন বার। "কোনো জাদুকর নেই।"

"কিন্তু তাদের কথা মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। হিউয়েনার আকাশে বাতাসে তাদের কাহিনী ছড়িয়ে আছে। তাদের ঘিরে একটা কাল্ট তৈরি হয়েছিল। আপনার স্বদেশী যারা তথাকথিত স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়াই করেছে তাদের সাথে এটার অদ্ভুত একটা যোগাযোগ রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর।"

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। "আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? আপনি বিদ্রোহের গন্ধ পেয়েছেন, যার নেতৃত্ব দিচ্ছি আমি?"

কাঁধ নাড়লেন রিয়োজ। "মোটেই না। মোটেই না। আবার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। আপনার বাবা ছিলেন নির্বাসিত; আপনি নিজে উগ্র স্বদেশী। অতিথি হিসেবে কথাটা আমার বলা হয়তো একটু অশোভন। কিন্তু আমি ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি। তিন প্রজন্ম পরেও স্যিউয়েনার সাহসিকতা কমেনি।"

প্রতিউত্তর দিতে একটু সমস্যা হল বৃদ্ধের। "মেজবান হিসেবে কথাটা বলা আমার জন্যও অশোভন। আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই অনেক আগে একজন ভাইসরয় ঠিক আপনার মতোই স্যিউয়েনিয়ানদের পদানত রাখার কথা চিন্তা করেছিল। সেই একই ভাইসরয়ের নির্দেশেই আমার বাবা পলাতক এবং কপর্দকশূন্যে পরিণত হন, আমার ভাই হন শহীদ, আত্মহত্যা করে আমার বোন। আবার এই পরাধীন স্যিউয়েনিয়ানদের হাতেই সেই ভাইসরয় নৃশংসভাবে মৃত্যুবরণ করে।"

"ও হ্যাঁ, আর এখানে একটা কথা আমাকে বলতেই হচ্ছে। তিন বছর আগেই সেই ভাইসরয়ের মৃত্যুরহস্য আমি সমাধান করেছি। তরুণ এক সৈনিকের আচরণ ছিল কৌতূহলউদ্দীপক। আপনি সেই সৈনিক। আমার মনে হয় না বিস্তারিত বলার প্রয়োজন আছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শান্ত হয়ে গেলেন বার।"কোনো দরকার নেই। আপনার প্রস্তাব?"

"কিছু প্রশ্নের উত্তর।"

"হুমকি দিয়ে লাভ হবে না। আমার বয়স হয়েছে, মৃত্যুর ভয় নেই।"

"মাই গুড স্যার। এখন কঠিন সময়," অর্থবহ সুরে বললেন রিয়োজ, "এবং আপনার সন্তান আছে, বন্ধু আছে, একটা দেশ আছে যাকে আপনি প্রচণ্ড ভালবাসেন। শুনুন যদি আমি শক্তি প্রয়োগ করতে চাই, তা হলে আপনাকে আঘাত করার মতো দুর্বল কিছু করব না।"

"কী চান আপনি?" ঠাণ্ডা গলায় বললেন বার।

কথা বলার সময় খালি পেয়ালা তুলে নিলেন রিয়োজ। "শুনুন, প্যাট্রিশিয়ান, এখন একজন সফল সৈনিক বলা যায় তাকেই যার মূল দায়িত্ব হচ্ছে বিভিন্ন উৎসবে ইম্পেরিয়াল প্যালেসের ময়দানে ড্রেস প্যারেডে নেতৃত্ব দেওয়া এবং হিজ ইম্পেরিয়াল এর প্রমোদতরীগুলোকে জাঁকজমকপূর্ণ গ্রীষ্মকালীন অবকাশ গ্রহে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমি...আমি ব্যর্থ, চৌত্রিশ বছর বয়সেই ব্যর্থ, এবং আমি তাই থাকতে চাই। কারণ আমি যুদ্ধ পছন্দ করি আর সে কারণেই ওরা আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। রাজদরবারে আমি একটা উৎকট সমস্যা। নিয়ম নীতি মেনে চলতে পারি না। লর্ড অ্যাডমিরালদের বিরোধিতা করি। কিন্তু মহাকাশযান এবং যে সৈনিকরা মহাকাশে নির্বাসিত হতে চায় তাদের নেতা হিসেবে আমি যথেষ্ট ভালো। কাজেই বেছে নেওয়া হল স্যিউয়েনা। এটা সীমান্তবর্তী বিশ্ব; বন্ধ্যা এবং বিদ্রোহে পরিপূর্ণ। এটা যথেষ্ট দূরে, সবাইকে বিরক্ত করার মতো দূরে।

"কিন্তু আমি নিরাশ। দমন করার মতো কোনো বিদ্রোহ ঘটেনি, এবং সীমান্তের ভাইসরয়রাও অনেকদিন থেকে বিদ্রোহ করছে না। অন্তত যতদিন হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টির স্বর্গীয় পিতার মহিমান্বিত স্মৃতি মানুষের মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত করবে না।"

"একজন শক্তিশালী সম্রাট।" ফিসফিস করে বললেন বার।

"হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন আরো বেশি। তিনি আমার মালিক; কথাটা মনে রাখবেন। আমি শুধু তার ইচ্ছাই রক্ষা করছি।"

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে কাঁধ নাড়লেন বার। "বর্তমান বিষয়ের সাথে এগুলোর কি সম্পর্ক?"

"দুই কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। যে জাদুকরদের কথা বললাম তারা এসেছিল সীমান্তের অনেক দূর থেকে, যেখানে নক্ষত্ররা ছড়িয়ে আছে পাতলাভাবে–"

"যেখানে নক্ষত্রেরা ছড়িয়ে আছে পাতলাভাবে–" আবৃত্তি করলেন বার, "'এবং মহাকাশ জমে আছে ঠাণ্ডায়।'"

"এটা কবিতা?" কপাল কুঁচকালেন রিয়োজ। "যাই হোক, তারা পেরিফেরি থেকে এসেছিল– সম্রাটের মর্যাদা ধরে রাখার জন্য যে অংশে আমি স্বাধীনভাবে সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে পারি, সেখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় তারা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এবং হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টির ইচ্ছা রক্ষা হবে আর আপনার একটা জবরদস্ত লড়াইয়ের আশা পূরণ হবে।"

"ঠিক। কিন্তু কিসের সাথে লড়ব সেটা জানতে হবে। আর এখানেই আপনার সাহায্য প্রয়োজন।"

"কীভাবে বুঝলেন?"

হালকা চালে বিস্কিটের কোণা ভাঙলেন রিয়োজ।" গত তিন বছর আমি জাদুকরদের সম্বন্ধে প্রতিটা গুজব, গল্পকাহিনী অনুসরণ করেছি, বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। আমার মনে হয়েছে দুটো পৃথক ঘটনা আসলেই সত্য এবং পরস্পর সম্পৃক্ত। প্রথমটা হচ্ছে জাদুকররা এসেছিল স্যিউয়েনার ঠিক উল্টোদিকের গ্যালাক্সির একেবারে শেষ সীমানা থেকে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে আপনার বাবা একজন জীবিত সত্যিকার জাদুকরের সাথে কথা বলেছিলেন।"

বৃদ্ধ স্যিউয়েনিয়ানের দৃষ্টি নিরাসক্ত। রিয়োজ বললেন, "আমাকে সব খুলে বললেই ভালো করবেন–"

"কয়েকটা ব্যাপার বললে ভালোই হবে। নিজস্ব সাইকোহিস্টোরিক এক্সপেরিম্যান্ট হবে এটা।"

"কী ধরনের এক্সপেরিম্যান্ট?"

"সাইকোহিস্টোরিক।" বৃদ্ধের মুখে নিরানন্দ হাসি। "বরং আরো চা নেন। আমি অনেক কথা বলব।"

চেয়ারে আরো ভালোভাবে হেলান দিয়ে বসলেন তিনি। দেয়াল থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ম্লান লাল আলো। ফলে এমনকি সৈনিকের কঠোর মুখাবয়বও কেমন যেন নরম হয়ে এসেছে।

ডুসেম বার শুরু করলেন, "আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা দুটো দুর্ঘটনার ফসল। প্রথম দুর্ঘটনা আমার পিতার সন্তান হিসেবে জন্ম নেয়া। দ্বিতীয়টা হচ্ছে এই বিশ্বের স্থানীয় অধিবাসী হিসেবে জন্ম নেওয়া। ঘটনার শুরু চল্লিশ বছর আগে, ভয়ানক গণহত্যার ঠিক পরপরই যখন আমার বাবা দক্ষিণের জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, আমি ছিলাম ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত বাহিনীর একজন গোলন্দাজ। সেই একই ভাইসরয় যার নির্দেশে গণহত্যা সংগঠিত হয় এবং পরে সে নিজেও নৃশংস মৃত্যুবরণ করে।"

আমুদে ভঙ্গিতে হাসলেন বার, তারপর আবার শুরু করলেন, "আমার বাবা ছিলেন এম্পায়ারের একজন অভিজাত ব্যক্তি এবং স্যিউয়েনার সিনেটর। নাম ওনাম বার।

অধৈর্য ভঙ্গিতে বাধা দিলেন রিয়োজ, "কেন তিনি নির্বাসিত হয়েছিলেন আমি জানি। বিস্তারিত বলতে হবে না।"

স্যিউয়েনিয়ান তাকে পাত্তা না দিয়ে একই ভঙ্গিতে বলে যেতে লাগলেন, "নির্বাসিত থাকাকালে এক আগন্তুক দেখা করতে আসে তার সাথে; গ্যালাক্সির শেষ সীমানার একজন বণিক ; বয়সে তরুণ, অদ্ভুত বাচনভঙ্গি, সমসাময়িক ইম্পেরিয়াল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিস্টোরি সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই এবং নিজের নিরাপত্তার জন্য তার কাছে ছিল একটা ইনডিভিজুয়াল ফোর্স শিল্ড।"

"ইনডিভিজুয়াল ফোর্স শিল্ড? আপনি যা বলছেন তা একেবারেই অসম্ভব। কোন ধরনের শক্তিশালী জেনারেটর মাত্র একজন মানুষের দেহের আকৃতিতে শিল্ড জমাট বাধাতে পারবে? গ্রেট গ্যালাক্সি, সে কি চাকাঅলা ছোট গাড়িতে করে নিজের সাথে পাঁচ হাজার মিরিয়াটন নিউক্লিয়ার পাওয়ার সোর্স বহন করছিল?"

"এই জাদুকর সম্বন্ধেই আপনি গুজব, গল্প-কাহিনী শুনেছেন।" শান্ত গলায় বললেন বার। "জাদুকর উপাধি এত সহজে অর্জিত হয়নি। চোখে পড়ার মতো কোনো জেনারেটর তার সাথে ছিল না, অথচ সবচেয়ে ভারী যে অস্ত্র আপনি হাতে নিতে পারবেন সেটা দিয়ে তার শিল্ডে তিল পরিমাণ ফুটো করাও সম্ভব ছিল না।"

"পুরো গল্প এইটুকুই? নির্বাসিত এবং ভুক্তভোগী একজন বৃদ্ধের কল্পনা থেকে জাদুকরের জন্ম?"

"জাদুকরের গল্প আমার বাবার জন্মের আগে থেকেই প্রচলিত, স্যার। জোরালো প্রমাণও আছে তার। উক্ত বণিক যাকে আমরা জাদুকর বলি পরে শহরের একজন টেক-ম্যানের সাথে দেখা করে। আমার বাবাই নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে ঠিক নিজেরটার মতো একটা শিল্ড জেনারেটর রেখে যায় সে। নিষ্ঠুর ভাইসরয়ের মৃত্যুদণ্ডের পর নির্বাসন থেকে ফিরে এসে বাবা সেটা উদ্ধার করেন। অনেক সময় লেগেছিল–

"জেনারেটরটা আপনার পিছনে দেয়ালে ঝোলানো আছে, স্যার। কাজ করে না। প্রথম দুইদিনের পর কখনোই কাজ করেনি। তবে দেখলেই বুঝবেন যে এম্পায়ারের কেউ এটার ডিজাইন তৈরি করেনি।"

দেয়ালে ঝোলানো ধাতব প্লেট ভালোভাবে দেখার জন্য হাত বাড়ালেন রিয়োজ। মৃদু শব্দ করে দেয়াল থেকে খুলে এলো সেটা। বেল্টের কিনারায় ডিম্বাকৃতির জিনিসটা তার মনযোগ কেড়ে নিল। আয়তনে একটা বাদামের সমান।

"এটা–"বললেন তিনি।

"জেনারেটর" মাথা নাড়লেন বার। "কীভাবে কাজ করতো এখন আর বের করা সম্ভব নয়। সাব ইলেকট্রিক অনুসন্ধানে দেখা যাবে যে এটা এক টুকরো ধাতু গলিয়ে তৈরি করা হয়েছে এবং বর্ণালিছটার সতর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও গলিয়ে ফেলার আগে বিভিন্ন অংশগুলো কি ছিল সেটা বের করা যাবে না।"

"তা হলে আপনার জোরালো প্রমাণ শুধুই বাগাড়ম্বর যার শক্ত কোনো ভিত্তি নেই।"

"আপনি আমার কথা শুনতে চেয়েছেন, হুমকি দিয়েছেন যেন কোনো কিছু গোপন না করি। এখন সন্দেহ হলে তো আমার কিছু করার নেই। কথা বন্ধ করে দেব?"

"বলে যান!" কর্কশ সুরে বললেন জেনারেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বাবার মৃত্যুর পর আমি তার গবেষণার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাই এবং তখনই দ্বিতীয় দুর্ঘটনা যার কথা আগে বলেছি সেটার সাহায্য পাই আমি, কারণ স্যিউয়েনা হ্যারি সেলডনের কথা জানতে পারে।"

"হ্যারী সেলডন কে?"

"সম্রাট চতুর্থ ডালুবেন এর শাসনামলের একজন বিজ্ঞানী। তিনি একজন সাইকোহিস্টোরিয়ান; সর্বশেষ এবং সবার সেরা। তিনি একবার এখানে এসেছিলেন, যখন স্যিউয়েনা ছিল গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র, শিল্প এবং বিজ্ঞানে সমৃদ্ধশালী।"

"হুম্‌ম্‌," তিক্ত সুরে বললেন রিয়োজ, "কোন গ্রহটা দাবি করে না যে প্রাচীন যুগে তারাই ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী?"

"আমি দুইশ বছর আগের কথা বলছি, যখন সবগুলো নক্ষত্র ছিল সম্রাট এর শাসনাধীনঃ স্যিউয়েনা সীমান্তের কোনো আধা বর্বর বিশ্ব নয়, বরং ছিল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় বিশ্ব। সেই সময় হ্যারি সেলডন ইম্পেরিয়াল পাওয়ারের পতন এবং পরবর্তীতে পুরো গ্যালাক্সি জুড়ে সীমাহীন বর্বরতার পদধ্বনি বুঝতে পারেন।"

হঠাৎ করেই হাসলেন রিয়োজ। "তিনি বুঝতে পেরেছিলেন? তা হলে ভুল বুঝেছিলেন, মাই গুড সায়েন্টিস্ট। নিজেকে বোধহয় তাই বলেন আপনি। গত এক হাজার বছরের মধ্যে এম্পায়ার এখন সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। সীমান্তের ঠাণ্ডা শূন্যতা আপনার বৃদ্ধ চোখকে অন্ধ করে দিয়েছে। ইনার ওয়ার্ল্ডগুলোয় আসুন একবার। কেন্দ্রের উষ্ণতা এবং প্রাচুর্য দেখে যান।"

"পচন ধরবে প্রথমে বাইরের প্রান্তে। সেটা কেন্দ্রে পৌঁছতে কিছুটা সময় লাগবে। এটাই স্বাভাবিক। গত পনের শতাব্দীর পুরোনো গল্প এটা।"

"তো, হ্যারি সেলডন বুঝতে পারলেন গ্যালাক্সিতে ধারাবাহিকভাবে সীমাহীন বর্বরযুগ শুরু হতে যাচ্ছে।" আমুদে গলায় বললেন রিয়োজ। "তারপর কী, হ্যাঁ?"

"তাই তিনি গ্যালাক্সির দুই বিপরীত শেষ প্রান্তে দুটো ফাউণ্ডেশন তৈরি করলেন–তরুণ, উদ্যমী এবং মেধাবীদের নিয়ে ফাউণ্ডেশন যেখানে তারা বংশ বৃদ্ধি করবে, বেড়ে উঠবে। সতর্কতার সাথে তাদের জন্য একটা গ্রহ নির্বাচন করা হল; একই সাথে সময় এবং পারিপার্শ্বিকতা। এমনভাবে ব্যবস্থা করা হল যেন সাইকোহিস্টোরির অপরিবর্তনীয় গণিতের সাহায্যে ভবিষ্যতের যে ছবি ফুটে উঠেছে সেটা থেকে এবং ইম্পেরিয়াল সিভিলাইজেশনের মূল স্রোত থেকে অনেক দূরে পুরোপুরি নিঃসঙ্গভাবে তারা বেড়ে উঠতে পারে–যেন ত্রিশ হাজার বছরের অবশ্যম্ভাবী বর্বরতার যুগকে কম বেশি এক হাজার বছরে কমিয়ে আনা যায়।"

"মনে হচ্ছে আপনি বিস্তারিত সবই জানেন। কীভাবে?"

"জানি না, জানতামও না।" শান্ত গলায় বললেন প্যাট্রিশিয়ান। "পুরো বিষয়টাই আমার বাবার কিছু আবিষ্কার এবং আমার নিজের কিছু গবেষণার কষ্টকর যোগফল। ভিত্তিটা বেশ দুর্বল এবং এই কাঠামোর মাঝে অনেক ফাঁক আছে। সেগুলো পূরণ করার জন্য কোথাও কোথাও অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। তবে আমি ঘটনাটা সত্যি বলে বিশ্বাস করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আপনি খুব সহজেই বিশ্বাস করেন?"

"তাই? এগুলো বের করতে আমার চল্লিশ বছর গবেষণা করতে হয়েছে।"

"হুম্‌ম্‌। চল্লিশ বছর! আমি চল্লিশ দিনেই সমাধান করতে পারব। করতেই হবে। সেটা হবে–ভিন্নরকম।"

"কীভাবে করবেন?"

"যেভাবে করতে হয়। ফাউণ্ডেশন আমি খুঁজে বের করব, নিজের চোখে দেখব। দুটোর কথা বলেছেন?"

"রেকর্ডে দুটোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সহায়ক তথ্য প্রমাণ আছে শুধু একটার। বাকিটা সম্বন্ধে বলা হয়েছে সেটা গ্যালাক্সির দীর্ঘ অক্ষের একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত।"

"বেশ, আমরা যেটা কাছে হয় সেটাতেই যাব।" উঠে দাঁড়িয়ে কোমরের বেল্ট ঠিক করতে লাগলেন জেনারেল।

"কোথায় যেতে হবে আপনি জানেন?" জিজ্ঞেস করলেন বার।

"মোটামুটি। শেষ ভাইসরয়, আপনি যাকে খুন করেন তার রেকর্ডে আউটার বারবারিয়ানদের সম্বন্ধে সন্দেহজনক কিছু কথা আছে। সত্যি কথা বলতে কি একজন বারবারিয়ান প্রিন্সের সাথে তার মেয়ের বিয়ে হয়। আমি খুঁজে নেব।"

হাত বাড়ালেন তিনি। "আপনার আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ।"

ডুসেম বার আলতোভাবে তার আঙুল ছুঁয়ে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে কুর্নিশ করলেন। "আপনি আসায় আমি সম্মানিত।"

"যে তথ্য আপনি দিয়েছেন," আবার বললেন রিয়োজ, "ফিরে আসার পর বুঝতে পারব কীভাবে তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানানো যায়।"

অতিথিকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন বার। অপসৃয়মান গ্রাউণ্ড কারের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "যদি ফিরতে পারেন।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাউণ্ডেশন...চল্লিশ বছর পূর্ণ গতিতে অগ্রসর হওয়ার পর ফাউণ্ডেশন রিয়োজ এর আগ্রাসন এর স্বীকার হয়। হার্ডিন এবং ম্যালোর মহাকাব্যিক উত্থান পর্ব শেষ হয়েছে অনেক আগেই, সেই সাথে শেষ হয়েছে বীরত্ব এবং অসম সাহসিকতা...

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

২. জাদুকর

কামরায় চারজন ব্যক্তি চারটা পৃথক টেবিলে বসেছে, এবং কামরাটা মূল ভবন থেকে আলাদা, যেন অনুমতি ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে না পারে। তারা দ্রুত একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, তারপর অলসভাবে তাকিয়ে থাকল যার যার টেবিলের দিকে। টেবিলে চারটা বোতল এবং সমান সংখ্যক পূর্ণ গ্লাস, কিন্তু কেউ সেগুলো স্পর্শ করেনি।

দরজার কাছে বসা লোকটা টেবিলে মৃদু দিয়ে তাল ঠুকল, তারপর বলল, " এভাবে বসে থাকবে তোমরা? কে প্রথম কথা বলবে, এটা কোনো ব্যাপার?"

"তা হলে তুমিই বল প্রথমে," ঠিক বিপরীত দিকের বিশালদেহী ব্যক্তি বলল। "তোমার দুশ্চিন্তাই সবচেয়ে বেশি।"

নিরানন্দ ভঙ্গিতে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল সিনেট ফোরেল। "কারণ তোমাদের ধারণা আমি সবচেয়ে ধনী। বেশ–নাকি তোমরা চাও যেভাবে শুরু করেছিলাম সেভাবে চালিয়ে যাই আমি। আশা করি ভুলে যাওনি যে আমার নিজস্ব ট্রেড ফ্লিট ওদের স্কাউট শিপকে ধরেছে।"

"তোমার ফ্লিট সবচেয়ে বড়," তৃতীয়জন বলল, "এবং সেরা পাইলট; এভাবেও বলা যায় তুমি সবচেয়ে ধনী। ঝুঁকিটা ভয়ংকর; এবং আমাদের জন্য অনেক বেশি।"

আবারও ঠোঁট চাটল সিনেট ফোরেল। "জায়গা বুঝে ঝুকি নেওয়ার গুণটা আমি বাবার কাছ থেকে পেয়েছি। লাভের পরিমাণ যখন অনেক বেশি হয় তখন বড় ঝুঁকি নেওয়া যায়। যেমন শত্রুদের মহাকাশযান দেখার পর নিজেদের কোনো ক্ষতি না করে এবং ওদেরকে সতর্ক না করেই সেটাকে ধরে ফেললাম।"

ফাউণ্ডেশন-এর সবাই জানে ফোরেল মহান হোবার ম্যালোর বংশধর। সবাই তাকে ম্যালোর অবৈধ পুত্র হিসেবে মেনে নিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধীরে ধীরে ছোট চোখগুলো কয়েকবার পিটপিট করল চতুর্থজন। তার পাতলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শব্দগুলো যেন হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল, "আমরা খুব ভাগ্যবান এটা ভেবে খুশি হওয়ার কিছু নেই, মহাকাশযান আটকে রাখায় ওই তরুণ বরং আরো রেগে উঠবে।"

"তোমার ধারণা ওর রাগ করার জন্য একটা উদ্দেশ্য দরকার?" তিরস্কারের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল ফোরেল।

"হ্যাঁ, এবং আমরা ঠিক তাই করছি অথবা কষ্ট করে ওকে একটা উদ্দেশ্য তৈরি করে নিতে হবে না। হোবার ম্যালো বা স্যালভর হার্ডিন কাজ করতেন অন্যভাবে। পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে প্রতিপক্ষকে অনিশ্চয়তায় ফেলে দিতেন।"

কাঁধ নাড়ল ফোরেল। "এই মহাকাশযান তার গুরুত্ব প্রমাণ করেছে। আমরা এটাকে লাভজনক দামে বেচতে পারব।" জন্ম বণিকের কণ্ঠে সন্তুষ্টির সুর। "তরুণ পুরোনো এম্পায়ার থেকে এসেছে।"

"আমরা জানি," বিশালদেহী দ্বিতীয়জন গমগমে গলায় বলল

"আমরা সন্দেহ করেছিলাম," হালকা গলায় সংশোধন করে দিল ফোরেল। "পয়সাঅলা কেউ এসে যদি বন্ধুত্ব এবং বাণিজ্যের প্রস্তাব দেয় তাকে নিরাশ করা উচিত হবে না, অন্তত যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্ছে যে এর ভেতরে কোনো কূটকৌশল আছে। কিন্তু এখন–"

তৃতীয়জন যখন কথা বলল তার গলায় একটা আর্তভাব ফুটে উঠল। "আমাদের আরো সতর্ক হতে হবে। লোকটাকে ছেড়ে দেওয়ার আগেই সবকিছু জেনে নিতে হবে। সেটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হত।"

"এটার ফায়সালা হয়ে গেছে," বলল ফোরেল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়ার মতো করে হাত নেড়ে বিষয়টা থামিয়ে দিল সে।

"সরকার অনেক বেশি নরম," অভিযোগের সুরে বলল তৃতীয়জন। "মেয়র একটা ইডিয়ট।

চতুর্থজন পালাক্রমে বাকি তিনজনের দিকে তাকাল। মুখ থেকে সিগারের অবশিষ্টাংশ নামিয়ে ফেলে দিল তার ডানদিকের একটা স্লটে। চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সেটা।

তিরস্কারের সুরে বলল সে, "আশা করি যে ভদ্রলোক কথাগুলো বলেছেন তিনি অভ্যাসবশেই বলেছেন। কষ্ট করে একথা মনে করিয়ে দিতে চাই না যে আমরাই সরকার।"

সম্মতির গুঞ্জন উঠল সবার ভেতর।

চতুর্থজনের দৃষ্টি টেবিলের উপর নিবদ্ধ। "তা হলে সরকারের নিয়ম নীতি নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। এই তরুণ---এই আগন্তুক একজন সম্ভাব্য ক্রেতা হতে পারে। কিন্তু তোমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করছ সে অ্যাডভান্স কন্টাক্ট হিসেবে কাজ করছে। আমাদের ভেতরে একটা ভদ্রলোকের চুক্তি থাকার পরেও তোমরা চেষ্টা করছ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমিও করেছ," গজগজ করে বলল দ্বিতীয়জন।

"আমি জানি," শান্ত সুরে বলল চতুর্থজন।

"তা হলে আগে কি করেছি ভুলে যাও।" অধৈর্য ভঙ্গিতে বাধা দিল ফোরেল। "এখন কী করব সেটা ভাবো। যদি তাকে বন্দি করে রাখি বা মেরে ফেলি কী হবে তখন? তার আসল উদ্দেশ্য এখনো আমরা জানি না, সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে একটা লোককে মেরে ফেললেই পুরো এম্পায়ার ধ্বংস হবে না। হয়তো তার ফেরার অপেক্ষায় অন্যদিকে নেভির পর নেভি অপেক্ষা করছে।"

"ঠিক," একমত হল চতুর্থজন। "আটক মহাকাশযান থেকে কি জানতে পেরেছ তুমি।"

"অল্প কথাতেই সব বলে দেওয়া যাবে," বলল ফোরেল,মুখে দন্ত বিকশিত হাসি। "সে একজন ইম্পেরিয়াল জেনারেল বা সেই সমপর্যায়ের কিছু একটা। তরুণ বয়সেই নিজের সামরিক দক্ষতা প্রমাণ করেছে। অন্তত: আমি তাই জেনেছি–এবং নিজের লোকদের কাছে সে একজন আদর্শ। কোনো সন্দেহ নেই এই লোকের সম্বন্ধে তারা যা বলেছে অর্ধেকই মিথ্যে, কিন্তু তারপরেও বলতে হবে সে এক আশ্চর্য মানুষ। বেশ রোমান্টিক ক্যারিয়ার।"

"এই 'তারা' কারা?" প্রশ্ন করল দ্বিতীয়জন।

"আটক মহাকাশযানের নাবিক। শোন, তাদের সব বক্তব্য আমি মাইক্রোফিল্মে রেকর্ড করে নিরাপদ স্থানে রেখেছি। পরে ইচ্ছা হলে তোমরা দেখতে পারবে। প্রয়োজন মনে করলে ওই লোকগুলোর সাথে তোমরা নিজেরা কথা বলতে পারো। আমি শুধু মূল বিষয়গুলো বলছি।"

"কথা বের করলে কীভাবে? কীভাবে জানো ওরা সত্যি কথা বলছে?"

ভুরু কোঁচকালো ফোরেল। "আমি ভালোমানুষের মতো ব্যবহার করিনি। হুমকি দিয়েছি, ভয় দেখিয়েছি, নির্দয়ের মতো প্রোব ব্যবহার করেছি। ওরা কথা বলেছে। বিশ্বাস করো সত্যি কথাই বলেছে।"

"প্রাচীন যুগে" অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল তৃতীয়জন, "ব্যবহার করা হতো পিওর সাইকোলজি। ব্যথাহীন এবং তুমি নিশ্চয়ই জানো তাতে মিথ্যা কথা বলার কোনো সুযোগই থাকতো না।"

"বেশ, প্রাচীন যুগের অনেক কিছুই ভালো ছিল," শুকনো গলায় বলল ফোরেল। "এখন বর্তমান যুগ।"

"সে কি চায় এখানে," ক্লান্ত অথচ একগুয়ে গলায় বলল চতুর্থজন। "এই অদ্ভুত রোমান্টিক চরিত্রের জেনারেল?"

তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকাল ফোরেল। "তোমার কি ধারণা সে তার অধীনস্থদের সাথে রাষ্ট্রের সব বিষয় নিয়েই কথা বলবে ? ওরা কিছুই জানে না। চেষ্টা করেও কোনো কথা বের করতে পারিনি, গ্যালাক্সি জানে।"

"অর্থাৎ আমাদের সামনে একটাই পথ–"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নিজেদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।" আবার নিঃশব্দে টেবিলের উপর আঙুল দিয়ে তাল ঠুকতে লাগল ফোরেল। "এই তরুণ এম্পায়ারের একজন সামরিক নেতা, অথচ ভান করছে যেন একজন ধনী ব্যক্তি পেরিফেরির এই অদ্ভুত কোণায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নক্ষত্রগুলো ভ্রমণে বেরিয়েছে। এটাই প্রমাণ করে যে আসল উদ্দেশ্য সে আমাদের জানাতে চায় না। এম্পায়ার একবার আমাদের হামলা করার চেষ্টা করেছিল, এই ঘটনার সাথে এটা যোগ দিলেই একটা অশুভ সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রথম হামলা ব্যর্থ হয়েছিল। সেকারণে এম্পায়ার আমাদের ভালবাসবে কিনা আমার সন্দেহ আছে।"

"তুমি কিছুই জানতে পারোনি, "রক্ষনাত্মক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল চতুর্থজন, "তুমি কোনো তথ্যই বের করতে পারোনি?"

"আমি কিছুই বের করতে পারবো না।" অলস সুরে জবাব দিল ফোরেল। "কোথাও বাণিজ্যিক বিদ্রোহের কোনো খবর নেই। একতা আমাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

"দেশ প্রেম?" তৃতীয়জনের কণ্ঠে অবজ্ঞার সুর।

"গোল্লায় যাক দেশপ্রেম।" শান্ত সুরে বলল ফোরেল। "তোমার কি ধারণা ভবিষ্যৎ সেকেণ্ড এম্পায়ারের জন্য আমি তিল পরিমাণ ডিউক্রিয়ার ইমেনেশন ত্যাগ করব? কোনো ট্রেড মিশনের উপর ঝুঁকি নেব? তোমার কি মনে হয় এম্পায়ারের আগ্রাসন তোমার বা আমার ব্যবসায়ে সাহায্য করবে? যদি এম্পায়ার বিজয়ী হয় তখন যুদ্ধের সুফল ভোগ করার জন্য ভুঁইফোঁড়ের মতো অনেকেই দাঁড়িয়ে যাবে।"

"ঠিকই বলেছে।" শুকনো গলায় বলল চতুর্থজন।

আচমকা নিজের নীরবতা ভাঙল দ্বিতীয়জন। রাগের সাথে এমনভাবে চেয়ারে নড়ে চড়ে বসল যার ফলে শরীরের ওজনে আর্তনাদ করে উঠল চেয়ারটা। "কিন্তু এই কথা বলে লাভ কী? এম্পায়ার জিততে পারবে না, পারবে? সেলডন নিশ্চয়তা দিয়েছেন আমরাই সেকেণ্ড এম্পায়ার তৈরি করব। এটা শুধু মাত্র আরেকটা ক্রাইসিস। আগে আরো তিনটা হয়েছিল।"

"আরেকটা ক্রাইসিস, হ্যাঁ!" ধ্যানমগ্ন সুরে বলল ফোরেল। "কিন্তু প্রথম দুটোর ক্ষেত্রে পথ দেখানোর জন্য ছিলেন স্যালভর হার্ডিন; তৃতীয়বারে ছিলেন হোবার ম্যালো। তাদের কেউই এখন আমাদের সাথে নেই।"

বাকি সবার দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে আবার শুরু করল সে, "সেলডনের সাইকোহিস্টোরির যে নিয়মের উপর নির্ভর করে আমরা ভরসা পাই তার ভেতর সম্ভবত এমন কোনো চালক আছে যার জন্য বিশেষ করে ফাউণ্ডেশন-এর জনগণের নিশ্চিত স্বাভাবিক উদ্যোগের প্রয়োজন হয়। সেলডন ল'এর সহায়তা পেতে হলে আগে নিজেকে চেষ্টা করতে হবে।"

"সময়ের প্রয়োজনেই মানুষ তৈরি হয়," বলল তৃতীয়জন। "আরেকটা প্রবাদ।"

"এটার উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না," স্বীকার করল ফোরেল। "আমার মনে হচ্ছে, যদি এটা চার নম্বর ক্রাইসিস হয় তা হলে সেলডন পূর্বানুমান করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখেছেন। যদি করে রাখেন তা হলে এটা ঠেকানো যাবে এবং কোনো-না-কোনো উপায় অবশ্যই আছে।

"এম্পায়ার আমাদের চেয়ে শক্তিশালী; সবসময়ই ছিল। কিন্তু এই প্রথমবার আমরা তার সরাসরি আক্রমণের স্বীকার হচ্ছি, ফলে পরিস্থিতির ভয়াবহতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাকে ঠেকানো যাবে, কিন্তু সরাসরি শক্তি প্রয়োগ না করে ঠেকাতে হবে পূর্বের ক্রাইসিসগুলোর সময়ে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে সেরকমই কোনো পদ্ধতিতে। শত্রুর দুর্বল দিক খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।"

"সেই দুর্বল দিকটা কী?" জিজ্ঞেস করল চতুর্থজন। "তোমার কোনো ধারণা?"

"না। এই কথাটাই আমি বলার চেষ্টা করছি। আমাদের অতীতের মহান নেতারা সবসময়ই শত্রুর দুর্বল দিক খুঁজে বের করে সেদিকেই লক্ষ্য স্থির করতেন। কিন্তু এখন–"

তার কণ্ঠে ফুটে উঠল অসহায়ত্ব, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত কেউ কিছু বলল না।

তারপর চতুর্থজন বলল, "আমাদের গুপ্তচরের প্রয়োজন।"

আগ্রহের সাথে তার দিকে ঘুরল ফোরেল। "ঠিক! এম্পায়ার কখন আক্রমণ করবে জানি না। নিশ্চয়ই একটা সময় ধরা আছে।"

"হোবার ম্যালো নিজে ইম্পেরিয়াল ডমিনিয়নের ভেতরে ঢুকেছিলেন।" দ্বিতীয়জনের প্রস্তাব।

কিন্তু মাথা নাড়ল ফোরেল। "এত সরাসরি কিছু করা যাবে না। আমাদের বয়স নেই; এবং সকলেই লাল ফিতা আর প্রশাসনিক জটিলতায় ফেঁসে আছি। আমাদের প্রয়োজন তরুণ একজন যে এখনো ফাউন্ডার ফিল্ডে কাজ করছে।"

"স্বাধীন বণিক?" জিজ্ঞেস করল চতুর্থজন।

এবং মাথা নেড়ে ফিসফিস করে বলল ফোরেল, "যদি এখনো সময় থাকে–"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. অদৃশ্য হাত

বেল রিয়োজ বিরক্তিকর পায়চারী থামিয়ে তার এইডের দিকে আশা নিয়ে তাকালেন। "স্টারলেট থেকে কোনো সংবাদ?"

"কিছুই না। স্কাউটিং পার্টি প্রায় এক চতুর্থাংশ স্পেস চষে ফেলেছে, কিন্তু যন্ত্রে কিছুই ধরা পড়েনি। কমাণ্ডার ইয়ুম রিপোর্ট করেছেন তিনি পাল্টা আক্রমণের জন্য তৈরি।"

মাথা নাড়লেন জেনারেল। "না, একটা পেট্রল শিপের জন্য এখনই এত বড়ো ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। তাকে বল–দাঁড়াও! লিখে দিচ্ছি। কড়া নিরাপত্তার মাধ্যমে ট্র্যান্সমিট করবে।

কথা বলতে বলতেই মেসেজটা তিনি কাগজে লিখে ফেললেন, তারপর বাড়িয়ে ধরলেন অপেক্ষারত অফিসারের দিকে। "স্যিউয়েনিয়ান এসে পৌঁছেনি এখনো?"

"এখনো পৌঁছেনি।"

"ঠিক আছে, পৌঁছানোর সাথে সাথে আমার কাছে নিয়ে আসবে।"

কেতাদুরস্তভাবে স্যালুট করে চলে গেল এইড। আবার পায়চারী শুরু করলেন জেনারেল।

দ্বিতীয়বার দরজা খোলার পর ভেসেম বারকে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। এইডের পিছু নিয়ে তার কামরায় ঢুকলেন তিনি। ছাঁদে গ্যালাক্সির হলোগ্রাফিক মডেল এবং ঠিক তার কেন্দ্রের নিচে ফিল্ড ইউনিফর্ম পরে বেল রিয়োজ দাঁড়িয়ে আছেন।

"প্যাট্রিশিয়ান, শুভদিন!" পায়ের ঠেলায় একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন জেনারেল। এইড কে বললেন, "আমি না খোলা পর্যন্ত ঐ দরজা বন্ধ থাকবে।" তারপর হাত নেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

পা ফাঁক করে স্যিউয়েনিয়ান এর মুখোমুখি দাঁড়ালেন তিনি, হাত পিছনে, চিন্তিত, ধীরে ধীরে পায়ের গোড়ালির উপর ব্যালেন্স করার চেষ্টা করছেন।

তারপর তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, "প্যাট্রিশিয়ান, আপনি সম্রাটের প্রতি অনুগত?"

নিশ্চুপ বার শুধু একটা ভুরু বাঁকা করলেন, "ইম্পেরিয়াল রুল পছন্দ করার কোনো কারণ আমার নেই।"

"অর্থাৎ অন্যভাবে বলা যায় আপনি বিশ্বাসঘাতক হতে পারেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঠিক। আবার এভাবেও দেখতে পারেন, বিশ্বাসঘাতক না হয়ে সক্রিয় সাহায্যকারী হতে পারি।"

"এটাও ঠিক। তবে এই মুহূর্তে সাহায্য করতে না চাইলে," জোর গলায় বললেন রিয়োজ, "সেটাকে বিশ্বাসঘাতকতা ধরা হবে।"

বার-এর দুই ভুরু এক হয়ে গেল। "চোখা বাক্যবান অধীনস্থদের জন্য তুলে রাখুন। আপনি কী চান এবং কী প্রয়োজন সেটা বলাই যথেষ্ট।"

পায়ের উপর পা তুলে বসলেন রিয়োজ। "বার, ছয় মাস আগে আমাদের কিছু আলোচনা হয়েছিল।"

"আপনার সেই জাদুকরের ব্যাপারে?"

"হ্যাঁ। আমি কী করব বলেছিলাম, সেটা আপনার মনে আছে?"

মাথা নাড়লেন বার। হাত দুটো অলসভাবে কোলের উপর ফেলে রেখেছেন। "বলেছিলেন ওদেরকে খুঁজে বের করবেন। চারমাস বেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। পেয়েছেন ওদেরকে?

"পেয়েছি," আর্তনাদ করে উঠলেন রিয়োজ। কথা বলার সময় শক্ত হয়ে গেল ঠোঁট দুটো। যেন অনেক কষ্টে দাঁত দিয়ে পিষে ফেলা থেকে নিবৃত্ত করলেন। "প্যাট্রিশিয়ান, ওরা জাদুকর নয়; ওরা শয়তান। আমাদের গ্যালাক্সির ধ্যানধারণার সাথে এর কোনো মিল নেই। একটা নখের সমান ছোট বিশ্ব; সম্পদ নেই, জ্বালানি নেই, জনসংখ্যা এতই কম যে ডার্কস্টারের অন্তর্গত অনগ্রসর বিশ্বগুলোতেও এর থেকে বেশি মানুষ বাস করে। অথচ এটা নিয়েই এই অহংকারী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষগুলো নিঃশব্দে এবং ধাপে ধাপে গ্যালাকটিক শাসনের স্বপ্ন দেখছে।

"কেন ওরা এত নিশ্চিত, কোনো তাড়াহুড়ো করছে না। অলসভাবে একটার পর একটা বিশ্ব দখল করে নিচ্ছে; একটা করে শতাব্দীর পরিকল্পনা করে ধীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে; হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ছে সিস্টেমগুলোর ভেতরে।

"এবং তারা সফল হচ্ছে। থামানোর কেউ নেই। একটা জঘন্য বণিক সাম্রাজ্য তৈরি করেছে ওরা, যার শিকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে তাদের খেলনা জাহাজগুলো পর্যন্ত যেতে সাহস করে না। নিজেদের প্রতিনিধিদের ওরা বলে বণিক। এই বণিকরা বহু পারসেক দূরদূরান্তে চলে যেতে পারে।"

মাঝখানে বাধা দিয়ে রাগের প্রবাহ থামালেন ডুসেম বার। "তথ্যগুলোর কতখানি সঠিক; কতখানি আপনার রাগের বহিঃপ্রকাশ?"

সৈনিক শান্ত হলেন। "আমি রাগে অন্ধ হয়ে যাইনি। আপনাকে বলেছি আমি প্রথমে স্যিউয়েনা তারপর ফাউণ্ডেশন-এর নিকটতম বিশ্বগুলোতে গেছি, যেখানে এম্পায়ার অনেক দূরের কিংবদন্তির গল্পের মতো আর বণিকেরা জীবন্ত সত্য। বণিকদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল ভুল।"

"ফাউণ্ডেশন নিজের মুখে আপনাকে বলেছে যে তারা গ্যালাকটিক ডমিনিয়ন অর্জন করতে চায়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমাকে বলবে!" আবার রেগে উঠলেন রিয়োজ। "বলার দরকার নেই। কর্মকর্তারা ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া আর কিছু নিয়ে কথা বলেনি। কিন্তু আমি সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেছি ; তাদের ধ্যানধারণা ; তাদের 'সুস্পষ্ট গন্তব্য', সুমহান ভবিষ্যতের ব্যাপারে তাদের নীরব অনুমোদন নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছি। এসব বিষয় লুকিয়ে রাখা যায় না। এমনকি এই মহাজাগতিক আশাবাদ তারা লুকিয়ে রাখার চেষ্টাও করেনি।"

স্যিউয়েনিয়ানের মুখে সন্তুষ্টির ছাপ। "খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই ব্যাপারটা আমার গবেষণার ফলাফলের সাথে পুরোপুরি মিলে গেছে।"

"কোনো সন্দেহ নেই," বললেন রিয়োজ, তার কণ্ঠে সীমাহীন কৌতুক। "আপনার বিশ্লেষণী ক্ষমতার প্রশংসা না করে পারছি না। একই সাথে এটা হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টির শাসনের বিরুদ্ধে মারাত্মক বিপদ এবং হুমকিস্বরূপ।"

নিরাসক্তভাবে কাঁধ নাড়লেন বার, আর রিয়োজ হঠাৎ সামনে ঝুকে বৃদ্ধের কাঁধে হাত রাখলেন। তীব্র কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন তার চোখের দিকে।

বললেন," শুনুন প্যাট্রিশিয়ান , ওসব বাদ। নিষ্ঠুর হওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। ইম্পেরিয়ামের বিরুদ্ধে স্যিউয়েনার বিদ্রোহ আমার কাছে একটা বোঝার মতো, এবং যে-কোনো মূল্যে আমি সেটা দূর করব। কিন্তু আমি সামরিক লোক, বেসামরিক বিষয়ে নাক গলানো অসম্ভব। আমার কোরিয়ার শেষ হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছেন? আমি জানি আপনি বুঝতে পেরেছেন। চল্লিশ বছর আগে কি ঘটেছিল সেটা ভুলে যেতে পারি। আপনার সহায়তা আমার প্রয়োজন। খোলাখুলি স্বীকার করছি।"

তরুণের কণ্ঠে জরুরি তাগাদার সুর। কিন্তু ডুসেম বার নীরবে এবং দৃঢ়ভাবে না বোধক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন।

আবেদনের সুরে বললেন রিয়োজ, "আপনি বুঝতে পারছেন না, প্যাট্রিশিয়ান, সন্দেহ হচ্ছে আমিও বোঝাতে পারছি না। আপনার গবেষণার বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কারণ আপনি একজন স্কলার। তবে একটা কথা আপনাকে বলতে পারি। এম্পায়ার সম্বন্ধে আপনার ধারণা যাই হোক, এটা যে বৃহৎ সার্ভিস দিচ্ছে সেটা অস্বীকার করা যাবে না। আর্মড ফোর্স বিচ্ছিন্নভাবে কিছু অনিয়ম দুর্নীতি করলেও সামগ্রিকভাবে তারা সভ্যতা, শান্তি বজায় রাখতে বাধ্য। ইম্পেরিয়াম নেভি-ই হাজার হাজার বছর একটা প্যাক্স–ইম্পেরিয়াম তৈরি করে শাসন করছে গ্যালাক্সি। পুরোনো দিনের দীর্ঘস্থায়ী বর্বরতা এবং অরাজকতা দূর করে নক্ষত্র এবং মহাকাশযান চিহ্নের অধীনে গত কয়েক হাজার বছর যে শান্তি বজায় রেখেছে তার কি কোনো মূল্য নেই?

"ভেবে দেখুন, আউটার প্রভিন্সগুলো স্বাধীনতা ঘোষণা করার পরেও কি এম্পায়ার সুযোগ সুবিধা কমিয়ে দিয়েছে ? আজকের বর্বর গ্যালাক্সিতে স্যিউয়েনা যদি একটা শক্তিশালী নেভির সহায়তা না পায় তা হলে কি বিচ্ছিন্ন বারবারিয়ান ওয়ার্ল্ড হিসেবে টিকতে পারবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এতটাই খারাপ–এত তাড়াতাড়ি?" ফিসফিস করে বললেন স্যিউয়েনিয়ান।

"না," স্বীকার করলেন রিয়োজ। "কোনো সন্দেহ নেই আমরা যতদিন বাঁচব ততদিন নিরাপদেই থাকব। কিন্তু আমি লড়াই করছি এম্পায়ারের জন্য; এবং একটা সামরিক ঐতিহ্যের জন্য যার প্রতি আমি নিবেদিত।"

"আপনি কেমন রহস্যময় আচরণ করছেন, আর অন্য ব্যক্তির রহস্যময়তা ভেদ করা আমার জন্য সবসময়ই কঠিন।"

"কোনো ব্যাপার না। ফাউণ্ডেশন-এর ক্রমবর্ধমান হুমকি আপনি বুঝতে পারছেন?"

"আপনি যেটাকে বিপদ বলছেন সেটা আমিই সর্বপ্রথম আপনাকে দেখিয়ে দিই।"

"তা হলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এটাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে হবে। অন্য কেউ শোনার আগেই আপনি ফাউণ্ডেশন-এর কথা শুনেছেন। এম্পায়ারের অন্য যে কারো থেকে এদের ব্যাপারে আপনি সবচেয়ে বেশি জানেন। সম্ভবত বলতে পারবেন কীভাবে ওদেরকে আক্রমণ করা যায়; এবং ওরা কীরকম প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে পারে সে ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দিতে পারেন। আসুন আমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করি।"

ডুসেম বার উঠে দাঁড়ালেন। হালকা গলায় বললেন, "আমার সাহায্য অর্থহীন। বরং আপনি কী চান সেটা বলুন।"

"অর্থহীন কিনা তার বিচার করব আমি।"

"না, আমি সত্যিই সিরিয়াস। এম্পায়ারের সমস্ত শক্তি দিয়েও এই ক্ষুদ্র বিশ্বকে দমন করা যাবে না।"

"কেন পারব না?" বেল রিয়োজের চোখে রাগের ঝলক। "না, ওখানেই দাঁড়ান। যাওয়ার সময় হলে আমি বলব। কেন পারব না? যদি ভেবে থাকেন এই শত্রুকে আমি খাটো করে দেখছি তা হলে ভুল করবেন, প্যাট্রিশিয়ান।" নিশ্বাস না ফেলেই কথা বলছেন তিনি। "ফেরার পথে আমি একটা মহাকাশযান হারিয়েছি। ফাউণ্ডেশন-এর হাতে পড়েছে এমন কোনো প্রমাণ নেই; আবার দুর্ঘটনায় পড়লে আমি যে পথে আসা-যাওয়া করেছি তার আশপাশে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যেত। ক্ষতি খুব সামান্য হলেও এর মাধ্যমে ফাউণ্ডেশন তার মনোভাব প্রকাশ করেছে। তাদের শক্তি সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই নেই। আপনি কি মাত্র একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমার উপকার করতে পারেন? ওদের সামরিক শক্তি কী পরিমাণ?"

"আমার কোনো ধারণাই নেই।"

"তা হলে কেন বললেন যে এই সামান্য শত্রুকে আমরা পরাজিত করতে পারব না?"

আবার বসলেন স্যিউয়েনিয়ান, রিয়োজের স্থির দৃষ্টির সামনে থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিলেন। গম্ভীর সুরে বললেন, "কারণ সাইকোহিস্টোরির মূল নীতির উপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বিশ্বাস আছে। এটা অদ্ভুত একটা বিজ্ঞান। হ্যারী সেলডনের হাতে এর গাণিতিক পরিপূর্ণতা অর্জিত হয় এবং তার সাথেই শেষ হয়। কারণ হ্যারি সেলডনের মৃত্যুর পর আর কেউই এটাকে সূক্ষ্মভাবে পরিচালনা করতে পারেনি। কিন্তু স্বল্প সময়ের মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে যে মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণে এটাই সবচেয়ে কার্যকরী হাতিয়ার। একজন মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ না করে এটা দলবদ্ধ মানুষের আচরণ বিশ্লেষণের গাণিতিক সূত্র তৈরি করেছে।"

"তো–"

"সেলডন এবং তার সহকারীরা সাইকোহিস্টোরির সাহায্যে ফাউণ্ডেশন তৈরি করেন। সেকেণ্ড গ্যালাকটিক এম্পায়ার গড়ে তোলার জন্য, সময়, শর্তসমূহ সবই গাণিতিক ভাবে নির্বাচন করা হয়।"

বিরক্ত সুরে বললেন রিয়োজ, "অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন আমি ফাউণ্ডেশন আক্রমণ করব এবং পরাজিত হব এবং এরকম এরকম কারণে এমন একটা যুদ্ধ হবে। আপনার ধারণা আমি একটা রোবট যে শুধু পূর্ব নির্ধারিত ধ্বংসের পথ অনুসরণ করছে।"

"না," তীব্র গলায় বললেন বৃদ্ধ প্যাট্রিশিয়াস, "আগেই বলেছি এই বিজ্ঞান একজন মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করতে পারে না। আরো বিশাল পরিব্যাপ্তির ভবিষ্যদ্বাণী করে।"

"তা হলে আমরা গডেস অব হিস্টোরিক্যাল নেসেসিটির শক্ত হাতে বন্দি।"

"সাইকোহিস্টোরিক্যাল নেসেসিটি," নরম গলায় শুদ্ধ করে দিলেন বার।

"আর যদি আমি আমার বিশেষ স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করি। সামনের বছর আক্রমণ করি বা মোটেই আক্রমণ না করি? এই গডেস কতখানি প্রভাবিত হবে? কতখানি সহযোগিতা করবে।"

কাঁধ নাড়লেন বার। "এখনই আক্রমণ করেন বা মোটেই না করেন; একটা মহাকাশযান দিয়ে অথবা এম্পায়ারের পুরো শক্তি দিয়ে আক্রমণ করেন; সামনাসামনি লড়াই অথবা গেরিলা যুদ্ধ; যা ইচ্ছা হয় করেন। তারপরেও আপনি পরাজিত হবেন।"

"কারণ হ্যারি সেলডনের অদৃশ্য হাত?"

"কারণ মানবীয় আচরণিক গণিতের অদৃশ্য হাত যা কখনো থামানো যায় না, গতি পরিবর্তন করা যায়, দেরি করানো যায় না।"

হিমশীতল দৃষ্টিতে দুজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর এক পা পিছিয়ে গেলেন জেনারেল।

স্বাভাবিক গলায় বললেন, "আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। একটা অদৃশ্য হাতের বিরুদ্ধে একটা জীবিত ইচ্ছার প্রতিযোগিতা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লীয়ন, দ্বিতীয়....তাকে বলা হয় "দ্য গ্রেট।" ফার্স্ট এম্পায়ারের সর্বশেষ শক্তিশালী সম্রাট। তার দীর্ঘ শাসনামলে রাজনৈতিক এবং শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে পুনর্জাগরণ সুচিত হয় সেজন্যই তিনি সবচেয়ে বেশি সমাদৃত। আবার বেল রিয়োজের সাথে বিশেষ সম্পর্কের কারণেও তিনি বেশ আলোচিত, এবং সাধারণ মানুষের কাছে তিনি শুধুই ছিলেন "রিয়োজের সম্রাট।" এটা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের শাসনের সুফলকে ঢেকে দেওয়ার জন্য তার রাজত্বের শেষ বয়সের ঘটনাগুলো...

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

৪. সম্রাট

দ্বিতীয় ক্লীয়ন, লর্ড অব দ্য ইউনিভার্স। দ্বিতীয় ক্লীয়ন অজানা এক কঠিন রোগে ভুগছেন। মানুষের চরিত্রের অস্বাভাবিক নষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলোর বিচারে দুটো বক্তব্য যেমন একটা থেকে আরেকটাকে পৃথক করা যাচ্ছে না, তেমনি সঙ্গতিহীন।

ইতিহাস বেশ ঘটনাবহুল। কিন্তু এসব ঘটনা নিয়ে দ্বিতীয় ক্লীয়নের কোনো মাথা ব্যথা নেই। কারণ তাতে তার ব্যক্তিগত দুর্ভোগ ইলেকট্রন পরিমাণও কমবে না। এটা ভেবে তিনি একটুও শান্তি পান না যে তার পরদাদার পরদাদা ছিল একটা বর্বর গ্রহের জবরদখলকারী রাজা, আর তিনি নিজে সুদূর অতীতের গ্যালাকটিক রুলারের বংশধর হিসেবে অ্যামেনটিল দ্য গ্রেটের বিশাল জমকালো প্রাসাদে বাস করছেন। এই কথা মনে করে তিনি মোটেই আরাম বোধ করেন না যে তার বাবার প্রচেষ্টার কারণেই সুদীর্ঘ অরাজকতা এবং বিদ্রোহ দমন করে ষষ্ঠ স্ট্যানিলের অধীনে যে শান্তি এবং একতা ছিল তা আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়; যার ফলশ্রুতিতে তার পঁচিশ বছরের রাজত্বকালে ছোটখাটো কোনো বিদ্রোহও রাজকীয় মহিমাকে কলুষিত করতে পারেনি।

গ্যালাক্সির সম্রাট এবং সকল দুর্ভোগের লর্ড তার বালিশের শক্তিবর্ধক ক্ষেত্রে মাথাটা একটু পিছনের দিকে সরানোর সময় আর্তনাদ করে উঠলেন। একটু আরামবোধ করলেন, দেহ শিথিল হল। কষ্ট করে উঠে বসলেন তিনি। গোমড়া মুখে তাকিয়ে রইলেন গ্র্যাণ্ড চেম্বারের দূরের দেয়ালের দিকে। এই শয়নকক্ষেই তিনি কিছু সময়ের জন্য একা হতে পারেন। বিশাল কামরা। সব কামরাই বিশাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে দরবারের ফিটফাট ভাব, তাদের মিথ্যে ছলনা, ভোঁতামুখের চেয়ে এখানে একা একা পঙ্গুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করা অনেক ভালো। ঐসব মুখোশের আড়ালে তার মৃত্যুর পর সিংহাসন দখলের যে নীরব হিসাব-নিকাশ প্রতিনিয়ত চলছে সেগুলো দেখার চেয়ে একা থাকাই ভালো।

তিন পুত্রের কথা মনে পড়ল তার। সুস্থ, সবল, উদ্যমী সম্ভাবনাময় তিন তরুণ। এই দুর্দিনে তারা কোথায়? অপেক্ষা করছে, সন্দেহ নেই। একজন আরেকজনের উপর নজর রাখছে; আর সবাই নজর রাখছে তার উপর।

অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। ক্রুডরিগ এখন তার সাক্ষাত লাভের জন্য ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করছে। নীচু জাত, বিশ্বস্ত ক্রুডরিগ; বিশ্বস্ত এই কারণে যে সে সকলের ঘৃণার পাত্র এবং এই একটা ক্ষেত্রে যে কয়েক ডজন ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী দল তার দরবারকে বিভক্ত করে রেখেছে তারা সকলে একমত।

ক্রুডরিগ বিশ্বস্ত ফেভারিট, যার বিশ্বস্ত না হয়ে উপায় নেই, কারণ তার কাছে যদি গ্যালাক্সির সবচেয়ে দ্রুততম মহাকাশযান না থাকে এবং সম্রাটের মৃত্যুর পরপরই যদি সে সেটা নিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে তা হলে পরেরদিনই তার স্থান হবে রেডিয়েশন চেম্বার।

দ্বিতীয় ক্লীয়ন তার রাজকীয় শয্যার হাতলে একটা মসৃণ বোতাম স্পর্শ করলেন এবং শেষ মাথায় বিশাল দরজা স্বচ্ছ হয়ে উঠল।

ক্রিমসন কার্পেটের উপর দিয়ে হেঁটে এসে ক্রুডরিগ হাটু গেড়ে বসে সম্রাটের দুর্বল হাতে চুমু খেল।

"কেমন আছেন, মহানুভব?" নিচু উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল প্রিভি সেক্রেটারি।

"বেঁচে আছি," হাত নেড়ে উষ্মা প্রকাশ করলেন সম্রাট। "যদি এটাকে বেঁচে থাকা বল, ঐ গর্দভগুলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই পড়তে পারে বলেই আমাকে গবেষণার নতুন বিষয় বলে মনে করে। নিরাময়ের নতুন কোনো উপায়, কেমিক্যাল, ফিজিক্যাল, বা নিউক্লিয়ার যা আগে কখনো চেষ্টা করা হয়নি–এমন কিছু পেলেই হল, আগামী কালই তারা এসে হাজির হবে সেটা আমার উপর প্রয়োগ করার জন্য। আর তার কার্যকারীতা প্রমাণ করার জন্য নতুন আবিস্কৃত কোন প্রাচীন বই মেলে ধরবে সামনে।

"আমার বাবার মতে," রাগের সাথে কথা বলছেন তিনি "এমন কোনো দ্বিপদ প্রাণী নেই যে নিজের চোখে পর্যবেক্ষণ না করে কোনো রোগ নিরাময়ের গবেষণা করতে পারবে। এমন কেউ নেই যে সামনে প্রাচীন যুগের একটা বই না রেখে পালস দেখতে পারবে। আমি অসুস্থ, আর ওরা বলছে 'অজানা'। সব গাধা! হাজার বছর ধরে মানব শরীরে যে পরিবর্তন হচ্ছে সেটা প্রাচীন যুগের মানুষেরা কীভাবে গবেষণা করবে, কীভাবেই বা নিরাময়ের ব্যবস্থা করবে। প্রাচীন যুগের মানুষগুলো বেঁচে থাকলে আমি বাঁচতে পারতাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচু স্বরে অভিশাপ দিলেন সম্রাট আর ক্রুডরিগ কর্তব্যপরায়ন ভৃত্যের মতো অপেক্ষা করতে লাগলো। দ্বিতীয় ক্লীয়ন জড়ানো স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "বাইরে কতজন অপেক্ষা করছে?"

মাথার ইশারায় তিনি দরজার দিকে দেখালেন।

ধৈর্যের সাথে উত্তর দিল ক্রুডরিগ। "গ্রেট হল স্বাভাবিক সংখ্যা ধারণ করছে।"

"বেশ, অপেক্ষা করতে দাও। রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ আমাকে সবসময়ই ঘিরে রেখেছে। গার্ড ক্যাপ্টেন ঘোষণা দিয়েছে? আর নইলে ঘোষণা করতে বল যে আমি আজকে দরবারে বসব না। গার্ডের চেহারা যেন শোক কাতর দেখায়। শেয়াল গুলোর ভেতর সবচেয়ে চতুরগুলো নিজেদের ভেতর বেঈমানী করে বসতে পারে।" বিরক্তিতে নাক কুঁচকালেন তিনি।

"গুজব শোনা যাচ্ছে, মহানুভব" হালকা গলায় বলল ক্রুডরিগ, "আপনার সমস্যা আসলে হার্টে।"

একটু আগে সম্রাটের বিরক্তিতে কুঁচকানো মুখ ছোট হাসিতে পাল্টে গেল। "এটা আমার চেয়ে অন্যদেরই বেশি কষ্ট দেবে। যাই হোক, তুমি কি কাজে এসেছ শোনা যাক।"

নির্দেশ পেয়ে হাটু গাড়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালো ক্রুডরিগ। "ব্যাপারটা জেনারেল বেল রিয়োজকে নিয়ে, স্যিউয়েনার মিলিটারি গভর্নর।"

"রিয়োজ?" দ্বিতীয় ক্লীয়ন ক্লান্তভাবে ভুরু কুঁচকালেন। "আমি তাকে নিয়োগ দেইনি। সেই কি কয়েক মাস আগে একটা অদ্ভুত সংবাদ পাঠিয়েছিল? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এম্পায়ার এবং সম্রাটের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কয়েকটা এলাকায় সামরিক অভিযান শুরুর অনুমতি চেয়েছিল।"

"ঠিক মহানুভব।"

হাসলেন সম্রাট। "এইরকম জেনারেল এখনো আমার সাথে আছে, ক্রুডরিগ? মনে হয় তার ভেতরে পুরোনো ধ্যান ধারণার পুনর্জন্ম ঘটেছে। তারপরে কী হল? তুমি নিশ্চয়ই একটা জবাব দিয়েছ?"

"দিয়েছি, মহানুভব। তাকে নির্দেশ দিয়েছি আরো তথ্য পাঠাতে এবং ইম্পেরিয়ামের নির্দেশ ছাড়া কোনো ধরনের সামরিক পদক্ষেপ যেন না নেয়।"

"হুম্‌ম্‌। যথেষ্ট নিরাপদ। কে এই রিয়োজ। কখনো দরবারে ছিল?"

মাথা নাড়ল ক্রুডরিগ। "দশ বছর আগে গার্ড বাহিনীর ক্যাডেট হিসেবে জীবন শুরু করে। লেমুল ক্লাস্টারের ঘটনায় তার কিছু ভূমিকা ছিল।"

"লেমুল ক্লাস্টার? তুমি জানো আমার স্মরণশক্তি–ঐ যে এক তরুণ সৈনিক সামনের সারির দুটো যুদ্ধযান মুখোমুখি সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করেছিল...আহ্‌-- এধরনের কিছু একটা?" অধৈর্যভাবে তিনি হাত নাড়লেন। "আমার বিস্তারিত মনে নেই। বেশ সাহসী ভূমিকা ছিল।"

"রিয়োজই সেই সৈনিক।" শুকনো গলায় বলল ক্রুডরিগ। "এজন্য তার পদোন্নতি হয়। একটা যুদ্ধযানের ক্যাপ্টেন হিসেবে ফিল্ড ডিউটি পায়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আর এখন একটা বর্ডার সিস্টেমের মিলিটারি গভর্ণর এবং এখনো তরুণ। যোগ্য লোক, ক্রুডরিগ!"

"বিপজ্জনক, মহানুভব। সে অতীতে বাস করে। প্রাচীন যুগের একজন স্বপ্নচারী। এধরনের লোকগুলো নিজেদের কোনো ক্ষতি করে না, কিন্তু তাদের বাস্তব জ্ঞানের অভাব অন্যদের বিপদ ডেকে আনে। আমি যতদূর জানি অধীনস্থরা পুরোপুরি তার নিয়ন্ত্রণে। সে আপনার জনপ্রিয় জেনারেলদের একজন।"

"তাই?" খুশি হলেন সম্রাট।"বেশ, শোন, ক্রুডরিগ, আমি শুধু অযোগ্য লোকের সেবা পেতে চাই না। নিজেদের বিশ্বস্ততা তারা প্রমাণ করতে পারেনি।"

"অযোগ্য বিশ্বাসঘাতকদের দিয়ে কোনো বিপদ হবে না। বরং যোগ্য লোকগুলোর উপরই চোখ রাখতে হবে।"

"তুমিও তাদের একজন, ক্রুডরিগ?" হাসলেন দ্বিতীয় ক্লীয়ন তারপরই কাতরে উঠলেন ব্যথায়। "বেশ, ওসব কথা ভুলে যাও। তরুণ সেনাপতির বিষয়ে নতুন কোনো অগ্রগতি? তুমি নিশ্চয়ই আমাকে শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে আসনি?"

"জেনারেল রিয়োজ এর কাছ থেকে আরেকটা মেসেজ এসেছে, মহানুভব।"

"তাই? কী সংবাদ পাঠিয়েছে?"

"এই অসভ্যদের গ্রহে তিনি গুপ্তচর পাঠিয়েছেন এবং জোরপূর্বক অনুসন্ধান চালিয়েছেন। তার রিপোর্ট দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর। ইওর ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টির বর্তমান অবস্থায় সেগুলো বলে বিরক্ত করতে চাই না। তা ছাড়া কাউন্সিল অব লর্ডদের অধিবেশনে সব বিস্তারিত আলোচনা হবে।" বলেই সে আড়চোখে সম্রাটের দিকে তাকাল।

ভুরু কুঁচকালেন দ্বিতীয় ক্লীয়ন। "দ্য লর্ডস? বিষয়টা তাদের সামনে নিতে হবে, ক্রুডরিগ? অর্থাৎ রাজকীয় সনদের আরো বিস্তারিত ব্যখ্যার দাবি উঠবে। সবসময়ই তাই হয়।"

"এড়ানো যাবে না, মহানুভব। হতে পারে আপনার পিতা রাজকীয় সনদ ছাড়াই সর্বশেষ বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু ওটা আছে, আমাদের কিছু সময়ের জন্য তা মেনে চলতেই হবে।"

"ঠিকই বলেছ। তা হলে লর্ডদের অধিবেশন ডাকতেই হয়। কিন্তু এত রাখঢাক কেন। অল্প কিছু সৈন্যের সাহায্যে সুদূর সীমান্তে সাফল্য অর্জন পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় বিষয়।"

পাতলা একটু হাসল ক্রুডরিগ। ঠাণ্ডা গলায় বলল, "বিষয়টা একজন আবেগপ্রবণ ইডিয়টের; কিন্তু একজন আবেগপ্রবণ ইডিয়টও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে যদি কোনো আবেগহীন বিদ্রোহী তাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে। মহানুভব, লোকটা ইম্পেরিয়াল কোর্ট এবং সীমান্ত দুজায়গাতেই জনপ্রিয়। বয়সে তরুণ। যদি সে একটা বা দুটো বর্বর গ্রহ দখল করতে পারে তবে সে বিজয়ী সেনাপতির সম্মান লাভ করবে। এখন একজন তরুণ সেনাপতি যে সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোলার জন্য নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে সে যে-কোনো সময়ই বিপজ্জনক হতে পারে। এমনকি আপনার বাবা যেভাবে রাইকার-এর কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করেছিল আপনার সাথে সেরকম কিছু করার ইচ্ছা তার না থাকলেও, আমাদের ডোমেইন এর কোনো অনুগত লর্ড তাকে নিজের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।"

একটা হাত সামান্য একটু নাড়তেই ব্যথায় শক্ত হয়ে গেলেন দ্বিতীয় ক্লীয়ন। দেহ খানিকটা শিথিল করলেন, কিন্তু মুখের হাসি দুর্বল, কণ্ঠস্বর ফিসফিসানির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। "তুমি কাজের লোক, ক্রুডরিগ। বরাবরই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সন্দেহ করো। আর নিজের নিরাপত্তার জন্য তার অর্ধেক আমাকে শুনতে হয়। লর্ড কাউন্সিলকে বিষয়টা জানাও। ওরা কি বলে শুনি, তারপর সিদ্ধান্ত নেব। ঐ তরুণ আশা করি এর মধ্যে কোনো আগ্রাসী ভূমিকা নেয়নি।"

"সেরকম কোনো রিপোর্ট আসেনি। তবে এরই মধ্যে সে রিইনফোর্সমেন্ট চেয়েছে।"

"রিইনফোর্সমেন্ট!" বিস্ময়ে চোখ ছোট হয়ে গেল সম্রাটের। "তার হাতে কি পরিমাণ ফোর্স আছে?"

"দশটা যুদ্ধযান, মহানুভব, সেইসাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অক্সিলিয়ারি ভেসেল। পুরোনো গ্র্যান্ড ফ্লিট থেকে উদ্ধারকৃত দুটো মোটর চালিত যান, একটার শক্তির উৎস ব্যাটারি। অন্য দুটো গত পঞ্চাশ বছরের নতুন আবিষ্কার তবে মেরামতযোগ্য।"

"যে-কোনো যুক্তিসঙ্গত দখলের জন্য দশটা যুদ্ধযান যথেষ্ট। কেন, আমার বাবা দশটারও কম যুদ্ধযান দিয়ে প্রথম যুদ্ধজয় করেননি। যে অসভ্যদের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ করতে চাইছে তারা কারা?"

অবজ্ঞার সাথে একজোড়া ভুরু কপালে তুলল প্রিভি সেক্রেটারি।" সে নাম বলেছে 'ফাউণ্ডেশন'।"

"ফাউণ্ডেশন? সেটা আবার কী?"

"কোনো রেকর্ড নেই, মহানুভব। আর্কাইভ খুঁজে দেখেছি। গ্যালাক্সির যে অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে সেটা প্রাচীন অ্যানাক্রন প্রদেশের অংশ যেখানে গত দুই শতাব্দী ধরে চলছে দস্যুতা, বর্বরতা এবং অরাজকতা। ঐ প্রদেশে ফাউণ্ডেশন নামে কোনো গ্রহ নেই। তবে একটা রেকর্ডে আছে যে ঐ প্রদেশ আমাদের আওতা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কিছুদিন আগে একদল বিজ্ঞানীকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল একটা এনসাইক্লোপেডিয়া তৈরি করার দায়িত্ব দিয়ে।" মুখ বাঁকা করে হাসল সে। "সম্ভবত বিজ্ঞানীরা সেটার নাম দিয়েছিল এনসাইক্লোপেডিয়া ফাউণ্ডেশন।"

"বেশ," গম্ভীর গলায় বললেন সম্রাট, "খুব সামান্য অগ্রগতি।"

"আমি নিজে অগ্রসর হচ্ছি না, মহানুভব। ঐ অঞ্চলে অরাজকতা বেড়ে যাওয়ার পর বিজ্ঞানীদলের আর কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি। যদি তাদের বংশধরেরা এখনো বেঁচে থাকে এবং একই নাম ব্যবহার করে তা হলে কোনো সন্দেহ নেই তারাও বর্বর হয়ে গেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আর তাই সে রিইনফোর্সমেন্ট চায়।" সম্রাট হিংস্র দৃষ্টিতে তার সেক্রেটারির দিকে তাকালেন। "অদ্ভুত; প্রথমে যুদ্ধ শুরু করার অনুমতি আর আক্রমণ শুরু করার আগেই রিইনফোর্সমেন্ট। এখন এই রিয়োজের কথা আমার মনে পড়ছে। অভিজাত বংশের সন্তান। ক্রুডরিগ, এখানে এমন কোনো জটিলতা আছে আমি যা ধরতে পারছি না। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

যে চকচকে শিট তার অসাড় পা দুটোকে ঢেকে রেখেছে সেটার উপর আনমনে আঙুল বুলালেন তিনি। বললেন, "ওখানে আমার একজন লোক দরকার; যার চোখ আছে, বুদ্ধি আছে এবং অনুগত। ক্রুডরিগ–"

অনুগতভাবে কুর্নিশ করল সেক্রেটারি। "এবং যুদ্ধযান মহানুভব?"

"এখনই না!" দেহকে একটু নড়ানোর ফলে ব্যথায় মৃদু আর্তনাদ করলেন সম্রাট। কাঁপা কাঁপা আঙুল তুলে বললেন, "যতক্ষণ না আমি আরো জানতে পারছি। আজ থেকে ঠিক এক সপ্তাহ পরে কাউন্সিল অব লর্ডদের অধিবেশন শুরু করতে বল।"

বালিশের আরামদায়ক ফোর্সফিল্ডে মাথা রাখলেন তিনি, "এখন যাও, ক্রুডরিগ, এবং ডাক্তারকে পাঠিয়ে দাও। সবগুলোর মাঝে ওই বেটাই সবচেয়ে অযোগ্য।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. যুদ্ধ শুরু

স্যিউয়েনার রেডিয়েটিং পয়েন্ট থেকে এম্পায়ারের বাহিনী সতর্কতার সাথে পেরিফেরীর অজানা অন্ধকারে পৌঁছল। যে সীমাহীন দূরত্ব গ্যালাক্সির এই প্রান্তের নক্ষত্রগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে সেই দূরত্ব পেরিয়ে তারা ছুটে চলল ফাউণ্ডেশন প্রভাবিত অঞ্চলের বাইরের সীমানার দিকে।

গত দুই শতাব্দী থেকে বিচ্ছিন্ন বিশ্বগুলো নিজেদের মাটিতে আবার অনুভব করল ইম্পেরিয়াল ওভারলর্ডদের উপস্থিতি। ভয়ানক মারণাস্ত্র দেখে তারা আত্মসমর্পণ করল বিনাশর্তে।

দখল করা প্রতিটি বিশ্বে স্থাপন করা হল গ্যারিসন। সৈনিকদের পরনে ইম্পেরিয়াল ইউনিফর্ম, কাধে মহাকাশযান এবং নক্ষত্রচিহ্ন। এগুলো দেখে বৃদ্ধের মনে পড়ল দাদার দাদার আমলের কথা যখন মহাবিশ্বে আসলেই শান্তি ছিল এবং এই একই চিহ্ন শাসন করত সবকিছু।

বিশাল যুদ্ধযানগুলো ফাউণ্ডেশনকে ঘিরে আরো ঘাঁটি তৈরি করার জন্য এগিয়ে চলল। কাজটা যেন কাপড়ের নিখুঁত বুনন। প্রতিটা বিশ্ব বুনটের নির্দিষ্ট স্থানে নিখুঁতভাবে বেঁধে ফেলার পর রিপোর্ট আসতে লাগলো নক্ষত্রের আলো বঞ্চিত এক রুক্ষ পাথুরে গ্রহে, যেখানে বেল রিয়োজ তার হেডকোয়ার্টার তৈরি করেছেন।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ডুরেন বারের দিকে ঘুরলেন তিনি, "বেশ, কী মনে হচ্ছে আপনার প্যাট্রিশিয়ান?"

"আমার? তার কি কোনো গুরুত্ব আছে? আমি বেসামরিক লোক।" দেয়াল থেকে বেরিয়ে থাকা এলোমেলো পাথরের আঁকাবাঁকা ছায়াগুলোর দিকে তিনি অস্বস্তি নিয়ে ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন। এই ছোট কামরার ভেতরের কৃত্রিম আলো এবং কৃত্রিম বাতাস নিষ্প্রাণ গ্রহে জীবনের একমাত্র অস্তিত্ব।

"আমার সাহায্যের বিনিময়ে," বিরবির করে বললেন তিনি, "আপনি আমাকে স্যিউয়েনায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেবেন?"

"এখন না। এখন না।" জেনারেল প্রাচীন অ্যানাক্রন প্রিফেক্ট এর চমৎকার স্বচ্ছ বৃত্তাকার মানচিত্রের দিকে চেয়ার ঘোরালেন। "এই ঝামেলাটা শেষ হলেই আপনি ফিরে যেতে পারবেন। আমি দেখব যেন পুরোনো এস্টেট আবার ফিরে পান এবং বংশ পরম্পরায় ভোগ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ধন্যবাদ।" বললেন বার, কণ্ঠে তিরস্কার। "তবে আমার মনে হয় না সফল পরিসমাপ্তি হবে।"

কর্কশভাবে হাসলেন রিয়োজ। "আবার সেই আধ্যাত্মিক ভবিষ্যদ্বাণী শুরু করবেন না।" হালকাভাবে তিনি মানচিত্রের অদৃশ্য বৃত্তাকার আউটলাইনের উপর হাত বোলালেন। "রেডিয়ান প্রজেকশনের সাহায্যে মানচিত্রের অর্থ বের করতে পারেন? পারেন? বেশ, নিজেই দেখুন। সোনালি রঙের নক্ষত্রগুলো ইম্পেরিয়াল টেরিটোরি, লালরঙের নক্ষত্রগুলো ফাউণ্ডেশন-এর বশ্যতা স্বীকার করেছে, এবং গোলাপি রঙের নক্ষত্রগুলো সম্ভবত ফাউণ্ডেশন-এর অর্থনৈতিক প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত। এবার লক্ষ করুন–"

একটা গোলাকার নব চাপলেন রিয়োজ, ধীরে ধীরে মানচিত্রের সাদা কিছু অংশ গাঢ় নীল বর্ণ ধারণ করল, অনেকটা লাল আর গোলাপি অংশগুলোকে বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলার মতো।

"নীল রঙের নক্ষত্রগুলো আমার সৈনিকেরা দখল করে নিয়েছে," সন্তুষ্টির সুরে বললেন রিয়োজ, "এবং তারা এখনো এগিয়ে চলেছে। কোথাও কোনো প্রতিরোধ হয়নি। অসভ্যরা একেবারে নিশ্চুপ। বিশেষ করে ফাউণ্ডেশন বাহিনীর কাছ থেকে কোনো বাধা আসেনি। তারা এখনো ঘুমের মধ্যে আছে।"

"আপনি আপনার সেনাবাহিনী বেশ ছড়িয়ে দিয়ে দুর্বল করে ফেলেছেন, তাই না?" জিজ্ঞেস করলেন বার।

"সত্যি কথা বলতে কি," রিয়োজ বললেন, "আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও সেটা কিন্তু হয়নি। আমার সৈনিকরা সংখ্যায় কম কিন্তু তারা বাছাই করা। সৈনিকরা ছড়িয়ে পড়লেও কৌশলগত যুদ্ধক্ষেত্র অনেক বড়। অভিজ্ঞতা না থাকলেও আপনি বুঝতে পারবেন। যেমন আমি যে অবরোধ তৈরি করেছি তার যে-কোনো অংশ থেকে যে-কোনো দিকে যে-কোনো সময় আক্রমণ করতে পারব, কিন্তু ফাউণ্ডেশন কোনোদিক থেকেই আক্রমণ করতে পারবে না। কারণ আমি সেই সুযোগ রাখিনি।

"অবরোধের এধরনের কৌশল আগেও ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষ করে দুই হাজার বছর আগে ষষ্ঠ লরিসের সামরিক অভিযানের সময়, কিন্তু নিখুঁতভাবে করা সম্ভব হয়নি; কৌশল গোপন রাখা যায়নি প্রতিপক্ষের কাছ থেকে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন।"

"পুরোপুরি পাঠ্য বইয়ের উদাহরণ?" বললেন বার, কণ্ঠস্বর নিস্তেজ এবং পরিবর্তনশীল।

অধৈর্য হলেন রিয়োজ, "আপনার এখনো ধারণা আমার সৈনিকরা পরাজিত হবে?"

অবশ্যই।"

"বোঝার চেষ্টা করুন, সামরিক ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনা নেই, যেখানে নিশ্ছিদ্রভাবে প্রতিপক্ষকে ঘিরে ফেলার পর আক্রমণকারী পক্ষ পরাজিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভব হয়েছে তখনই যখন ঘেরাওয়ের বাইরে থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী নেভি সেই অবরোধকে তছনছ করে দেয়।"

"আপনি যা বলেন।"

"তারপরেও আপনি আপনার বিশ্বাসে অটল থাকবেন?"

"হ্যাঁ।"

"থাকেন, কোনো লাভ হবে না।"

কিছুক্ষণ নীরবতা জমাট বাধতে দিলেন বার, তারপর শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করলেন, "সম্রাটের কাছ থেকে কোনো জবাব পেয়েছেন?"

মাথার পিছনের ওয়াল কন্টেইনার থেকে একটা সিগার বের করে ধরালেন রিয়োজ, একগাল ধোয়া ছেড়ে বললেন, "রিইনফোর্সমেন্ট চেয়ে পাঠানো অনুরোধের কথা বলছেন তো? এসেছে, কিন্তু শুধু ওইটুকুই। শুধু উত্তর।"

"কোনো যুদ্ধযান আসেনি?"

"একটাও না। আমি অবশ্য আশাও করিনি। সত্যি কথা বলতে কি, প্যাট্রিশিয়ান, আপনার কথায় প্রভাবিত হয়ে ওগুলো চেয়ে পাঠানো আমার উচিত হয়নি। আমাকে লজ্জায় পড়তে হয়েছে।"

"তাই?"

"নিশ্চয়ই। যুদ্ধযান এখন মহার্ঘ বস্তু। গত দুই শতাব্দীর গৃহযুদ্ধে গ্র্যাণ্ড ফ্লিটের প্রায় অর্ধেক ধ্বংস হয়ে গেছে, যেগুলো টিকে আছে সেগুলোর অবস্থাও ভালো না। বর্তমানে যেগুলো তৈরি হয় সেগুলো নিম্নমানের। আমার তো মনে হয় না আজকের গ্যালাক্সিতে এমন একজন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে যে একটা প্রথম শ্রেণীর নিউক্লিয়ার মোটর তৈরি করতে পারবে।"

"আমি জানি," বললেন বার, দৃষ্টিতে গভীর ছায়া। "আপনি যে জানতেন সেটা অবশ্য জানতামনা। তো সম্রাট আপনাকে অতিরিক্ত যুদ্ধযান পাঠাতে পারছে না। সাইকোহিস্টোরির সাহায্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়; সত্যি কথা বলতে কি করা হয়েছে সম্ভবত। বলতে বাধ্য হচ্ছি হ্যারি সেলডনের অদৃশ্যহাত প্রথম রাউন্ডে জিতে গেছে।"

কর্কশ সুরে উত্তর দিলেন রিয়োজ, " আমার কাছে প্রচুর যুদ্ধযান আছে। আপনার সেলডন কিছুই জিতেনি। পরিস্থিতি খারাপ হলে আরো আনতে পারব। আমি সম্রাটকে এখনো সব কথা জানাইনি।"

"তাই? কোন কথাটা জানাননি?"

"অবশ্যই, আপনার থিওরি।" রিয়োজের চেহারায় কৌতুক। "আপনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি যে, আপনার গল্পগুলো স্বাভাবিকভাবে সত্য হওয়ার সম্ভাবনা কম। যদি পরিস্থিতির অগ্রগতি হয়; যদি ঘটনাপ্রবাহ থেকে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন, শুধুমাত্র তখনই এটাকে জীবন মরণ সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করব।

"তা ছাড়া তথ্য প্রমাণ ব্যতীত আপনার গল্প হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টিকে শুনিয়ে কোনো লাভ হবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃদ্ধ প্যাট্রিশিয়ান হাসলেন। "আপনি বলতে চান যে মহাবিশ্বের শেষ প্রান্তে একদল উন্মত্ত অসভ্য তার সিংহাসন দখল করার পরিকল্পনা করছে এটা তিনি মানবেন না বা বিশ্বাস করবেন না। তা হলে আপনি তার কাছ থেকে কিছুই পাবেন না।"

"হ্যা, তবে একটা বিশেষ নিয়মের সুবিধা পাবো আমি।"

"যেমন?"

"আসলে এটা একটা পুরোনো ঐতিহ্য। প্রতিটা সামরিক অভিযানে সম্রাটের মনোনীত একজন প্রতিনিধি থাকেন। অর্থাৎ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যায়।"

"সত্যি! কেন?"

"প্রতিটা অভিযানে সম্রাটের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার একটা পদ্ধতি। আরেকটা উদ্দেশ্য হল জেনারেলদের বিশ্বস্ততা নিশ্চিত করা। যদিও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খুব কমই সফল হওয়া যায়।"

"এটা আপনার কাজে অসুবিধা তৈরি করবে, জেনারেল।"

"কোনো সন্দেহ নেই।" চেহারা সামান্য লাল হল রিয়োজের। "তবে–"

রিয়োজের হাতের রিসিভারের আলো জ্বলল, সামান্য একটা ঝাকুনি দিয়ে নির্দিষ্ট স্লটে ঢুকল সিলিন্ডার আকৃতির কমিউনিকেশন যন্ত্র। রিয়োজ খুললেন সেটা। "চমৎকার!"

প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে ভুরু উঁচু করলেন বার।

"আপনি জানেন," বললেন রিয়োজ। "বণিকদের একজনকে আমরা ধরেছি। জীবিত, তার মহাকাশযানও আটক করেছি অক্ষত অবস্থায়।"

"শুনেছি।"

"বেশ, তাকে এখানে আনা হয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজির করা হবে আমাদের সামনে। আপনি বসুন, প্যাট্রিশিয়ান। লোকটাকে প্রশ্ন করার সময় আপনাকে আমার দরকার। সেজন্যই আপনাকে আজকে আসতে বলেছি। কোনো কিছু আমার চোখ এড়িয়ে গেলে আপনি সেটা ধরতে পারবেন।"

দরজায় শব্দ হতেই জেনারেল গোড়ালি দিয়ে মেঝেতে শব্দ করলেন, দরজা খুলে গেল। চৌকাঠে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে সে লম্বা, মুখে দাড়ি। পড়নে প্লাস্টিক চামড়ার তৈরি হুডঅলা জ্যাকেট। তার হাত দুটো মুক্ত। দুইপাশে দাঁড়ানো লোকদুটো যে সশস্ত্র সেটা খেয়াল করলেও মনে হল ওতে তার কিছু আসে যায় না।

স্বাভাবিক পদক্ষেপে ভিতরে ঢুকল সে। হিসাবি দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করল চারপাশ। জেনারেলের দিকে তাকিয়ে প্রথমে হাত নেড়ে তারপর মাথা খানিকটা নিচু করে সম্মান দেখালো।

"তোমার নাম?" চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল।

"লাথান ডেভর্স"। বণিক উত্তর দিল। চওড়া, জমকালো বেল্টে আঙুল আটকে রেখেছে। "আপনিই এখানে বস?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ফাউণ্ডেশন-এর একজন বণিক?

"ঠিক। শুনুন, আপনি এখানের বস হলে আপনার ভাড়াটে লোকদের আমার কার্গো থেকে দূরে থাকতে বললে ভালো করবেন।"

মাথা তুললেন জেনারেল। ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকালেন বন্দির দিকে। "প্রশ্নের উত্তর দাও। অন্য কিছু বলবে না।"

"ঠিক আছে। আমার আপত্তি নেই। তবে আপনার ছেলেদের একজন বেজায়গায় হাত দিয়ে নিজের বুকে দুই ফুট গর্ত তৈরি করেছে।"

দায়িত্বরত লেফটেন্যান্ট এর দিকে তাকালেন রিয়োজ।"এই লোক সত্যি কথা বলছে? তোমার রিপোর্ট ছিল, ড্র্যাঙ্ক, যে কেউ নিহত হয়নি।"

"হয়নি, স্যার।," অস্বস্তি এবং আত্মরক্ষার সুরে বলল লেফটেন্যান্ট। "অন্তত সেই সময়ে হয়নি। পরে শিপটা অনুসন্ধানের সময় কিছু সমস্যা হয়, গুজব শুরু হয় যে শিপে মেয়েমানুষ আছে। তা ছাড়া স্যার, অপরিচিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, যেগুলোকে বন্দি তার বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে উল্লেখ করেছে। নড়াচড়া করার সময় তারই একটা বিস্ফোরিত হয়। যে সৈনিকের হাতে ওটা ছিল, সে মারা যায়।"

আবার বণিকের দিকে ফিরলেন জেনারেল। "তোমার জাহাজে নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোসিভ আছে?"

"গ্যালাক্সি, না। কেন থাকবে? ঐ বোকাটা একটা নিউক্লিয়ার পাঞ্চার হাতে নিয়ে ভুল প্রান্ত নিজের দিকে ফিরিয়ে রেখেছিল। সেটা করা ঠিক না। তার চেয়ে একটা নিউট-গান নিজের মাথার দিকে তাক করে রাখা ভালো। আমি অবশ্য ওকে থামাতে পারতাম। যদি পাঁচজন সৈনিক আমার বুকের উপর বসে না থাকত।"

"তুমি যেতে পারো।" অপেক্ষারত গার্ডকে নির্দেশ দিলেন রিয়োজ। "আটক শিপটা সিল করে দাও, যেন কেউ ঢুকতে না পারে। বস ডেভর্স।"

নির্দেশিত স্থানে বসল ডেভর্স। ইম্পেরিয়াল জেনারেলের কঠিন দৃষ্টি এবং সিউয়েনিয়ান প্যাট্রিশিয়ানের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে বিচলিত হল না মোটেই।

"তুমি বেশ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, ডেভর্স।" বললেন রিয়োজ।

"ধন্যবাদ। আপনি আমার চেহারা দেখে খুশি হয়েছেন নাকি আপনি কিছু চান। আমি ভালো একজন ব্যবসায়ী।"

"একই কথা। তুমি বাধা দিয়ে আমাদের গোলাবারুদ ধ্বংস করতে পারতে সেই সাথে নিজেকে ইলেকট্রন ধুলায় পরিণত করতে পারতে। সেটা না করে তুমি ভালোমানুষের মতো ধরা দিয়েছ। সেকারণে তোমার ভালো ব্যবহার পাওনা হয়েছে।"

"ভালো ব্যবহারের জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে আছি।"

"চমৎকার। আর আমি সহযোগিতা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি।" হাসলেন রিয়োজ। পাশে দাঁড়ানো ডুসেম বারকে নিচু স্বরে বললেন, "আশা করি 'ব্যাকুল' শব্দের অর্থ আমি যা মনে করছি তাই হবে। আগে কখনো এমন অসভ্য শব্দ শুনেছেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নম্র সুরে বলল ডেভর্স, "কিন্তু আপনি কি সহযোগিতা চান, বস? আর কোথায় দাঁড়িয়ে আছি সেটা আমি এখনো জানি না।" চারদিকে তাকাল সে, "এই জায়গাটা কোথায় আর উদ্দেশ্যটা কী?"

"আহ্, ভুলেই গেছি। দুঃখিত।" বেশ উপভোগ করছেন রিয়োজ। "ঐ ভদ্রলোক হলেন ডুসেম বার, প্যাট্রিশিয়ান অব দ্য এম্পায়ার। আমি বেল রিয়োজ, পিয়ার অব দ্য এম্পায়ার, এবং জেনারেল অব দ্য থার্ড ক্লাস ইন দ্য আর্মড ফোর্সেস অব হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টি।"

চোয়াল ঝুলে পড়ল বণিকের। "এম্পায়ার? অর্থাৎ সেই পুরোনো এম্পায়ার যার কথা স্কুলে আমাদের শেখানো হয়েছে। হাহ্! হাস্যকর! আমার সবসময় ধারণা ছিল ওটার কোনো অস্তিত্ব নেই।

"চারপাশে তাকাও। দেখো ওটার অস্তিত্ব আছে।" হাসিমুখে বললেন রিয়োজ।

লাথান ডেভর্স তার দাড়ি সিলিংএর দিকে উঁচু করল, তারপর ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "তো খেলাটা কী, বস? নাকি আমি আপনাকে জেনারেল বলব?"

"খেলাটা হচ্ছে যুদ্ধ।"

"এম্পায়ার বনাম ফাউণ্ডেশন, তাই না?"

"ঠিক।"

"কেন?"

"আমার ধারণা, তুমি জানো কেন?"

ধারালো দৃষ্টিতে তাকাল বণিক, মাথা নাড়ল।

আরো কিছুক্ষণ বিবেচনা করার সময় দিলেন রিয়োজ, তারপর নরম সুরে বললেন, "কেন, তুমি জানো সেটা, আমি নিশ্চিত।"

"বেশ গরম", ফিসফিস করল লাথান ডেভর্স। দাঁড়িয়ে জ্যাকেট খুলল তারপর আবার বসে পা দুটো ছড়িয়ে দিল সামনে।

"বুঝতে পারছি," আয়েশি ভঙ্গিতে বলল সে, "আপনি মনে করছেন আমি যেকোনো মুহূর্তে সামনে ঝাঁপ দিতে পারি। চাইলে যখন তখন আমি আপনার উপর ঝাপিয়ে পড়তে পারি। এই যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক চুপচাপ বসে আছেন তিনি আমাকে থামাতে পারবেন না।"

"কিন্তু তুমি তা করবে না," আত্মবিশ্বাসী সুরে বললেন রিয়োজ।

"না, করব না," আন্তরিকভাবে একমত হল ডেভর্স। "প্রথম কথা আপনাকে খুন করলেই যুদ্ধ থামবে না। যেখান থেকে এসেছেন সেখানে আরো অনেক জেনারেল আছে।"

"নিখুঁত হিসাব।"

"তা ছাড়া আপনাকে খুন করার দুই সেকেণ্ডের ভেতর আমি ধরা পড়ব। তারপর আমাকেও হত্যা করা হবে। দ্রুত বা ধীরে ধীরে যেভাবেই হোক, হত্যা করা হবেই। কিন্তু আমি এই বয়সে মরতে চাই না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আগেই বলেছি তোমার বিচার বুদ্ধি বেশ ভালো।"

"কিন্তু একটা বিষয় আমি অবশ্যই জানতে চাই, বস। আপনি বলেছেন এম্পায়ার কেন ফাউণ্ডেশন-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেটা আমি জানি। আমি জানিনা; আর অনুমান করতে আমার ভালো লাগেনা।"

"হ্যাঁ। হ্যারি সেলডনের নাম শুনেছো কখনো?"

"না। বললাম তো অনুমান করতে আমার ভালো লাগেনা।"

রিয়োজ আড়চোখে তাকালেন ডুসেম বার-এর দিকে। বার শুধু একটু হাসলেন, কিছু বললেন না।

দন্ত বিকশিত হাসি দিয়ে রিয়োজ বললেন,"আমার সাথে খেলার চেষ্টা করো না, ডেভর্স। তোমাদের ফাউণ্ডেশনে একটা প্রথা, একটা উপকথা বা একটা ইতিহাস–যাই হোক আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই– প্রচলিত আছে যে তোমরা সেকেণ্ড এম্পায়ার গড়ে তুলবে। হ্যারি সেলডনের অর্থহীন বক্তব্য এবং এম্পায়ার এর বিরুদ্ধে তোমাদের পরিকল্পনার ব্যাপারে আমি ভালোভাবেই জানি।"

"তাই?" চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ডেভর্স। "আপনাকে এগুলো কে বলল?"

"সেটা জানার কোনো প্রয়োজন আছে?" ভয়ংকর হিমশীতল গলায় বললেন রিয়োজ। "তুমি কোনো প্রশ্ন করবে না। সেলডনের উপকথা সম্বন্ধে তুমি যা জানো আমি সেটা জানতে চাই।"

"কিন্তু এটা যদি উপকথাই হয়–"

"ডোন্ট প্লে উইথ ওয়ার্ডস, ডেভর্স।"

"আমি তা করছি না। বরং সরাসরি বলছি। আমি যা জানি আপনি তার সবই জানেন। এগুলো সবই বাজে গল্প। প্রতিটা গ্রহেই এর ডালপালা ছড়িয়ে আছে; তাদেরকে আপনি এর থেকে দূরে সরিয়ে আনতে পারবেন না। হ্যাঁ, আমি এই গল্পগুলো শুনেছি; সেলডন, সেকেণ্ড এম্পায়ার আরো অনেক কিছু। মায়েরা বাচ্চাদের এই গল্প বলে ঘুম পাড়ায়। তরুণ তরুণীরা পকেট প্রজেক্টরে সেলডন থ্রিলার নিয়ে অবসর সময় কাটায়। কিন্তু আমাদের মতো প্রাপ্তবয়স্করা এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।"

জেনারেলের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। "আসলেই কি তাই? তোমাদের টার্মিনাসে আমি গেছি। ফাউণ্ডেশনে ঘুরে বেড়িয়েছি। তোমাদের চোখে, মুখে, আচরণে প্রকৃত সত্যের প্রকাশ দেখেছি।"

"আর আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন? আমাকে, যে কিনা গত দশবছরে একনাগারে দুমাসও টার্মিনাসে থাকেনি। যদি এই উপকথাগুলোই আপনার লক্ষ্য হয়, তবে আপনি আপনার যুদ্ধ চালিয়ে যান।"

এই প্রথম মৃদু স্বরে কথা বললেন বার, "ফাউণ্ডেশন-এর বিজয়ের ব্যাপারে তুমি তা হলে বেশ আত্মবিশ্বাসী?"

তার দিকে ঘুরল বণিক। চেহারা খানিকটা লাল হয়ে গেছে, ফলে কপালের একপাশে একটা পুরোনো ক্ষতচিহ্ন দেখা গেল। "হুম্‌ম্‌, দ্য সাইল্যান্ট পার্টনার। আমি যা বলেছি সেখান থেকে এই তথ্যটা কিভাবে বের করলেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব হালকাভাবে বার এর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন রিয়োজ, এবং স্যিউয়েনিয়ান নিচু স্বরে বলতে লাগলেন, "কারণ যদি তুমি ভাবতে যে ফাউণ্ডেশন এই যুদ্ধে পরাজিত হবে এবং পরাধীনতার তিক্ত স্বাদ ভোগ করবে সেটা তোমার চেহারায় পরিষ্কার হয়ে উঠত, আমি জানি, আমার গ্রহ একসময় এই কষ্ট ভোগ করেছে, এখনো করছে।"

দাড়িতে হাত বোলালো লাথান ডেভর্স, পালাক্রমে প্রতিপক্ষ দুজনের দিকে তাকাচ্ছে, সামান্য একটু হাসল। "ও কি সবসময় এভাবেই কথা বলে, বস? শুনুন," একটু গুরুত্ব দিয়ে বলল, "কিসের পরাজয়? আমি অনেক যুদ্ধ দেখেছি, অনেক পরাজয় দেখেছি। বিজয়ী পক্ষ দায়িত্ব নিলে কী হবে? কে মাথা ঘামায়? আমি? আমার মতো লোক?" উপহাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে।

"শুনুন," ডেভর্স জোর দিয়ে এবং আন্তরিক ভঙ্গিতে কথা বলে চলেছে, "সাধারণত পাঁচ-ছয়জন চর্বিওয়ালা লোক একটা গ্রহ চালায়। মাথা ব্যথা ওদেরই হবে, আমি আমার মনের শান্তি নষ্ট করতে চাইনা। সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে দেখুন। তাদের কিছু মারা যাবে, বাকিদের কয়েকদিন অতিরিক্ত করের বোঝা বহন করতে হবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে আপনা আপনিই। পরিস্থিতি একই রকম হবে, শুধু পুরোনোদের বদলে দায়িত্ব নেবে নতুন পাঁচ-ছয়জন।"

রাগে ডুসেম বারের নাকের পাঁটা ফুলে উঠল, কেঁপে উঠল ডান হাতের বয়স্ক মাংসপেশি, কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না।

ডেভর্স তাকিয়ে ছিল সেদিকে, তার চোখ এড়ায়নি কিছুই। সে বলল, "দেখুন বাণিজ্যের জন্য আমি সারাটা জীবন মহাকাশে কাটিয়েছি। পেটমোটা পরিচালকগুলো ওখানে বসে বসে আমার প্রতি মিনিটের আয়ের উপর ভাগ বসাচ্ছে।" বুড়ো আঙুল দিয়ে সে পিছন দিকে দেখাল। "আমার মতো আরো অনেকেই আছে। ধরা যাক আপনি ফাউণ্ডেশন চালানোর দায়িত্ব পেলেন। আমাদের প্রয়োজন হবে আপনার। পরিচালকদের চেয়ে বেশিই প্রয়োজন হবে–কারণ এই অঞ্চল আপনারা ভালোভাবে চেনেন না, আর আমরাই আপনাদের এনে দিতে পারব নগদ নারায়ণ। এম্পায়ারের সাথে আমরা আরো ভালো চুক্তি করতে পারব। আমি একজন খাঁটি বণিক; লাভের পাল্লা যেদিকে ভারি আমি সেদিকেই থাকব।"

নীরবতা ঝুলে থাকল একমিনিট। তারপর একটা সিলিন্ডার গড়িয়ে স্লটে ঢুকল। হাতে নিয়ে মেসেজ পড়লেন জেনারেল।

"প্রতিটা যুদ্ধযান পৌঁছে গেছে নির্দিষ্ট স্থানে। নির্দেশের অপেক্ষায় আছে।"

হাত বাড়িয়ে টুপি তুলে নিলেন তিনি। কাঁধের উপর সেটা বাঁধতে বাঁধতে বার এর কানে ফিস ফিস করে বললেন, "এই লোকের দায়িত্ব আপনার হাতে দিয়ে গেলাম। আমি ফলাফল চাই। মনে রাখবেন এটা যুদ্ধ এবং কোনো রকম ব্যর্থতা ক্ষমা করা হবে না।" দুজনকে স্যালিউট করে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকল লাথান ডেভর্স। "বেশ, একটা কিছু ওকে জায়গামতো আঘাত করেছে। কী ঘটছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"যুদ্ধ, অবশ্যই," গম্ভীর গলায় বললেন বার। "ফাউণ্ডেশন তাদের প্রথম শক্তি পরীক্ষায় নামতে যাচ্ছে। তুমি চলো আমার সাথে।"

কামরার ভেতরে সশস্ত্র সৈনিক। তাদের আচরণ শ্রদ্ধাপূর্ণ হলেও চেহারা কঠোর। বৃদ্ধ সিউয়েনিয়ান প্যাট্রিআর্ককে অনুসরণ করে বেড়িয়ে এল ডেভর্স।

নতুন যে কামরায় ঢুকল সেটা আরো ছোট এবং খালি। শুধু দুটো বিছানা, একটা ভিজি স্ক্রিন আর গোসল করার স্যানিটারি সুবিধা। সৈনিকরা মার্চ করে বেরিয়ে গেল, দরজা বন্ধ হয়ে গেল দড়াম করে।"

"হুম্‌ম্‌?" চারপাশে তাকিয়ে অবজ্ঞার সাথে বলল ডেভর্স। "মনে হচ্ছে স্থায়ী"।

"ঠিক তাই।" সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন বার, তারপর পিছন ফিরলেন।

বিরক্ত সুরে ডেভর্স বলল, "আপনার খেলাটা কী, ডক্‌?"

"আমার কোনো খেলা নেই। তোমার দায়িত্ব এখন আমার ব্যাস, আর কিছু না।"

বণিক উঠে দাঁড়িয়ে অনড় প্যাট্রিশিয়ানের দিকে এগিয়ে গেল, "হ্যাঁ? কিন্তু সৈনিকদের অস্ত্রগুলো আমার দিকে যেভাবে তাক করা ছিল, আপনার দিকেও সেভাবে তাক করা ছিল। আসলে আপনারা যুদ্ধ শান্তি এগুলো নিয়ে আমি যা বলেছি তা শুনে মর্মাহত হয়েছেন।

জবাবের প্রত্যাশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে। "ঠিক আছে, আমি একটা প্রশ্ন করছি। আপনার দেশেও একবার আগ্রাসন চালানো হয়েছিল। কারা করেছিল? আউটার নেবুলা থেকে আগত কমেট পিপল?"

মাথা তুললেন বার। "এম্পায়ার।"

"তাই? আপনি এখানে কী করছেন তা হলে?"

বার কিছু বললেন না।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল বণিক। ডান হাত থেকে একটা ব্রেসলেট খুলে বাড়িয়ে ধরল। "এটা দেখে আপনার কি মনে হয়?" ঠিক একই রকম আরেকটা তার বা হাতেও আছে।

গহনাটা হাতে নিলেন বার। বণিকের নির্দেশ শুনে ধীরে ধীরে হাতে জড়ালেন। দ্রুত একটা অদ্ভুত শিহরন খেলে গেল তার কব্জিতে।

ডেভর্সের সুর পাল্টে গেল তৎক্ষণাৎ।"ঠিক আছে, ডক্‌, চালু হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে কথা বলবেন। কামড়ায় আড়িপাতার ব্যবস্থা থাকলে ওরা কিছুই শুনতে পারবে না। ওটা একটা ফিল্ড ডিজর্টার; জেনুইন ম্যালো ডিজাইন। এখান থেকে শুরু করে আউটার রিম পর্যন্ত যে-কোনো গ্রহে পঁচিশ ক্রেডিটে বিক্রি হয়। আপনাকে বিনা পয়সায় দিলাম। কথা বলার সময় ঠোঁট নাড়বেন না, স্বাভাবিক থাকবেন। কৌশলটা রপ্ত করতে হবে আপনাকে।"

হঠাৎ ক্লান্ত বোধ করলেন ডুসেম বার। বণিকের দৃষ্টি কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সংকুচিত হয়ে পড়লেন তিনি। "কী চাও তুমি?" শব্দগুলো যেন তার অনড় ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বিরতিহীন ভাবে বেরোল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বললামই তো। আমরা যাকে দেশপ্রেমিক বলি, আপনাকে ঠিক তাই মনে হয়। এম্পায়ার আপনার গ্রহে অত্যাচার চালায়, অথচ আপনি এম্পায়ারের সাদা চুল জেনারেলের সাথে খেলছেন। ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"আমার অংশ আমি শেষ করেছি," বার বললেন। "একজন অত্যাচারী ইম্পেরিয়াল ভাইসরয়ের মৃত্যুর কারণ আমি।"

"তাই? সাম্প্রতিক সময়ে?"

"চল্লিশ বছর আগে।"

"চল্লিশ---বছর---আগে!" যেন বণিকের কাছে প্রতিটা শব্দের আলাদা অর্থ আছে। "মনে রাখার জন্য অনেক দীর্ঘ সময়। জেনারেলের ইউনিফর্ম পড়া ওই বেয়ারা তরুণ জানে এটা?"

মাথা নাড়লেন বার।

ডেভর্সের চোখে গভীর চিন্তার ছাপ। "আপনি চান এম্পায়ার জিতে যাক?"

প্রচণ্ড রাগে বিস্ফোরিত হলেন বৃদ্ধ স্যিউয়েনিয়ান প্যাট্রিশিয়ান।"এম্পায়ার এবং তার সবকিছু মহাজাগতিক আবর্জনায় ডুবে মরুক। প্রত্যেক স্যিউয়েনিয়ানের দৈনন্দিন প্রার্থনা এটা। এক সময় আমার ভাই ছিল, বোন ছিল, বাবা ছিল। কিন্তু এখন আমার ছেলেমেয়ে আছে, নাতি-নাতনী আছে। জেনারেল জানে কোথায় তাদের খুঁজতে হবে।"

অপেক্ষা করছে ডেভর্স।

নিচু সুরে বলে চললেন বার, "কিন্তু সেটা আমাকে থামাতে পারবে না, ঝুঁকি নেব। ওরা জানে কীভাবে মরতে হয়।"

বণিক নরম সুরে বলল, "আপনি একজন ভাইসরয়কে হত্যা করেছিলেন, হাহ্? কিছু কিছু ব্যাপার আমার মনে পড়ছে। আমাদের একজন মেয়র ছিল, নাম হোবার ম্যালো। তিনি স্যিউয়েনায় গিয়েছিলেন। ওটাই আপনার গ্রহ তাই না? ওখানে বার নামে একজন লোকের সাথে দেখা করেন তিনি।"

কঠিন সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন ডুসেম বার। "তুমি এব্যাপারে কী জানো?"

"ফাউণ্ডেশন-এর প্রতিটা বণিক যা জানে আমিও ঠিক তাই জানি। আপনি একটা বুড়ো শেয়াল। আপনি এম্পায়ারকে ঘৃণা করেন আর তারাও যে আপনার দিকে অস্ত্র ধরে রাখবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আবার আমি আপনার যোগসাজশে কিছু করার চেষ্টা করলে, জেনারেল খুশি হবে না। কোনো সম্ভাবনা নেই, ডক্।

"কিন্তু আমি আপনাকে প্রমাণ করার সুযোগ দিতে চাই যে আপনি ওনাম বারের সন্তান–তার ষষ্ঠ পুত্র এবং সবচেয়ে তরুণ যে গণহত্যার হাত থেকে বেঁচে যায়।"

দেয়ালের তাক থেকে ধাতব বাক্সটা নামানোর সময় ডুসেম বারের হাত কাঁপতে লাগল। ধাতব বস্তুটা বণিকের হাতে দেয়ার সময় শব্দ হল রিনঝিন।

"এটা দেখো।" বললেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেভর্স তাকিয়ে আছে। ঠিক মাঝখানের সামান্য স্ফীত অংশটুকু চোখের কাছে নিয়ে দেখল সে।, "ম্যালোর মনোগ্রাম, নয়তো আমি একটা স্পেস-স্ট্রাক রকি। এবং ডিজাইনটা পঞ্চাশ বছরের পুরোনো।"

চোখ তুলে হাসল সে।

"হাত মেলান, ডক্। একটা মানুষের সমান নিউক্লিয়ার শিল্ড– এই প্রমাণই আমার দরকার ছিল।" বিশাল থাবা বাড়িয়ে দিল সে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. দ্য ফেভারিট

ক্ষুদ্র মহাকাশযান দুটো গভীর শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়ে অকস্মাৎ রণতরীবহরের মাঝ দিয়ে ছুটে চলল তীব্র গতিতে। এনার্জির সামান্য স্ফূরণ ছাড়াই সেগুলো একে বেঁকে ছুটে চলল যুদ্ধযান বেস্টিত অঞ্চলের মাঝ দিয়ে তারপর বিস্ফোরিত হল, আর ইম্পেরিয়াল ওয়াগনগুলো সেদিকে ঘুরল ভারবাহী পশুর মতো। ছোট যানগুলো যেখানে এটমিক ডিজইন্টিগ্রেশনে পরিণত হয়েছে সেখানে ক্ষণিকের জন্য দেখা গেলো নিঃশব্দ আলোর ঝলক, তারপর সব আগের মতো।

বিরাটাকৃতির যুদ্ধযানগুলো অনুসন্ধান করল কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে গেল তাদের মূল কাজে এবং গ্রহের পর গ্রহ ঘিরে সুবিশাল অবরোধের জাল তৈরির কাজ এগিয়ে চলল সুচারুরূপে।

ব্রুডরিগের পরনে রাজকীয় ইউনিফর্ম; নিখুঁত সেলাই এবং নিখুঁতভাবে পরিধান করা। সাময়িক ইম্পেরিয়াল হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয়েছে যেখানে সেই ওয়ানডা গ্রহের বাগানে অলস পায়ে হাঁটছে সে; চেহারায় গাম্ভীর্য।

বেল রিয়োজ হাটছেন পাশাপাশি। তার ফিল্ড ইউনিফর্ম এর কলার এর কাছে বোতাম খোলা, ধূসর কালো রংটা যেন শোকবার্তা বহন করছে।

সুগন্ধি উদ্ভিদের পাতায় ছাওয়া একটা কালো মসৃণ বেঞ্চ দেখালেন রিয়োজ। "ওটা দেখেছেন, স্যার? ইম্পেরিয়াম-এর একটা প্রাচীন নিদর্শন। সুসজ্জিত বেঞ্চ, প্রেমিক প্রেমিকার জন্য তৈরি করা হত, টেকসই, মজবুত, এখনো ব্যবহারযোগ্য, অথচ রাজপ্রাসাদ, কারখানাগুলো কত আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে।"

তিনি বসলেন কিন্তু দ্বিতীয় ক্লীয়ন এর প্রিভি সেক্রেটারি দাঁড়িয়ে থাকল কাঠের পুতুলের মতো। হাতের লাঠি দিয়ে কিছু পাতা সরাল সে।

পায়ের উপর পা তুলে বসলেন রিয়োজ। সিগারেট বের করে নিজে একটা নিলেন অতিথিকে একটা দিলেন। "একমাত্র হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টির কাছ থেকেই এরকম বিচক্ষণতা আশা করা যায় যে তিনি আপনার মতো একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে পাঠিয়েছেন। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে আমি ছোট একটা সামরিক অভিযান শুরু করে আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমস্যা তৈরি করিনি। নিশ্চিন্ত বোধ করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সম্রাট সবকিছুর উপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন," যান্ত্রিক সুরে বলল ব্রুডরিগ। "এই অভিযানকে আমরা খাটো করে দেখিনি; তারপরেও মনে হয় যেন বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই শত্রুদের ছোট ছোট যুদ্ধযানগুলো তেমন কোনো বাধা দিতে পারবে না যা ঠেকানোর জন্য একটা জটিল অবরোধ তৈরি করতে হবে।"

রাগ হল রিয়োজের, কিন্তু নিজেকে সামলালেন তিনি, "আমার সৈনিকদের জীবনের উপর ঝুঁকি নিতে পারি না যারা সংখ্যায় কম বা দ্রুত আক্রমণ করে কোনো যুদ্ধযান খোয়ানোর ঝুঁকি নিতে পারি না, কারণ তার বদলে নতুন যুদ্ধযান আমি পাবনা। এই অবরোধ আসল আক্রমণের সময় আমার অর্ধেক কাজ কমিয়ে দেবে। সামরিক গুরুত্ব আমি গতকালকেই ব্যাখ্যা করে বলেছি।"

"বেশ, বেশ, আমি সামরিক লোক নই। সে ক্ষেত্রে আপনি নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে সঠিক, বাস্তবক্ষেত্রেও সেটা ভুল নয়। অথচ আপনার সতর্কতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার যোগাযোগের সময় আপনি রি-ইনফোর্সমেন্ট চেয়েছেন। চেয়েছেন দুর্বল, অনগ্রসর শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, যাদের ব্যাপারে সেই সময়ে আপনি বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। এই পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত ফোর্স চাওয়া অদক্ষতা বা আরো খারাপ কিছুর আভাস দেয়, কর্মজীবনের পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে কি আপনি আপনার ধৃষ্টতা এবং অতি কল্পনার প্রমাণ পাননি?"

"ধন্যবাদ," ঠাণ্ডা সুরে বললেন জেনারেল। "কিন্তু আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই 'ধৃষ্টতা' এবং 'অন্ধত্ব' দুটোর মাঝে অনেক পার্থক্য। নিশ্চিত হয়ে জুয়া খেলা যাবে তখনই যখন শত্রুপক্ষের সম্বন্ধে আপনার স্পষ্ট ধারণা থাকবে, অন্তত ঝুঁকির পরিমাণ হিসাব করে নিতে পারবেন; কিন্তু সম্পূর্ণ অচেনা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাওয়াটাই ধৃষ্টতা। আপনি বরং প্রশ্ন করতে পারেন একটা লোক সারাদিনের ঝুট ঝামেলা নিরাপদে শেষ করে কেন রাতে ঘুমাতে যায়?"

হাত নেড়ে কথাগুলো উড়িয়ে দিল ব্রুডরিগ। "নাটকীয়, কিন্তু সন্তোষজনক নয়। আপনি নিজে এই অনগ্রসর প্রদেশগুলোয় আছেন অনেকদিন। তা ছাড়া শত্রুদের একজনকে আপনি বন্দি করেছেন, একজন বণিক। কাজেই অজানা কিছু তো থাকার কথা নয়।"

"না? বিনীতভাবে বলছি, একটু বোঝার চেষ্টা করুন। যে গ্রহ দুই শতাব্দী বিচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হয়েছে, মাত্র একমাস পর্যবেক্ষণ করে সেখানে আক্রমণ করা ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ না। আমি সাবইথারিক ট্রাইমেনশনাল থ্রিলারের সুদর্শন, সুঠামদেহী নায়ক নই। একজন বন্দি এবং এমন একটা গ্রহের বাসিন্দা যে গ্রহের সাথে শত্রু পক্ষের কোনো প্রত্যক্ষ্য যোগাযোগ পাওয়া যায়নি, তারা দুজনে শত্রুপক্ষের ভেতরের সব গোপন খবর আমাকে দিতে পারবে না।"

"আপনি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন?"

"অবশ্যই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তো?"

"খুব বেশি লাভ হয়নি। ওর মহাকাশযান অনেক ছোট, গোণার মধ্যেই পড়ে না, যে সব জিনিস বিক্রি করে সেগুলোকে খেলনা বলাই ভালো। কয়েকটা জিনিস আমি সম্রাটের কাছে পাঠাবো বলে আলাদা করে রেখেছি। সমস্যা হচ্ছে মহাকাশযান নিয়ে। ওটা কীভাবে চলে আমি বুঝতে পারছি না, আমি তো আর টেক-ম্যান নই।"

"কিন্তু আপনার কাছে সে ধরনের লোক আছে," স্মরণ করিয়ে দিল ব্রুডরিগ।

"আমিও সে বিষয়ে সচেতন," কিছুটা তিক্ত স্বরে জবাব দিলেন জেনারেল। "কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বোকাগুলোর অনেক সময় লাগবে। ওই মহাকাশযানের অদ্ভুত নিউক্লিয়ার ফিল্ড সার্কিট বুঝতে পারে এমন বিশেষজ্ঞের খোঁজে সংবাদ পাঠিয়েছি। কোনো উত্তর পাইনি।"

"এ ধরনের লোক সহজে হাতছাড়া করা যায় না, জেনারেল। আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন এই বিশাল প্রদেশে নিশ্চয়ই এমন একজনকে পাওয়া যাবে যে নিউক্লিয়িক বুঝে।"

"সেরকম লোক থাকলে তো কবেই তাকে দিয়ে আমার দুটো ছোট ফ্লিটের মোটর ঠিক করিয়ে নিতে পারতাম। দুটো যুদ্ধযান পর্যাপ্ত পাওয়ার সাপ্লাইয়ের অভাবে বড় কোনো লড়াইয়ে অংশ নিতে পারবে না। আমার ফোর্সের এক পঞ্চমাংশ ফ্রন্ট লাইনের পিছনে থেকে অতি সাধারণ কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে।"

অস্থিরভাবে হাত নাড়ল সেক্রেটারি। "সমস্যাটা শুধু আপনার একার না, জেনারেল। সম্রাট নিজেও একই সমস্যায় ভুগছেন।"

জেনারেল হাতের দোমড়ানো নিভানো সিগারেটটা ফেলে দিয়ে নতুন আরেকটা বের করে ধরালেন। "একজন প্রথম শ্রেণীর টেক মেন না থাকাটা এই মুহূর্তে কোনো সমস্যা না। শুধু যদি আমার সাইকিক প্রোবটা ঠিক থাকত তা হলে বন্দির কাছ থেকে আরো অনেক কথা বের করে আনা যেত।"

সেক্রেটারির একটা ভুরু উঁচু হল, "আপনার কাছে প্রোব আছে?"

"পুরোনো একটা। একেবারে জরাজীর্ণ, ঠিক প্রয়োজনের সময়ই কাজ করে না। বন্দি যখন ঘুমিয়ে ছিল তখন এটা ব্যবহার করে কোনো লাভ হয়নি। আমার নিজের একজন সৈনিকের উপর প্রয়োগ করে ভালো ফলাফল পেয়েছি। কিন্তু টেক-ম্যানরা কেউই বলতে পারছেনা এটা বন্দির উপর কাজ করছে না কেন। ডুসেম বার কোনো মেকানিক না, একজন তাত্ত্বিক, তার মতে যেহেতু বন্দি একটা ভিন্ন পরিবেশ এবং নিউরাল স্টিমুলির ভেতর বেড়ে উঠেছে, তাই প্রোব কাজ করছে না। তবে ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে ভেবেই তাকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছি।"

লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াল ব্রুডরিগ। "আমি দেখব রাজধানীতে কোনো বিশেষজ্ঞ পাওয়া যায় কিনা। অন্য লোকটা, স্যিউয়েনিয়ানের কথা কিছু বলুন। অনেক শত্রুকে আপনি নিজের কাছে থাকতে দিচ্ছেন।"

"শত্রুপক্ষকে সে চেনে। তাকেও ভবিষ্যতের জন্য হাতের কাছে রেখেছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু সে স্যিউয়েনিয়ান এবং ভয়ংকর এক বিদ্রোহীর সন্তান।"

'সে বৃদ্ধ এবং ক্ষমতাহীন। এ ছাড়া তার পরিবারকে জিম্মি করে রাখা হয়েছে।"

"আচ্ছা। তথাপি এই বণিকের সাথে আমার নিজের কথা বলা উচিত।"

"অবশ্যই।"

"একা," ঠাণ্ডা সুরে বলল সেক্রেটারি।

"অবশ্যই," নরম সুরে বললেন জেনারেল। "সম্রাটের অনুগত হিসেবে তার ব্যক্তিগত প্রতিনিধিকে আমি আমার উপরিতন হিসেবে বিবেচনা করি। যাই হোক,বন্দিকে যেহেতু পার্মানেন্ট বেসে রাখা হয়েছে সেহেতু একটা ইন্টারেস্টিং মুহূর্তে ফ্রন্ট এড়িয়া ত্যাগ করতে হবে আপনাকে।"

"তাই? ইন্টারেস্টিং কেন?"

"ইন্টারেস্টিং কারণ অবরোধ তৈরির কাজ শেষ হবে আজকে। ইন্টারেস্টিং কারণ ঠিক এক সপ্তাহের ভেতর টুয়েন্টিথ ফ্লিট অব দ্য বর্ডার শত্রুপক্ষের কেন্দ্রস্থলের দিকে অগ্রসর হবে।" মুচকি হেসে চলে গেলেন রিয়োজ।

হালকা অপমানিত বোধ করল ক্রুডরিগ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. ঘুষ

সার্জেন্ট মোরি লিউক একজন আদর্শ সৈনিক। সে এসেছে বিশাল কৃষিপ্রধান গ্রহ প্লেইডাস থেকে, যেখানে একমাত্র সামরিক জীবনই কেবল পারে মাটির সাথে বন্ধন ছিন্ন করতে। সেও তার ব্যতিক্রম নয়। দ্বিধাহীন চিত্তে বিপদের মুখোমুখি হতে পারে। নির্দেশ পালন করে বিনা প্রশ্নে, অধীনস্থদের খাটিয়ে মারে নির্দয়ের মতো, আর নিজের জেনারেলকে মনে করে সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

তার পরেও সে বেশ হাসিখুশি মানুষ। দায়িত্ব পালনের সময় নির্দ্বিধায় মানুষ খুন করলেও তার ভেতর কোনো রকম হিংসা বিদ্বেষ কাজ করেনা।

সেই সার্জেন্ট লিউক যে ভেতরে ঢোকার আগে দরজায় শব্দ করবে সেটাই স্বাভাবিক, যদিও কোনো রকম সাড়াশব্দ না করেই সে ঢুকতে পারে।

ভিতরের দুজন খাওয়া থেকে মুখ তুলে তাকাল। একজন উঠে গিয়ে পকেট ট্র্যান্সমিটারের আওয়াজ বন্ধ করে দিল।

"আরো বই"? জিজ্ঞেস করল লাথান ডেভর্স।

এক হাতে পেঁচানো সিলিন্ডার আকৃতির ফিল্ম বাড়িয়ে ধরে আরেক হাতে ঘাড় চুলকালো সার্জেন্ট। "এটা ইঞ্জিনিয়ার অরির, তাকে আবার ফিরিয়ে দিতে হবে। এটা সে তার বাচ্চাদের কাছে পাঠাতে চায়, বুঝতে পারছেন, ঐ যে আপনারা যাকে বলেন স্যুভেনির; বুঝতে পারছেন।"

সিলিণ্ডারটা হাতে নিয়ে কৌতূহলের সাথে ঘুড়িয়ে ফিরিয়ে দেখলেন ডুসেম বার। "এটা তিনি কোথায় পেয়েছেন? তার কাছে তো ট্র্যান্সমিটার নেই, আছে?"

জোরে জোরে মাথা নাড়ল সার্জেন্ট। বিছানার পায়ের কাছে রাখা ভাঙাচোড়া যন্ত্রটা দেখিয়ে বলল, "এখানে ওই একটাই আছে। অরি এই বইটা এনেছে আমরা যে বর্বর গ্রহগুলো দখল করেছি তার একটা থেকে। গ্রহের অধিবাসীরা বইটা রেখেছিল একটা বড় ভবনের ভেতর। তাদের কাছ থেকে এটা কেড়ে নেয়ার সময় কয়েকজনকে খুন করতে হয়।"

প্রশংসার দৃষ্টিতে জিনিসটা কিছুক্ষণ নিরূপণ করল সে। "চমৎকার স্যুভেনির- বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য।"

তারপর কিছুটা কৌতুকের সুরে বলল, "ভালো কথা, একটা খবর শোনা যাচ্ছে। জেনারেল আবার কাজটা করেছেন।" বলেই গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাই?" বলল ডেভর্স। "কী করেছেন তিনি?"

"অবরোধের কাজ শেষ করেছেন।" হালকা গর্বের সাথে বলল সার্জেন্ট। "তিনি আশ্চর্য দক্ষ লোক, তাই না? আমাদের একজন তো বলেছে যে কাজটা তিনি এমনভাবে করেছেন যেন অনবদ্য সঙ্গীত রচনা করেছেন।"

"আসল লড়াই শুরু হতে যাচ্ছে?" হালকা চালে জিজ্ঞেস করলেন বার।

"আশা করি," সার্জেন্টের উল্লসিত জবাব। "আমাকে নিজের জাহাজে ফিরতে হবে। এখানে বসে থেকে আমি ক্লান্ত।"

"আমিও।" হঠাৎ রাগে দাঁত কিড়মিড় করে বলল ডেভর্স।

চোখে সন্দেহ নিয়ে তার দিকে তাকাল সার্জেন্ট। "এবার যেতে হবে। যে-কোনো মুহূর্তে রাউণ্ডে আসবে ক্যাপ্টেন। আমি যে এসেছি সেটা তাকে জানাতে চাই না।"

দরজার কাছে আবার একটু থামল। "ভালো কথা, স্যার," মুখে লাজুক ভাব নিয়ে বলল সে, "আমার স্ত্রীর কাছ থেকে খবর পেয়েছি। আপনি যে ছোট ফ্রিজিয়ার পাঠিয়েছেন খুব চমৎকার কাজ করছে সেটা। কোনো ঝামেলা হচ্ছে না। এখন সে পুরো একমাসের সাপ্লাই মজুদ করে রাখতে পারছে।"

"ঠিক আছে, ওটা কোনো ব্যাপার না।"

গাল ভরা হাসি নিয়ে বেরিয়ে গেল সার্জেন্ট।

চেয়ার ছেড়ে উঠলেন ডুসেম বার। "বেশ, ফ্রিজিয়ারের বদলে ভালোই প্রতিদান দিয়েছে। নতুন বইটা একটু দেখা যাক। ওহ্হো, নাম পড়া যাচ্ছে না।"

প্রায় একগজের মতো ফিল্ম বের করে আলোর সামনে মেলে ধরলেন তিনি। "ডেভর্স, এটা হল 'দ্য গার্ডেন অব সুমা'।"

"তাই?" নিরুৎসুক গলায় জবাব দিল বণিক। খাবারের উচ্ছিষ্ট সরিয়ে রাখল একপাশে। "বসুন বার। প্রাচীন সাহিত্য শুনে কোনো লাভ হবে না। সার্জেন্ট কি বলেছে আপনি শুনেছেন?"

"হ্যাঁ, শুনেছি। কী হয়েছে তাতে?"

"যে-কোনো মুহূর্তে আক্রমণ শুরু হবে। আর আমরা এখানে বসে আছি!"

"তো, তুমি কোথায় বসতে চাও?"

"আমি কি বলতে চাই আপনি সেটা ভালোভাবেই জানেন। এখানে অপেক্ষা করার কোনো মানে নেই।"

"নেই?" বার সাবধানে ট্র্যান্সমিটার থেকে পুরোনো ফিল্ম বের করে নতুন ফিল্ম ভরছেন। "এক মাসে ফাউণ্ডেশন ইতিহাসের অনেক কিছুই জেনেছি। তাতে আমার মনে হয়েছে অতীতে ক্রাইসিসের সময় তোমাদের নেতারা বসে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই করত না।"

"আহ্, বার, ঘটনা কোন দিকে মোড় নেবে সেটা তারা জানতেন।"

"আসলেই? আমার তো মনে হয় সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর তারা এই কথা বলতেন। জানতেন হয়তো। আবার না জানলেও যে পরিস্থিতি অন্যরকম হত তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো প্রমাণ নেই। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক শক্তি কখনো একজন মানুষের উপর নির্ভর করে না।"

নাক দিয়ে বিশ্রী শব্দ করল ডেভর্স।"পরিস্থিতি আরো খারাপ হতো সেটাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। আপনি আসলে ঘটনার লেজ থেকে মাথার দিকে আসার চেষ্টা করছেন। ধরুন লোকটাকে আমি ব্লাস্টার দিয়ে মেরে ফেললাম।"

"কাকে? রিয়োজকে?"

'হ্যাঁ।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বার। দৃষ্টি হারিয়ে গেছে অতীতে, স্মৃতি রোমন্থন করছেন। "গুপ্ত হত্যা করে সমস্যার সমাধান হবে না, ডেভর্স। আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম, বাধ্য হয়ে। তখন বিশ বছর বয়সের তরুণ–কোনো লাভ হয়নি। স্যিউয়েনার দৃশ্যপট থেকে একটা খলনায়ককে সরাতে পেরেছিলাম শুধু, কিন্তু ইম্পেরিয়াল শাসনের জোয়াল সরাতে পারিনি। খলনায়ককে বাদ দিয়ে ইম্পেরিয়াল শাসনের জোয়াল নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে।"

"কিন্তু রিয়োজকে শুধু খলনায়কের পর্যায়ে ফেললে চলবে না। তার সাথে বিশাল একটা আর্মি আছে। তাকে ছাড়া আর্মি কিছুই করতে পারবে না। সৈনিকেরা শিশুর মতো তার উপর ভরসা করে। সার্জেন্ট যতবারই তার নাম বলেছে ততবারই মুখ দিয়ে লালা বের করে ফেলেছে।"

"তারপরেও। আর্মি আরো আছে, আছে আরো অনেক লিডার। তোমাকে অনেক গভীরে ঢুকতে হবে। যেমন ব্রুডরিগ–সম্রাট অন্য যে কারো চেয়ে তার কথার গুরুত্ব দেন সবচেয়ে বেশি। রিয়োজ যেখান দশটা যুদ্ধযান নিয়ে এসেছে, সেখানে সে একশটা যুদ্ধযান নিয়ে আসতে পারবে।"

"তাই? লোকটার কথা বিস্তারিত বলুন শুনি।" বণিকের হতাশ দৃষ্টি এখন কৌতূহলে চিক্‌চিক্ করছে।

"ব্রুডরিগ একটা নিচু জাতের হারামজাদা। তোষামুদি করে সম্রাটের সন্তুষ্টি অর্জন করেছে। দরবারের কেউই তাকে পছন্দ করে না, নগণ্য কীটের মতো ঘৃণা করে; কারণ তার জন্মের ঠিক নেই। সে হল সম্রাটের সকল কাজের পরামর্শদাতা এবং সম্রাটের সকল ঘৃণ্য কাজগুলো সেই করে দেয়। তাকে ডিঙিয়ে কেউ সম্রাটের সুনজরে পড়তে পারে না।"

"ওয়াও!" চিন্তিতভাবে ডেভর্স তার আচড়ানো দাড়ি টানতে লাগল। "আর রিয়োজের উপর নজর রাখার জন্য সম্রাট তাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আপনি জানেন, আমার একটা পরিকল্পনা আছে?"

"এখন জানলাম।"

"ধরা যাক ব্রুডরিগ এই তরুণ জেনারেলকে অপছন্দ করা শুরু করল।"

"অপছন্দ করবেই। ব্রুডরিগ কাউকে পছন্দ করে এরকম কখনো শোনা যায়নি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ধরুণ পরিস্থিতি আরো খারাপ হলো, সেটা সম্রাটের কানে যাবে। তখন মহাসংকটে পড়বে রিয়োজ।"

"স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি সেটা কিভাবে সম্ভব করবে?"

"জানি না। ঘুষ দিয়ে দেখা যায়।"

প্যাট্রিশিয়ান মধুর ভঙ্গিতে হাসলেন।"দেওয়া যায়, তবে সার্জেন্টকে যেরকম ঘুষ দিয়েছ সেরকম হলে চলবে না। আবার তার দাবি পূরণ করতে পারলেও কোনো লাভ হবে না। সত্যি কথা বলতে কি ক্রুডরিগের ভেতর সামান্যতম সততাও নেই। ঘুষ নিয়েও কাজ করবে না। অন্য কিছু ভাবতে হবে।"

এক হাঁটুর উপর অন্য পা তুলে জোরে জোরে গোড়ালি নাচাতে লাগল ডেভর্স। "এটা একটা ধারণা, যদিও–"

ব্রেক কষতে বাধ্য হল সে, কারণ দরজার সংকেত বাতি জ্বলছে। আগের সেই সার্জেন্টকে আবার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। অতিরিক্ত উত্তেজনায় লাল হয়ে আছে চেহারা।

"স্যার," একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে শুরু করল সে, "ফ্রীজার-এর জন্য আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমি কৃষকের সন্তান, আপনারা গ্রেট লর্ডস।"

তার প্লেইডাস বাচনভঙ্গি বোঝা যাচ্ছে না কিছুই; আর উত্তেজনার কারণে এতদিনের সযত্নে গড়ে তোলা সৈনিক সুলভ আচরণ সড়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল গ্রাম্য আচরণ।

"কী ব্যাপার, সার্জেন্ট?" আশ্বস্ত কণ্ঠে সুরে বার বললেন।

"লর্ড ক্রুডরিগ দেখতে আসছেন আপনাদের। আগামী কাল! আমি জেনেছি, কারণ ক্যাপ্টেন নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন সৈনিকদের পোশাকের দিকে লক্ষ্য রাখি, তাকে...তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। আমার মনে হয়েছে আপনাদের সতর্ক করে দেওয়া উচিত।"

"ধন্যবাদ, সার্জেন্ট।" বললেন বার, "আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন ছিলনা–"

কিন্তু সার্জেন্টের চেহারায় স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ। ফিসফিস করে বলল, "তার সম্বন্ধে সবাই যে গল্পগুলো বলে সেটা আপনারা জানেন না। নিজেকে সে স্পেস ফিয়েণ্ডের* কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। আরো অনেক ভয়ংকর গল্প শোনা যায়। লোকে বলে তার সাথে সবসময় ব্লাস্ট গান সহ দেহরক্ষী থাকে। বিনোদনের প্রয়োজন হলেই সামনে যাকে পায় তাকে খুন করার নির্দেশ দেয়–মানুষের মৃত্যু দেখে সে আনন্দ পায়। এমনকি সম্রাটও নাকি তাকে ভয় পান। তার কারণেই সম্রাট কর বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছেন।

---

* ফিয়েণ্ড–শয়তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আর জেনারেলকে সে অপছন্দ করে, খুন করতে চায়। কারণ আমাদের জেনারেল তারচেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান। তিনি অবশ্য জানেন ক্রুডরিগ একটা বদমাশ।"

চোখ পিটপিট করল সার্জেন্ট; বেশি কথা বলে এখন লজ্জা পাচ্ছে। জোরে জোরে মাথা নেড়ে পিছিয়ে গেল দরজার দিকে। "আমার কথা শুনে কিছু মনে করবেন না। সতর্ক থাকবেন।"

বেরিয়ে গেল সে।

ডেভর্সের দৃষ্টি কঠিন। "আমাদের পছন্দ মতো ঘটনা ঘটছে, তাই না, ডক?"

"নির্ভর করছে," শুকনো গলায় বললেন বার, "ক্রুডরিগের উপর, তাই না?"

কিন্তু ডেভর্স কিছুই শুনছে না, চিন্তা করছে, গম্ভীরভাবে।

টেডিং শিপের অপ্রশস্ত লিভিং কোয়ার্টারে ঢুকে প্রথমে চারপাশে ভালো করে দেখল লর্ড ক্রুডরিগ। সশস্ত্র রক্ষীরা দ্রুত তাকে অনুসরণ করল অস্ত্র হাতে, আচরণেই বোঝা যায় এরা কঠিন পাত্র।

প্রিভি সেক্রেটারিকে দেখে মনে হল না ভয়ংকর। স্পেস ফিয়েণ্ড তাকে কিনে নিলেও তার কোনো লক্ষণ নেই। বরং ক্রুডরিগকে দেখে মনে হয় প্রাণবন্ত কোনো উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এসেছে সামরিক ঘাটি পরিদর্শনে।

নিভাঁজ, পরিপাটি, জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকের কারণে তাকে মনে হয় বেশ লম্বা, যেন অনেক উপর থেকে ঠাণ্ডা নিরাবেগ চোখে বণিকের লম্বা নাকের দিকে তাকিয়ে আছে। আইভরি স্টিকের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানোর সময় কব্জিতে বাধা মণিমুক্তা খচিত অলংকার ঝকমক করে উঠল।

"না," সামান্য ইশারা করে বলল সে। "ওখানেই থাকো। খেলনাগুলোর কথা ভুলে যাও; আমার কোনো মাথাই নেই।"

একটা চেয়ার টেনে নিল সে। লাঠির আগায় জড়ানো কাপড়ের টুকরা দিয়ে যত্নের সাথে ধুলা সাফ করে বসল। বাকি চেয়ারটার দিকে তাকাল ডেভর্স, কিন্তু ক্রুডরিগ অলস কণ্ঠে বলল, "পীয়ার অব দ্য রিএল্‌ম-এর সামনে তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।"

হাসল সে।

শ্রাগ করল ডেভর্স। "আমার স্টকের প্রতি আগ্রহ না থাকলে আমি এখানে কেন?"

শ্বাপদের মতো অপেক্ষা করছে প্রিভি সেক্রেটারি। ডেভর্স আস্তে করে যোগ করল, "স্যার।"

"প্রাইভেসির জন্য," সেক্রেটারি বলল। "তোমার কি মনে হয় তুচ্ছ মনিহারী সামগ্রী দেখার জন্য আমি দুই শ পারসেক পাড়ি দিয়ে এসেছি। আমি তোমাকে দেখতে এসেছি।" কারুকার্যময় বাক্স থেকে গোলাপি রঙের একটা ট্যাবলেট বের করে যত্নের সাথে দুই দাঁতের ফাঁকে রাখল সে, তারপর মজা করে চুষতে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"যেমন," পুনরায় শুরু করল ক্রুডরিগ, "কে তুমি? তুমি কি আসলেই ওই বর্বর গ্রহের অধিবাসী যে গ্রহের কারণে সামরিক উত্তেজনা শুরু হয়েছে?"

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল ডেভর্স।

"এবং তুমি এই ঝামেলা যাকে সে বলছে যুদ্ধ, এটা শুরু হওয়ার পরই তার হাতে ধরা পড়েছ। আমি তোমার তরুণ জেনারেলের কথা বলছি।"

আবারও মাথা নাড়ল ডেভর্স।

"তাই! বেশ, বুঝতে পারছি কথা বলতে তোমার অসুবিধা হবে। তোমার জন্য সহজ করে দিচ্ছি। মনে হচ্ছে আমাদের জেনারেল প্রচুর শক্তি ব্যয় করে এখানে একটা অর্থহীন যুদ্ধ করছেন–শেষ প্রান্তের এমন একটা ক্ষুদ্র গ্রহের বিরুদ্ধে যে গ্রহের জন্য কোনো বিবেচক ব্যক্তি বন্দুকের একটা ব্লাস্টও খরচ করবে না। অথচ জেনারেল অবিবেচক নন। সত্যি কথা বলতে কি তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান। আমার কথা বুঝতে পারছ?"

"পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি, একথা বলা যাবে না, স্যার।"

মনযোগ দিয়ে হাতের নখ পর্যবেক্ষণ করছে সেক্রেটারি। বলল, "আরো শোন। জেনারেল সামান্য যশ বা গৌরবের লোভে নিজের সৈনিক বা যুদ্ধযানগুলোকে বিপদে ফেলবেনা। আমি জানি সে সবসময় ইম্পেরিয়াল যশ এবং গৌরবের কথা চিন্তা করে আবার হিরোয়িক এজের নরদেবতাদের অসহ্য মেকী আচরণের কথাও সে ভুলে যায়নি। এখানে যশ বা গৌরবের চেয়ে বড় কিছু আছে–আর তোমার সাথে সে অস্বাভাবিক রকম ভালো ব্যবহার করছে। তুমি যদি আমার বন্দি হতে আর জেনারেলকে যেরকম অপ্রয়োজনীয় কথা বলেছ আমার কাছে সেরকম বললে আমি তোমার পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের করে আবার সেগুলো তোমার গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে মারতাম।"

কাঠের পুতুলের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ডেভর্স। আড়চোখে পালাক্রমে তাকাল সেক্রেটারির রক্ষী দুজনের দিকে। দুজনেই খুন করার প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

সেক্রেটারির মুখে কৌতুকের হাসি। "তুমি আসলেই একটা বদমাইশ। জেনারেলের কথা অনুযায়ী সাইকিক প্রোবও তোমার উপর কাজ করেনি। এটা অবশ্য জেনারেলের একটা ভুল, কারণ আমার মনে হয়েছে আমাদের তরুণ বিচক্ষণ সমরনায়ক মিথ্যে কথা বলছেন।

"মাই অনেস্ট ট্রেডসম্যান," সেক্রেটারি বলে চলেছে, "আমার নিজস্ব সাইকিক প্রোব আছে যা শুধু বিশেষ করে তোমার উপরই প্রয়োগ করা যাবে। এটা দেখো–"

বুড়ো আঙুল এবং মধ্যমা দিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে সে গোলাপি হলুদ রঙের যে আয়তকার বস্তুগুলো ধরে রেখেছে সেগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে যে কেউই চিনতে পারবে। ডেভর্সও পারল।

"মনে হচ্ছে নগদ অর্থ।" বলল সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নগদ অর্থ এবং এম্পায়ারের সবচেয়ে সেরা। কারণ এই অর্থ আমার এস্টেটের সমর্থনপুষ্ট, যা সম্রাটের নিজের এস্টেট থেকেও বড়। একলাখ ক্রেডিট। পুরোটাই এখানে। দু আঙুলের মাঝে! তোমার!"

"কিসের জন্য, স্যার? আমি একজন বণিক, অবশ্য বণিকরা দুই পথেই পা বাড়ায়।"

"কিসের জন্য? সত্যি কথা বলার জন্য। জেনারেল কিসের পিছনে ছুটছেন? তিনি কেন এই যুদ্ধ শুরু করেছেন?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লাথান ডেভর্স। দাড়ি আচড়াতে লাগল চিন্তিত ভঙ্গিতে।

"কিসের পিছনে ছুটছেন তিনি?" সেক্রেটারি ক্রেডিটগুলো গুনছে আর তার হাতের উপর ডেভর্সের চোখ আঠার মতো সেটে আছে। "এক কথায়, এম্পায়ার।"

"হুম্‌ম্‌। খুবই সাধারণ। তাই হয় সবসময়। কোন পথে তিনি গ্যালাক্সির সীমান্ত থেকে এম্পায়ারের শীর্ষে পৌঁছবেন?"

"ফাউণ্ডেশন-এর," তিক্ত স্বরে বলল ডেভর্স, "কিছু গোপন ব্যাপার আছে। তাদের কাছে কিছু বই আছে, পুরোনো–এতই পুরোনো যে বইয়ের ভাষা শুধু উচ্চপদস্থ কয়েকজন জানে। কিন্তু এই বিষয়গুলো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে আচ্ছাদিত, কেউ ব্যবহার করে না। আমি চেষ্টা করেছিলাম, পরিণতি আজকের এই অবস্থা। ওখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে মৃত্যুদণ্ড।"

"আচ্ছা, আর গোপন বিষয়গুলো। এক লাখ ক্রেডিটের জন্য তোমাকে সব খুলে বলতে হবে।"

"ট্র্যান্সমিউটেশন অভ এলিম্যান্টস," সংক্ষেপে জবাব দিল ডেভর্স।

সেক্রেটারির চোখ ছোট হয়ে এল, "আমি জানতাম নিউক্লিয়িকস এর নিয়ম অনুযায়ী ট্র্যান্সমিউটেশন অসম্ভব।"

"অসম্ভব, যদি নিউক্লিয়ির ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্রাচীন মানুষরা বোধহয় ছিল আমাদের থেকেও বুদ্ধিমান। তারা নিউক্লি থেকেও বড় এবং মৌলিক কোনো শক্তির উৎস আবিষ্কার করেছিল। যদি ফাউণ্ডেশন আমার পরামর্শমতো সেই উৎসগুলো ব্যবহার–"

ডেভর্স বুঝতে পারল তার পেটের ভেতর কেমন মোচড় দিচ্ছে। ভয়ংকর একটা জুয়া খেলা শুরু করেছে সে।

"বলে যাও।" আদেশ দিল সেক্রেটারি। "কোনো সন্দেহ নেই জেনারেল এগুলো জানে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সে কী করবে?"

দৃঢ়কণ্ঠে বলতে লাগল ডেভর্স, "ট্র্যান্সমিউটেশন দিয়ে সে পুরো এম্পায়ারের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। ধাতব খনিজ মজুত করে রাখার আর কোনো মূল্য থাকবে না কারণ রিয়োজ অ্যালুমিনিয়ামকে টাংস্টেন এবং লোহাকে ইরিডিয়ামে রূপান্তরিত করতে পারবে। কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর দুস্প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা শিল্পগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে পুরোপুরি। এখানেই নতুন পাওয়া শক্তি ব্যবহারের প্রশ্ন আসছে, রিয়োজ ধর্মের কথা চিন্তা না করেই ব্যবহার করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"রিয়োজকে থামানোর কোনো উপায় নেই। ফাউণ্ডেশনকে সে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। এবং আগামী দুই বছরের ভেতর সে হবে সম্রাট।"

"তাই," হাসল ব্রুডরিগ। "লোহা থেকে ইরিডিয়াম, তাই না? শোন তোমাকে একটা গোপন খবর দেই। তুমি কি জানো জেনারেলের সাথে যোগাযোগ করেছে ফাউণ্ডেশন।"

শরীর শক্ত হয়ে গেল ডেভর্সের।

"তুমি অবাক হয়েছ। স্বাভাবিক। সন্ধি করার জন্য ওরা তাকে প্রতি বছর এক শ টন ইরিডিয়াম দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। এক শ টন লোহা থেকে রূপান্তরিত ইরিডিয়াম, নিজেদের ঘাড় বাঁচানোর জন্য ধর্মীয় নীতি ভঙ্গ করেছে। চমৎকার প্রস্তাব, কিন্তু আমাদের দুর্নীতিবাজ জেনারেল যে সেটা মানবে না তা খুবই স্বাভাবিক–কারণ সে তো একসাথে ইরিডিয়াম এবং এম্পায়ার দুটোই দখল করতে পারছে। নাও, এই অর্থ তুমি উপার্জন করেছ।

ক্রেডিট বিলগুলো সে ছুঁড়ে দিল আর চমৎকারভাবে লুফে নিল ডেভর্স।

দরজার কাছে গিয়ে থামল লর্ড ব্রুডরিগ। "একটা কথা, আমার এই লোক দুটো কথা বলতে পারে না, কানে শোনে না, বুদ্ধি নেই, শিক্ষা নেই, এমনকি সাইকিক প্রোবেও সাড়া দেয় না। কিন্তু যে-কোনো রকম মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে এরা বেশ আগ্রহী। তোমাকে আমি এক লাখ ক্রেডিটে কিনেছি। ভালো ব্যবসায়ী হিসেবে থাকবে। যদি আমাদের আলোচনা রিয়োজের কাছে বল তোমার শাস্তি হবে, এবং সেটা হবে আমার পদ্ধতিতে।"

এতক্ষণে ভালোমানুষের মুখোশ খসে পড়ল ব্রুডরিগের চেহারা থেকে, মুখে ফুটে উঠল নির্দয় নিষ্ঠুরতা। এক মুহূর্তের জন্য ডেভর্সের মনে হল যে সেক্রেটারির দৃষ্টি দিয়ে স্পেস ফিয়েণ্ড তাকিয়ে আছে তার দিকে।

নিঃশব্দে ব্রুডরিগের কসাইদের অনুসরণ করে সে ফিরে এল নিজের কোয়ার্টারে। ডুসেম বারের প্রশ্নের জবাবে সে তৃপ্তি সহকারে জবাব দিল, "না, অদ্ভুত ব্যাপারটা এখানেই। সেই আমাকে ঘুষ দিয়েছে।"

দুমাসের কঠিন লড়াই বেল রিয়োজের চেহারায় স্পষ্ট ছাপ ফেলেছে। গম্ভীর এবং অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে সে।

অধৈর্য সুরে ভক্ত সার্জেন্ট লিউককে বলল, "বাইরে অপেক্ষা করো, সৈনিক। আমার কথা শেষ হলে এই দুজনকে তাদের কোয়ার্টারে নিয়ে যাবে। তার আগে আমি না ডাকা পর্যন্ত কেউ যেন ভিতরে না ঢুকে, কেউ না। বুঝতে পেরেছ।"

স্যালিউট করে বেরিয়ে গেল সার্জেন্ট। রিয়োজ বিরক্তিতে গজ গজ করতে করতে ডেস্কের এলোমেলো কাগজগুলো গুছিয়ে রাখল উপরের ড্রয়ারে, তারপর বন্ধ করল খটাশ করে।

"বসুন," অপেক্ষারত দুজনকে বলল। "আমার হাতে বেশি সময় নেই। আসলে এখানে আসাই উচিত হয়নি। কিন্তু আপনাদের দুজনের সাথে দেখা করাটা জরুরি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডুসেম বারের দিকে ঘুরলেন তিনি। বার আনমনে ট্রাইমেনশনাল কিউবে অঙ্কিত হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টির বলিরেখাপূর্ণ কঠোর মুখচ্ছবির উপর আঙুল বোলাচ্ছিলেন।

"প্রথম কথা, প্যাট্রিশিয়ান," জেনারেল বললেন, "আপনার সেলডন হেরে যাচ্ছে। লড়াই ভালোই করেছে, কারণ ফাউণ্ডেশন-এর লোকগুলো মৌমাছির মতো উড়ে বেড়িয়েছে আর যুদ্ধ করেছে পাগলের মতো। প্রতিটা গ্রহ প্রবল বাধা দিয়েছে, তারপর এমনভাবে বিদ্রোহ শুরু করেছে যে দখলে রাখাই ছিল মুশকিল। সেগুলো সব সামাল দেওয়া গেছে।"

"কিন্তু এখনো তিনি পুরোপুরি হারেননি।" নরম সুরে বললেন বার।

"ফাউণ্ডেশন নিজে সবচেয়ে কম বাধা দিয়েছে। সেলডনকে যেন চূড়ান্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে না হয় সেজন্য অনেক রকম প্রস্তাব দিয়েছে আমাকে।"

"সেরকমই গুজব শোনা যাচ্ছে।"

"আহ্, গুজব চলে এসেছে আমার আগেই। সবচেয়ে নতুনটা শুনেছেন?"

"নতুন গুজবটা কী?"

"লর্ড ক্রুডরিগ, সম্রাটের প্রিয়পাত্র নিজে আমাকে অনুরোধ করেছেন আমার সেকেণ্ড-ইন-কমান্ড হওয়ার জন্য।"

এই প্রথম কথা বলল ডেভর্স, "নিজে অনুরোধ করেছেন, বস? কীভাবে সম্ভব? নাকি আপনি লোকটাকে পছন্দ করতে শুরু করেছেন।"

"না," শান্ত সুরে বললেন জেনারেল। "তবে সে আমার গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করে দিয়েছে।"

"যেমন?"

"সম্রাটের কাছে রিইনফোর্সম্যান্টের আবেদন করেছে।"

ডেভর্সের উদ্ধত হাসি আরো চওড়া হল। "সে তা হলে সম্রাটের সাথে যোগাযোগ করেছে। আর আপনি, বস, রিইনফোর্সম্যান্টের জন্য অপেক্ষা করছেন, এসে পড়বে যে-কোনোদিন। ঠিক?"

"ভুল! এরই মধ্যে এসে পড়েছে। পাঁচটা শক্তিশালী যুদ্ধযান। সেই সাথে সম্রাটের ব্যক্তিগত অভিনন্দন বার্তা। আরো যুদ্ধযান আসার পথে। কী ব্যাপার, বণিক?" উপহাসের সুরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"কিছু না!" ডেভর্স যেন হঠাৎ বরফের মতো জমাট বেধে গেছে।

রিয়োজ ডেস্কের পেছন থেকে উঠে এসে বণিকের সামনে দাঁড়ালেন, হাত ব্লাস্ট গানের বাটের উপর।

"আমি জিজ্ঞেস করেছি, কী হয়েছে, বণিক? সংবাদটা তোমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। হঠাৎ করে নিশ্চয়ই ফাউণ্ডেশন-এর পক্ষে চলে যাওনি?"

"না।"

"হ্যাঁ–তোমার আচরণ কেমন অস্বাভাবিক।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাই নাকি, বস্?" কঠিনভাবে হাসল ডেভর্স, হাত মুঠো পাকালো। "ওদেরকে আমার সামনে এনে দাঁড় করান, শুইয়ে দেব সবগুলোকে।"

"সন্দেহ তো এখানেই। তুমি খুব সহজে ধরা পড়েছ। প্রথম হামলার পরেই আত্মসমর্পণ করেছ বিনা প্রশ্নে। নিজের গ্রহকে ধুলায় মিশিয়ে দেওয়ার জন্য এক পায়ে খাড়া। ইন্টারেস্টিং, তাই না?"

"আমি বিজয়ী পক্ষে থাকতে চাই, বস। আপনিই তো বলেছেন আমি বিচক্ষণ মানুষ।"

"মানলাম!" কঠিন গলায় বললেন রিয়োজ। "আজ পর্যন্ত কোনো বণিক ধরা পড়েনি, তাদের কাছে দ্রুতগতির কোনো মহাকাশযান নেই। কোনো ট্রেডিং শিপই আমাদের লাইট ক্রুজারের হামলা ঠেকাতে পারবে না। অথচ প্রয়োজনে বণিকরা জীবন দিতে প্রস্তুত। দখলকৃত গ্রহগুলোতে গেরিলা যুদ্ধে এবং আমাদের অধীনস্থ স্পেসে এয়ার রেইডে নেতৃত্ব দিতে দেখা যাচ্ছে বণিকদের।

"তা হলে কি তুমি একাই বিচক্ষণ মানুষ? তুমি যুদ্ধ করোনি, পালিয়েও যাওনি, বরং নিজের দেশের সাথে বেঈমানী করেছ। তুমি অন্যরকম, বিস্ময়কর–সত্যিকথা বলতে কি সন্দেহজনক।"

নরম সুরে বলল ডেভর্স, "আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই। আমি এখানে আছি ছয়মাস এবং এই ছয়মাস ভালো ছেলে হয়ে থেকেছি।"

"এবং আমি তার প্রতিদানও দিয়েছি। তোমার মহাকাশযানের কোনো ক্ষতি হয়নি। তোমার সাথে ভালো আচরণ করেছি। কিন্তু তুমি সব কথা জানাওনি। যেমন তোমার যন্ত্রপাতিগুলোর ব্যাপারে সব জানালে অনেক উপকার হতো। যে এটমিক প্রিন্সিপল অনুযায়ী সেগুলো তৈরি সেই একই প্রিন্সিপল ফাউণ্ডেশন-এর জঘন্য কয়েকটা অস্ত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। ঠিক?"

"আমি একজন বণিক, টেকনিশিয়ান নই। জিনিসগুলো শুধু বিক্রি করি; ওগুলো তৈরি করিনা।"

"শিগ্‌গিরই জানা যাবে। সেকারণেই এসেছি। একটা পারসোনাল ফোর্স শিল্ডের জন্য তোমার মহাকাশযান অনুসন্ধান করা হবে। তোমাকে কখনো পরতে দেখা যায়নি, অথচ ফাউণ্ডেশন-এর সব সৈনিকই সেটা পরে। তুমি যে আমাকে সব কথা বলনি এটা তার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। ঠিক?"

কোনো উত্তর নেই। রিয়োজ বলে চলেছেন, "আরো প্রমাণ বের করা যাবে। সাইকিক প্রোব সাথে এনেছি। আগে ব্যর্থ হলেও গত কয়েকদিনে শত্রুদের কাছ থেকে শিখেছি অনেক কিছু।

বলার ভঙ্গি নরম হলেও কণ্ঠস্বরে যে শীতল হুমকি রয়েছে সেটা না বোঝার কোনো কারণ নেই, আর ডেভর্স ঠিক শিরদাঁড়ার মাঝখানে অস্ত্রের শক্ত খোঁচা অনুভব করল–জেনারেলের অস্ত্র, হোলস্টার থেকে কখন বের করেছে সে টের পায়নি।

শান্ত সুরে বললেন জেনারেল, "কোমরের বেল্ট আর যে যে ধাতব গহনা পরেছ সব খুলে ফেল। ধীরে ধীরে! ঠিক আছে, আমি নিচ্ছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেস্কের রিসিভারের আলো জ্বলে উঠল, একটা ম্যাসেজ ক্যাপসুল স্লট থেকে গড়িয়ে এসে পড়ল যেখানে বার ট্রাইমেনশনাল ইম্পেরিয়াল মূর্তি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তার কাছাকাছি।

ডেস্কের পিছনে গেলেন রিয়োজ, হাতে অস্ত্র প্রস্তুত। বারকে বললেন, "আপনিও প্যাট্রিশিয়ান। আপনি অনেক সাহায্য করেছেন, আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। তারপরেও সাইকিক প্রোবের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আপনার পরিবারের ভাগ্য নির্ধারণ করব আমি।"

এবং ম্যাসেজ ক্যাপসুল নেওয়ার জন্য রিয়োজ নিচু হতেই বার ক্রিস্টালের তৈরি ক্লীয়নের ভারি মূর্তিটা ঠাণ্ডা মাথায় নিখুঁতভাবে নামিয়ে আনলেন জেনারেলের মাথায়।

এত দ্রুত ঘটল ব্যাপারটা যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল ডেভর্সের। যেন হঠাৎ করেই বৃদ্ধের ভেতরে একটা পিশাচ জেগে উঠেছে।

"বেরোও!" হিস হিস করে বললেন বার। "জলদি!" রিয়োজের ব্লাস্টার মাটি থেকে তুলে নিজের পোশাকের ভেতর লুকিয়ে ফেললেন তিনি।

কামড়া থেকে ওরা বেরোতেই সার্জেন্ট লিউক ঘুরে দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে ভেতরে দেখার চেষ্টা করল।

"পথ দেখাও, সার্জেন্ট!" সহজ গলায় বললেন বার।

ডেভর্স পিছনের দরজা বন্ধ করে দিল।

সার্জেন্ট লিউক নিঃশব্দে কোয়ার্টারের পথ দেখাল, দরজার সামনে একটু থামলেও পিঠে ব্লাস্ট-গানের মাজলের খোঁচা খেয়ে সামনে বাড়তে বাধ্য হল সে। একটা কণ্ঠ তার কানে কঠিন সুরে বলল, "ট্রেড শিপের দিকে।"

এয়ারলক খোলার জন্য সামনে বাড়ল ডেভর্স, বার বললেন, "ওখানেই দাঁড়াও লিউক। তুমি ভালো মানুষ। আমরা তোমাকে মারতে চাই না।"

কিন্তু বন্দুকের মনোগ্রাম চিনতে পারল সার্জেন্ট। আতঙ্কিত স্বরে কেঁদে উঠল, "আপনারা জেনারেলকে মেরে ফেলেছেন।"

তারপর একটা তীব্র বন্য হুংকার ছেড়ে ঝাপিয়ে পড়ল সে। ফায়ার করলেন বার। পোড়া একদলা মাংসপিণ্ড হয়ে লুটিয়ে পড়ল সার্জেন্ট।

সিগন্যাল লাইটগুলো পাগলের মতো লাফালাফি শুরু করার আগেই এবং উপরে সূক্ষ্ম জালের মতো বিছানো বিশাল আতশ কাচের মতো গ্যালাক্সিতে আরো অনেক কালো কালো আকৃতি উঠার আগেই মৃত গ্রহ ছেড়ে উপরে উঠল ট্রেড শিপ।

হাসিমুখে বলল ডেভর্স, "শক্ত হয়ে বসুন, বার। দেখি ওরা আমার সাথে দৌড়ে পারে কিনা।"

ওরা যে পারবে না ভালোভাবেই জানে সে।

খোলা স্পেসে বেরিয়ে আসার পর ডেভর্সের কণ্ঠ শুনে মনে হল যেন তার মন হারিয়ে গেছে অনেক দূরে। "বেশ ভালোভাবেই টোপ গিলেছে ক্রুডরিগ।"

শিগ্‌গিরই তারা পৌঁছে গেল গ্যালাক্সির নক্ষত্রবহুল অংশে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮. ট্র্যানটরের পথে

সামান্য একটু নড়াচড়া দেখার আশায় ডেভর্স মৃত ভূ-গোলকের প্রতিচ্ছবির উপর ঝুঁকে দাঁড়াল। ডাইরেকশনাল কন্ট্রোলের দৃঢ় সিগন্যালের সাহায্যে সে আশেপাশের স্পেস ধীরে ধীরে, সুশৃঙ্খলভাবে প্রায় চালুনি দিয়ে ছাকার মতো পর্যবেক্ষণ করছে।

কোণায় একটা নিচু কটে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন বার। "ওদের কোনো চিহ্ন নেই?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"এম্পায়ার বয়েজ? না।" অধৈর্য সুরে বলল ডেভর্স। "অনেক আগেই ওদেরকে হারিয়ে ফেলেছি। স্পেস! প্রায় অন্ধের মতো হাইপারস্পেসে জাম্প করেছি, ভাগ্য ভালো যে-কোনো সূর্যের পেটে গিয়ে ল্যান্ড করিনি। দ্রুতগতির যান থাকলেও ওরা আমাদের আর ধরতে পারবে না।"

হেলান দিয়ে বসে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে পোশাকের কলার ঢিলা করল সে। "এম্পায়ার বয়েজরা এখানে কিরকম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়েছে আমি জানি না। মনে হয় ফাঁক একটা পাওয়া যাবে।"

"ধরে নিচ্ছি তুমি ফাউণ্ডেশনে পৌঁছানোর চেষ্টা করছ।"

"আমি এসোসিয়েশন এর সাথে যোগাযোগ করছি–বা বলা উচিত করার চেষ্টা করছি।"

"এসোসিয়েশন? ওরা আবার কারা?"

"এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ট্রেডার্স। কখনো শোনেননি, তাই না? আপনি একা না। আমরা আসলে এখনো নিজেদের সেভাবে প্রচার করিনি।"

খানিক নীরবতা, শুধু রিসিপশন ইণ্ডিকেটর এর মৃদু গুঞ্জন। তারপর বার বললেন, "তুমি রেঞ্জের ভেতরে আছ?"

"জানি না। কোথায় যাচ্ছি সেই সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই। সেজন্যই তো ডাইরেকশনাল কন্ট্রোল ব্যবহার করছি। এভাবে পথ খুঁজে বের করতে এক বছরও লাগতে পারে।"

"তাই?"

বার এর নির্দেশ অনুসরণ করে তাকিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ইয়ারফোন ঠিক করে নিল ডেভর্স। স্ক্রিনের নির্দিষ্ট বৃত্তের ভেতর জ্বল জ্বল করছে একটা সাদা বিন্দু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায় আধঘণ্টা ধরে যত্নের সাথে নাজুক যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করে দুটো বিন্দুকে যুক্ত করার চেষ্টা করল ডেভর্স, মাঝখানের দূরত্ব এত বেশি যে এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে আলো পৌঁছতে সময় লাগবে মাত্র পাঁচ শ বছর।

তারপর নিরাশভাবে হেলান দিয়ে বসল, ইয়ারফোন সরিয়ে ফেলল কান থেকে।

"খেয়ে নেওয়া যাক, ডক। শাওয়ারের ব্যবস্থা খুব একটা ভালো না। চাইলে গোসল করতে পারেন, তবে গরম পানি ব্যবহার করার সময় সাবধান।"

পথ দেখিয়ে দেয়ালের কাছে দাঁড় করানো বিভিন্ন সামগ্রীতে বোঝাই একটা ক্যাবিনেটের সামনে নিয়ে এলো। "আশা করি আপনি নিরামিষভোজী নন?"

"আমি সর্বভোজী।" বললেন বার। "কিন্তু এসোসিয়েশনের ব্যাপারটা কী? তুমি ওদের হারিয়ে ফেলেছ?"

"সেরকমই মনে হচ্ছে। রেঞ্জ অনেক বেশি যদিও সেটা কোনো ব্যাপার না। এগুলো আমি ভেবে রেখেছি।"

সোজা হয়ে টেবিলের উপর দুটো ধাতব কন্টেইনার রাখল সে। "পাঁচ মিনিট সময় দিন, ডক। তারপর এখানে চাপ দিয়ে খুলবেন। এটাই তখন আপনার খাবার প্লেট, এবং চামচের কাজ করবে। ন্যাপকিন দিতে পারছি না। আপনি বোধহয় এসোসিয়েশনের কাছ থেকে কি সংবাদ পেয়েছি সেটা জানতে চান।"

"যদি গোপন কিছু না হয়।"

মাথা নাড়ল ডেভর্স। "আপনার কাছে না। রিয়োজ সত্যি কথাই বলেছে।"

"কর প্রদানের প্রস্তাব সম্বন্ধে?"

"হ্যাঁ। ওরা প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। লরিস এর বাইরের সূর্যগুলোর কাছে লড়াই চলছে প্রচণ্ড।"

"লরিস ফাউণ্ডেশন-এর কাছে?"

"হ্যাঁ। ও, আপনি তো জানেন না। এটা হচ্ছে মূল চার রাজ্যের একটা। আপনি এটাকে অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ব্যূহ্যের অংশ ধরতে পারেন। এটা অবশ্য সবচেয়ে খারাপ খবর না। আগেও ওরা বড় বড় যুদ্ধযানের মোকাবেলা করে টিকে থেকেছে। তার মানে রিয়োজ সব কথা বলেনি। সে আরো যুদ্ধযান পেয়েছে, ক্রুডরিগ কাজ করছে তার পক্ষে, আর আমি সব গোলমাল করে ফেলেছি।"

ফুড কন্টেইনার খোলার সময় তার দৃষ্টি কেমন ফাঁকা মনে হল। ধোঁয়া উঠা স্ট্যু-এর সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে। দেরি না করে খাওয়া শুরু করলেন বার।

"যতদূর বুঝতে পারছি," বার বললেন, "আমাদের কিছু করার নেই; ইম্পেরিয়াল প্রতিরক্ষা ভেদ করে ফাউণ্ডেশনে ফিরতে পারব না; এখানে অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই করার নেই; সেটাই হবে বিচক্ষণতা। আর রিয়োজ যেহেতু এত ভেতরে ঢুকতে পেরেছে, আমার মনে হয় না বেশি অপেক্ষা করতে হবে।"

হাতের কাঁটাচামচ নামিয়ে রাখল ডেভর্স। "অপেক্ষা, তাই না?" ফোঁস ফোঁস করে বলল সে। "আপনার জন্য ঠিক আছে। আপনার তো কোনো ঝুঁকি নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নেই?" বিষণ্ন হেসে জিজ্ঞেস করলেন বার।

"না। আপনাকে সত্যি কথা বলি।" ডেভর্সের অসহিষ্ণুতা চাপা থাকলনা। "পুরো ঘটনাটাকে মাইক্রোস্কোপিক স্লাইডে দেখা মজার কিছু ভাবতে ভাবতে আমি ক্লান্ত। ওখানে কোথাও আমার বন্ধুরা আছে, মারা যাচ্ছে, এবং একটা পুরো বিশ্ব, আমার মাতৃভূমি, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনি তো বাইরের লোক, বুঝবেন না।"

"চোখের সামনে বন্ধুদের মরতে দেখেছি আমি।" বৃদ্ধের হাত তার কোলের উপর, চোখ বন্ধ। "তুমি বিয়ে করেছ?"

"বণিকেরা কখনো বিয়ে করে না।" বলল ডেভর্স।

"আমার দুটো ছেলে আর একটা ভাতিজা আছে। ওদেরকে সতর্ক করা হলেও কোনো একটা কারণে কিছু করতে পারছে না। আমাদের পালানো মানে ওদের মৃত্যু। আমার মেয়ে এবং দুই নাতনী আশা করি অনেক আগেই নিরাপদে গ্রহ থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু তারপরেও ওদেরকে বাদ দিয়েই আমি অনেক বড় ঝুঁকি নিয়েছি এবং হারিয়েছি তোমার চেয়ে অনেক বেশি।"

রুক্ষ স্বরে ডেভর্স বলল, "আমি জানি। কিন্তু সেটা আপনার ইচ্ছের ব্যাপার। রিয়োজের সাথে হয়তো আপনি খেলা চালিয়ে যেতে পারতেন। আমি তো বলিনি–"

মাথা নাড়লেন বার। "আমার ইচ্ছের ব্যাপার না, ডেভর্স। একটু খোলা মনে চিন্তা কর; তোমার জন্য আমি নিজের সন্তানের জীবনের ঝুঁকি নিইনি; যতক্ষণ সাহসে কুলিয়েছে আমি রিয়োজের সাথে সহযোগিতা করেছি। কিন্তু সে সাইকিক প্রোব নিয়ে এসেছে।"

স্যিউয়েনিয়ান প্যাট্রিশিয়ান চোখ খুললেন, দৃষ্টিতে সীমাহীন যন্ত্রণার ছাপ। "এক বছর আগে রিয়োজ আমার কাছে এসেছিল। জাদুকরদের ঘিরে যে 'কাল্ট' গড়ে উঠেছে সেই বিষয়ে জানতে, কিন্তু আসল সত্যটা সে ধরতে পারেনি। এটা শুধুই একটা কাল্ট নয়। আজকে তোমার গ্রহ যে অত্যাচারী পেশিশক্তির কবলে পড়েছে, প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমার গ্রহ একই শক্তির কবলে পড়েছিল। পাঁচটা বিদ্রোহ দমন করা হয় শক্ত হাতে। তখনই আমি হ্যারি সেলডনের প্রাচীন রেকর্ডগুলোর ব্যাপারে জানতে পারি–এখন সেই 'কাল্ট' অপেক্ষা করছে।

"অপেক্ষা করছিল জাদুকরদের আগমনের জন্য। আমার ছেলে তাদের নেতা। এটাই আমার মাথায় গোপন করা আছে। দেখতে হবে প্রোব দিয়ে যেন সেটা বের করা না যায়। সে কারণেই আমার পরিবার জিম্মি হিসেবে মারা যাবে; নইলে তারা মরবে বিদ্রোহী হিসেবে সেই সাথে অর্ধেক স্যিউয়েনিয়ান। এছাড়া আমার কোনো উপায় নেই! আর আমি বাইরের কেউ না।"

চোখ নামিয়ে নিল ডেভর্স, বার বলে চলেছেন, "ফাউণ্ডেশন-এর বিজয়ের উপর স্যিউয়েনার আশা ভরসা নির্ভর করছে। ফাউণ্ডেশন-এর বিজয়ের জন্য আমার সন্তান প্রাণ দিচ্ছে। হ্যারি সেলডন ফাউণ্ডেশন-এর উদ্ধারের জন্য যেভাবে পথ দেখিয়েছেন, স্যিউয়েনার জন্য তা করেননি। আর আমার জনগণের জন্য কোনো নিশ্চয়তা নেই, আছে শুধু আশা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু আপনি এখনো অপেক্ষা করেই সন্তুষ্ট। এমনকি লরিস এ ইম্পেরিয়াল নেভি পৌঁছে গেলেও।"

"আমি গভীর বিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করব," সাদামাটাভাবে বললেন বার, " যদি ওরা টার্মিনাস গ্রহে পৌঁছে যায়।"

অসহায় ভঙ্গিতে ভুরু কোঁচকালো বণিক। "জানি না, এভাবে জাদুর মতো কাজ হয় না। সাইকোহিস্টোরি হোক বা আর যাই হোক, প্রতিপক্ষ ভীষণ শক্তিশালী, আর আমরা দুর্বল। এক্ষেত্রে হ্যারি সেলডন কি করতে পারেন?"

"কিছুই করতে হবে না। যা করার আগেই করা হয়েছে। এখন শুধু ঘটনা এগিয়ে চলছে। বুঝতে পারছ না সময়ের চাকা ঘুরে চলেছে আর চারপাশে বিপদের ঘন্টাধ্বনির অর্থ এই না যে আমাদের নিশ্চয়তা কমে গেছে।"

"হতে পারে। তবে আপনার উচিত ছিল রিয়োজের খুলি চুরমার করে দেওয়া। পুরো আর্মির চেয়ে সে একাই অনেক বেশি ভয়ংকর।"

"খুলি চুরমার করে দেব? যেখানে ক্রুডরিগ তার সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড?" বার এর চেহারায় তীব্র ঘৃণা। "পুরো স্যিউয়েনা নির্ভর করছে আমার উপর। ক্রুডরিগ অনেক আগেই নিজেকে প্রমাণ করেছে। একটা গ্রহ ছিল যেখানে পাঁচ বছর আগে প্রতি দশজন পুরুষের মধ্যে একজন মারা যেত–তার কারণ ছিল শুধুমাত্র বকেয়া কর প্রদানে ব্যর্থতা। কর সংগ্রহের দায়িত্বে ছিল ক্রুডরিগ। তার তুলনায় রিয়োজ দুগ্ধ পোষ্য শিশু।"

"কিন্তু ছয় মাস, শত্রু ঘাঁটিতে ছয় মাস কাটল, অথচ আমাদের হাতে কিছুই নেই।" হাতদুটো পরস্পরের সাথে এত জোরে চেপে ধরল ডেভর্স যে আঙুলগুলো মটমট করে উঠল। "কিছুই নেই আমাদের হাতে।"

"দাঁড়াও, মনে পড়েছে–" বার তার পাউচের ভেতর হাত ঢোকালেন। "এটা হয়তো তুমি দেখতে চাইবে।" গোলাকার ধাতব বস্তুটা টেবিলের দিকে ছুঁড়ে দিলেন তিনি।

লুফে নিল ডেভর্স। "কি এটা?"

"ম্যাসেজ ক্যাপসুল। আমি আঘাত করার আগে রিয়োজের কাছে যেটা এসেছিল। এটার কোনো গুরুত্ব আছে?"

"নির্ভর করছে এর ভিতরে কি আছে তার উপর," বসল ডেভর্স, ধাতব বস্তুটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে।

ঠাণ্ডা পানিতে সংক্ষিপ্ত গোসল সেড়ে কৃতজ্ঞচিত্তে এয়ার ড্রায়ারের উষ্ণ প্রবাহের সামনে দাঁড়িয়ে বার দেখলেন ডেভর্স তার ওয়র্কবেঞ্চে কাজে নিমগ্ন।

শরীরে কয়েকটা আরামদায়ক চাপড় মেরে এয়ার ড্রায়ারের মৃদু গুঞ্জনকে ছাপিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী করছ?"

চোখ তুলল ডেভর্স। দাড়িতে ঘামের ফোঁটা চিক চিক করছে। "ক্যাপসুলটা খুলছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"রিয়োজের পারসোন্যাল ক্যারেকটারিস্টিকস ছাড়া তুমি এটা খুলতে পারবে?" স্যিউয়েনিয়ানের কণ্ঠে বিস্ময়।

"যদি না পারি, তা হলে এসোসিয়েশন থেকে পদত্যাগ করব আর বাকি জীবনে কোনোদিন মহাকাশযান চালাব না। ভেতরের একটা ত্রিমুখী বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ শেষ করেছি, বিশেষ করে ক্যাপসুল খোলার জন্য আমার কাছে যে ছোট যন্ত্র আছে তা এম্পায়ারের কেউ বাপের জন্মেও দেখেনি। আগে আমি চুরি করতাম। আসলে একজন বণিকের জানতে হয় সবকিছু।"

সামনে ঝুঁকে অতি সাবধানে একটা সমতল যন্ত্র ক্যাপসুলের ভেতরে ঢোকালো সে, স্পর্শের সাথে সাথে লাল রঙের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বের হতে লাগল।

"এই ক্যাপসুল খোলার কাজ খুব সহজ। ইম্পেরিয়ালের লোকরা ছোটখাটো জিনিস ভালো তৈরি করতে পারে না। ফাউণ্ডেশন-এর ক্যাপসুল দেখেছেন কখনো? আকারে এটার অর্ধেক, বিদ্যুৎ তরঙ্গ ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না।"

পুরো শরীর একটু শক্ত হয়ে গেল তার, টিউনিকের নিচে কাঁধের পেশি দৃশ্যতই কাঁপতে শুরু করেছে, অতি ক্ষুদ্র প্রোব ক্যাপসুলের ভেতরে ঢুকছে ধীরে ধীরে–

ক্যাপসুল খুলে গেল নিঃশব্দে, কিন্তু সশব্দে নিশ্বাস ফেলল ডেভর্স। হাতের গোলাকার বস্তুর ভাঁজ খুলে গেল পার্চম্যান্ট কাগজের মতো, তাতে জ্বল জ্বল করছে প্রিন্ট করা ম্যাসেজ।

"ব্রুডরিগের কাছ থেকে এসেছে," বলল সে, তারপর একটু উষ্মার সাথে বলল, "ম্যাসেজ এর মাধ্যম স্থায়ী। ফাউণ্ডেশন ক্যাপসুলে এক মিনিটের মধ্যেই ম্যাসেজটা অক্সিডাইজড হয়ে যেত।" কিন্তু ডুসেম্বার হাত নেড়ে থামিয়ে দিলেন তাকে। দ্রুত পড়ে ফেললেন ম্যাসেজটা।

> হতে : অ্যামেল ব্রুডরিগ, হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টির বিশেষ দূত, কাউন্সিলের প্রিভি সেক্রেটারি, এবং পীআর অভ দ্য রিএলম।
> প্রতি : বেল রিয়োজ, মিলিটারি গভর্নর, স্যিউয়েনা, জেনারেল অভ দ্য ইম্পেরিয়াল ফোর্স, এবং পীআর অভ দ্য রিএলম। আমার অভিনন্দন।
> প্ল্যানেট # ১১২০ আর প্রতিরোধ করছে না। পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক আক্রমণের কাজ এগিয়ে চলেছে। শত্রুপক্ষ দৃশ্যতই দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং শিগ্‌গিরই অর্জিত হবে চূড়ান্ত লক্ষ্য।

প্রায় মাইক্রোস্কোপিক প্রিন্ট থেকে চোখ তুলে তিক্ত সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন বার, "গর্দভ! মাথামোটা ফুলবাবু! এটা একটা ম্যাসেজ?"

"হাহ্?" বলল ডেভর্স, কিছুটা হতাশ।

"এখানে কিছুই নেই," গুঁড়িয়ে উঠলেন বার। "আমাদের থুতু চাটা আমাত্য এখন জেনারেলের পক্ষে। জেনারেল দূরে থাকায় সেই ফিল্ড কমাণ্ডার এবং জাঁকালো একটা মিলিটারি রিপোর্ট পাঠিয়ে নিজের তুচ্ছ মনোবাসনা পূর্ণ করেছে, যে বিষয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে কিছুই জানে না। 'এই-এবং-এই গ্রহ আর প্রতিরোধ করছে না।' 'হামলা চলছে।' 'শত্রুপক্ষ দুর্বল হয়ে পড়েছে।' ব্যাটা ফাঁকা মাথার ময়ূর।"

"দাঁড়ান এক মিনিট–"

"ফেলে দাও এটা।" চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে ঘুরলেন বৃদ্ধ। "গ্যালাক্সি জানে আমি এখানে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাবো সেই আশা করিনি। কিন্তু যুদ্ধের সময় একটা সাধারণ রুটিন অর্ডার ও যদি সময়মতো না পৌঁছায় অনেক সমস্যা হয়। সেই কারণেই আসার সময় জিনিসটা তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু এটা! ফেলে আসলেই ভালো হত। যে সময়টা রিয়োজ আমাদের ধ্বংসের পরিকল্পনা করত তার কিছুটা হলেও নষ্ট হত।"

উঠে দাঁড়ালো ডেভর্স। "থামবেন আপনি। সেলডনের কসম–"

ম্যাসেজটা বৃদ্ধের নাকের সামনে ধরল সে। "আবার পড়ুন এটা। 'চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন' বলতে সে কি বুঝিয়েছে?"

"ফাউণ্ডেশন দখল।"

"হ্যাঁ। এবং হয়তো সে বুঝিয়েছে এম্পায়ার দখল। আপনি জানেন সে বিশ্বাস করে এটাই চূড়ান্ত লক্ষ্য।"

"করলেই বা কী?"

"যদি বিশ্বাস করে!" ডেভর্সের ঠোঁটের এক প্রান্তের হাসি দাড়ির আড়ালে হারিয়ে গেল। "বেশ, শুধু দেখে যান আমি কী করি।"

আঙুলের একটা টোকায় মেসেজ শিটটি পুনরায় ফিরে গেল স্লটে। মৃদু টুং শব্দ করে আবার পরিণত হল পূর্বের মতো মসৃণ নিখুঁত গোলাকার অবয়বে। ভেতরের কোথাও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতিগুলো নড়াচড়ার ফলে তরল পদার্থ গড়িয়ে পড়ার মতো শব্দ হচ্ছে।

"এখন রিয়োজের পারসোন্যাল ক্যারেকটারিসটিক্স ছাড়া এই ক্যাপসুল খোলার কোনো উপায় নেই, আছে?"

"টু দ্য এম্পায়ার, নেই।" বললেন বার।

"তা হলে এটার ভেতরে কী আছে আমাদের অজানা এবং পুরোপুরি অকৃত্রিম।"

"টু দ্য এম্পায়ার, হ্যাঁ।"

"এবং সম্রাট এটা খুলতে পারবেন, তাই না? উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পারসোন্যাল ক্যারেকটারিসটিক্স এর ফাইল সংরক্ষণ করা হয়। ফাউণ্ডেশনে আছে সেরকম।"

"স্বভাবতই ইম্পেরিয়াল রাজধানীতে।" একমত হলেন বার।

"তা হলে যখন আপনি, একজন সিউয়েনিয়ান প্যাট্রিশিয়ান এবং পীআর অব দ্য রিএলম সম্রাট ক্লীয়নকে গিয়ে বলবেন যে তার প্রিয় পোষা তোতা পাখি এবং সবচেয়ে সম্ভাবনাময় জেনারেল মিলে তাকে গদি থেকে সরানোর পরিকল্পনা করেছে এবং প্রমাণ হিসেবে এই ক্যাপসুল দেন, তখন তিনি ক্রুডরিগের 'চূড়ান্ত লক্ষ্য' বলতে কি বুঝবেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্বলভাবে বসে পড়লেন বার। "দাঁড়াও, সব কথা বুঝতে পারছি না।" চোয়াল ঘষলেন এক হাতে। "তুমি আসলে সিরিয়াস নও, তাই না?"

"সত্যি।" ডেভর্স উত্তেজিত। "গত দশ জন সম্রাটের নয় জনই তাদের প্রিয় জেনারেলদের হাতে খুন হয়েছেন। আপনি নিজেই বলেছেন এই কথা। বৃদ্ধ সম্রাট আমাদের কথা দ্রুত বিশ্বাস করবেন।"

দুর্বল গলায় ফিসফিস করলেন বার। "এই ব্যাটা সত্যিই সিরিয়াস। গ্যালাক্সির কসম, তুমি দীর্ঘ অবাস্তব গল্প ফেঁদে সেলডন ক্রাইসিস মোকাবেলা করতে পারবে না। ধরে নাও এই ক্যাপসুলটা তোমার হাতে আসেনি; ধরে নাও ক্রুডরিগ 'চূড়ান্ত' শব্দটা ব্যবহার করেনি। সেলডন কখনো এমন অস্বাভাবিক ভাগ্যের উপর নির্ভর করতেন না।"

"যদি অস্বাভাবিক ভাগ্যের সহায়তা পাওয়া যায়, তা হলে কোনো আইনেই বলা হয়নি যে সেলডন সেই সুযোগ কাজে লাগাতেন না।"

"অবশ্যই। কিন্তু...কিন্তু" থামলেন বার তারপর শান্ত এবং নিয়ন্ত্রিত সুরে বললেন, "ঠিক আছে প্রথম কথা ট্র্যানটরে পৌঁছবে কীভাবে? স্পেস এ এই গ্রহের অবস্থান তুমি জান না। আমারও কো-অর্ডিনেটসগুলো মনে নেই। এমনকি স্পেস এ নিজের অবস্থানও এই মুহূর্তে তোমার জানা নেই।"

"স্পেস এ আপনি পথ হারাবেন না," দাঁত বের করে হাসল ডেভর্স। এরই মধ্যে কন্ট্রোলের সামনে পৌঁছে গেছে সে। "এখান থেকে সবচেয়ে কাছের গ্রহে যাব। ক্রুডরিগের দেওয়া ক্রেডিট দিয়ে কিনব সবচেয়ে ভালো বিয়ারিং এবং সবার সেরা নেভিগেশন চার্ট।"

"আর পেটে ব্লাস্টারের গুলি খাবো। সম্ভবত এম্পায়ারের এই অংশের প্রতিটা গ্রহে আমাদের চেহারার বর্ণনা পৌঁছে গেছে।"

"ডক," ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বলল ডেভর্স, "গ্রাম্য চাষার মতো কথা বলবেন না। রিয়োজ বলেছিল আমি সহজেই আত্মসমর্পণ করেছি এবং ব্রাদার, ঠাট্টা করেনি। এই মহাকাশযানে যথেষ্ট ফায়ার পাওয়ার এবং শক্তিশালী শিল্ড আছে যা দিয়ে ফ্রন্টিয়ারের ভেতরেই যে-কোনো বিপদের মোকাবেলা করতে পারব। তা ছাড়া আমাদের কাছে পারসোন্যাল শিল্ড আছে। এম্পায়ার এর ছেলেরা খুঁজে পায়নি, তারা একটু খুঁজেই পেয়ে যাবে এমনভাবে রাখাও হয়নি।"

"ঠিক আছে," বললেন বার। "ঠিক আছে। ধরা যাক ট্র্যানটরে পৌঁছলে তুমি। সম্রাটের সাথে কীভাবে দেখা করবে? তোমার কি ধারণা তিনি সকাল বিকাল অফিস করেন?"

"ধরে নিন সেটা নিয়ে ট্র্যানটরে পৌঁছেই মাথা ঘামাব।"

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ নাড়লেন বার। "ঠিক আছে। বহুদিনের সাধ মরার আগে ট্র্যানটরে একবার যাবই। তুমি তোমার পথে চলো।"

হাইপার নিউক্লিয়ার মোটর চালু হল, মিটমিট করতে লাগল আলোগুলো, হাইপারস্পেসে ঢোকার ফলে অভ্যন্তরীণ ঝাঁকুনি অনুভব করল যাত্রীদ্বয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯. ট্র্যানটরের বুকে

গ্যালাক্সির এই অংশের নক্ষত্রের সংখ্যা কিছুটা কম। অল্প যে কয়েকটা আছে সেগুলোকে মনে হয় অরক্ষিত ফসলের ক্ষেতে গজিয়ে উঠা আগাছার মতো। যদিও প্রথমবারের মতো লাথান ডেভর্স তাদের যাত্রাপথ নিখুঁতভাবে হিসেব করতে পারছে। তার মতে সামনের এক লাইটইয়ার দূরত্ব দ্রুত পেরিয়ে যাওয়া দরকার। চতুর্দিকের আকাশে একটা উজ্জ্বল আভা, কর্কশ, মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। যেন বিপজ্জনক রেডিয়েশন সমুদ্রে ভাসছে এমন একটা অনুভূতি।

দশ হাজার নক্ষত্রের এক ঝাঁকের ঠিক মাঝখানে–যে নক্ষত্রের আলো ঘিরে থাকা ক্ষীণ অন্ধকারকে ভেঙে টুকরো করেছে শতভাগে–রয়েছে সুবিশাল ইম্পেরিয়াল প্ল্যানেট, ট্র্যানটর।

এটা শুধু একটা গ্রহই নয়; এটা হচ্ছে বিশ মিলিয়ন স্টেলার সিস্টেম নিয়ে গড়ে উঠা এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রাণ। এর শুধু একটাই কাজ, প্রশাসন; একটাই লক্ষ্য, সরকার; একটাই উৎপাদিত পণ্য, আইন।

পুরো গ্রহটাকেই প্রকৃত অবস্থা থেকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। মানুষ, পোষ্য প্রাণী এবং কিছু অণুজীব ছাড়া সারফেসে আর কোনো জীবন্ত বস্তু নেই। ইম্পেরিয়াল প্যালেসের কয়েকশ বর্গকিলোমিটার এলাকা বাদে পুরো গ্রহের আর কোথাও একটা ঘাস পর্যন্ত নেই। নেই পানির কোনো উন্মুক্ত উৎস। শুধু কয়েকটা ভূগর্ভস্থ জলাধার যেখান থেকে পুরো গ্রহে পানি সরবরাহ করা হয়।

চকচকে অবিনশ্বর ধাতু দিয়ে পুরো ট্র্যানটর আচ্ছাদিত। এটাই আবার বিশাল বিশাল ধাতব কাঠামো যা পুরো গ্রহে গোলকধাঁধা তৈরি করেছে তার ভিত্তি। পায়ে চলা পথ দিয়ে কাঠামোগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত। রয়েছে জালের মতো ছড়ানো হাজার হাজার করিডোর ; বদ্ধ অফিসকক্ষ ; কয়েক বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত বিক্রয়কেন্দ্র যেগুলো প্রতিরাতে প্রাণের স্পর্শে সজীব হয়ে উঠে।

পায়ে হেঁটে কেউ ট্র্যানটরের একটা শহর দেখেই শেষ করতে পারবে না, পুরো গ্রহতো অসম্ভব ব্যাপার।

সমগ্র এম্পায়ারের যে ওয়ার ফ্লিট ছিল তার চেয়েও অধিকসংখ্যক মহাকাশযানের বহর ট্র্যানটরের চল্লিশ বিলিয়ন মানুষের খাবার পৌঁছে দিত প্রতিদিন বিনিময়ে যারা সর্বকালের সবচেয়ে জটিল সরকার ব্যবস্থার সূক্ষ্ম প্রশাসনিক জাল নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া আর কিছুই করত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশটা কৃষিভিত্তিক বিশ্ব ছিল তার খাদ্য ভাণ্ডার। পুরো মহাবিশ্ব ছিল তার দাস–

চারপাশে কঠিন ধাতব অনুভূতি নিয়ে, ট্রেড শিপ ধীরে ধীরে অবতরণ করল একটা বিশাল র‍্যাম্পে, সেখান থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হল বিশাল হ্যাঙ্গারে। এরই মধ্যে এই গ্রহের জটিল পেপার-ওয়ার্কের ঠেলায় বিরক্ত হয়ে পড়েছে ডেভর্স।

প্রথমে তাদের থামানো হয় স্পেস এ। সেখানে শত শত প্রশ্ন পাল্টা প্রশ্নের ঠেলায় দম বেরিয়ে যাবার উপক্রম।মুখোমুখি হতে হয় সাইকিক প্রোবের অতি সাধারণ পরীক্ষার। ক্যারেকটারিস্টিক্স এনালাইসিস করা হয় যাত্রীদুজনের, মহাকাশযানের ছবি তোলা হয়। যথা নিয়মে ট্যাক্স প্রদানের পর আইডেন্টিটি কার্ড এবং ভিসার প্রশ্ন উঠে।

ডুসেম বার একজন স্যিউয়েনিয়ান এবং সম্রাটের একজন প্যাট্রিশিয়ান, কিন্তু লাথান ডেভর্স অপরিচিত লোক এবং তার কাছে কোনো পরিচয়পত্র নেই। কর্তব্যরত অফিসার আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলেও পরিষ্কার বলে দিল যে ডেভর্স গ্রহে ঢুকতে পারবে না। সত্যি কথা বলতে কি তদন্তের জন্য আটকে রাখা হবে।

ভোঝবাজির মতো লর্ড ব্রুডরিগের দেওয়া নতুন একশ ক্রেডিট পকেট থেকে বের করে আনল ডেভর্স। হাত বদল হল দ্রুত। সাথে সাথে পাল্টে গেল অফিসারের আচরণ। নতুন আরেকটা ফরম বের করে সে নিজের হাতেই দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে পূরণ করে ফেলল।

বণিক এবং প্যাট্রিশিয়ান প্রবেশ করল ট্র্যানটরে।

হ্যাঙ্গারে আবার মহাকাশযানের ছবি তুলে তার সাথে যুক্ত করে রাখা হল যাত্রী দুজনের নাম পরিচয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি আদায় করে একটা রিসিপ্ট কপি ধরিয়ে দেওয়া হল তাদের হাতে।

এবং তারপর ডেভর্স নিজেকে আবিষ্কার করল একটা বিশাল টেরেসে, মাথার উপর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সূর্যের উজ্জ্বল সাদাটে আলো, নিচে মহিলারা গল্প করছে, ছুটোছুটি করছে শিশুরা, পুরুষরা অলসভাবে পানীয়ের গ্লাস হাতে নিয়ে বিরাট আকারের টেলিভাইজরে এম্পায়ারের খবর দেখছে।

নির্দিষ্ট পরিমাণ ইরিডিয়াম কয়েন জমা দিয়ে বার একটা শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র বেছে নিলেন। ট্র্যানটর ইম্পেরিয়াল নিউজ। সম্রাটের আনুষ্ঠানিক মুখপাত্র বলা হয় এটাকে। নিউজ রুমের পেছন থেকে অতিরিক্ত কপি ছাপানোর মৃদু শব্দ ভেসে আসছে। ইম্পেরিয়াল নিউজ অফিস এখান থেকে করিডোরের হিসেবে দশ হাজার মাইল এবং আকাশযানের হিসেবে ছয় হাজার মাইল দূরে–ঠিক এই মুহূর্তে গ্রহের বিভিন্ন প্রান্তে দশ মিলিয়ন নিউজরুমে একই কপির দশমিলিয়ন সেট ছাপা হচ্ছে।

খবরের শিরোনামগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে হালকা গলায় জিজ্ঞেস করলেন বার,"আমরা প্রথমে কী করব?"

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিজের হতাশা দূর করার চেষ্টা করল ডেভর্স। নিজের জগৎ ছেড়ে সে অন্য এক জগতে এসে পড়েছে, এমন এক বিশ্ব যার জটিলতা, অধিবাসী এবং ভাষার কিছুই সে বুঝছে না। চারপাশের চক্‌চকে ধাতব টাওয়ার এবং দৃষ্টিসীমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা সীমাহীন প্রাচুর্য দমিয়ে দিয়েছে তাকে। ওয়ার্ল্ড মেট্রোপলিস এর প্রাচুর্যময় জীবন দেখে নিজেকে মনে হচ্ছে কেমন নিঃসঙ্গ আর তুচ্ছ।

"সেটা ঠিক করার ভার আপনার উপর ছেড়ে দিলাম, ডক।" বলল সে।

বার পুরোপুরি শান্ত, কণ্ঠস্বর নিচু। "তোমাকে বলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু নিজের চোখে না দেখলে তোমার বিশ্বাস হত না। তুমি জানো দৈনিক কতজন লোক সম্রাটকে দেখার জন্য ভিড় জমায়? প্রায় এক মিলিয়ন। তিনি কতজনকে দেখা দেন? প্রায় দশ। আমাদেরকে সিভিল সার্ভিসের মাধ্যমে যেতে হবে, ফলে কাজটা আরো কঠিন। অভিজাতদের সাথে পাল্লা দিয়ে পারব না।"

"আমাদের কাছে প্রায় এক লাখ ক্রেডিট আছে।"

"মাত্র একজন পিআর অব দ্য রিএলম এর পেছনেই সেটা ব্যয় হয়ে যাবে। আর সম্রাটের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করতে আরো তিন বা চার লাখের প্রয়োজন হবে। হয়তো পঞ্চাশ জন চিফ কমিশনার এবং সিনিয়র সুপারভাইজরকে সন্তুষ্ট করতে হবে, তবে তাদেরকে মাত্র এক শ ক্রেডিট করে দিলেই হবে। কথা বলব আমি। প্রথম কারণ তোমার কথা ওরা বুঝবে না, দ্বিতীয় কারণ ইম্পেরিয়াল ব্যক্তিদের ঘুষ কীভাবে দিতে হয় তুমি জান না। বিশ্বাস করো এটা একটা আর্ট। আহ্ পেয়েছি!"

ইম্পেরিয়াল নিউজের তৃতীয় পাতায় যা খুঁজছিলেন সেটা পাওয়া গেল। পত্রিকাটা বাড়িয়ে ধরলেন ডেভর্সের দিকে।

ধীরে ধীরে পড়ল ডেভর্স। বাক্যগুলো অদ্ভুত হলেও বুঝতে অসুবিধা হল না। রাগের সাথে পত্রিকাটা ভাজ করল সে। করতলের পেছন দিক দিয়ে পত্রিকায় একটা বাড়ি দিয়ে বলল, "এই কথা বিশ্বাস করা যায়?"

"কিছুটা", শান্ত গলায় জবাব দিলেন বার। "ফাউণ্ডেশন ফ্লিট পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব। যদিও এই কথাটা তারা হয়তো বহুবার প্রকাশ করেছে। সম্ভবত তারা যুদ্ধকালীন সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রের বহুদূরে বসে ক্যাপিটাল ওয়ার্ল্ডে যেভাবে যুদ্ধের সংবাদ দেওয়া হয় সেই কৌশল অবলম্বন করছে। রিয়োজ আরেকটা যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন, অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। এখানে বলা হয়েছে তিনি লরিস দখল করেছেন। এটাই কি কিংডম অব লরিস এর ক্যাপিটাল প্ল্যানেট?"

"হ্যাঁ," গোমড়ামুখে বলল ডেভর্স, "আর কিংডম অব লরিস এত বড় নাম বলার দরকার নেই। ফাউণ্ডেশন থেকে এটার দূরত্ব বিশ পারসেক এর ও কম, ডক, আমাদের দ্রুত কাজ করতে হবে।"

শ্রাগ করলেন বার, "ট্র্যানটরে কোনোকিছুই দ্রুত করা যায় না। সেই চেষ্টা করলে নিজেকে তুমি এটমিক ব্লাস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে।"

"কতদিন লাগবে?"

"ভাগ্য ভালো হলে, একমাস। এক মাস এবং আমাদের এক লাখ ক্রেডিটস–সেটাতেও কুলোবে কিনা জানি না। এবং আমি ধরে নিচ্ছি যে এই মুহূর্তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্রাট গ্রীষ্মকালীন অবকাশ গ্রহে বেড়াতে যাবার কথা ভাবছেন না। সেই সময় তিনি কোনো আবেদনকারীর সাথেই দেখা করেন না।"

"কিন্তু ফাউণ্ডেশন–"

"–নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। এসো, ডিনারের সময় হয়েছে। আমি ক্ষুধার্ত। এবং তারপরে পুরো সন্ধ্যাটাই আমাদের সামনে পড়ে আছে। ইচ্ছে মতো কাটানো যাবে। ট্র্যানটর বা এরকম কোনো গ্রহ জীবনে আর কখনো দেখার সুযোগ হবে না।"

আউটার প্রভিন্স বিষয়ক দফতরের হোম কমিশনার অসহায় ভঙ্গিতে বেটে ও মোটা হাতগুলো দুপাশে ছড়িয়ে দিলেন, তারপর ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন লোকের মতো তাকালেন পিটপিট করে। "কিন্তু, ভদ্রমহোদয়গণ, সম্রাট অসুস্থ। আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানিয়ে কোনো লাভ হবে না। হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টি গত সপ্তায় কারো সাথে দেখা করেননি।"

"তিনি আমাদের সাথে দেখা করবেন।" আত্মবিশ্বাসের সাথে বললেন বার। "আপনি শুধু প্রিভি সেক্রেটারির দপ্তরের কারো সাথে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দিন।"

"অসম্ভব," জোর গলায় বললেন কমিশনার। "আমার চাকরি চলে যাবে। কী কাজে এসেছেন সেটা আরো বিস্তারিত বলতে হবে। আপনাদের আমি সাহায্য করতে চাই। কিন্তু আমাকে এমন একটা স্পষ্ট কারণ দেখাতে হবে যেন আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বোঝাতে পারি।'

"আপনাকে যদি বলাই যায় তা হলে সেটা হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টির সাথে দেখা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ হয় কীভাবে? আমাদের কাজটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। আমি আপনাকে একটা সুযোগ নিয়ে দেখতে অনুরোধ করছি। আমাদের কাজ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। যদি হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টির কাছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয় তা হলে আজকে আমাদের সাহায্য করার পুরস্কার আপনি পাবেন।"

"হ্যাঁ, কিন্তু–" কথা শেষ না করে শুধু শ্রাগ করলেন কমিশনার।

"ঝুঁকি আছে," স্বীকার করলেন বার। "স্বাভাবিক ভাবেই, ঝুঁকি নিলে তার ক্ষতিপূরণ পাওয়া উচিত। আপনি দয়া করে আমাদের সমস্যা বলার সুযোগ দিয়েছেন সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনি যদি আমাদের আরেকটু সুযোগ দিতেন–"

ভুরু কুঁচকালো ডেভর্স। এই একই কথা একটু অদলবদল করে গত এক মাসে সে অনেকবারই শুনেছে। সবসময়ই আলোচনা শেষ হতো চক্‌চকে ক্রেডিট বিলের হাতবদলের মাধ্যমে। আগের ঘটনাগুলোতে বিলগুলো দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যেত গ্রহীতার পকেটে। কিন্তু এবারের ঘটনা ভিন্ন। বিলগুলো পড়ে আছে সামনের টেবিলে, উন্মুক্ত। ধীরে ধীরে সেগুলো গুনলেন কমিশনার, উল্টেপাল্টে দেখলেন ভালোভাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার কণ্ঠস্বরে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্য করা গেল। "বেকড্ বাই প্রিভি সেক্রেটারি, হ্যাহ্? গুড মানি!"

"আসল কথায় আসা যাক–" তাগাদা দিলেন বার।

"না, দাঁড়ান," কমিশনার বাধা দিলেন, "ধীরে ধীরে। আমি আসলেই জানতে চাই আপনারা কেন এসেছেন। এই অর্থগুলো একেবারে নতুন, এবং আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই অনেক আছে। এখন মনে পড়েছে আমার আগে আপনারা আরো কয়েকজন অফিসারের সাথে দেখা করেছেন। এবার ঝেড়ে কাশুন তো।

"আপনি আলোচনা কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছেন, বুঝতে পারছি না।" বললেন বার।

"কেন? শুনুন, এর থেকে প্রমাণ হয় যে আপনারা অবৈধভাবে এই গ্রহে এসেছেন, যেহেতু আপনার বোবা সঙ্গীর এন্ট্রি কার্ড এবং আইডিন্টিফিকেশন যথেষ্ট নয়। তিনি সম্রাটের গুরুত্বপূর্ণ কেউ নন।"

"আমি অস্বীকার করছি।"

"কোনো লাভ হবে না," কমিশনার হঠাৎ রুক্ষ স্বরে বললেন। "যে অফিসার এক শ ক্রেডিটের বিনিময়ে আপনাদের কার্ড সই করেছে, সব স্বীকার করেছে সে–অবশ্যই চাপের মুখে। আমরা অনেক কিছুই জানি।"

"আপনি যদি বোঝাতে চান যে, ঝুঁকির তুলনায় আমরা যা দিচ্ছি সেটা যথেষ্ট নয়–"

হাসলেন কমিশনার, "ঠিক উল্টোটা–যথেষ্ট হয়েও অনেক বেশি। "বিলগুলো তিনি সরিয়ে রাখলেন একপাশে। "যা বলছিলাম, সম্রাট নিজেই আপনাদের ব্যাপারে আগ্রহী। কিছুদিন আগে আপনারা জেনারেল রিয়োজের অতিথি ছিলেন, এটা কি মিথ্যে? তার বাহিনীর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছেন, এটা কি মিথ্যে? লর্ড ব্রুডরিগের দেওয়া বেশ ভালো পরিমাণ সম্পত্তি আছে আপনাদের কাছে, এটা কি মিথ্যে? সংক্ষেপে আপনারা একজোড়া স্পাই এবং গুপ্তঘাতক এখানে এসেছেন–বেশ, কে আপনাদের ভাড়া করেছে সেটা বললেই ভালো করবেন।"

"একজন সামান্য কমিশনার-এর," রাগের সাথে বললেন বার, "আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার আছে আমি সেটা অস্বীকার করছি। আমরা যাচ্ছি।"

"আপনারা যেতে পারবেন না," উঠে দাঁড়ালেন কমিশনার, এখন আর তাকে ক্ষীণদৃষ্টির মনে হচ্ছে না। "এখন কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না। পরবর্তীতে কঠিন সময়ের জন্য তুলে রাখুন সেগুলো। আর আমি কমিশনার নই। ইম্পেরিয়াল পুলিশের একজন লেফটেন্যান্ট। আপনাদের গ্রেপ্তার করা হল।"

মুখের হাসির সাথে লেফটেন্যান্ট এর হাতে এখন শোভা পাচ্ছে চক্‌চকে ব্লাস্টার। "আপনাদের চেয়েও নামি দামি লোকদের এখন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। আমরা একটা ভীমরুলের চাক পরিষ্কার করছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আস্তে আস্তে নিজের অস্ত্রের দিকে হাত বাড়ালো ডেভর্স। মুখের হাসি আরো চওড়া হল লেফটেন্যান্ট-এর। কন্টাক্ট এ চাপ দিল, নিখুঁতভাবে তীব্র রশ্মি আঘাত করল ডেভর্স এর বুকের ঠিক মাঝখানে–তার পার্সোন্যাল শিল্ডে বাধা পেয়ে আলোর শত টুকরা হয়ে ছিটকে পড়ল চারদিকে।

এবার ফায়ার করল ডেভর্স, লেফটেন্যান্ট এর মাথা ছিটকে পড়ল মাটিতে, মুখের হাসি এখনও মলিন হয়নি, দেয়ালে তৈরি হওয়া নতুন ফুটো দিয়ে আলো এসে পড়ায় মনে হচ্ছে যেন দাঁতালো কোনো জন্তু।

পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল তারা।

"জাহাজে পৌঁছতে হবে দ্রুত," হিসহিস করে বলল ডেভর্স। ভাগ্যকে অভিশাপ দিল। "আরেকটা পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। কসম খেয়ে বলতে পারি স্পেস ফিয়েণ্ড আমাদের বিপক্ষে কাজ করছে।"

খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসার পর তারা বুঝতে পারল বিরাট টেলিভাইজরের সামনে ভিড় বাড়ছে ক্রমশ। দাঁড়ানোর সময় নেই; টুকরো কিছু কথা কানে ভেসে এলেও মনযোগ দিল না। কিন্তু হ্যাঙ্গারের প্রশস্ত দরজার দিকে দৌড়ানোর সময় বার ইম্পেরিয়াল নিউজের একটা কপি ছিনিয়ে নিলেন। হ্যাঙ্গারের একটা শূন্য জায়গায় তাদের মহাকাশযান দাঁড়িয়ে আছে।

"ওদের কাছ থেকে পালাতে পারবে?" জিজ্ঞেস করলেন বার।

ট্রাফিক পুলিশের দশটা শিপ ভীষণ জোরে পালাতে থাকা শিপ-এর পিছু নিল, যে শিপ আইনসঙ্গত রেডিও-বিমড পথ ছেড়ে হঠাৎ এত দ্রুত ছুটল যে দ্রুতগতির পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেল। আরো পিছনে সিক্রেট পুলিশের হালকা পাতলা শিপগুলো নির্দিষ্ট বর্ণনার একটা শিপ এবং দুজন খুনীকে ধরার জন্য ছুটোছুটি শুরু করেছে।

"ওয়াচ মি," বলল ডেভর্স, এবং ট্র্যানটরের সারফেস থেকে মাত্র দুই হাজার মাইল উপরে উঠেই শিফট করল হাইপারস্পেসে। গ্রহের এত কাছে শিফট করার কারণে প্রায় অচেতন হয়ে পড়লেন বার, আর ব্যাখ্যার অতীত একধরনের আতঙ্ক ঘিরে ধরল ডেভর্সকে, কিন্তু এক আলোক বর্ষ দূরে তাদের সামনে মহাকাশ একেবারে পরিস্কার।

নিজের মহাকাশযান নিয়ে সীমাহীন গর্ব প্রকাশ পেল ডেভর্সের কথায়। "কোনো ইম্পেরিয়াল শিপ আমাকে ধরতে পারবে না।"

তারপর তিক্ত সুরে বলল, "কিন্তু পালিয়ে যাব কোথায়, ওদের সাথে আমরা পারব না। কি করার আছে?"

বার দুর্বলভাবে নিজের কটে নড়েচড়ে বসলেন, হাইপারশিফটের প্রভাব এখনো দূর হয়নি। শরীরের প্রতিটি মাংসপেশি শক্ত হয়ে আছে। "কাউকে কিছু করতে হবে না। সব শেষ হয়ে গেছে। দেখ!" বললেন তিনি।

ইম্পেরিয়াল নিউজের কপিটা এগিয়ে দিলেন, প্রথম পাতার হেডলাইনটাই বণিকের বিষম খাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি এবং গ্রেপ্তার-রিয়োজ এবং ব্রুডরিগ," বিড় বিড় করে পড়ল সে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল বার এর দিকে, "কেন?"

"এখানে বিস্তারিত লেখা নেই। কিন্তু তাতে কেন ফাউণ্ডেশন-এর সাথে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এই মুহূর্তে বিদ্রোহ চলছে সিউয়েনায়। তুমি নিজেই পড়," তার কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। কোনো একটা প্রদেশে নেমে বিস্তারিত জেনে নেব। এখন ঘুমাব আমি।"

ঠিক কথামতো কাজ করলেন তিনি।

ঘাসফড়িঙের মতো একটা চক্কর দিয়ে ট্রেড শিপ ফিরে চলল ফাউণ্ডেশন-এর দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০. যুদ্ধ শেষ

অস্বস্তি বোধ করছে লাখান ডেভর্স, সেই সাথে অসন্তুষ্ট। দার্শনিক সুলভ ঔদাসিন্যের সাথে সে মেয়রের আড়ম্বরপূর্ণ প্রশংসা এবং যুদ্ধে স্বীকৃতি স্বরূপ ক্রিমসন রিবন গ্রহণ করেছে। পুরো উৎসবে তার অংশগ্রহণ এখানেই শেষ হয়ে যায় তারপরে। কিন্তু ভদ্রতার কারণেই তাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। প্রধানত: এই ভদ্রতার কারণেই অভ্যাস অনুযায়ী শব্দ করে হাই তুলতে পারছে না বা চেয়ারের উপর পা তুলে বসতে পারছে না।

দীর্ঘদিন মহাকাশে কাটানোর ফলে এই অভ্যাস গড়ে উঠেছে তার। ওখানেই সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

ডুসেম বারের নেতৃত্বে স্যিউয়েনিয়ান প্রতিনিধিরা চুক্তিতে সই করেছে এবং স্যিউয়েনা হল প্রথম প্রদেশ যে এম্পায়ার এর পলিটিক্যাল শাসন থেকে বেরিয়ে এসে ফাউণ্ডেশন-এর অর্থনৈতিক প্রভাবে যোগ দিল।

স্যিউয়েনা যখন বিদ্রোহ করে তখন এম্পায়ার এর বর্ডার ফ্লিটের পাঁচটা যুদ্ধযান ধরা পড়ে। চকচকে বিশাল এবং ভয়ংকর যুদ্ধযানগুলো শহরের রাস্তা প্রদক্ষিণের সময় উৎফুল্ল জনতা হর্ষধ্বনি দিয়ে সেগুলোকে স্বাগত জানায়।

এখন বসে বসে শুধু পান করা, ভদ্রতা দেখানো আর সামান্য আলোচনা।

একটা কণ্ঠস্বর ডাকল তাকে। ফোরেল; যার এক সকালের মুনাফা দিয়ে তার মতো বিশ জনকে একবারে কেনা যাবে। সেই ফোরেল এখন সদয় ভঙ্গিতে আঙুল তুলে তাকে ডাকছে।

ব্যালকনিতে বেরিয়ে আসতেই রাতের ঠাণ্ডা বাতাস ঝাপটা মারল মুখে। নিয়ম অনুযায়ী কুর্নিশ করল সে, একই সাথে এলোমেলো দাড়ি ঠিক করে নিল। বার ছিলেন সেখানে, হাসছেন। তিনি বললেন, "ডেভর্স, আমাকে তোমার বাঁচানো উচিত। অভিযোগ আমি নাকি অতিরিক্ত বিনয়ী, ভয়ংকর অপরাধ।"

"ডেভর্স," কথা বলার সময় মুখ থেকে সিগার নামালো ফোরেল, "লর্ড বার-এর মতে ক্লীয়নের রাজধানীতে তোমার যাওয়ার সাথে রিয়োজের বরখাস্তের কোনো সম্পর্ক নেই।"

"মোটেই নেই," কাটা কাটা স্বরে বলল ডেভর্স। "ফিরে আসার পথে আমরা বিচারের ব্যাপারে জানতে পারি, পরিষ্কার বোঝা যায় পুরো ঘটনাটা সাজানো। প্রচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা হচ্ছে সম্রাটের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যকলাপের জন্য জেনারেলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।"

"অথচ সে নির্দোষ?"

"রিয়োজ?" মাঝখানে নাক গলালেন বার। "হ্যাঁ, গ্যালাক্সির কসম, হ্যাঁ। ব্রুডরিগ হচ্ছে আসল বেঈমান, কিন্তু কখনো ধরা যায়নি। এটা হচ্ছে আইনের ফাঁদ। প্রয়োজনীয় এবং অবশ্যম্ভাবী।"

"বাই সাইকোহিস্টোরিক্যাল নেসেসিটি, আমার ধারণা।" প্রচলিত ভঙ্গিতে রসিকতা করল ফোরেল।

"ঠিক," বার সিরিয়াস, "আগে বোঝা যায়নি, কিন্তু পুরো ঘটনা শেষ হওয়ার পর আমি–বেশ, বলা যায় যে বই এর পিছনে উত্তর দেখে নিলেই সমস্যাটা যেমন সহজ হয়ে যায়, সেরকমই আরকি। এখন আমরা দেখছি যে এম্পায়ার এর সামাজিক ব্যবস্থা রাজ্য দখলের জন্য যুদ্ধকে অসম্ভব করে তুলেছে। সম্রাট যদি দুর্বল হন, তা হলে জেনারেলদের মাঝে সিংহাসন দখলের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়। সম্রাট শক্তিশালী হলে হয়তো সাময়িকভাবে এম্পায়ার এর বিভিন্ন অংশগুলো বিচ্ছিন্ন হবে না, একটা স্থবিরতা তৈরি হবে, থেমে যাবে সকল অগ্রগতি।"

ভুর ভুর করে ধোঁয়া ছাড়ল ফোরেল। "ঠিকমতো বোঝাতে পারেননি, লর্ড বার।"

সামান্য হাসলেন বার। "আমারও মনে হয়। সাইকোহিস্টোরির প্রশিক্ষণ না থাকাতে এই সমস্যা। সাদামাটা কথা দিয়ে গাণিতিক সমীকরণ বোঝানো কঠিন। ঠিক আছে দেখা যাক–"

বার চিন্তা করছেন। রেলিং এ আয়েশি ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে ফোরেল। ডেভর্স মখমলের মতো কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছে ট্র্যানটরের কথা।

তারপর বার বললেন, "দেখুন, স্যার, আপনি–এবং ডেভর্স–এবং কোনো সন্দেহ নেই যে সবাই ধারণা করেছিল যে এম্পায়ারকে পরাজিত করতে হলে সম্রাট এবং তার জেনারেলের মাঝে বিভেদ তৈরি করতে হবে। আপনি এবং ডেভর্স এবং প্রত্যেকের ধারণা ঠিকই ছিল–প্রথম থেকেই, অন্তত ইন্টারনাল ডিজইউনিয়নের মূলনীতিগুলো বিবেচনা করলে এই কথা বলা যায়।

"কিন্তু আপনারা ধরে নিয়েছিলেন যে একজন ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করে এই ইন্টারনাল ডিজইউনিয়ন তৈরি করা যাবে। ভুল হয়েছিল এখানেই। আপনারা ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। উচ্চাকাঙ্খা এবং ভয় প্রদর্শনের উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু দুর্ভোগ ছাড়া আর কিছু অর্জিত হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে সাথে পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে থাকে।

"আর এই উদ্দাম বিশৃঙ্খলার মাঝেও সেলডন টাইডাল ওয়েভ নীরবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে–কিন্তু অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছিল।"

ঘুরলেন ডুসেম বার। রেলিং এ ভর দিয়ে তাকালেন বিজয় উৎসবে মেতে উঠা নগরীর আলোক মালার দিকে। তিনি বললেন, "একটা অদৃশ্যহাত আমাদের ঠেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে যাচ্ছে; ক্ষমতাশালী জেনারেল এবং মহান সম্রাট; আমার বিশ্ব এবং আপনাদের বিশ্ব, সবাইকে–সেটা হচ্ছে হ্যারি সেলডনের অদৃশ্য হাত। তিনি জানতেন রিয়োজের মতো ব্যক্তিকে পরাজিত হতেই হবে, যেহেতু সাফল্যই তার ব্যর্থতা ডেকে আনবে, এবং যত বেশি সফল হবে ব্যর্থতা ততই নিশ্চিত হবে।"

"এবারও পরিষ্কার হলনা।" শুকনো গলায় বলল ফোরেল।

"এক মিনিট," আন্তরিকভাবে কথা বলছেন বার, "পুরো পরিস্থিতিটা আবার চিন্তা করুন। একজন দুর্বল জেনারেল কখনোই আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। দুর্বল সম্রাটের ক্ষমতাবান জেনারেলও আমাদের ক্ষতি করতে পারবেনা; কারণ সে তখন আরো লাভজনক বিষয়ে মনযোগ দেবে। বিভিন্ন ঘটনায় আমরা দেখেছি শেষ দুই শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ সম্রাট সিংহাসনে বসার আগে বিদ্রোহী জেনারেল নয়তো বিদ্রোহী ভাইসরয় ছিলেন।

"কাজেই একমাত্র শক্তিশালী জেনারেল এবং শক্তিশালী সম্রাট এই দুয়ের কম্বিনেশন ফাউণ্ডেশন-এর ক্ষতি করতে পারে। কারণ শক্তিশালী সম্রাটকে সহজে সিংহাসনচ্যুত করা যায় না আর শক্তিশালী জেনারেলকে সবসময় ক্ষমতা থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করা হবে।

"কিন্তু কীভাবে সম্রাটের ক্ষমতা ধরে রাখা যাবে? ক্লীয়নের ক্ষমতার উৎস কোথায়? পরিস্কার। ক্লীয়ন শক্তিশালী, কারণ সে তার আশে পাশে কাউকে ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে দেয়নি। হঠাৎ ধনী হয়ে উঠা কোনো সভাসদ বা অধিক জনপ্রিয়তা অর্জনকারী জেনারেল সবাই বিপজ্জনক। এম্পায়ার এর সাম্প্রতিক ইতিহাস প্রমাণ করে যে সম্রাটকে শক্তিশালী হতে হলে তাকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হতে হয়।

"রিয়োজ অনেক যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন, ফলে সম্রাটের মনে সন্দেহ দানা বাধতে শুরু করে। সমসাময়িক পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করে সন্দেহবাদী হয়ে উঠতে। রিয়োজ ঘুষ নিতে অস্বীকার করেছে? খুবই সন্দেহজনক; নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। তার সবচেয়ে বিশ্বস্থ সভাসদ রিয়োজের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে? খুবই সন্দেহজনক; নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। মাত্র একজনের আচরণের কারণেই সন্দেহ তৈরি হয়নি–সেকারণেই একজন ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করার আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। রিয়োজের মাত্রাতিরিক্ত সফলতাই ছিল সন্দেহজনক। সেজন্যেই তাকে রাজধানীতে ডেকে নিয়ে অভিযুক্ত করে বিচারের মুখোমুখি দাড় করানো হয় এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

"দেখুন, ঘটনা প্রবাহের এমন কোনো কম্বিনেশন নেই যা ফাউণ্ডেশন-এর বিজয়কে প্রতিহত করতে পারে। আমরা বা রিয়োজ যতই চেষ্টা করি না কেন এটা ঘটতই।"

নীরবভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ফাউণ্ডেশন ধনকুবের। "তাই! কিন্তু সম্রাট এবং জেনারেল একই ব্যক্তি হলে কি ঘটত? হ্যাঁ? কী হত তা হলে? এ বিষয়ে আপনি কিছু বলেননি। কাজেই কিছুই প্রমাণ হয় না আপনার কথায়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রাগ করলেন বার। "আমি কিছুই প্রমাণ করতে পারব না। যেখানে এম্পায়ার এর প্রতিটি আমলা, প্রতিটি ক্ষমতাবান ব্যক্তি, প্রতিটি দস্যু সিংহাসন দখলের চেষ্টা করে এবং প্রায়ই সফল হয়–তা হলে সম্রাটকে যদি আগে থেকেই গ্যালাক্সির সুদূরতম প্রান্তে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়, তিনি শক্তিশালী হলেই বা কি হবে। রাজধানীতে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তিনি কতদিন দূরে থাকতে পারবেন। এম্পায়ার এর সামাজিক পরিবেশ সেই সময় কমিয়ে আনবে।

"রিয়োজকে আমি বলেছিলাম যে এম্পায়ার এর পুরো শক্তি দিয়েও ফাউণ্ডেশনকে পরাজিত করা যাবে না।"

"চমৎকার! চমৎকার!" অত্যন্ত খুশি হয়েছে ফোরেল। "তা হলে আপনি বলছেন যে এম্পায়ার আর আমাদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে না।"

"আমার সেরকমই ধারণা," স্বীকার করলেন বার। "সত্যি কথা বলতে কি এই বছরটা পার করতে পারবেন না ক্লীয়ন। তারপর খুব দ্রুত কয়েকবার ক্ষমতার পালাবদল ঘটবে, অর্থাৎ এটা হতে পারে এম্পায়ার এর সর্বশেষ সিভিল ওয়ার।"

"তা হলে," বলল ফোরেল, "আর কোনো শত্রু নেই।"

বার চিন্তিত। "সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন আছে।"

"এ্যাট দ্য আদার এ্যাণ্ড অব দ্য গ্যালাক্সি? নট ফর দ্য সেঞ্চুরি।"

এই কথায় ঝট করে ঘুরল ডেভর্স, থমথমে চেহারা নিয়ে দাঁড়ালো ফোরেল-এর মুখোমুখি। "ঘরের ভিতরে শত্রু থাকতে পারে।"

"তাই?" ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল ফোরেল। "কে হতে পারে, উদাহরণ দাও দেখি।"

"যেমন, জনগণ, হয়তো তারা নিজেদের আয় রোজগার বাড়ানোর চেষ্টা করবে, ধনসম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে জমা হতে বাধা দেবে। কী বলছি বুঝতে পারছেন?"

আস্তে, আস্তে, ফোরেলের চোখের আলো নিভে গেল, তার বদলে স্থান করে নিল সীমাহীন ঘৃণা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পর্ব: দ্য মিউল

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিউল---গ্যালাকটিক ইতিহাসের সমপর্যায়ের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের তুলনায় মিউল সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায়নি। যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তার বেশিরভাগই পাওয়া গেছে মিউলের প্রতিপক্ষের কাছ থেকে এবং বিশেষ করে সেই নববিবাহিত তরুণী---

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

১১. বর কনে

প্রথম দর্শনেই হেভেন পছন্দ হল না বেইটার। তার স্বামী দেখিয়ে দিল–গ্যালাক্সির প্রান্তে অসীম শূন্যে হারিয়ে যাওয়া একটা নিষ্প্রভ নক্ষত্র। পাতলাভাবে ছড়িয়ে থাকা নক্ষত্রের শেষ ঝাঁক থেকে অনেক দূরে, যেখানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় অনিয়মিত আলো বিকিরণ করছে। সব মিলিয়ে কেমন যেন হতচ্ছাড়া আর অনাকর্ষক।

টোরান ভালোভাবেই জানে যে এই রেড ডোয়ার্ফএ নববিবাহিত জীবন শুরু করাটা চিত্তাকর্ষক হবে না। এটা ভেবেই ঠোঁট বাঁকা করল। "আমি জানি, যে–এখানে তোমার ভালো লাগবে না। যদিও ফাউণ্ডেশন থেকে এখানে এসে।"

"জঘন্য, টোরান। তোমাকে আমার বিয়ে করা উচিত হয়নি।"

এই কথায় তার স্বামীপ্রবর আঘাত পেল এবং সেটা গোপন করার আগেই তার সেই বিশেষ উষ্ণ গলায় বলল, "এবার ঠোঁট ফুলিয়ে তীর বেঁধা পাখির মতো কাতর দৃষ্টিতে তাকাও–আমার কাঁধে মাথা রাখার আগে যেভাবে তাকাতে, আর আমি তোমার চুলে হাত বুলিয়ে দেই। তুমি অন্য কিছু শুনতে চেয়েছিলে, তাই না? আশা করেছিলে আমি বলব, 'তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানেই সুখী হব, টোরান!' অথবা 'তুমি পাশে থাকলে ইন্টারস্টেলার গহ্বরে গিয়েও ঘর বাঁধতে পারি!' স্বীকার করে নাও।"

স্বামীর দিকে একটা আঙুল তুলল সে এবং টোরান কামড় দেওয়ার আগেই ঝট করে সরিয়ে আনল।

"যদি আমি হার মেনে নেই, স্বীকার করি তোমার কথাই ঠিক, তা হলে তুমি ডিনার তৈরি করবে?" বলল টোরান।

রাজি হয়ে মাথা নাড়ল বেইটা আর সে শুধু হাসি মুখে তাকিয়ে রইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনকি দ্বিতীয়বার তাকিয়েও বেইটাকে গড়পড়তা মেয়েদের মতো সুন্দরী বলা যাবে না–এটা টোরানকে স্বীকার করতেই হবে। মসৃণ চক্‌চকে কালো চুল। মুখ কিছুটা প্রশস্ত। কিন্তু মেহগনি রঙের চোখদুটো হাসছে সবসময়, ঘন ভুরু সে দুটোকে আলাদা করে রেখেছে ফর্সা মসৃণ কপাল থেকে।

তার জীবনবোধ দৃঢ় এবং কঠোর বাস্তবমুখী, তারপরেও হৃদয়ের এক কোণায় ধারণ করে রেখেছে ভালবাসার উষ্ণ প্রস্রবণ, খোঁচা মেরে যা কখনো বের করে আনা যাবে না। শুধু জানতে হবে সেই প্রস্রবণে পৌঁছানোর সঠিক উপায়।

অপ্রয়োজনেই কিছুক্ষণ কন্ট্রোলগুলো নাড়ল টোরান, তারপর বসল আয়েশ করে। আর মাত্র একটা ইন্টারস্টেলার জাম্প এবং বহু মিলিমাইক্রো পারসেক সোজা পথে এগোনোর পর ম্যানুয়ালি চালাতে হবে। চেয়ারের পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে মাথা হেলিয়ে স্টোররুমের দিকে তাকাল সে, বেইটা সেখানে অভ্যস্ত হাতে ডিনারের ব্যবস্থা করছে।

বেইটার প্রতি তার আচরণ অনেকটা যুদ্ধজয়ী সৈনিকের মতো–কারণ,তিন বছরের সীমাহীন হীনম্মন্যতা থেকে সে বেরিয়ে আসতে পেরেছে বিজয়ীর মতো।

সে একজন প্রভিন্সিয়াল–শুধু তাই নয় একজন দলত্যাগী বণিকের সন্তান। আর বেইটা খোদ ফাউণ্ডেশন-এর নাগরিক–শুধু তাই নয় হোবার ম্যালোর বংশধর।

এসব কারণেই অস্বস্তি বোধ করছে। হেভেনের মতো একটা পাথুরে বিশ্ব যার শহরগুলো সব পাহাড়ের গুহার ভেতর–যেগুলোকে বলা হয় কেভ সিটি–সেখানে নিয়ে আসা যথেষ্ট খারাপ। ফাউণ্ডেশন-এর প্রতি বণিকদের আক্রোস–অত্যাধুনিক নগরবাসীদের প্রতি তাদের চরম ঘৃণার মুখোমুখি তাকে দাঁড় করানোটা হচ্ছে জঘন্য।

কিন্তু কিছু করার নেই–সাপারের পরেই, শেষ জাম্প।

হেভেনকে মনে হচ্ছে টকটকে লাল আগুনের গোলা, এবং দ্বিতীয় গ্রহটার অর্ধেক মনে হচ্ছে জোড়াতালি দেওয়া আলোর বৃত্ত, কিনারা দিয়ে বায়ুমণ্ডলের আভা বেরিয়ে আসছে, বাকি অর্ধেক অন্ধকার। সামনে ঝুঁকে ভিউটেবলের দিকে তাকাল বেইটা, সেখানে মাকড়সার জালের মতো অনেক রেখার মাঝখানে হেভেন দুই এর চমৎকার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

"প্রথমে তোমার বাবার সাথে দেখা করতে চাই," গম্ভীর গলায় বলল সে। "যদি তিনি আমাকে পছন্দ না করেন–"

"তা হলে," নিরাসক্ত গলায় বলল টোরান, "তুমিই হবে প্রথম সুন্দরী মহিলা যে তার মনে এই ধারণা তৈরি করবে। একটা হাত খোয়ানোর আগে এবং গ্যালাক্সি চষে বেড়ানো থামানোর আগে বাবা–নিজেই জিজ্ঞেস করো, কানের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। এক সময় আমি মনে করতাম সব বানিয়ে বলছে। কারণ একই গল্প কখনো দ্বিতীয়বার বলার সময় ঠিক আগের মতো করে বলত না।"

হেভেন দুই দ্রুত তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। নিচে ভূমি বেষ্টিত সাগর মনে হচ্ছে ভারী ফিতার মতো, নিচের ধূসর বর্ণ হালকা হতে হতে একসময় হারিয়ে গেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টির আড়ালে, ছেঁড়াখোঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে উপকূলবর্তী পাহাড়ের চূড়া।

আরো কাছে এগিয়ে যাওয়াতে সাগরের ঢেউ পরিষ্কার হল, শেষ মাথায় বিলীন হয়ে গেছে দিগন্তের ওপারে, বাঁক নেওয়ার সময় ভূমি আঁকড়ে থাকা বরফের মাঠ দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

তীব্র গতি ধীরে ধীরে কমে আসার ফলে প্রবল ঝাঁকুনি সহ্য করতে হচ্ছে যাত্রীদের। দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞেস করল টোরান, "তোমার স্যুট ঠিকমতো লক করা হয়েছে?"

গায়ের চামড়ার সাথে সেটে থাকা ইন্টারনালি হিটেড পোশাকের আর্দ্রতা শোষক স্পঞ্জ এর কারণে বেইটার সুটোল মুখমণ্ডল আরো ফোলা ফোলা এবং রুক্ষ মনে হল।

মালভূমির ঠিক উপরেই একটা সমতল খোলা জায়গায় মহাকাশযান অবতরণ করল ঝরে যাওয়া পাতার মতো।

আউটার গ্যালাকটিক রাতের অস্বস্তিকর নিকষ কালো অন্ধকারে বেরিয়ে এল যাত্রীরা। প্রচণ্ড শীত আর ঠাণ্ডা বাতাসে হাঁপাতে লাগল বেইটা। তার একটা বাহু ধরে টোরান সংকীর্ণ মসৃণ পথ বেয়ে তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল দূরের এক সারি কৃত্রিম আলোর দিকে।

অর্ধেক পথ যাওয়ার পরেই মোলাকাত হল এগিয়ে আসা গার্ডদের সাথে। ফিসফিস করে কিছু বাক্য বিনিময়ের পরেই নিয়ে যাওয়া হল তাদের। ভেতরে ঢোকার পর পিছনে পাথুরে দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই দূর হয়ে গেল শীত আর ঠাণ্ডা বাতাস। ভেতরটা উষ্ণ, দেয়ালের আলোয় সাদাটে ভাব, বেসুরো গুনগুন শব্দে ভারী হয়ে আছে বাতাস। ডেস্কের লোকগুলো হাতের কাজ রেখে চোখ তুলে তাকাল, নিজেদের কাগজপত্র এগিয়ে দিল টোরান।

এক ঝলক দেখেই হাত নেড়ে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল তাদের। স্ত্রীর কানে ফিসফিস করল টোরান, "বাবা সম্ভবত আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছে। পাঁচ ঘণ্টার আগে ছাড়া পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার।"

তাড়াহুড়ো করে খোলা জায়গায় বেরিয়েই বেইটা থমকে দাঁড়াল। বিস্ময়াভিভূত সুরে বলল, "ওহ মাই–"

দিনের আলোয় ভেসে যাচ্ছে কেভ সিটি–নবীন সূর্যের সাদাটে দিনের আলো। যদিও আসলে কোনো সূর্য নেই। যে জায়গায় আকাশ থাকতে পারত সেখানটা অসম্ভব উজ্জ্বল, তাকানো যায় না। সঠিক ঘনত্বের উষ্ণ বাতাসে সবুজ উদ্ভিদের সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

"টোরান, কী চমৎকার।"

উদ্বেগ পুরোপুরি না কাটলেও কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে দাঁত বের করে হাসল টোরান। "আসলে বে, ফাউণ্ডেশন-এর সাথে কোনো তুলনাই চলে না, কিন্তু এটা হেভেন দুই-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর সবচেয়ে বড় শহর–জনসংখ্যা বিশ হাজার–তোমার ভালো লাগবে। যদিও বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নেই, অন্যদিকে গুপ্ত পুলিশের ঝামেলাও নেই।"

"ওহ্ টোরি, আমার কাছে খেলনা নগরীর মতো মনে হচ্ছে। পুরোটাই সাদা আর গোলাপি–আর কত পরিষ্কার।"

টোরান ও শহর দেখতে লাগল। অধিকাংশ ঘরবাড়ি দোতলা এবং স্থানীয় মসৃণ পাথর দিয়ে তৈরি। ফাউণ্ডেশন-এর মতো মোচাকৃতি চূড়া অনুপস্থিত এখানে, নেই ওল্ড কিংডমের মতো বিশাল কমিউনিটি হাউজ–কিন্তু নিজস্ব স্বকীয়তা রয়েছে।

মনযোগ আকর্ষণের জন্য হঠাৎ বেইটার হাত ধরে টানল সে। "বে–ওই যে বাবা! ওখানে–আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তুমি দেখছ না?"

এখান থেকেই মনে হল মানুষটা বিশালদেহী, পাগলের মতো হাত নাড়ছে, আঙুলগুলো ছড়ানো যেন বাতাস খামচে ধরবে। বজ্রের মতো গমগমে গলার চিৎকার পৌঁছল তাদের কানে। একটা লনের উপর দিয়ে স্বামীকে অনুসরণ করছে বেইটা। ছোটখাটো একজন মানুষের উপর চোখ পড়ল তার, চুল সাদা, বিশালদেহী প্রথমজন যে এখনো চিৎকার করছে আর হাত নাড়ছে তার একটা বাহুর আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে দ্বিতীয়জন।

কাঁধের উপর দিয়ে চিৎকার করল টোরান, "উনি হলেন বাবার হাফ ব্রাদার। ফাউণ্ডেশনে ছিলেন।"

ঘাসের উপর দুই দল মিলিত হল, হাসছে উন্মাদের মতো। টোরানের বাবা একটা শেষ চিৎকার দিয়ে সীমাহীন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা থামাল। হেঁচকা টান মেরে খাটো জ্যাকেটের চেইন লাগাল তারপর নকশা খোদাই করা ধাতুর তৈরি বেল্ট ঠিক করে নিল। এই দুটোই তার একমাত্র বিলাসিতা।

পালাক্রমে দুজনের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "বাড়ি ফেরার জন্য একটা বাজে দিন বেছে নিয়েছ, বয়!"

"কী! ওহ্ সেলডনের জন্মদিন, তাই না?"

"হ্যাঁ। এখানে আসার জন্য গাড়ি ভাড়া করতে হয়েছে আর চালানোর জন্য আনতে হয়েছে ড্রাগুন রাণ্ডুকে।"

এবার চোখ পড়ল বেইটার উপর আর সরল না, আরো নরম সুরে বলল, "ক্রিস্টাল সাথে এনেছি–চমৎকার হয়েছে, কিন্তু বুঝতে পারছি ছবি যে তুলেছে সেই ব্যাটা কোনো কম্মের না।"

জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা স্বচ্ছ কিউব বের করল সে, আলোর স্পর্শ পেয়ে ভেতরের হাস্যোজ্জ্বল ছোট মুখাবয়ব জীবন্ত হয়ে উঠতে লাগল নানা বর্ণে, যেন জীবন্ত বেইটার ক্ষুদে সংস্করণ।

"এটা!" বলল বেইটা। "এখন বুঝতে পারছি টোরান ছবিটা কেন পাঠিয়েছিল। খুব অবাক হয়েছি আপনি আমাকে কাছে আসতে দিয়েছেন দেখে, স্যার।"

"এসে পড়েছ? আমাকে ফ্র্যান ডাকতে পারো। আমার কোনো শুচিবাই নেই। তাই আমার হাত ধরে গাড়িতে উঠতে পারো। আজকের আগে কখনো বুঝতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারিনি আমার ছেলে কিসের পেছনে ছুটছে। বোধহয় সেই ধারণা পাল্টানো উচিত। নাহ্, অবশ্যই পাল্টাতে হবে।"

টোরান তার হাফ আংকেলকে নরম সুরে জিজ্ঞেস করল, "বুড়োর দিন কেমন কাটছে আজকাল? এখনো মেয়েদের পেছনে দৌড়ায়?"

রাণ্ড যখন হাসে তখন তার মুখে অসংখ্য ভাঁজ পড়ে। "যখনই সময় পায়, টোরান, যখনই সময় পায়। মাঝে মাঝে মনে পড়ে যে আগামী জন্মদিন হবে ষাটতম, তখন মুষড়ে পড়ে। কিন্তু হৈহুল্লোড়ে মেতে থেকে এই ভাবনা উড়িয়ে দেয়। ও হচ্ছে সেকেলে ধরণের বণিক। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কী, টোরান। এই চমৎকার মেয়েটাকে তুমি কোথায় খুঁজে পেলে?"

তরুণ জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বৃদ্ধের বাহু নিজের হাতের ভাজে আটকে নিল। "তুমি তিন বছরের পুরো গল্পটা একবারে শুনতে চাও, আংকেল?

বাড়ির ছোট লিভিংরুমে ঢুকে বেইটা হাতের বোঝা নামিয়ে রেখে চুলের বাঁধন আলগা করে পায়ের উপর পা তুলে আয়েশ করে বসল। তারপর আন্তরিক ভঙ্গিতে তাকাল বিশালদেহী স্বাস্থ্যবান বৃদ্ধের দিকে।

"বুঝতে পারছি আপনি কী হিসাব করছেন। আমি সাহায্য করছি।" সে বলল। বয়স, চব্বিশ, উচ্চতা পাঁচ ফুট চার, ওজন একশ দশ, শিক্ষাক্ষেত্র ইতিহাস।" সে খেয়াল করে দেখেছে নিজের খোয়া যাওয়া হাতটা গোপন রাখার জন্য বৃদ্ধ একটু তেড়ছাভাবে দাঁড়ায়।

কিন্তু এবার আরো কাছে এসে সামান্য ঝুঁকে বলল, "যেহেতু তুমি বললে তাই বলছি–ওজন, একশ বিশ।"

বেইটার লজ্জায় আরক্তিম মুখ দেখে গলা ছেড়ে হেসে উঠল সে। তারপর সবাইকে উদ্দেশ করে বলল, "মেয়েদের বাহুর উপরের অংশ দেখে তাদের ওজন বলতে পারবে–তবে সেজন্য অবশ্যই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। তুমি কিছু পান করবে, বে?"

"সাথে আরো অনেক কিছু," বলল বেইটা, তারপর দুজন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, টোরান তখন বুক শেলফের সামনে দাঁড়িয়ে নতুন কোনো এডিশন আছে কিনা দেখছে।

ফ্র্যান ফিরে এল একা, "ও আসছে কিছুক্ষণ পর।"

বিশাল কর্ণার চেয়ারে দড়াম করে বসল সে, পা তুলে দিল সামনের টেবিলের উপর। লালমুখে এখনো হাসি লেগে আছে, এবং তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ঘুরল টোরান।

"বেশ, তুমি ফিরে এসেছো, বয়, সেজন্য আমি খুশি," বলল ফ্র্যান, "তোমার বান্ধবীকে আমার পছন্দ হয়েছে, ছিঁচকাঁদুনে শহরে ননীর পুতুল নয় সে।"

"আমি তাকে বিয়ে করেছি।" স্বাভাবিক গলায় বলল টোরান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বেশ, সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।" তার দৃষ্টি কিছুটা মলিন হল। "এভাবে নিজের ভবিষ্যৎ বেঁধে ফেলা বোকামি, দীর্ঘ অভিজ্ঞ জীবনে আমি কখনো এধরনের কাজ করিনি।"

রাণ্ডু চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের কোণায়, সেখান থেকেই আলোচনায় যোগ দিল। "কী ব্যাপার ফ্র্যানসাট, এটা কী ধরনের তুলনা? ছয় বছর পূর্বে ক্র্যাশ ল্যাণ্ডিংএর সময় বিয়ে করার জন্য তোমার কোনো ঘরবাড়ি ছিল না। আর করতে চাইলেও কে রাজি হত?"

এক হাতঅলা লোকটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে বসল, উষ্মার সাথে বলল, "অনেকেই রাজি হত, ব্যাটা নির্বোধ–"

ঝগড়া থামানোর উদ্দেশ্যে দ্রুত বলল টোরান, "বাবা, এটা একটা লিগ্যাল ফরমালিটি। অনেক সুবিধা আছে।"

"তার বেশিটাই মেয়েদের পক্ষে," বিড় বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করল ফ্র্যান।

"তা ঠিক," একমত হল রাণ্ডু, "তারপরেও এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক তোমার ছেলে। বিয়ে ফাউণ্ডেশনারদের একটা পুরোনো রীতি।"

"সৎ বণিকরা ফাউণ্ডেশনারদের কোনো আদর্শ হিসেবে মনে করে না।"

আবার বাধা দিল টোরান, "আমার স্ত্রী একজন ফাউণ্ডেশনার।" পালাক্রমে তাকাল দুজনের দিকে, তারপর শান্তভঙ্গিতে বলল, "ও আসছে।"

খানাপিনার পর আলোচনা মোড় নিল সাধারণ কথাবার্তায়। খুন-জখম, মেয়েমানুষ, অর্থ ইত্যাদি উপাদেয় মশলা মিশিয়ে মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে পুরোনো দিনের তিনটা গল্প শোনালো ফ্র্যান। ছোট টেলিভাইজরটা চালানো, কোনো একটা ক্লাসিক ড্রামা চলছে, কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিচু ভলিউমে শব্দ করে চলেছে। রাণ্ডু নিচু বিছানায় আরাম করে শুয়ে অলস ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে পাইপ থেকে বেরোনো ধোঁয়ার দিকে। ফারের তৈরি সাদা একটা মোলায়েম গালিচায় হাঁটু গেড়ে বসেছে বেইটা। অনেক দিন আগে একটা ট্রেড মিশনে গিয়ে গালিচাটা এনেছিল ফ্র্যান। এখন শুধু বিশেষ উৎসবের দিনেই এটা বের করা হয়।

"তুমি ইতিহাস নিয়ে পড়ালেখা করেছ, মাই গার্ল?" আমুদে গলায় জিজ্ঞেস করল রাণ্ডু।

মাথা নাড়ল বেইটা। "আমার ব্যাপারে শিক্ষকরা ছিলেন হতাশ। তবে সামান্য হলেও শিখতে পেরেছি।"

"একটা স্কলারশিপ," আত্মপ্রসাদের সুরে বলল টোরান, "ব্যস এইটুকুই।"

"তুমি কতদূর শিখেছ?" আলোচনা চালু রাখার জন্য বলল রাণ্ডু।

"বলা যায় প্রায় সবকিছু।" হাসল বেইটা।

বৃদ্ধও জবাবে চমৎকার ভঙ্গিতে হাসল, "বেশ, গ্যালাকটিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার ধারণা," সংক্ষিপ্ত জবাব দিল বেইটা," একটা সেলডন ক্রাইসিস অমিমাংসিত রয়ে গেছে–এবং যদি সেটা সত্যি হয় তা হলে সেলডন প্ল্যানও একই সাথে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এটা আমাদের একটা ব্যর্থতা।"

("ফুহ্," নিজের কোণা থেকে ফিসফিস করল ফ্র্যান। সেলডন সম্পর্কে কথা বলার কী ছিরি। তবে কাউকে শোনানোর মতো জোরে কিছু বলল না।)

চিন্তিত ভঙ্গিতে পাইপে কয়েকটা টান মেরে ধোঁয়া ছেড়ে রাণ্ড বলল, "তাই? এরকম মনে হওয়ার কারণ কী? তরুণ বয়সে আমিও ফাউণ্ডেশনে ছিলাম, তখন আমিও অনেক রোমান্টিক নাটকীয় চিন্তাভাবনা করেছি। কিন্তু তোমার এখন এই ধারণা হল কেন?"

"আসলে," গভীর চিন্তায় বেইটার দৃষ্টি আচ্ছন্ন, গালিচার নরম পশমের ভিতর নগ্ন গোড়ালি ডুবিয়ে একহাতের তালুর উপর চিবুক রাখল সে, "আমার মনে হয়েছে যে সংক্ষেপে সেলডন প্ল্যানের মুখ্য উদ্দেশ্য হল প্রাচীন গ্যালাকটিক এম্পায়ারের তুলনায় আরো আধুনিক এবং উন্নত একটা বিশ্ব গড়ে তোলা। তিন শতাব্দী পূর্বে যখন সেলডন ফাউণ্ডেশন তৈরি করেন তখন এই বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল–এবং ইতিহাসে যদি সত্যি কথা বলা হয়ে থাকে, এই ধ্বংসের মূল কারণ ছিল তিনটা–অভ্যন্তরীণ জড়তা, স্বৈরতন্ত্র এবং মহাবিশ্বের সদস্যদসমূহের অসম বণ্টন।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রাণ্ড আর টোরান গর্ভের অহংকার নিয়ে তাকিয়ে আছে স্ত্রীর দিকে, ফ্র্যান জিভ দিয়ে শব্দ করে যন্ত্রের সাথে নিজের গ্লাসে পানীয় ঢালতে লাগল।

বেইটা বলে চলেছে, "সেলডনের গল্প যদি সত্যি হয় তা হলে বলা যায় তিনি তার সাইকোহিস্টোরির নীতির সাহায্যে এম্পায়ারের সম্পূর্ণ পতন এবং মানবজাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নতুন সেকেণ্ড এম্পায়ার গড়ে তোলার পূর্বে ত্রিশ হাজার বছর স্থায়ী বর্বরযুগের অনুমান করতে পেরেছিলেন, তার সারাজীবনের কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য ছিল যেন দ্রুতগতিতে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায় সেটা নিশ্চিত করা।"

ফ্র্যান এর গমগমে কণ্ঠস্বর বিস্ফোরণের মতো আছড়ে পড়ল, "আর তাই তিনি দুটো ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন, তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

"আর তাই তিনি দুটো ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন," পুনরাবৃত্তি করল বেইটা। "আমাদের ফাউণ্ডেশন তৈরি করা হয় মুমূর্ষু এম্পায়ার এর বিজ্ঞানীদের নিয়ে যাদের উদ্দেশ্য ছিল অর্জিত জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সংরক্ষণ করে মানুষের প্রয়োজনে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মহাকাশে ফাউণ্ডেশন-এর অবস্থান এবং ঐতিহাসিক পরিবেশ এমন ছিল যে সতর্কতার সাথে মেধা ও মননশীলতার প্রয়োগ করে সেলডন অনুমান করেছিলেন যে এক হাজার বছরের মধ্যে এটা নতুন এবং আরো উন্নত বিশাল একটা এম্পায়ারে পরিণত হবে।"

বিস্ময় এবং শ্রদ্ধায় নিশ্চুপ হয়ে আছে সবাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার শুরু করল বেইটা, "পুরোনো গল্প। আপনারা সবাই জানেন। প্রায় তিন শতাব্দী ধরে ফাউণ্ডেশন-এর প্রত্যেকেই গল্পটা জানে। তবুও আমার মনে হয়েছিল যে সংক্ষেপে আরেকবার বলে নেওয়া দরকার। আজকে সেলডনের জন্মদিন, আমি ফাউণ্ডেশনার, আপনারা হেভেন এর বাসিন্দা, অথচ এই ক্ষেত্রে আমাদের মিল আছে–"

সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্কভাবে ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে আছে বেইটা। "ইতিহাসের নিয়ম পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়মের মতোই অকৃত্রিম, এবং ভুলের সম্ভাবনা যদি বেশি হয় তার কারণ হচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞান যতসংখ্যক এটম নিয়ে কাজ করে ইতিহাস তত সংখ্যক মানুষ নিয়ে কাজ করে না, তাই ইণ্ডিভিজুয়াল ভেরিয়েশন্স অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এক হাজার বছরের অগ্রগতির মাঝে সেলডন ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো ক্রাইসিস অনুমান করে রেখেছেন যার প্রতিটি ইতিহাসকে নতুন পথে মোড় নিতে বাধ্য করে। এই ক্রাইসিস গুলোই আমাদের পরিচালিত করছে–তাই এখন অবশ্যই একটা ক্রাইসিস তৈরি হতে বাধ্য।"

এবার গলায় জোর এনে বলতে লাগল সে "সর্বশেষ ক্রাইসিসের পর প্রায় এক শতাব্দী পেরিয়ে গেছে, এবং সেই শতাব্দীতেও এম্পায়ারের প্রতিটা ব্যধির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ফাউণ্ডেশনে। অভ্যন্তরীণ জড়তা! আমাদের মাস্টার শ্রেণী একটা আইন জানে: নো চেঞ্জ। স্বৈরতন্ত্র! তারা শুধু একটা নিয়ম জানে: বল প্রয়োগ। সম্পদের অসম বণ্টন! তাদের শুধু একটাই আকাঙ্ক্ষা; সবকিছু গ্রাস করে নেওয়া।

"আর সবাই না খেয়ে মারা যাক!" গর্জে উঠল ফ্র্যান সেই সাথে বিশাল থাবা দিয়ে ওজনদার ঘুষি মারল চেয়ারের হাতলে। "গার্ল, তোমার প্রতিটা শব্দ একেকটা মুক্তোর দানা। ওদের পেট মোটা মানিব্যাগ ফাউণ্ডেশন ধ্বংস করে দিচ্ছে, যেখানে সাহসী বণিকরা হেভেনের মতো গ্রহের পাথরের নিচে চাপা দিয়ে রেখেছে নিজেদের অভাব অনটন। সেলডনের কী চরম অপমান, তার মুখে কাঁদা ছুঁড়ে মারার মতো, তার দাড়িতে বমি করার মতো অপমান।" উত্তেজিত হয়ে একমাত্র হাতটা উঁচু করল সে, তারপর কষ্টের ছাপ পড়ল মুখে। "যদি আমার অন্য হাতটা থাকত! যদি–একবারের জন্য ফিরে পেতাম–সবাই আমার কথা শুনত!"

"বাবা," বলল টোরান, "শান্ত হও।"

"শান্ত হও। শান্ত হও।" তার বাবা হিংস্র ভঙ্গিতে মুখ ভেংচালো। "আমরা এখানে পচে গলে মরব–আর উনি বলছেন শান্ত হও।"

"ও হল আমাদের আধুনিক লাথান ডেভর্স," পাইপ উচিয়ে বলল রাণ্ড, "আমাদের এই ফ্র্যান। ডেভর্স আশি বছর আগে তোমার স্বামীর পরদাদার সাথে খনিতে মারা যায়, কারণ তার বিচক্ষণতা না থাকলেও হৃদয় ছিল।"

"হ্যাঁ,বাই দ্য গ্যালাক্সি, ওর জায়গায় আমি থাকলেও একই কাজ করতাম," শপথ বাক্য আওড়ালো ফ্র্যান। "ডেভর্স ছিল ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বণিক–অতিরিক্ত প্রশংসা করে বাতাস ভর্তি ব্যাগের মতো ফোলানো ফাউণ্ডেশন-এর পরম পূজনীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যালোর থেকেও বড় মাপের। গলা কাটা খুনীর দল যারা ফাউণ্ডেশন চালায় তারা যদি ওকে খুন করে থাকে তা হলে চরম মূল্য দিতে হবে।"

"তুমি আলোচনা চালিয়ে যাও, গার্ল," বলল রাণ্ডু। "নইলে সারারাত বকবক করবে আর ওর পাগলামির ঠেলায় মাটি হবে কালকের দিনটা।"

"আর কিছু বলার নেই," হতাশ সুরে বলল বেইটা। "একটা ক্রাইসিস তৈরি হতে বাধ্য, কিন্তু কিভাবে তৈরি হবে আমি জানি না। ফাউণ্ডেশনে প্রগতিশীল শক্তি বিপজ্জনকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বণিকদের হয়তো সদিচ্ছা আছে কিন্তু তারা কোণঠাসা আর বিচ্ছিন্ন। যদি ফাউণ্ডেশন-এর ভিতরের বাইরের সব সদিচ্ছা গুলোকে একত্রিত করা যেত–"

বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে কর্কশ সুরে হেসে উঠল ফ্র্যান, "ওর কথা শোন, রাণ্ডু, ওর কথা শোন। বলছে ফাউণ্ডেশন-এর ভিতরে বাইরে। গার্ল, গার্ল, ফাউণ্ডেশন-এর কোনো আশা নেই। তাদের অল্প কয়েকজনের হাতে আছে চাবুক বাকিরা চাবুকের আঘাতে জর্জরিত। ভালো একজন বণিকের মুখোমুখি হওয়ার মতো তেজ ওই ঘুণে ধরা গ্রহের নেই।"

কথার প্রবল স্রোতে বেইটার বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।

সামনে ঝুঁকে তার মুখে হাত চাপা দিল টোরান। "বাবা," ঠাণ্ডা সুরে বলল সে, "তুমি কখনো ফাউণ্ডেশনে যাওনি। তুমি কিছুই জানো না। আমি জানি ভেতরে ভেতরে তারা যথেষ্ট সাহসী এবং বেইটা তাদেরই একজন।"

"অল রাইট, বয়, নো অফেন্স। রাগ করার কী আছে?" সে সত্যিই উত্তেজিত।

আন্তরিক সুরে বলতে লাগল টোরান, "বাবা তোমাকে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে সবকিছু তুমি বিচার করো প্রভিন্সিয়াল দৃষ্টিভঙ্গিতে। তুমি মনে করো কয়েক লাখ বণিক গ্যালাক্সির নিঃসীম শূন্যের শেষপ্রান্তে হারিয়ে যাওয়া অবাঞ্ছিত এক গ্রহের খানাখন্দে ছুটে বেড়ায় বলেই তারা সাহসী যোদ্ধা। ফাউণ্ডেশন থেকে কর সংগ্রহের জন্য যারা আসে অবশ্যই তারা আর কখনো ফিরতে পারেনা, কিন্তু সেটা সস্তা নাটকীয়তা। যদি ফাউণ্ডেশন পুরো একটা ফ্লিট পাঠায়। তখন?"

"আমরা ওদের উড়িয়ে দেব?" ধারালো গলায় জবাব দিল ফ্র্যান।

"নিজেরাও উড়ে যাবে–লাভ হবে ওদের। তোমরা সংখ্যায় কম, তোমাদের অস্ত্র কম, তোমরা অসংগঠিত–ফাউণ্ডেশন হামলা করলেই বুঝতে পারবে। তোমাদের মিত্র খুঁজে বের করতে হবে–সম্ভব হলে ফাউণ্ডেশন-এর ভিতরে।"

"রাণ্ডু," বলল ফ্র্যান, ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে একটা অসহায় ষাঁড়ের মতো।

মুখ থেকে পাইপ সরাল রাণ্ডু "ছেলেটা ঠিকই বলেছে, ফ্র্যান। মনের গভীরে যে চিন্তাগুলো লুকিয়ে আছে সেগুলো ভাবলেই বুঝতে পারবে যে ও ঠিকই বলেছে। কিন্তু চিন্তাগুলো সব কষ্টকর এবং হতাশাজনক। তাই তর্জন গর্জন করে সেগুলো ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চাও। কিন্তু ওগুলো তোমার মনের ভেতরেই আছে। টোরান আমি সব খুলে বলছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিন্তিত ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ ধূমপান করল সে, তারপর ট্রের কোণায় পাইপটা বাড়ি দিয়ে ছাই ফেলে অপেক্ষা করতে লাগল ফ্ল্যাশ এর জন্য। পরিষ্কার পাইপ তুলে নিয়ে ছোট আঙুল দিয়ে টিপে টিপে তামাক ভরল আবার।

"আমাদের প্রতি ফাউণ্ডেশন-এর আগ্রহ নিয়ে তুমি যা বলেছ টোরান," কথা শুরু করল সে, "পুরোপুরি ঠিক। সাম্প্রতিক সময়ে পরপর দুইবার কর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এসেছিল ওরা, বিপদের কথা হচ্ছে দ্বিতীয়বার যে এসেছিল তার সাথে ছিল একটা লাইট পেট্রলশিপ। ল্যান্ড করেছিল গ্লেয়ার সিটিতে–আমাদের বুঝিয়েছিল যে মেরামতের জন্য নেমেছে–এবং স্বাভাবিকভাবেই তাদের আর ফিরতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু এবার তারা ব্যাপক শক্তি নিয়ে ফিরে আসবে কোনো সন্দেহ নেই। তোমার বাবা তা ভালোভাবেই জানে টোরান, সত্যি জানে।

"জেদি লোকটার দিকে তাকাও। সে জানে হেভেনের সামনে ভীষণ বিপদ এবং আমরা অসহায়, কিন্তু,সে নিজের ফরমুলার পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। এটা তাকে ভিতরের দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করে। কিন্তু নিজের কথা বলা হয়ে গেলে, তর্জন গর্জন করে অবজ্ঞা প্রকাশের পর যখন বুঝতে পারে যে একজন মানুষ এবং একজন বণিক হিসেবে তার দায়িত্ব শেষ হয়েছে তখন সে আমাদের বাকিদের থেকে অনেক বেশি যুক্তিশীল।"

"বাকিরা কারা?" জিজ্ঞেস করল বেইটা।

তার দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে হাসল রাণ্ড। "আমরা ছোট একটা সংগঠন তৈরি করেছি বেইটা–শুধু আমাদের শহরে। এখনো তেমন কিছু করতে পারিনি, অন্যান্য শহরের সাথেও যোগাযোগ করতে পারিনি, কিন্তু এটা একটা সূচনা।"

"কিন্তু কী অর্জন করতে চান?"

মাথা নাড়ল রাণ্ড। "আমরা এখনো জানি না। শুধু অলৌকিক কিছু ঘটার আশা করছি। তোমার মতো আমরাও বুঝতে পেরেছি যে একটা সেলডন ক্রাইসিস তৈরি হতে যাচ্ছে।" দুহাত তুলে উপরে দেখাল সে। "গ্যালাক্সি ভরে আছে বিচ্ছিন্ন এম্পায়ারের ভাঙা টুকরায়। চতুর্পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে জেনারেলরা। তোমার কী মনে হয় তাদের কেউ হঠাৎ করে দুঃসাহসী এবং উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠতে পারে?

প্রশ্নটা বিবেচনা করল বেইটা, তারপর মাথা নাড়ল দৃঢ় ভঙ্গিতে, ফলে মসৃণ কালো চুল সামনে এসে কান ঢেকে দিল। "না, কোনো সম্ভাবনা নেই। ওই জেনারেলদের প্রত্যেকেই জানে ফাউণ্ডেশনে হামলা করা মানে আত্মহত্যা। বেল রিয়োজ ছিলেন তাদের ভেতর সবচেয়ে দক্ষ, আর তিনি আক্রমণ করেছিলেন পুরো গ্যালাক্সির শক্তি নিয়ে, কিন্তু সেলডন প্ল্যানের বিরুদ্ধে জিততে পারেননি। এমন কোনো জেনারেল আছে যে এটা জানে না।"

"কিন্তু আমরা যদি তাদের প্ররোচিত করি, চালিত করি?"

"কোথায়? এটমিক ফারনেসে? কী দিয়ে তাদেরকে প্ররোচিত করবেন?"

"বেশ, একজন আছে–নতুন একজন। গত দু-এক বছর ধরে অদ্ভুত এক লোকের কথা শোনা যাচ্ছে, সবাই তাকে ডাকে মিউল নামে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মিউল? " চিন্তা করল কিছুক্ষণ। "কখনো শুনেছ, টোরি?"

মাথা নাড়ল টোরান, বেইটা বলল, "খুলে বলুন।"

"সবটা আমিও জানি না। তবে লোকমুখে শোনা যায় সে নাকি অসম্ভব এবং অদ্ভুত উপায়ে যুদ্ধে জয়লাভ করছে। হয়তো গুজব, যাই হোক না কেন তার সাথে যোগাযোগ করতে পারলে বোধহয় লাভ হবে। যাদের সীমাহীন দক্ষতা এবং সীমাহীন উচ্চাকাঙ্খা আছে তারা হ্যারি সেলডন এবং তার সাইকোহিস্টোরি বিশ্বাস নাও করতে পারে। আমরা সেই অবিশ্বাস আরো বাড়িয়ে দেব। ফলে সে হয়তো আক্রমণ করবে।"

"এবং ফাউণ্ডেশন জয়ী হবে।"

"হ্যাঁ–কিন্তু খুব একটা সহজ হবে না। এটা একটা ক্রাইসিস হতে পারে, এবং পরিস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমরা ফাউণ্ডেশন-এর স্বৈরশাসকদের সাথে একটা সমঝোতা করতে পারি। নিদেন পক্ষে দীর্ঘ সময়ের জন্য তারা আমাদের কথা ভুলে যেতে বাধ্য হবে এবং আমরা আমাদের পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।"

"তোমার কী মনে হয়, টোরি?"

ফ্যাকাশে ভাব নিয়ে হাসল টোরান, এক গোছা কালো চুল সরাল চোখের উপর থেকে। "যেভাবে বলছে তাতে তো মনে হয় কোনো বিপদ হবে না; কিন্তু কে এই মিউল? তার ব্যাপারে কী জানো, রাণ্ডু?"

"এখনো কিছুই জানি না। সেই উদ্দেশ্যে তোমাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি, টোরান। এবং তোমার স্ত্রীকে, যদি তার আপত্তি না থাকে। এ ব্যাপারে আমরা কথা বলেছি, আমি আর তোমার বাবা। এ ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত কথা বলেছি।"

"কীভাবে রাণ্ডু? তুমি আমাদের কাছে কী চাও?" তরুণ দ্রুত কৌতূহলী দৃষ্টি হানল স্ত্রীর দিকে।

"তোমাদের হানিমুন হয়েছে?"

"উম্‌ম্‌---হ্যাঁ---যদি ফাউণ্ডেশন থেকে হেভেনে আসার ট্রিপটাকে বিবেচনায় ধরো।"

"কালগানে আরো ভালো একটা হানিমুন হলে কেমন হয়? সেমি ট্রপিক্যাল–সমুদ্র সৈকত–ওয়াটার স্পোর্টস–পাখি শিকার–ছুটি কাটানোর আদর্শ জায়গা। এখান থেকে সাত হাজার পারসেক–খুব বেশি দূরে না।"

"কালগানে কী আছে?"

"মিউল! বা অন্তত তার কোনো লোক। সে এটা দখল করেছে গত মাসে এবং বিনা লড়াইয়ে, যদিও কালগানের ওয়ারলর্ড হুমকি দিয়ে প্রচার করেছিল যে আত্মসমর্পণ করার আগে সে পুরো গ্রহ আয়োনিক ধুলায় মিশিয়ে দেবে।"

"সেই ওয়ারলর্ড এখন কোথায়?"

"নেই," শ্রাগ করল রাণ্ডু। "কী বলো তোমরা?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু আমরা কী করব?"

"আমি জানি না। ফ্র্যান আর আমার বয়স হয়েছে; আমরা প্রভিন্সিয়াল। হেভেনের সব বণিকই প্রভিন্সিয়াল। আমাদের বাণিজ্য সীমিত আর পূর্বপুরুষদের মতো আমরা গ্যালাক্সিতে ছুটে বেড়াইনি। চুপ করো, ফ্র্যান! কিন্তু তোমরা গ্যালাক্সি ভালোভাবেই চেন। বিশেষ করে বেইটা, তোমার ফাউণ্ডেশন বাচনভঙ্গিতে কথা বলে। শুধু আশা যে তোমরা কিছু বের করতে পারবে। যদি তোমরা যোগাযোগ করতে পারো কোনোভাবে---সেটা অবশ্য আশা করি না। ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করো। ইচ্ছা হলে দলের অন্যদের সাথেও দেখা করতে পারবে, ওহ, এক সপ্তাহের আগে হবে না। তোমাদের একটু দম ফেলার ফুরসত দেওয়া উচিত।"

সাময়িক নীরবতা, তারপর ফ্র্যান এর বজ্র গম্ভীর গলার আওয়াজ শোনা গেল, "আর কেউ কী একটা ড্রিংক নেবে? মানে আমি ছাড়াও?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২. ক্যাপ্টেন এবং মেয়র

নিজের চারপাশে ছড়ানো বিলাসিতার সাথে ক্যাপ্টেন হ্যান প্রিচারের কোনো পরিচয় নেই এবং সে কিছুটা চমকিত, অভিভূত। সাধারণত তার কাজের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত না হলে সে আত্মবিশ্লেষণ এবং সকল ধরণের দার্শনিক সুলভ মনোভাব এড়িয়ে চলে।

তার কাজ হচ্ছে মূলত ওয়ার ডিপার্টমেন্ট যাকে বলে "ইন্টেলিজেন্স," সফিসটিকেটরা বলে "এসপায়োনেজ," রোমান্টিসিস্টরা বলে, "স্পাই স্টাফ," এবং দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে টেলিভাইজরে যত রোমহর্ষকভাবেই তা উপস্থাপন করা হোক না কেন "ইনটেলিজেন্স," "এসপায়োনেজ," এবং "স্পাই স্টাফ," হল মূলত বিশ্বাসঘাতকতা এবং অবিশ্বাসের ধারাবাহিক চক্র। সবাই এটা মেনে নিয়েছে কারণ রাষ্ট্রের জন্য এটা প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু একজন তার নীতিবোধ দ্বারা সমাজের উপকার করতে পারে–তাই সে ফিলোসফি এড়িয়ে চলে।

আর এই মুহূর্তে মেয়রের বিলাসবহুল এন্টিরুমে বসে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চিন্তাভাবনা ফিরিয়ে আনল নিজের দিকে।

অযোগ্য আর অর্বাচীন লোকদের পদোন্নতি দিয়ে বারবারই বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মাথার উপর। কিন্তু সে পড়ে আছে আগের জায়গাতেই। এ পর্যন্ত বহুবার সে অফিসিয়াল নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েও পার পেয়েছে। এবং একগুয়ে পোকের মতো দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস আকড়ে ধরে রেখেছে যে রাষ্ট্রের পবিত্র প্রয়োজনে তার এই অবাধ্য আচরণের মূল্য একদিন সবাই দেবে।

আর তাই সে বসে আছে মেয়রের এন্টিরুমে–সাথে পাঁচজন শ্রদ্ধাবনত গার্ড এবং সম্ভবত: তার জন্য অপেক্ষা করছে একটা কোর্ট মার্শাল।

মার্বেল পাথরের তৈরি বিশাল দরজা নিঃশব্দে এবং মসৃণভঙ্গিতে খুলে গিয়ে সামনের চক্‌চকে দেয়াল উন্মুক্ত করে দিল, ভেতরে লাল কার্পেট বিছানো, ধাতুর নকশা খচিত আরো দুটো মার্বেল পাথরের দরজা। তিন শতাব্দী পুরোনো ঢঙে পোশাক পরিহিত দুজন অফিসার বেরিয়ে এসে ঘোষণা করল :

"তথ্য দপ্তরের ক্যাপ্টেন হ্যান প্রিচারকে সাক্ষাতের জন্য ডাকা হচ্ছে।"

ক্যাপ্টেন এগিয়ে যেতেই কুর্নিশ করে পিছিয়ে গেল তারা দুজন। তার এসকর্ট থেমে গেল দরজার বাইরে, ভেতরে প্রবেশ করল সে একা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজার ওপাশে আশ্চর্যরকম বিশাল কামরায় অদ্ভুত কোণাওয়ালা বিরাট এক টেবিলের পিছনে ছোটখাটো একজন মানুষ–পরিবেশের বিশালতার মাঝে প্রায় হারিয়ে গেছে।

মেয়র ইণ্ডবার–এই নাম ধারণকারী তৃতীয় ব্যক্তি। তার দাদা প্রথম ইণ্ডবার একই সাথে ছিলেন নিষ্ঠুর এবং দক্ষ; এবং তিনি বিপুল সমারোহে ক্ষমতা দখলের এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, পরবর্তীতে দক্ষতার সাথে স্বাধীন নির্বাচনের প্রথা রহিত করেন এবং আরো দক্ষভাবে শান্তিপূর্ণ শাসন পরিচালনা করেন।

মেয়র ইণ্ডবার এর পিতা দ্বিতীয় ইণ্ডবার, যিনি জন্মসূত্রে ফাউণ্ডেশন-এর মেয়র হওয়ার গৌরব অর্জনকারী প্রথম ব্যক্তি–এবং যে তার বাবার মাত্র অর্ধেক, কারণ তিনি ছিলেন শুধুই নিষ্ঠুর।

কাজেই মেয়র ইণ্ডবার তৃতীয় জন্মসূত্রে এই পদ লাভকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি এবং তিনজনের মাঝে সবচেয়ে অযোগ্য, কারণ তাকে নিষ্ঠুর বা দক্ষ কোনোটাই বলা যাবে না–বরং মনে হবে একজন বুককীপার ভুল করে ভুল জায়গায় চলে এসেছেন।

সকলের কাছেই ইণ্ডবার দ্যা থার্ড অদ্ভুত কিছু নিম্নমানের চরিত্রের সংমিশ্রণ।

তার কাছে আড়ম্বরপূর্ণ জটিল কিছু ব্যবস্থাই হল "সিস্টেম," ক্লান্তিহীনভাবে দৈনিক আমলাতান্ত্রিক জটিলতার বিশেষ সমস্যাগুলো সামলানো হল "ইণ্ডাস্ট্রি", সঠিক মুহূর্তে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা হল "সতর্কতা", এবং একগুয়ের মতো ভুল পথে পা বাড়ানো হল "দৃঢ়তা"।

এসব কিছু সত্ত্বেও তিনি অপচয় করেন না, অপ্রয়োজনে কাউকে হত্যা করেন না, এবং সকলের সাথে মধুর ব্যবহার করেন।

ক্যাপ্টেন হ্যান প্রিচারের চেহারা ভাবলেশহীন কাঠের পুতুলের মতো। অসীম ধৈর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডেস্কের সামনে। কাশল না, শরীরের ওজন এক পা থেকে আরেক পায়ের উপর বদল করল না। যতক্ষণ না মেয়র কাজ শেষ করে মুখ তুললেন।

যত্নের সাথে হাত বেঁধে বসলেন মেয়র ইণ্ডবার, যেন ডেস্কের জিনিসপত্র এলোমেলো না হয়। তারপর বললেন, "ক্যাপ্টেন হ্যান প্রিচার অফ ইনফর্মেশন।"

প্রোটকল মোতাবেক ক্যাপ্টেন প্রিচার অনুগত সৈনিকের মতো হাঁটু গেড়ে বসে কুর্নিশ করল, পরবর্তী নির্দেশ না শোনা পর্যন্ত থাকল সেভাবেই।

"উঠ, ক্যাপ্টেন প্রিচার!"

সহানুভূতির সুরে মেয়র বললেন, "ঊর্ধ্বতন অফিসাররা তোমার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। স্বাভাবিক নিয়মেই সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্র পৌঁছেছে আমার নিকট এবং যেহেতু ফাউণ্ডেশন-এর ছোট বড় সব বিষয়ই আমার নিকট গুরুত্বপূর্ণ তাই তোমার ব্যাপারে আমি আরো কিছু জানতে চাই। আশা করি তুমি অবাক হওনি।"

নিরাবেগ গলায় ক্যাপ্টেন প্রিচার বলল, "এক্সিলেন্স, না। আপনার বিচার বিবেচনা লোক প্রসিদ্ধ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাই নাকি? তাই নাকি?" খুশি হয়ে বললেন মেয়র, এবং তার রঙিন কন্টাক্ট ল্যান্স চিক্‌চিক করে উঠল এমনভাবে যেন সেটা তার শুকনো কঠিন দৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পাখা দিয়ে বাতাস করার মতো করে সামনে রাখা ধাতু দিয়ে বাঁধানো কয়েকটা ফোল্ডার নাড়লেন তিনি। পাতা উল্টানোর সময় ভিতরের পার্চমেন্ট শিটগুলো তীক্ষ্ণ পট পট শব্দ করতে লাগল, কথা বলার সময় তিনি আঙুল দিয়ে প্রতিটি লাইন অনুসরণ করছেন।

"তোমার রেকর্ড আমার কাছে আছে, ক্যাপ্টেন–সম্পূর্ণ। বয়স তেতাল্লিশ এবং সতের বছর ধরে আর্মড ফোর্স এর একজন অফিসার হিসেবে কর্মরত। তোমার জন্ম লরিস এ, পিতামাতা এনাক্রোনিয়ান, শিশু বয়সে মারাত্মক কোনো অসুখ বিসুখ হয়নি, একবার শুধু---তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না...শিক্ষাদীক্ষা, প্রিমিলিটারি, একাডেমী অফ সায়েন্স, অধ্যয়নের বিষয় হাইপার ইঞ্জিন, ফলাফল...উম্-ম-ম-চমৎকার, প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। ফাউণ্ডেশন ইরার ২৯৩ তম বছরের একশ দুই তম দিনে আন্ডার অফিসার হিসেবে আর্মিতে যোগদান।"

প্রথম ফোল্ডার সরিয়ে দ্বিতীয় ফোল্ডার খোলার সময় একবার চোখ তুললেন তিনি।

"বুঝতেই পারছ", তিনি বললেন, "আমার প্রশাসনে খুঁটিনাটি সব বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্ডার! সিস্টেম!"

জেলির মতো আঠালো একটা সুগন্ধী ট্যাবলেট বের করে মুখে দিলেন তিনি। এটা তার একটা বদঅভ্যাস, কিন্তু সেটা জাহির করার কোনো ইচ্ছা নেই। মেয়রের ডেস্কে এটমিক ফ্ল্যাশ এর ব্যবস্থা নেই পোড়া তামাক অপসারণের জন্য। কারণ মেয়র ধূমপান করেন না।

এবং স্বাভাবিকভাবেই তার সাক্ষাৎপ্রার্থীরাও করতে পারে না।

অস্ফুট স্বরে বিরতিহীন একঘেয়ে গলায় বলে চলেছেন মেয়র–মাঝে মাঝে একই রকম ফিসফিসে গলায় অবজ্ঞাসূচক বা প্রশংসাসূচক মন্তব্য করছেন। পড়া শেষ করে তিনি ফোল্ডারগুলো ঠিক আগের মতো করে গুছিয়ে রাখলেন।

"তো, ক্যাপ্টেন", সতেজ গলায় বললেন তিনি, "তোমার রেকর্ড সম্পূর্ণ অন্যরকম। তোমার কাজ এবং তোমার দক্ষতা প্রশ্নাতীত। দায়িত্ব পালন কালে দুবার আহত হয়েছ, দায়িত্বের বাইরেও অসীম সাহসিকতার জন্য অর্ডার অব মেরিট পদক পেয়েছ। এই-ব্যাপারগুলো হালকা করে দেখলে চলবে না।"

ক্যাপ্টেন প্রিচার এর ভাবলেশহীন মুখের কোনো পরিবর্তন হল না। দাঁড়িয়ে থাকল পাথরের মূর্তির মতো, প্রোটকল অনুযায়ী সাক্ষাৎপ্রার্থীরা কেউ মেয়রের সামনে বসতে পারে না–সম্ভবত বিষয়টা জোড় করে সবাইকে মনে রাখতে বাধ্য করা হয়,কারণ কামড়ায় মাত্র একটাই চেয়ার, মেয়রের পাছার নিচে। প্রোটকল আরো বলে যে সরাসরি প্রশ্ন ছাড়া অন্য কোনো মন্তব্যের জবাব দেওয়া যাবে না।

কঠিন দৃষ্টিতে সৈনিকের দিকে তাকালেন মেয়র। তীক্ষ্ণ, গুরুগম্ভীর গলায় বললেন, "যাই হোক, দশ বছরে তোমার কোনো পদোন্নতি হয়নি এবং উর্ধ্বতন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফিসাররা বার বার তোমার সীমাহীন জেদি এবং একগুঁয়ে চরিত্রের ব্যাপারে অভিযোগ করেছে। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী তুমি অবাধ্য, সুপিরিয়র অফিসারদের সাথে সবসময় খারাপ ব্যবহার করো, সহকর্মীদের কারো সাথেই বেশি দিন ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে পারো না এবং তুমি একটা সমস্যা সৃষ্টিকারী উপাদান। কিভাবে এর ব্যাখ্যা দেবে, ক্যাপ্টেন?"

"এক্সিলেন্স, আমার কাছে যা সঠিক মনে হয়েছে, আমি তাই করেছি। আমি রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ। শরীরের ক্ষতচিহ্নগুলো প্রমাণ করে যে আমি যা সঠিক মনে করেছিলাম তা রাষ্ট্রের জন্যও গুরুত্বপুর্ণ ছিল।"

"সৈনিকসুলভ মন্তব্য, ক্যাপ্টেন, কিন্তু বিপজ্জনক। আরো শুনতে হবে, পরে। এই মুহূর্তে তোমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল আমার মনোনীত প্রতিনিধি দস্তখত করার পরেও, পরপর তিনবার একটা এসাইনমেন্টের দায়িত্ব নিতে তুমি অস্বীকার করেছ। কী বলার আছে এ ব্যাপারে?"

"এক্সিলেন্স, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এই এসাইনমেন্টের কোনো প্রয়োজন নেই, বরং আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অবহেলা করা হচ্ছে।"

"আহ্, তোমাকে কে বলল যে বিষয়গুলোর কথা বলছ সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ আর হলেও সেগুলোকে অবহেলা করা হচ্ছে।"

"এক্সিলেন্স, আমি যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। আমার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা নিয়ে সুপিরিয়র অফিসাররাও প্রশ্ন তুলতে পারবে না। সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই বিষয়গুলো আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে।"

"কিন্তু, মাই গুড ক্যাপ্টেন, তুমি অন্ধ, তাই বুঝতে পারছ না যে অবাঞ্ছিতভাবে ইন্টেলিজেন্স পলিসিতে নাক গলিয়ে তুমি তোমার সুপিরিয়রদের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করছ।"

"এক্সিলেন্স, আমার প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের প্রতি, সুপিরিয়রদের প্রতি না।"

"বিভ্রান্তিকর, কারণ তোমার সুপিরিয়রদেরও সুপিরিয়র আছে এবং আমি হচ্ছি সেই সুপিরিয়র, এবং আমিই রাষ্ট্র। আমার এই বিশ্লেষণ নিয়ে তোমার অভিযোগ থাকার কথা নয়, কারণ তুমিই বলেছ আমার বিচার বিবেচনা তুলনাহীন, যে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে তোলা হয়েছে সেটা নিজের মতো করে বল।"

"এক্সিলেন্স, কালগান গ্রহে অবসরপ্রাপ্ত মার্চেন্ট মেরিনার হিসেবে জীবন কাটানো নয় বরং আমার প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের সেবা। আমার উপর নির্দেশ ছিল ওই গ্রহে ফাউণ্ডেশন অ্যাকটিভিটি পরিচালনা করা, কালগানের ওয়ারলর্ড, বিশেষ করে তার বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।"

"আমি জানি এগুলো, বলে যাও।"

"এক্সিলেন্স, আমার রিপোর্টে বারবার আমি কালগানের স্ট্র্যাটেজিক পজিশন এবং এর শাসন প্রণালীর উপর জোর দিয়েছি। ওয়ারলর্ড এর উচ্চাভিলাষ, তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষমতা, রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা, বন্ধুসুলভ আচরণ বা বলা যায় ফাউণ্ডেশন-এর প্রতি তার স্বভাবসুলভ আচরণ–ইত্যাদি বিষয়ে রিপোর্ট করেছি।

"তোমার সব রিপোর্ট আমি পড়েছি, বিস্তারিতভাবে। তারপরে বল।"

"এক্সিলেন্স, আমি ফিরে আসি দুমাস আগে। সেই সময় যুদ্ধের কোনো চিহ্নই ছিল না। আক্রমণ হতে পারে এধরণের একটা বিরক্তিকর ধারণা ছাড়া আর কোনো চিহ্নই ছিল না। এক মাস আগে অপরিচিত এক ভাগ্যান্বেষী সৈনিক কালগান দখল করে নেয় বিনা যুদ্ধে। কালগানের সেই ওয়ারলর্ড স্পষ্টতই এখন জীবিত নেই। বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলছেনা কেউ বরং এই অদ্ভুত দখলদার–মিউল–তার শক্তি এবং বুদ্ধির প্রশংসা করছে সবাই।"

"কে?" সামনে ঝুকলেন মেয়র, চেহারায় বিরক্তির ভাব।

"এক্সিলেন্স, সে মিউল নামে পরিচিত। খুব পরিচিত না, তবে আমি অল্প স্বল্প যা শুনেছি সেগুলো থেকে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। তার জন্ম ইতিহাস অজানা। কে তার বাবা কেউ জানে না। জন্মের সময় তার মা মারা যায়। ভবঘুরে হিসেবে বেড়ে উঠে। শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে ছন্নছাড়া অনুন্নত গ্রহগুলোতে। মিউল ছাড়া তার অন্য কোনো নাম নেই, জনমত অনুযায়ী নামটা তার নিজের বেছে নেওয়া, এবং জনপ্রিয় ব্যাখ্যা হচ্ছে নিজের অপরিমীম শারীরিক শক্তি এবং দৃঢ়তা প্রকাশের জন্যই এই নাম।"

"তার সামরিক শক্তি কতটুকু, ক্যাপ্টেন? শারীরিক শক্তি নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।"

"এক্সিলেন্স, সাধারণ মানুষের ধারণা তার অনেক বড় একটা ফ্লিট আছে, তবে কালগানের অদ্ভুত পরাজয়ের কারণেই এমন ধারণা হতে পারে। তার নিয়ন্ত্রিত টেরিটোরি খুব বেশি বড় না, যদিও সঠিক সীমানা কত দূর নির্দিষ্ট করে বলা অসম্ভব। যাই হোক এই লোকের ব্যাপারে অবশ্যই তদন্ত করতে হবে।"

"হুম্-ম-ম। তাই! তাই!" মনে হল মেয়র যেন স্বপ্নলোকে হারিয়ে গেছেন। প্যাডের উপরের পাতায় স্টাইলাসের চব্বিশ খোঁচায় ষড়ভুজের মতো সাজিয়ে ছয়টা বর্গক্ষেত্র আঁকলেন, তারপর সেটা ছিঁড়ে নিয়ে তিন ভাঁজে ভাঁজ করে ডান দিকের ওয়েস্ট পেপার স্লটে ফেলে দিলেন। কাগজটা নিঃশব্দে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

"এবার, ক্যাপ্টেন, বল, বিকল্প কী? তুমি আমাকে বলেছ কোনটা 'অবশ্যই' তদন্ত করতে হবে। তোমাকে কী তদন্ত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?"

"এক্সিলেন্স, স্পেসে একটা ইঁদুরের গর্ত আছে, যারা সম্ভবত ট্যাক্স দেয় না।"

"এইটুকুই? তুমি কী জান না বা তোমাকে কেউ বলেনি যে এই লোকগুলো যারা ট্যাক্স দেয় না তারা আমাদের প্রথম যুগের বণিকদের বংশধর–নৈরাজ্যবাদী, বিদ্রোহী, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী যারা দাবি করে ফাউণ্ডেশন তাদের বাপ দাদার সম্পত্তি এবং হাস্যকর ফাউণ্ডেশন কালচারগুলো আবার ফিরিয়ে আনতে চায়। তুমি কী জানোনা বা তোমাকে কেউ বলেনি যে স্পেসে এই ইঁদুরের গর্ত একটা না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকগুলো; আমাদের ধারণার চাইতেও বেশি; প্রত্যেকটা এক সাথে জোট বেঁধে ষড়যন্ত্র করছে, এবং অপরাধীতে গিজ গিজ করছে যা এখনো ঘিরে রেখেছে ফাউণ্ডেশন টেরিটোরি। এমনকি এখানেও, ক্যাপ্টেন, এখানেও!"

মেয়রের সাময়িক উষ্মা হ্রাস পেল দ্রুত। "তুমি জানতে, ক্যাপ্টেন?"

"এক্সিলেন্স, আমাকে জানানো হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্মচারী হিসেবে, আমাকে বিশ্বস্ততার সাথে সেবা করে যেতে হবে–এবং সে-ই বিশ্বস্তভাবে রাষ্ট্রের সেবা করতে পারে যে সত্যকে অনুসরণ করে। প্রাচীন বণিকদের এই নগণ্য বংশধরদের রাজনৈতিক অবদান কতটুকু–যে ওয়ারলর্ডরা ওল্ড এম্পায়ারের ছোটখাটো ভাঙা অংশের দখল পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের ক্ষমতা আছে। এই বণিকদের না আছে অস্ত্র না আছে সম্পদ। আমি কোনো ট্যাক্স কালেক্টর নই যে আমাকে সেখানে যেতে হবে।"

"ক্যাপ্টেন প্রিচার তুমি একজন সৈনিক এবং অস্ত্রটাকেই বড় করে দেখ। আমার কথা অমান্য করতে পারো এমন অবস্থায় তোমাকে নিয়ে আসাটা একধরনের দুর্বলতা। সতর্ক হও। আমার বিচারকে দুর্বলতা মনে করো না। ক্যাপ্টেন, এটা প্রমাণিত যে ইম্পেরিয়াল যুগের জেনারেল এবং বর্তমান যুগের ওয়ারলর্ড আমাদের বিরুদ্ধে সবই গুরুত্বপূর্ণ। সেলডনের বিজ্ঞান যা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে তার উপর ভিত্তি করেই ফাউণ্ডেশন এগিয়ে চলেছে, তোমার ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তিগত বীরত্ব নয় বরং ইতিহাসের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রবাহের উপর নির্ভর করছে। এরই মধ্যে আমরা সফলভাবে চারটা ক্রাইসিস পেরিয়ে এসেছি, আসিনি?"

"এক্সিলেন্স, এসেছি। তবুও সেলডনের বিজ্ঞান জানেন একজনই–তিনি সেলডন। আমাদের আছে শুধু বিশ্বাস। আমাকে যত্নের সাথে শেখানো হয়েছে যে প্রথম তিনটা ক্রাইসিসের সময় যেমন নেতারা ফাউণ্ডেশনকে নেতৃত্ব দিয়েছেন যারা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন ক্রাইসিসটা কী হবে এবং সেই অনুযায়ী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। অন্যথায়–কী হত কে জানে।"

"হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন, কিন্তু তুমি চতুর্থ ক্রাইসিসের কথা এড়িয়ে গেছ। সবচেয়ে ভয়ংকর অস্ত্রশস্ত্র এবং সেনাবাহিনী নিয়ে যখন আমাদের সবচেয়ে চতুর প্রতিপক্ষ আমাদের আক্রমণ করে তখন ফাউণ্ডেশন-এর কোনো ইতিহাস বিখ্যাত নেতা ছিলেন না। তারপরেও ইতিহাসের অনিবার্যতায় আমরাই জয়ী হয়েছি।"

"এক্সিলেন্স, কথাটা সত্যি। কিন্তু আপনি যে ইতিহাসের কথা বলছেন সেটা অনিবার্য হয়ে দাড়ায় পুরো এক বছরের প্রাণঘাতী লড়াইয়ের পর। আমরা যে অনিবার্য বিজয় লাভ করি তার মূল্য হিসেবে দিতে হয় প্রায় অর্ধ সহস্র যুদ্ধযান এবং অর্ধ মিলিয়ন মানুষের প্রাণ। এক্সিলেন্স, যে নিজেকে সাহায্য করে সেলডন প্ল্যান তাকেই সাহায্য করে।"

মেয়র ইণ্ডবার ভুরু কুঁচকালেন। ধৈর্য ধরে রাখতে রাখতে তিনি ক্লান্ত। তার মনে হল অধীনস্তের প্রতি অতিরিক্ত সৌজন্য দেখানোতেই বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে কারণ এটাকে সে তর্ক করার অনুমতি হিসেবে ধরে নিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কঠিন গলায় বললেন তিনি, "যাই হোক, ক্যাপ্টেন, ওয়ারলর্ডদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ব্যাপারে সেলডন আমাদের নিশ্চয়তা দিয়েছেন এবং এই ব্যস্ত সময়ে আমি কোনো বিশৃঙ্খলা প্রশ্রয় দিতে পারি না। যে বণিকদের কথা তুমি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছ তারা ফাউণ্ডেশন থেকে উদ্ভূত। তাদের সাথে যুদ্ধ মানে গৃহযুদ্ধ। সেলডন প্ল্যান এই ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা দেয়নি–যেহেতু ওরা এবং আমরা উভয়ই ফাউণ্ডেশন। কাজেই তাদেরকে অবশ্যই আয়ত্তে আনতে হবে। তুমি নির্দেশ পেয়েছ।"

"এক্সিলেন্স–"

"আর কোনো প্রশ্ন নেই, ক্যাপ্টেন। তুমি নির্দেশ পেয়েছ। তুমি তা পালন করবে আমার সাথে বা আমার প্রতিনিধির সাথে আর কোনো বাকবিতণ্ডা করলে সেটাকে ধরা হবে বিশ্বাসঘাতকতা। তুমি এবার যেতে পারো।"

পুনরায় হাঁটু গেড়ে কুর্নিশ করল ক্যাপ্টেন হ্যান প্রিচার, তারপর ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেল দরজার দিকে।

মেয়র ইণ্ডবার, তৃতীয়, এবং ফাউণ্ডেশন-এর ইতিহাসে জন্মসূত্রে মেয়র পদাধিকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজের ভারসাম্য ফিরে পেলেন। বাঁদিকে চমৎকারভাবে গোছানো। একতাল কাগজ হতে একটা শিট টেনে নিলেন। পুলিশ বাহিনীর ইউনিফর্মে মেটাল ফোম ব্যবহার কমিয়ে দিলে যে সাশ্রয় হবে তারই রিপোর্ট এটা। এক জায়গার কমা কেটে বাদ দিলেন তিনি, ভুল বানান ঠিক করলেন একটা, মার্জিনের বাইরে নোট লিখলেন তিন জায়গায়–তারপর রেখে দিলেন ডান দিকে চমৎকারভাবে গোছানো একতাল কাগজের উপর। বাদিক থেকে টেনে নিলেন আরেকটা।

ক্যাপ্টেন হ্যান প্রিচার ব্যারাকে ফিরে দেখল তার জন্য একটা পারসোন্যাল ক্যাপসুল অপেক্ষা করছে, উপরে জরুরি সিল মারা। তাকে হেভেন নামক বিদ্রোহী গ্রহে যাওয়ার কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ক্যাপ্টেন হ্যান প্রিচার ঠাণ্ডামাথায় একজন যাত্রী বহনে সক্ষম তার হালকা স্পিডস্টারের কোর্স সেট করল কালগানের পথে। সেইরাতেই সে ঘুমাতে পারল একজন জেদি সফল মানুষের মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩. লেফটেন্যান্ট এবং ক্লাউন

যদি, সাত হাজার পারসেক দূরে মিউল এর আর্মির হাতে কালগানের পতন বৃদ্ধ এক বণিকের কৌতূহল বাড়িয়ে তুলে, নাছোড়বান্দা এক ক্যাপ্টেনের আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলে এবং খুঁটিনাটি বিষয়ে অতি যত্নশীল এক মেয়রের বিরক্তি উৎপাদন করে–কালগানের কাছে তা পুরোপুরি মামুলি ব্যাপার। সেখানে কারোরই এসব নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। মানবজাতির জন্য অপরিবর্তনীয় শিক্ষা হল যে দূরবর্তী সময় এবং সেই সাথে স্পেস মনযোগের কেন্দ্র বিন্দু হওয়া উচিত। কিন্তু ঘটনাক্রমে এর কোনো রেকর্ড নেই, তাই নিশ্চিত করে বলা যায় না যে এই শিক্ষা স্থায়ীভাবে অর্জিত হয়েছে।

কালগান সবসময়ই ছিল–কালগান। গ্যালাক্সিতে মনে হয় একমাত্র সেই জানে না যে ধ্বংস হয়ে গেছে এম্পায়ার, ভেঙে খান খান হয়ে গেছে বিশাল এক স্থাপনা, অদৃশ্য হয়ে গেছে শান্তি নামক আরাধ্য বস্তু।

কালগান ছিল লাক্সারি ওয়ার্ল্ড। যেখানে ভোগ্য চুরমার হয়ে যাচ্ছে মানবজাতীর বহুদিনের গড়ে তোলা স্বপ্নসৌধ, সেখানে এ তার নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখেছিল বিনোদনের উৎপাদক, স্বর্ণের ক্রেতা, এবং অবসর সময়ের বিক্রেতা হিসেবে।

ইতিহাসের উত্থান পতন তার উপর কোনো প্রভাব ফেলেনি, কারণ কোন দখলদার এমন একটা গ্রহের ক্ষতি করবে যেখান থেকে চাইলেই যে-কোনো পরিমাণ নগদ অর্থ পাওয়া যাবে, যে অর্থ দিয়ে কেনা যাবে নিরাপত্তা।

কিন্তু শেষপর্যন্ত কালগানও পরিণত হল একজন ওয়ারলর্ডের সদর দপ্তরে এবং যুদ্ধের জরুরি প্রয়োজনে তার কোমলতা কিছুটা মলিন হল।

তার কৃত্রিম বনাঞ্চল, নির্দিষ্ট আদলে গড়ে তোলা বেলাভূমি, জাঁকজমকপূর্ণ নগরীর রাজপথ মুখরিত হল আমদানি করা মার্সেনারিদের পদভারে, নতুন চমকে চমকিত হল নাগরিকরা। সমরসজ্জা বাড়ানো হল প্রাদেশিক বিশ্বগুলোতে এবং গ্রহের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো অর্থ বিনিয়োগ করা হল ব্যাটলশিপ তৈরির জন্য। নতুন শাসক প্রমাণ করে দিল যে সে তার নিজের যা আছে তা দখলে রাখার জন্য এবং অন্যের যা আছে তা দখল করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সে ছিল গ্যালাক্সির সেরাদের একজন, একইসাথে যুদ্ধের মদদদাতা এবং শান্তি স্থাপনকারী, একটা এম্পায়ারের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং একটা ডাইন্যাস্টির প্রতিষ্ঠাতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার কোনো নাম নেই, শুধু একটা অদ্ভুত ধরনের ছদ্মনাম নিয়েই সে গড়ে তুলেছে একটা বিকাশোন্মুখ এম্পায়ার–অথচ একটা যুদ্ধও লড়তে হয়নি।

কাজেই কালগান আবার হয়ে গেলো আগের মতো, এবং বাহারি পোশাক পড়া নাগরিকরা দ্রুত ফিরে গেল তাদের আগের জীবনে আর বহিরাগত যুদ্ধ বিশেষজ্ঞরা সহজেই মিশে যেতে পারল এই জীবন স্রোতের সাথে।

আবারও বরাবরের মতো জঙ্গলে পোষা প্রাণী শিকারের বিলাসবহুল আয়োজন, যে প্রাণীগুলো কখনো মানুষ বধ করেনি; স্পিডস্টারে করে আকাশে চড়ে পাখি শিকার, যা শুধু মাত্র বড় আকারের পাখিগুলোর জন্য বিপদের কারণ।

শহরগুলোতে গ্যালাক্সির সমস্যাসংকুল জনজীবন থেকে যারা পালিয়ে এসে স্বস্তি পেতে চায় তারা নিজেদের পকেটের ওজন অনুযায়ী যে-কোনো ধরনের বিনোদনের সুযোগ নিতে পারে, হাফ ক্রেডিটের বিনিময়ে মেঘের উপর ভাসমান জমকালো প্রাসাদ ভ্রমণ-যা তাদের সামনে খুলে দেয় কল্পলোকের দুয়ার–থেকে শুরু করে, বিশেষ এবং, গোপনীয় শিকারের সুযোগ যেখানে শুধু অত্যধিক সম্পদশালীরাই প্রবেশ করতে পারে।

এই বিপুল স্রোতের মাঝে, টোরান এবং বেইটা নতুন কোনো মাত্রা যোগ করতে পারল না। ইস্ট পেনিনসুলার কমন হ্যাঙারে মহাকাশ যান রেজিস্টার করিয়ে তারা চলে গেল মধ্যবিত্তদের জন্য উপযুক্ত ভ্রমণ কেন্দ্রে–বড় বড় দ্বীপ দ্বারা বেস্টিত সাগর সৈকতে–যেখানে বিনোদন এখনো আইনসিদ্ধ এবং রুচিশীল–এবং মানুষের ভিড় কম।

আলো থেকে বাঁচার জন্য বেইটা চোখে লাগিয়েছে গাঢ় রঙের গ্লাস আর তাপ থেকে বাঁচার জন্য গায়ে চড়িয়েছে পাতলা সাদা রোব। উষ্ণ সোনালি এক জোড়া বাহু তার হাঁটু জড়িয়ে ধরল, মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকল তার স্বামীর দীর্ঘ পেশিবহুল শরীরের দিকে-সাদা সূর্যের আভায় প্রায় জ্বলজ্বল করছে।

"বেশি রোদ লাগিয়ো না", বলল সে, কিন্তু টোরানের গাত্রবর্ণ এরই মাঝে মৃতপ্রায় লাল নক্ষত্রের বর্ণ ধারণ করেছে। তিন তিনটা বছর ফাউণ্ডেশনে কাটানোর পরেও সূর্যের আলো তার কাছে চরম বিলাসিতা। আজকে নিয়ে পরপর চারদিন সে ঘুরে বেড়িয়েছে পুরোপুরি উদোম শরীরে। ছোট একটা শর্টস ছাড়া কিছুই পড়েনি।

বালিতে হামাগুড়ি দিয়ে কাছাকাছি হল বেইটা, কথা বলল ফিসফিস করে।

হতাশ সুরে টোরান বলল, "না, স্বীকার করছি এখনো কিছু পাইনি। কিন্তু কোথায় সে? কে সে? এই উন্মাদ বিশ্বে তার ব্যাপারে কোনো আলোচনা নেই। হয়তো কোনো অস্তিত্বই নেই তার।"

"আছে", প্রায় ঠোঁট না নেড়েই জবাব দিল বেইটা। "খুব বেশি চতুর, ব্যস। তোমার চাচা ঠিকই বলেছেন। এই লোককে আমরা ব্যবহার করতে পারব–যদি এখনো সময় থাকে।"

সাময়িক নীরবতা। তারপর ফিসফিস করে বলল টোরান, "আমি কি করছি জানো, বে? দিবাস্বপ্ন দেখছি। এত চমৎকারভাবে ঘটনাগুলো ঘটছে।" তার কণ্ঠস্বর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিমজ্জিত হয়েই আবার ফিরে এল আগের মাত্রায়। "বে, কলেজে ড. আমান কীভাবে কথা বলতেন মনে আছে? ফাউণ্ডেশন কখনো পরাজিত হতে পারে না, কিন্তু তার মানে এই না যে ফাউণ্ডেশন-এর শাসকদের পরাজিত করা যাবে না। ইতিহাস কী বলে? ফাউণ্ডেশন-এর প্রকৃত ইতিহাস শুরু হয়েছে তখন থেকে যখন এনসাইক্লোপেডিস্টদের বিতাড়িত করে স্যালভর হার্ডিন প্রথম মেয়র হিসেবে টার্মিনাস গ্রহ দখল করেন। এবং পরবর্তী শতাব্দীতে হোবার ম্যালো জোরালো প্রচেষ্টার দ্বারা ক্ষমতা দখল করেননি? দুইবার শাসকরা পরাজিত হয়েছে, কাজেই এটা সম্ভব। তা হলে আমাদের দ্বারা হবে না কেন?"

"এটা পাঠ্য বইয়ের পুরোনো বিতর্ক, টোরি। চমৎকার একটা কল্পনার কী চরম অবনতি।"

"তাই? খেয়াল করো। হেভেন কী? ফাউণ্ডেশন-এর অংশ, তাই না? আমরা জয়ী হলে জিতবে কে, ফাউণ্ডেশন। শুধু বর্তমান শাসকরা পরাজিত হবে।"

"করতে পারব' এবং 'করব' এ দুটোর মাঝে অনেক পার্থক্য, টোরি। তুমি প্রলাপ বকছ।"

মুখ বাঁকা করল টোরান। "নাহ্, বে, তুমি এখন তোমার সেই বাজে মুডে আছ। আমার আনন্দটা কেন মাটি করতে চাও? বাদ দাও, আমি এখন ঘুমাবো।"

কিন্তু বেইটা সারসের মতো গলা বাড়িয়ে হঠাৎ আগাম কোনো নোটিশ না দিয়েই হেসে উঠল খিল খিল করে। গগলস্ নামিয়ে এক হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে তাকাল বিচের দিকে।"

একটা লম্বা কৃশকায় অবয়ব দেখতে পেল, পা দুটো উপরে তুলে দুহাতে ভর দিয়ে টলমল করে হাঁটছে আশপাশের মানুষদের আনন্দ দেবার জন্য। উপকূলের হাজার হাজার অ্যাক্রোবেটিক ভিক্ষুকদের একজন, শরীরের নমনীয় জোড়াগুলো বাঁকিয়ে ঝট করে তুলে নিচ্ছে ছুঁড়ে দেওয়া কয়েন।

একজন বিচ গার্ড এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকে আর ক্লাউন আশ্চর্যরকম দক্ষতায় এক হাতে ভারসাম্য রেখে আরেক হাতের বুড়ো আঙুল দেখাল। খেপে গিয়ে গার্ড এগোলো আক্রমণের ভঙ্গিতে। দুই পায়ে খাড়া হল ক্লাউন। ডিগবাজি খেয়ে সোজা হওয়ার সময় পা দুটো সরাসরি নামিয়ে আনল গার্ডের পেটে। লাথি খেয়ে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হল গার্ড। ক্লাউন তারপর দ্রুত কেটে পড়ল। আনন্দ মাটি করার জন্য নাখোশ জনতা ঘিরে ধরল গার্ডকে।

এলোমেলো পদক্ষেপে দ্রুত বিচ থেকে বেরিয়ে আসছে ক্লাউন। ধাক্কা দিয়ে পথ থেকে সরিয়ে দিল অনেককে, ইতস্তত করছে, কিন্তু থামছে না। খেলা দেখার জন্য যারা ভিড় করেছিল অদৃশ্য হয়ে গেছে তারা, গার্ডও সরে পড়েছে।

"অদ্ভুত লোক", খুশি খুশি আমেজ নিয়ে বলল বেইটা, একমত হল টোরান। পরিষ্কার চোখে পড়ার মতো কাছে চলে এসেছে ক্লাউন। চিকন মুখের সম্মুখভাগে বড় মাংসল নাক, লম্বা কৃশকায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং মাকড়সার পায়ের মতো শরীরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর চাপানো পোশাক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য, চলাফেরা ধীর স্থির এবং গুরুগম্ভীর, কিন্তু মনে হয় যেন পুরো শরীর একসাথে ছুঁড়ে ফেলছে।

দেখলেই হাসি পায়।

ক্লাউন সম্ভবত বুঝতে পারল যে কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে, কারণ ওদেরকে পেরিয়ে গিয়েই থামল সে, ঝট করে ঘুরে এগিয়ে আসতে লাগল। তার বিশাল বাদামি চোখগুলো স্থির হয়ে আছে বেইটার উপর।

বিব্রত বোধ করল বেইটা।

হাসার ফলে ক্লাউনের চিকন মুখ আরো বিষণ্ন হয়ে উঠল, মুখ খুলতেই বোঝা গেল যে সে সেন্ট্রাল সেন্টরের বাচনভঙ্গিতে কথা বলে।

"গুড স্পিরিটের কসম", সে বলল, "কখনো বিশ্বাস করতে পারিনি যে এত রূপসী নারী আছে–কারণ কল্পনা কখনো সত্যি হয় এটা কোনো পাগলেও চিন্তা করবে না, অথচ নিজের চোখে দেখে অবিশ্বাস করি কীভাবে, ওই মোহিনী চোখ দেখে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।"

বেইটার চোখ দুটো প্রশস্ত হল। শুধু একটা বিস্ময়কর শব্দ করতে পারল সে। হাসল টোরান, "ওহে, সুন্দরী, এই ব্যাটার পাঁচ ক্রেডিট পাওনা হয়েছে। দিয়ে দাও।"

কিন্তু এক লাফ দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল ক্লাউন। "না, মাই লেডি, ভুল বুঝবেন না। আমি পয়সা চাই না, চমৎকার চোখ এবং সুন্দর মুখ দেখেই ধন্য।"

"ধন্যবাদ", বলল বেইটা।

"শুধু মুখ আর চোখই নয়", হড়বড় করে বলে চলেছে ক্লাউন, যেন তার শব্দগুলো ক্ষিপ্রগতিতে একটা আরেকটাকে অনুসরণ করছে। "আপনার মন পরিষ্কার, দৃঢ় এবং দয়ালু।"

উঠে দাঁড়াল টোরান, চারদিন ধরে হাতে যে রোব বহন করছে গায়ে চাপালো সেটা। "ঠিক আছে, ভায়া, কী চাও আমাকে বল। ভদ্রমহিলাকে বিরক্ত করবে না।"

ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল ক্লাউন, রোগা শরীর আরো সংকুচিত হয়ে গেল। "আমি কোনো ক্ষতি করব না। আমি এখানে নতুন; সবাই বলে আমি নাকি বোকা; কিন্তু এই মহিলার মুখ দেখে বুঝতে পারছি যে কঠিন মুখের পেছনে একটা কোমল হৃদয় আছে যা আমার সমস্যার সমাধান করতে পারবে। তাই এত কথা বলছি।"

"পাঁচ ক্রেডিটে তোমার সমস্যার সমাধান হবে?" জিজ্ঞেস করল টোরান, তারপর একটা মুদ্রা বাড়িয়ে ধরল।

কিন্তু সেটা নেওয়ার কোনো আগ্রহ দেখা গেল না ক্লাউনের ভেতর, বেইটা বলল, "আমাকে কথা বলতে দাও, টোরি।" তারপর দ্রুত নিচু স্বরে যোগ করল, "ওর কথা শুনে বিরক্ত হওয়ার কিছু নেই, এটাই ওর কথা বলার ভঙ্গি। আমাদের কথা শুনেও সে সম্ভবত অবাক হচ্ছে।"

তারপর ক্লাউনকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার সমস্যা কী? গার্ডকে তুমি ভয় পাওনি। ওটা কোনো সমস্যা নয়, তাই না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না, সে না। ওই ব্যাটা আমি হাঁটলে যে ধুলো ওড়ে তার বেশি কিছু না। আরেকজন আছে যার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি এবং সে হচ্ছে একটা ভয়ংকর ঝড়ের মতো। তার এত ক্ষমতা যে একটা গ্রহকে উড়িয়ে নিয়ে আরেকটা গ্রহের উপর আছড়ে ফেলতে পারে। এক সপ্তাহ আগে আমি পালিয়ে এসেছি, ঘুমিয়েছি শহরের রাস্তায়, আত্মগোপন করে থেকেছি শহরের ভিড়ের মাঝে। অনেকের মুখের দিকে তাকিয়েছি সাহায্যের আশায়। সেটা পেলাম এখানে।" উদ্বিগ্ন স্বরে শেষ কথাটা আবার পুনরাবৃত্তি করল সে, বড় বড় দুটো চোখে শঙ্কা, "সেটা পেলাম এখানে।"

"দেখো", বোঝানোর সুরে বলল বেইটা, "আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই, কিন্তু বন্ধু, একটা গ্রহ ধ্বংস করে দেওয়ার মতো ঝড়ের বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারব না। সত্যি কথা বলতে কি–"

একটা বলিষ্ঠ পুরুষালী কণ্ঠের ধমক শুনে থেমে যেতে বাধ্য হল বেইটা।

"এই যে, হারামজাদা নর্দমার কীট, পেয়েছি তোকে।"

আবার সেই বিচ গার্ড, চেহারা রাগে লাল, মুখে গালিগালাজের তুবড়ি ছুটছে। দৌড়ে আসার সময় লো পাওয়ার স্টান্ট পিস্তল তুলে নির্দেশ দিল।

"আপনারা ওকে ধরে রাখুন। ছাড়বেন না।" পরক্ষণে কাঁধে গার্ডের ভারী হাত পড়তেই ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল ক্লাউন।

"ও কী করেছে?" জিজ্ঞেস করল টোরান।

"কী করেছে? কী করেছে?" পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাড় মুছল গার্ড। "বলছি কী করেছে। পালিয়ে এসেছে। পুরো কালগানে প্রচার করা হয়েছে ওর পালানোর খবর। আমি আগেই চিনতে পারতাম যদি মাথায় ভর না দিয়ে দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।"

"কোত্থেকে পালিয়ে এসেছে, স্যার?" হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল বেইটা।

গলা চড়াল গার্ড। ক্রমশ ভিড় বাড়ছে। রসগোল্লার মতো বড় বড় চোখ করে একযোগে কথা বলার চেষ্টা করছে সবাই। ভিড় যত বাড়ছে গার্ডের নিজেকে জাহির করার চেষ্টাও সমান তালে বাড়ছে।

"কোত্থেকে পালিয়েছে?" মুখ ভেংচে বলল গার্ড। "আশা করি আপনারা মিউলের নাম শুনেছেন?"

ভিড়ের সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেল, আর পেটের ভেতরটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে জমে যাচ্ছে টের পেল বেইটা। ক্লাউন তার দিকেই তাকিয়ে আছে–হাত পা ছুঁড়ে চেষ্টা করছে গার্ডের বজ্রমুষ্ঠি থেকে ছাড়া পাবার।

"আর এই ব্যাটা," গম্ভীর গলায় বলে চলেছে গার্ড, "হিজ লর্ডশিপের দরবারে একজন ভাঁড়। সেখান থেকেই পালিয়েছে।" বন্দিকে দুহাতে ধরে একটা ঝাকুনি দিল সে, "কিরে গর্দভ, ঠিক বলেছি না?"

জবাবে ক্লাউনের চেহারা আরেকটু ফ্যাকাশে হল, টোরানের কানে ফিস ফিস করে কিছু বলল বেইটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে বাড়ল টোরান। "ঠিক আছে, ওর উপর থেকে হাত সরান। নাচ দেখানোর জন্য ওকে পয়সা দিয়েছি, সেটা এখনো দেখা হয়নি।"

"কী বলছেন!" ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল গার্ড। "ওকে ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার–"

"আপনি সেটা পাবেন, যদি প্রমাণ করতে পারেন যে ওই সেই লোক। তার আগে কিছু করতে পারবেন না। আপনি একজন অতিথিকে অপমান করেছেন, সেজন্য আপনার বিপদ হতে পারে।"

"কিন্তু আপনারা হিজ লর্ডশিপের কাজে বাধা দিচ্ছেন। তারজন্য আরো বড় বিপদ হতে পারে আপনাদের।" ক্লাউনকে ধরে আরেকটা ঝাঁকুনি দিল সে। "ভদ্রলোকের পয়সা ফেরত দে, বদমাশ।"

দ্রুত হাত বাড়ালো টোরান, বেমক্কা টান পড়ায় হাত মচকে গেল গার্ডের, স্টান্ট পিস্তল পড়ে গেল। রাগ আর ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল। নির্দয়ের মতো ধাক্কা দিয়ে তাকে এক পাশে সরিয়ে দিল টোরান, ছাড়া পেয়ে তার পিছনে এসে লুকালো ক্লাউন।

পরিস্থিতির এই নতুন অগ্রগতিতে ভিড়ের প্রায় সবাই কয়েক পা পিছিয়ে গেল যেন ঝামেলা থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তারপর একটা বলিষ্ঠ আদেশ শোনা গেল। জনতা দুভাগ হয়ে মাঝখানে রাস্তা তৈরি করে দিল, এবং সেই পথে এগিয়ে আসতে দেখা গেল দুজন লোককে। হাতের ইলেকট্রনিক হুইপ বাগিয়ে রেখেছে বিপজ্জনকভাবে। ধূসর পোশাকের বুকের কাছে আড়াআড়িভাবে একটা বজ্রপাতের চিহ্ন তার নিচে ভেঙে দু টুকরা হয়ে যাওয়া একটা গ্রহের ছবি।

বিশালদেহী কালো লোকটার পরনে লেফটেন্যান্টের ইউনিফর্ম। লোকটার সব কিছু কালো, চামড়া, চুল, ভুরু।

বিপজ্জনক মসৃণ গলায় কথা বলল কালো সৈনিক, বোঝাই যায় আদেশ পালন করানোর জন্য তাকে চিৎকার করতে হয় না। "তুমি আমাদের খবর দিয়েছ?" জিজ্ঞেস করল সে। মচকানো হাত এখনো মালিশ করছে গার্ড, ব্যথায় কাতর মুখ নিয়ে বলল, "পুরস্কারটা আমার পাওনা, আর এই লোকের বিরুদ্ধে '–

"পুরস্কার তুমি পাবে", তার দিকে না তাকিয়েই বলল লেফটেন্যান্ট। তারপর নিজের লোকদের নির্দেশ দিল, "ওকে নিয়ে যাও।"

টোরান টের পেল তার রোবের শেষ প্রান্ত শক্ত করে টেনে ধরেছে ক্লাউন। গলা চড়াল সে, "দুঃখিত, লেফটেন্যান্ট; এই লোক আমার সাথে যাবে।"

নিরাসক্তভাবে মন্তব্যটা গ্রহণ করল সৈনিক। হুইপ তুলল একজন, কিন্তু লেফটেন্যান্টের কড়া নির্দেশ পেয়ে নামিয়ে নিল।

কালো বিশাল শরীর নিয়ে টোরানের সামনে এসে দাঁড়াল সে। "কে আপনি?" জিজ্ঞেস করল।

উত্তর এল, "ফাউণ্ডেশন-এর একজন নাগরিক।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ হল তাতে–অন্তত ভিড়ের উপর কিছুটা প্রভাব তো পড়লই। এতক্ষণের জমাট নীরবতা পরিণত হল গুনগুন ধ্বনিতে। মিউলের নাম শুনে সবাই হয়তো ভয় পেয়েছে, কিন্তু যত যাই হোক নামটা নতুন, ফাউণ্ডেশন-এর মতো ভয় জাগাতে পারে নি–যে ফাউণ্ডেশন এম্পায়ারকে পরাজিত করেছিল, আর এখন নিষ্ঠুর স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এক চতুর্থাংশ গ্যালাক্সি শাসন করছে।

লেফটেন্যান্টের চেহারা ভাবলেশহীন। সে বলল, "ওই লোকটার পরিচয় জানেন আপনি?"

"আমাকে বলা হয়েছে সে আপনাদের নেতার দরবার থেকে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু আমি শুধু জানি সে আমার বন্ধু। ওকে নিতে হলে শক্ত প্রমাণ দেখাতে হবে।"

কর্কশ দীর্ঘ নিশ্বাস পতনের শব্দ উঠল ভিড়ের মাঝ থেকে। সেটা না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল লেফটেন্যান্ট। "আপনি যে ফাউণ্ডেশন-এর নাগরিক সেটা প্রমাণ করার মতো প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আছে?"

"আমার মহাকাশযানে আছে।"

"বুঝতে পারছেন যে আপনি বে-আইনি কাজ করছেন। একারণে আমি আপনাকে গুলি করতে পারি।"

"নিঃসন্দেহে, কিন্তু সেক্ষেত্রে ফাউণ্ডেশন-এর একজন নাগরিককে গুলি করতে হবে আপনার। তারপর আপনার দেহ টুকরো টুকরো করে কিছু অংশ ফাউণ্ডেশনে পাঠানো হবে–আংশিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে। সবের ওয়ারলর্ডদের বেলায় এমন ঘটেছে।

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল লেফটেন্যান্ট। কারণ কথাটা সত্যি।

"আপনার নাম?" জিজ্ঞেস করল সে।

সুযোগটা কাজে লাগাল বেইটা। "মহাকাশযানে গিয়ে বাকি প্রশ্নের উত্তর দেব। হ্যাঙ্গার থেকে সেল নাম্বার আপনি জেনে নিতে পারবেন। 'বেইটা' নামে রেজিস্টার করা হয়েছে।"

"আসামিকে ফেরত দেবেন না?"

"দেব, মিউলের কাছে। আপনার মাস্টার কে পাঠান।"

ঝট করে ঘুরল লেফটেন্যান্ট। কড়া গলায় নিজের লোকদের আদেশ দিল, "ভিড় হটাও।"

ইলেকট্রিক হুইপ উপরে উঠেই নেমে এল। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ভিড়ের মাঝে। দ্রুত ফাঁকা হয়ে গেল জায়গাটা।

হ্যাঙ্গারে ফেরার পথে শুধু একবার চিন্তার রাজ্য থেকে বেরিয়ে এল টোরান। অনেকটা নিজেকে শোনানোর মতো করেই বলল, "গ্যালাক্সি, বে, কী একটা দিন গেল। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম।"

"হ্যাঁ", বলল বেইটা, এখনো ভয়ে গলা কাঁপছে। চোখের দৃষ্টিতে প্রশংসা। "তোমার চরিত্রের সাথে মেলে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অমি এখনো জানি না কী হয়েছে। হাতে স্টান্ট পিস্তল ছিল, সেটা কীভাবে ব্যবহার করতে হয় আমি জানি না। সেভাবেই অফিসারের সাথে কথা বললাম। কেন এরকম করলাম আমি জানি না।"

ছোট একটা স্বল্প পাল্লার এয়ার ভেসেলে করে ওরা হ্যাঙ্গারে ফিরছে। আইলের ওপাশের আসনগুলোর একটাতে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে শুয়ে আছে মিউলের ভাঁড়। সেদিকে তাকিয়ে তিক্ত স্বরে যোগ করল সে, "এর চাইতে কঠিন কাজ আমি আগে কখনো করিনি।"

লেফটেন্যান্ট দাঁড়িয়ে আছে গ্যারিসনের কর্নেলের সামনে। তার দিকে তাকিয়ে কর্নেল বললেন, "চমৎকার দেখিয়েছ। তোমার কাজ শেষ।"

কিন্তু লেফটেন্যান্ট সাথে সাথেই চলে গেলনা। তিক্ত গলায় বলল, "জনতার ভিড়ের সামনে মিউলের সম্মান হানির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।"

"সেটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।"

যাওয়ার জন্য ঘুরল লেফটেন্যান্ট, তারপর আবার ফিরে অনেকটা মরিয়া হয়েই বলল, "আমি একমত, যে আদেশ আদেশই। কিন্তু ওই লোকটার স্টান্ট পিস্তলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা, এর চেয়ে কঠিন কাজ আমি আগে কখনো করিনি।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪. দ্য মিউট্যান্ট

কালগানের "হ্যাঙ্গার" একটু অদ্ভুত ধরনের। পর্যটকদের সাথে এখানে বিপুলসংখ্যক মহাকাশযানের আগমন ঘটে, সেগুলোর থাকার জায়গা করে দেওয়ার জন্যই এটা তৈরি হয়েছে। বুদ্ধিটা প্রথম যার মাথায় আসে, অল্প কয়েকদিনেই সে মিলিয়নেয়ারে পরিণত হয়। তার বংশধরেরা–জন্মসূত্রে বা অর্থের জোরে, যেভাবেই হোক– পরিণত হয় কালগানের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিতে।

এক বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত "হ্যাঙ্গার" এবং শুধু "হ্যাঙ্গার" বললে সবটুকু পরিষ্কার হবে না। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা হোটেল–মহাকাশযানের জন্য। নির্দিষ্ট ফি প্রদান করলে ভ্রমণকারীদের মহাকাশযানের জন্য একটা বার্থ বরাদ্দ করা হয়, যেখান থেকে তারা যে-কোনো মুহূর্তে টেক অফ করতে পারে। সাধারণ হোটেল সেবা যেমন ভালো খাবার, ওষুধপত্তর, শহরে বেড়ানোর ব্যবস্থা সবই নির্দিষ্ট ফি এর বিনিময়ে এখানে পাওয়া যাবে।

ফলে পর্যটকরা একই সাথে হ্যাঙ্গার এবং হোটেল সেবা পেয়ে যাচ্ছে অল্প খরচে। মালিক তার গ্রাউণ্ড সাময়িক ভাড়া দিয়ে অর্জন করছে প্রচুর মুনাফা। সরকার সংগ্রহ করছে বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স। কারো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। সবাই খুশি। সোজা ব্যাপার।

প্রশস্ত কয়েকটা করিডর হ্যাঙ্গারের অগণিত ডানাগুলোকে যুক্ত করেছে। প্রতিটা ডানায় জায়গা পেয়েছে শতাধিক মহাকাশযান। আধো অন্ধকারে ঢাকা প্রশস্ত করিডর ধরে যে লোকটা হেঁটে যাচ্ছে, এর আগেও সে উপরে বর্ণিত সুযোগ সুবিধা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছে, কিন্তু তা ছিল অলস সময় কাটানোর উপায়–কিন্তু এখন এত ভাবার সময় নেই।

বেঢপ উচ্চতার জাহাজগুলো সারিবদ্ধভাবে তৈরি করা প্রকোষ্ঠে আড়াআড়িভাবে শুয়ে আছে। একটার পর একটা লাইন পেরিয়ে যাচ্ছে লোকটা। নিজের কাজে সে দক্ষ–হ্যাঙ্গারে রেজিস্ট্রি করা সম্বন্ধে যে তথ্য সে সংগ্রহ করেছে সেগুলো সাহায্য না করলেও নিজের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ জ্ঞানের সাহায্যে সে নির্দিষ্ট ডানা এবং শত শত মহাকাশযানের ভেতর থেকে নির্দিষ্ট শিপ ঠিকই খুঁজে নিতে পারবে।

দু-একটা পোর্টহোলে আলো দেখা যাচ্ছে, তার মানে উঁচুমানের বিনোদন ছেড়ে সাধারণ বিনোদনের জন্য–অথবা নিজস্ব কোনো ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য কেউ কেউ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে এসেছে। লোকটা থেমে দাঁড়াল, হাসতে জানলে হয়তো হাসত। তবে তার মস্তিষ্কের উদ্দীপনাকে হাসির সমকক্ষ বলা যায়।

যে মহাকাশযানের সামনে সে থেমেছে সেটা চকচকে মসৃণ। নিঃসন্দেহে দ্রুতগতির। আলাদা ডিজাইনের, এটাই খুঁজছিল। মডেলটা আলাদা–এবং বর্তমানে গ্যালাক্সির এই পরিধির সকল মহাকাশযান ফাউণ্ডেশন-এর নকল করে বা ফাউণ্ডেশন-এর কারিগরদের দ্বারা তৈরি করা হয়। কিন্তু এটা খোদ ফাউণ্ডেশনে তৈরি করা হয়েছে। তার প্রমাণ ইস্পাতের চামড়ায় ছোট ছোট বুদবুদ, নিরাপত্তা ক্রিণের সংযোগস্থল হিসেবে এগুলো কাজ করে। এবং একমাত্র ফাউণ্ডেশন শিপেই এধরনের নিরাপত্তা স্ক্রিন ব্যবহার করা হয়।

লোকটা একটুও ইতস্তত করল না।

বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই। সাথে করে আনা বিশেষ ধরনের নিউট্রালাইজিং ফোর্স এর সাহায্যে এলার্ম অ্যাকটিভেট না করেই সে খুব সহজে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল।

কেউ এসেছে কোমল সুরে বাজার বেজে উঠার পরেই শুধুমাত্র ভেতরের মানুষগুলো তা টের পেল। মেইন এয়ারলকের পাশে একটা ফটোসেল আছে, সেটাতে হাতের তালু দিয়ে স্পর্শ করলে বাজার বেজে ওঠে।

তার আগে "বেইটার" ধাতব দেয়ালের ভেতরে টোরান এবং বেইটা নিশ্চিন্তে সময় কাটাচ্ছিল। মিউলের ক্লাউন টুলে কুঁজো হয়ে বসে গোগ্রাসে খাবার গিলছে। ইতোমধ্যে তাদের জানা হয়ে গেছে যে ক্লাউনের দেহটা ছোট হলেও নামটা রাজাদের মতো–ম্যাগনিফিসো জায়গান্টিকাস।

বেইটা রান্না ঘরে যখন ঢুকছে, সেরোছে শুধুমাত্র তখনই বিষন্ন চোখ তুলে সে তাকাচ্ছে বেইটার গমনপথের দিকে।

"জানি আমার মতো নগণ্য মানুষের ধন্যবাদের কোনো মূল্য নেই", ফিসফিস করে বলল সে। "তবুও আপনাকে ধন্যবাদ। গত এক সপ্তাহে মানুষের উচ্ছিষ্ট ছাড়া কিছু জোটেনি কপালে। দেহটা ছোট হলে কি হবে, ক্ষুধা খুব বেশি।"

"বেশ, তা হলে খাও"! মৃদু হেসে বেইটা বলল। "ধন্যবাদ দিয়ে সময় নষ্ট করো না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নিয়ে সেন্ট্রাল গ্যালাক্সির একটা প্রবাদ আছে, তাই না?

"সত্যিই আছে, মাই লেডি, একজন শিক্ষিত লোকের কাছে শুনেছিলাম, 'ফাঁকা বুলি না আওড়ালেই কৃতজ্ঞতা সবচেয়ে সুন্দর এবং কার্যকরী হয়ে উঠে।' কিন্তু দুঃখের বিষয় মাই লেডি, আমার কাছে ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছু নেই। এই ফাঁকা বুলি শুনিয়েই মিউলকে খুশি করেছিলাম, ফলে একটা বাহারি নাম আর দরবারে জায়গা পেয়েছি। আমার পূর্বের নাম ছিল বোবো, এটা তাকে খুশি করতে পারেনি। আর তাকে খুশি করতে না পারলে সহ্য করতে হত চাবুকের আঘাত।"

পাইলট রুম থেকে ডাইনিংরুমে প্রবেশ করল টোরান। "এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। ফাউণ্ডেশন শিপ মানেই ফাউণ্ডেশন টেরিটোরি, আশা করি মিউল কথাটা জানে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যাগনিফিসো জায়গান্টিকাস চোখ বড় করে বিস্মিত সুরে বলল, "ফাউণ্ডেশন কত শক্তিশালী যার সামনে মিউলের অনুগত নিষ্ঠুর লোকদেরও হাঁটু কাঁপতে শুরু করে।"

"তুমিও ফাউণ্ডেশন-এর কথা শুনেছ ?" মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল বেইটা।

"কে শোনেনি?" ফিসফিস করে বলল ম্যাগনিফিসো। "অনেকেই বলে ওটা জাদু আগুন এবং গোপন শক্তিতে পরিপূর্ণ একটা বিশ্ব যা অন্য গ্রহগুলোকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। আমার মতো একটা নগণ্য মানুষও শুধুমাত্র 'আমি ফাউণ্ডেশন-এর নাগরিক', এই কথাটা বলে যে সম্মান আর নিরাপত্তা অর্জন করতে পারবে গ্যালাক্সির অন্য কোনো ক্ষমতাশালী এবং সম্পদশালী ব্যক্তিও তা পারবে না।"

"শোন, ম্যাগনিফিসো, এভাবে বক্তৃতা দিলে খাওয়া আর শেষ হবে না কোনোদিন। দাঁড়াও, দুধ এনে দিচ্ছি। খেতে ভালো লাগবে।"

টেবিলের উপর দুধের পাত্র রেখে টোরানকে সরে আসার জন্য ইশারা করল বেইটা।

"টোরি, এখন আমরা কী করব ওর ব্যাপারে?" রান্নাঘরের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

"মানে?"

"মিউল যদি আসে আমরা কী ওকে মিউলের হাতে তুলে দেব?"

"আর কী করার আছে, বে?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর আর যেভাবে কপালের উপর থেকে একগোছা কোঁকড়া চুল সরাল তাতে তার উদ্বেগ আরো পরিষ্কার হল।

অধৈর্য সুরে বলতে লাগল টোরান, "এখানে আসার আগে ভেবেছিলাম মিউলের খোঁজ খবর করে কিছু তথ্য পাওয়া যাবে। তারপর কাজ শুরু করতাম। কী কাজ সেটার অবশ্য কোনো ধারণা ছিল না।"

"বুঝতে পেরেছি, টোরি। মিউলকে স্বচক্ষে দেখব আশা করিনি, কিন্তু আমিও ভেবেছিলাম এখানে এসে একটা না একটা পথ পাওয়া যাবেই। আমি তো আর গল্পের বই-এর কোনো স্পাই না।"

"তুমি আমার থেকে খুব একটা পিছিয়ে নেই, বে।" বুকে হাত বেঁধে ভুরু কোঁচকালো টোরান। "কী একটা পরিস্থিতি! শেষের অস্বাভাবিক ঘটনাটা না ঘটলে তুমি বুঝতেই না যে মিউল নামে কেউ আছে। তোমার কী মনে হয় ক্লাউনকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সে আসবে?

মুখ তুলল বেইটা। "জানি না। বুঝতে পারছি না কী করা উচিত বা বলা উচিত। তুমি পারছ?"

কর্কশ শব্দে বাজার বেজে উঠল। নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়ল বেইটা, "মিউল"! দরজার সামনে এসে দাঁড়াল

ম্যাগনিফিসোর দৃষ্টি বিস্ফোরিত, ভয়ে গলা কাঁপছে! "মিউল!"

"ওদেরকে ভিতরে নিয়ে আসা উচিত।" ফিসফিস করে বলল টোরান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা কন্টাক্ট এয়ার লক খুলে দিল আর বাইরের দরজা বন্ধ করে দিল আগন্তুকের পিছনে। ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা শুধু মাত্র একজন মানুষের আবছা অবয়ব ফুটে উঠেছে স্ক্যানারে।

"মাত্র একজন," স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল টোরান, সিগন্যাল টিউবের উপর ঝুঁকে যখন কথা বলল তখনো অবশ্য গলা কাঁপছে, "কে আপনি?"

"ভেতরে আসতে দিলেই জানতে পারবেন, তাই না?" রিসিভারের মাধ্যমে চিকন গলার জবাব ভেসে এল।

"আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে এটা ফাউণ্ডেশন শিপ এবং আন্ত-মহাকাশীয় চুক্তি অনুযায়ী ফাউণ্ডেশন টেরিটোরি হিসেবে গণ্য।"

"আমি জানি।"

"অস্ত্র বাইরে রেখে আসবেন, নইলে শুট করব। আমার কাছে অস্ত্র আছে।"

"ঠিক আছে।"

ভিতরে ঢোকার দরজা খুলে দিল টোরান, ব্লাস্টারের কন্টাক্ট বন্ধ করলেও বুড়ো আঙুল সরাল না। এগিয়ে আসার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সাবলীলভাবে দরজা খুলে গেল, এবং সাথে সাথে চিৎকার করে উঠল ম্যাগনিফিসো, "ও মিউল না, অন্য মানুষ"।

'মানুষটা' ক্লাউনের দিকে ফিরে সুন্দর করে মাথা ঝাঁকাল। "ঠিকই ধরেছ, আমি মিউল না।" হাতদুটো শরীর থেকে দূরে সরিয়ে বলল, "আমি নিরস্ত্র আর আপনাদের বিপদে ফেলার কোনো উদ্দেশ্য নেই। শান্ত হোন, দয়া করে অস্ত্রটা সরান। হাত যেভাবে কাঁপছে তাতে মনে শান্তি পাচ্ছি না।"

"কে আপনি?" চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞেস করল টোরান।

"প্রশ্নটা তো আমি আপনাকে করব", শীতল কণ্ঠে জবাব দিল আগন্তুক। "যেহেতু আমি না, আপনি একটা ভুল ধারণা তৈরির চেষ্টা করছেন।"

"কীভাবে?"

"নিজেকে আপনি ফাউণ্ডেশন-এর নাগরিক হিসেবে দাবি করেছেন অথচ এই গ্রহে কোনো অথরাইজড ট্রেডার এই মুহূর্তে বেড়াতে আসেনি।"

"ঠিক এইরকম কিছু না। কিন্তু আপনি জানলেন কীভাবে?"

"আমি ফাউণ্ডেশন-এর নাগরিক এবং সেটা প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আছে। আপনার আছে?"

"আমার মনে হয় আপনি চলে গেলেই ভালো করবেন।"

"আমার তা মনে হয় না। ফাউণ্ডেশন-এর আইন সম্বন্ধে আপনার ধারণা থাকুক আর নাই থাকুক, আপনাকে জানানো উচিত যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমি ফিরে না গেলে ফাউণ্ডেশন-এর নিকটস্থ সদর দপ্তর সতর্ক হয়ে উঠবে–তখন আপনার অস্ত্র কোনো কাজেই আসবে না।"

থমথমে নীরবতা নেমে এল, তারপর বেইটা শান্ত স্বরে বলল, "বন্দুক সরাও, টোরান, উনি বোধহয় সত্যি কথাই বলছেন। মুখের কথায় বিশ্বাস করা যায়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ধন্যবাদ।" আগন্তুক বলল।

পাশের চেয়ারে অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলল টোরান, "আমার বিশ্বাস এবার সব খোলাসা করে বলবেন আপনি।"

আগন্তুক দাঁড়িয়ে থাকল। পেশিবহুল লম্বা চওড়া দেহ, সমতল মুখে নির্দয় নিষ্ঠুরতার স্থায়ী ছাপ স্পষ্ট, পরিষ্কার বোঝা যায় এই লোক জীবনে কোনোদিন হাসেনি। কিন্তু তার চোখে নিষ্ঠুরতার কোনো ছাপ নেই।

"খবর বাতাসের আগে দৌড়ায়," বলল সে, "বিশেষ করে যদি তা হয় অবিশ্বাস্য খবর। আমার মনে হয় এই মুহূর্তে কালগানের কারো জানতে বাকি নেই যে ফাউণ্ডেশন-এর দুজন ট্যুরিস্ট মিউলের লোকদের মুখে ঝ্যাঁটা মেরেছে। সন্ধ্যার আগেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমরা জেনে ফেলি।"

"'আমরা' মানে কারা?"

"'আমরা'–'আমরাই'! আমি তাদেরই একজন। জানি আপনারা হ্যাঙ্গারে আছেন। রেজিস্ট্রি চেক করার সময় এবং এই জাহাজ খুঁজে বের করার জন্য নিজস্ব কায়দা কাজে লাগিয়েছি।"

হঠাৎ পুরো শরীর নিয়ে বেইটার দিকে ঘুরল, "আপনি ফাউণ্ডেশন-এর নাগরিক–জন্মসূত্রে, তাই না?"

"তাই নাকি?"

"বিরোধী ডেমোক্রেটিক দলের সদস্য–আপনারা বলেন 'দ্য আণ্ডারগ্রাউণ্ড'। নাম মনে নেই, তবে চেহারা মনে আছে। কিছুদিন আগে বেরিয়ে এসেছেন–তবে আরো গুরুত্বপূর্ণ কেউ হলে বেরোতে পারতেন না।"

শ্রাগ করল বেইটা, "অনেক কিছুই জানেন।"

"জানতে হয়। আপনি কী তথ্য নিয়েই ফাউণ্ডেশন থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন?"

"আমি যাই বলি তার কোনো মূল্য আছে?"

"না। আমি শুধু চাই আমরা পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা করব। আমার বিশ্বাস আপনি যে সপ্তাহে চলে আসেন তখন পাসওয়ার্ড ছিল, 'সেলডন, হার্ডিন, এবং মুক্তি।' পোরফিরাট হার্ট ছিল আপনার সেকশন লিডার।"

"আপনি কীভাবে জানেন?" হঠাৎ করেই মারমুখো হয়ে উঠল বেইটা। "পুলিশ তাকে ধরে ফেলেছে?" পিছন থেকে ধরে রাখার চেষ্টা করল টোরান, কিন্তু ঝাড়া মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে সামনে এগোলো।

ফাউণ্ডেশন-এর আগন্তুক শান্ত গলায় বলল, "কেউ তাকে ধরেনি। আসলে আণ্ডারগ্রাউণ্ড তার ডালপালা ভালোভাবেই ছড়িয়েছে। এমনকি অস্বাভাবিক জায়গাতেও। আমি ক্যাপ্টেন হ্যান প্রিচার অফ ইনফর্মেশন, এবং আমি একজন সেকশন লিডার–কী নামে সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।"

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে, তারপর বলল, 'না, আমাকে বিশ্বাস করতে হবে না। আমাদের যে কাজ তাতে অতিরিক্ত সন্দেহ করাটাই জান' বাঁচানোর জন্য নিরাপদ। তবে আমার বোধহয় এসব প্রাথমিক ব্যাপারগুলো বাদ দেওয়া উচিত।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ," বলল টোরান, "সেটাই করুন।"

"বসতে পারি? ধন্যবাদ।" পায়ের উপর পা তুলে চেয়ারের পেছনে একটা হাত ঝুলিয়ে বসল ক্যাপ্টেন প্রিচার। "প্রথমেই বলে রাখি পুরো ব্যাপারটা আপনারা কীভাবে দেখছেন, আমি জানি না। আপনারা ফাউণ্ডেশন থেকে আসেননি, কিন্তু এটা অনুমান করতে কষ্ট হবার কথা নয় যে এসেছেন কোনো একটা স্বাধীন বণিক বিশ্ব থেকে। এটা নিয়েও আমি খুব বেশি মাথা ঘামাচ্ছি না। শুধু জানার কৌতূহল হচ্ছে, এই লোকের কাছে আপনারা কী চান, যে ক্লাউনকে বিপদ থেকে রক্ষা করছেন, কাছে রাখার জন্য নিজের জীবনের উপর ঝুঁকি নিচ্ছেন?"

"সেটা আপনাকে আমি বলতে পারব না।"

"হুম-ম-ম। বলবেন আশা করিনি। কিন্তু যদি ভেবে থাকেন ঢাকঢোল বাজিয়ে মিউল আপনাদের কাছে আসবে–তা হলে ভুল করছেন! মিউল এভাবে কাজ করে না।"

"কী?" টোরান এবং বেইটা এক সাথে বলল, আর ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যাগনিফিসোর মুখে হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ল উৎফুল্ল হাসি।

"ঠিকই বলছি। আমি নিজে তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি, এবং আপনাদের মতো নবিশের চাইতে আরো সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করেছি। লাভ হয়নি। লোকটা কখনো জনসম্মুখে দেখা দেয় না, নিজের ছবি বা মূর্তি তৈরি করতে দেয় না, এবং ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহকারী ছাড়া কেউ তাকে সরাসরি দেখেনি।"

"আর সেইজন্যই আপনি আমাদের দিকে মনযোগ দিয়েছেন, তাই না, ক্যাপ্টেন?" প্রশ্ন করল টোরান।

"না। দ্যাট ক্লাউন ইজ দ্য কি। যে কয়েকজন মিউলকে স্বচক্ষে দেখেছে এই ক্লাউন সেই অল্প কয়েকজনের একজন। তাকে আমার চাই। হয়তো কিছু প্রমাণ পাওয়া যাবে এবং আমার একটা কিছু দরকার। গ্যালাক্সির কসম, ফাউণ্ডেশনকে জাগিয়ে তোলার জন্য একটা কিছু দরকার।"

"জাগিয়ে তুলতে হবে?" ধারালো গলায় বলল বেইটা। "কিসের বিরুদ্ধে? আর এলার্ম হিসেবে আপনি কোন ভূমিকা পালন করবেন, বিদ্রোহী ডেমোক্র্যাট নাকি গুপ্তপুলিস?"

ক্যাপ্টেনের মুখের রেখাগুলো আরো কঠিন হল। "ফাউণ্ডেশন-এর বিপদ হলে ডেমোক্র্যাট এবং স্বৈরশাসক দুই পক্ষই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বরং স্বৈরশাসককেই রক্ষা করা উচিত, কারণ একসময় না এক সময় তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যাবে।"

"সবচেয়ে বড় স্বৈরশাসক কে?" রাগে ফেটে পড়ল বেইটা।

"মিউল। আমি বেশকিছু তথ্য জেনেছি, দ্রুত পদক্ষেপ না নিতে পারলে কয়েকবার মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ক্লাউনকে যেতে বলুন, প্রাইভেসি দরকার।"

"ম্যাগনিফিসো," ইশারা করল বেইটা, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ক্লাউন।

ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর গম্ভীর, তীক্ষ্ণ এবং এতই নিচু যে টোরান এবং বেইটা আরো কাছে এগিয়ে আসতে বাধ্য হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মিউল বুদ্ধিমান এক চৌকস খেলোয়ার–নেতৃত্বের গ্ল্যামার এবং আকর্ষণী ক্ষমতার যে অনেক সুবিধা আছে সেটা বোঝার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমান। ব্যাপারটা এড়িয়ে চলার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। সম্ভবত জনসম্মুখে তার উপস্থিতি এমন কিছু প্রকাশ করে দেবে যা প্রকাশ না করাটাই জরুরি।"

হাত নেড়ে প্রশ্ন করতে নিষেধ করল সে, এবং দ্রুত কথা বলতে লাগল, "আমি ওর জন্মস্থানে গিয়েছিলাম। অনেককে প্রশ্ন করেছি। সব কথা মনে নেই তাদের। তাকে যারা চিনত-জানত, তাদের বেশিরভাগই মারা গেছে। তবে ত্রিশ বছর আগে জন্ম নেওয়া শিশুটি, তার মায়ের মৃত্যু, এবং তার অস্বাভাবিক যৌবনকালের কথা মনে আছে। মিউল আসলে মানুষ না।"

আতঙ্কে শ্রোতা দুজন ঝট করে পিছিয়ে গেল, শেষ কথাটার অর্থ পরিষ্কার বুঝতে না পারলেও কথাটার মাঝে যে বিপদ এবং হুমকি লুকিয়ে আছে সেটা ঠিকই বুঝতে পেরেছে।

ক্যাপ্টেন বলে চলেছে, "হি ইজ এ মিউট্যান্ট, এবং নিঃসন্দেহে সফল একজন। তার ক্ষমতা কতদূর আমার জানা নেই, বলতে পারব না ত্রিমাত্রিক 'থ্রিলারে' যে সুপারম্যানদের দেখানো হয় তাদের সাথে মিউলের মিল কতখানি। তবে শূন্য থেকে শুরু করে কালগানের ওয়ারলর্ডদের পরাজিত করার মাধ্যমে অনেক কিছুই প্রকাশ করে। বিপদটা কোথায় আপনারা বুঝতে পারছেন না? জেনেটিক দুর্ঘটনার কারণে অস্বাভাবিক ক্ষমতা নিয়ে বেড়ে উঠা কোনো বাচ্চার কথা সেলডন প্ল্যানে বিবেচনা করা হয়েছে?"

ধীরে ধীরে কথা বলল বেইটা, "আমি বিশ্বাস করি না। এটা কোন ধরনের কূটকৌশল। যদি সুপারম্যানই হয় তা হলে সুযোগ পেয়েও মিউলের লোকেরা আমাদের হত্যা করেনি কেন?"

"বলেছি তো, তার মিউটেশনের মাত্রা কতদূর আমি জানি না। হয়তো ফাউণ্ডেশন-এর সাথে লড়াই করার জন্য সে এখনো প্রস্তুত হয়নি, এবং প্রস্তুতি না নিয়ে কোনো ধরনের উসকানিমূলক আচরণ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এবার আমাকে ক্লাউনের সাথে কথা বলতে দিন।"

ভয়ে কাঁপছে ম্যাগনিফিসো, মুখোমুখি দাঁড়ানো বিশালদেহী নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটাকে সে একটুও বিশ্বাস করতে পারছে না।

ধীরে ধীরে শুরু করল ক্যাপ্টেন, "মিউলকে তুমি স্বচক্ষে দেখেছ?"

"দেখেছি, রেসপ্যাকটেড স্যার, এবং নিজ দেহের উপর তার বাহুর ওজন অনুভব করেছি।"

"তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেমন দেখতে একটু বর্ণনা করতে পারবে?"

"মনে হলেই কলজে শুকিয়ে যায়, রেসপ্যাকটেড স্যার। এই এ্যাত্তো বড় শরীর। ওর সামনে এমনকি আপনাকেও কচি খোকা মনে হবে। আগুনের মতো লাল চুল, একবার হাত এভাবে উপরে তুলে রেখেছিল আর আমি পুরো শক্তি আর পুরো ওজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েও একচুল নামাতে পারিনি। জেনারেলদের সামনে বা তার সামনে মজা দেখানোর সময় বেল্টে এক আঙুল ঢুকিয়ে আমাকে তুলে নিত উপরে। সেই অবস্থায় কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে হত। ওই অবস্থায় পুরো কবিতা আবৃত্তি করতে হত। ভুল হলে শুরু করো আবার প্রথম থেকে। অসীম শক্তিশালী মানুষ এবং তার চোখ, রেসপ্যাকটেড স্যার, কেউ কোনোদিন দেখেনি।"

"কী? শেষ কথাটা কী বললে?"

"সে চশমা পরে, রেসপ্যাকটেড স্যার, অদ্ভুত ধরনের চশমা। বলা হয়ে থাকে, সেগুলো স্বচ্ছ এবং শক্তিশালী জাদুর সাহায্যে সে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পারে। আমি শুনেছি," তার কণ্ঠস্বর আরো নিচু এবং রহস্যময় হয়ে উঠল, "যে তার চোখের দিকে তাকানো মানেই মৃত্যু।"

শ্রোতাদের মুখের দিকে দ্রুত দৃষ্টি বোলালো ম্যাগনিফিসো। কৃশকায় দেহ কেঁপে উঠল একবার, "কথাগুলো সত্যি, স্যার। আমি বেঁচে আছি এটা যেমন সত্য, ঠিক সেরকম সত্য।"

লম্বা দম নিল বেইটা, "মনে হচ্ছে আপনার কথাই ঠিক, ক্যাপ্টেন। এখন আপনি কী করতে বলেন?"

"ঠিক আছে, পুরো পরিস্থিতিটা আরেকবার দেখা যাক। এখানে তো আপনাদের কোনো দেনা পাওনা নেই? হ্যাঙ্গারের উপরে বাধ্যবাধকতা?"

"আমি যে-কোনো মুহূর্তে চলে যেতে পারি।"

"তা হলে চলে যান। মিউল হয়তো ফাউণ্ডেশন-এর সাথে বিরোধে জড়াতে চাইছে না, কিন্তু ম্যাগনিফিসোকে ছেড়ে দিয়ে সে বিরাট ঝুঁকি নিয়েছে। কাজেই ধরে নেওয়া যায় যে উপরে মিউলের কোনো শিপ আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে। স্পেসে আপনারা হারিয়ে গেলে কে মাথা ঘামাবে?"

"ঠিকই বলেছেন," ফাঁকা গলায় বলল টোরান।

"যাই হোক আপনাদের শিল্ড আছে আর গতিতে ওদেরকে হারিয়ে দিতে পারবেন, কাজেই বায়ুমণ্ডল থেকে বেরনোর সাথে সাথে বৃত্তাকার গতিতে বিপরীত গোলার্ধে চলে যাবেন। তারপর ছুটবেন যত দ্রুত সম্ভব।"

"তারপর, " ঠাণ্ডা গলায় বলল বেইটা, "ফাউণ্ডেশনে ফেরার পর আমাদের কী হবে, ক্যাপ্টেন?"

"কেন, আপনারা তখন ফাউণ্ডেশন-এর সু-নাগরিক, তাই না? আমি তো অন্য কিছু জানি না, জানি কি?"

কেউ কিছু বলল না। কন্ট্রোলের দিকে ঘুরল টোরান।

প্রথম হাইপার স্পেসাল জাম্প করার জন্য কালগান থেকে যথেষ্ট দূরে আসার পর এই প্রথম ক্যাপ্টেন প্রিচারের মুখে ভাঁজ পড়ল–কারণ মিউলের কোনো শিপ তাদের বাধা দেয়নি।

"মনে হচ্ছে ম্যাগনিফিসোকে নিয়ে যেতে আমাদের বাধা দেবে না সে। আপনার কাহিনীর জন্য খুব একটা ভালো হল না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"যদি না," সংশোধন করে দিল ক্যাপ্টেন, "সে চায় যে আমরা তাকে নিয়ে যাই, সেক্ষেত্রে তা ফাউণ্ডেশন-এর জন্য খুব একটা ভালো হবে না।"

শেষ হাইপারজাম্পের পর ফাউণ্ডেশন-এর নিউট্রাল ফ্লাইট ডিসট্যান্সে যখন পৌঁছল, তখন তাদের শিপে এসে পৌঁছল প্রথম হাইপার ওয়েভ সংবাদ।

এবং তারমধ্যে শুধু একটা সংবাদ উল্লেখ করার মতো। খবরের মূল বক্তব্য–ফাউণ্ডেশন-এর এক ওয়ারলর্ড–তিতবিরক্ত খবর পাঠক অবশ্য তার পরিচয় দিতে পারেনি–জোরপূর্বক মিউলের পরিষদের একজন সদস্যকে ধরে নিয়ে গেছে। তারপরই ঘোষক খেলার খবর পাঠ করতে লাগল।

"মিউল আমাদের চাইতে একধাপ এগিয়ে গেছে।" শীতল গলায় বলল ক্যাপ্টেন প্রিচার। "ফাউণ্ডেশন-এর জন্য সে তৈরি এবং এটাকে একটা উসিলা হিসেবে ব্যবহার করছে। পরিস্থিতি আমাদের জন্য আরো কঠিন হয়ে গেল। এখন প্রস্তুত হওয়ার আগেই অ্যাকশনে নেমে পড়তে হবে।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫. দ্য সাইকোলজিস্ট

বহুবিধ কারণেই "বিশুদ্ধ বিজ্ঞান" হিসেবে পরিচিত উপাদানগুলো ফাউণ্ডেশনে সবচাইতে মুক্ত জীবনযাপন করে। যে গ্যালাক্সিতে ফাউণ্ডেশন-এর কর্তৃত্ব–এবং এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত নির্ভর করছে তার অতি উন্নত প্রযুক্তির উপর–এমনকি গত দেড় শতাব্দীতে ফিজিক্যাল পাওয়ারে প্রভূত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও–উত্তরাধিকার সূত্রে বিজ্ঞানীরা একটা বিশেষ ধরনের নিরাপত্তা বোধ অর্জন করে। তাদের প্রয়োজন আছে, এবং সেটা তারা জানে।

তেমনিভাবে, বহুবিধ কারণে এবলিং মিস–যারা তাকে চেনে না শুধু তারাই নামের সাথে উপাধি যোগ করে–ফাউণ্ডেশন-এর "বিশুদ্ধ বিজ্ঞান" এর সবচাইতে মুক্ত উপাদান। সে বিজ্ঞানী, এমন এক বিশ্বের, যেখানে বিজ্ঞানকে সম্মান করা হয়–এবং প্রথম সারির। তার প্রয়োজন আছে, এবং সেটা সে জানে।

আর তাই যখন অন্যরা হাঁটু গেড়ে কুর্নিশ করে, সে জোর গলায় বলে বেড়ায় যে তার পূর্বপুরুষরা কখনো কোনো ঘৃণ্য মেয়রকে কুর্নিশ করেনি। এবং তার পূর্বপুরুষদের সময়ে ভোটের মাধ্যমে মেয়র নির্বাচিত হত, এবং ইচ্ছা হলেই তাদের লাথি মেরে গদি থেকে সরিয়ে দেওয়া যেত এবং জন্মসূত্রে যে লোক উত্তরাধিকার হিসেবে এই পদ লাভ করে সে একটা জাত গর্দভ।

সেজন্যই যখন এবলিং মিস স্থির করল যে নিজেকে দর্শন দিয়ে ইণ্ডবারকে সে ধন্য করে দেবে তখন স্বাভাবিক জটিল অফিসিয়াল নিয়ম কানুনের ধার ধারল না। মানুষের বিরক্তি উৎপাদনে সক্ষম এমন দুটো জ্যাকেট কাঁধের উপর ফেলে মাথায় চাপাল অদ্ভুত ডিজাইনের বিদঘুটে একটা টুপি, কটু গন্ধের একটা সিগার ধরিয়ে, দুজন গার্ডের বাধা উপেক্ষা করে হুড়মুড় করে এগিয়ে চলল মেয়রের প্রাসাদের দিকে।

অনধিকার প্রবেশের ব্যাপারটা হিজ এক্সিলেন্স টের পেলেন তখন যখন তিনি নিজের শৌখিন বাগানের পরিচর্যায় ব্যস্ত। সেখান থেকেই তিনি শুনতে পেলেন একটা উচ্চৈঃস্বরের কোলাহল ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

ধীরে ধীরে ইণ্ডবার চাড়া তোলার যন্ত্রটা নামিয়ে রাখলেন; ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন; ধীরে ধীরে ভুরু কোঁচকালেন। কারণ ইণ্ডবার প্রতিদিন কাজ থেকে কিছু সময়ের ছুটি নেন, এবং আবহাওয়া ভালো থাকলে দুই ঘণ্টা বাগানে কাটান। বাগানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি বর্গাকারে এবং ত্রিভুজাকারে ফুল ফুটিয়েছেন, লাল এবং হলুদ রঙের মিশ্রণ, পার্থক্য বোঝানোর জন্য মাঝখানে একটা করে বেগুনি ফুল, আর পুরো বাগান ঘিরে রেখেছে ঘন সবুজ উদ্ভিদের বর্ডার। বাগানে কেউ তাকে বিরক্ত করতে পারে না–কেউ না। মাটি মাখা গ্লোভস খুলে বাগানের ছোট্ট দরজার দিকে এগোলেন ইওবার। স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করলেন "কী হচ্ছে এসব?"

মানবসভ্যতার শুরু থেকেই এধরনের পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মানুষ ঠিক এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন বা শব্দগুলো ব্যবহার করে আসছে। এর কোনো রেকর্ড নেই কারণ কখনোই এই প্রশ্ন থেকে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়নি।

কিন্তু এবার আক্ষরিক উত্তর পাওয়া গেল, কারণ একটা লাফ দিয়ে মিস এর শরীর এগিয়ে এল সামনে, হাতের ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিল তার ছেঁড়াখোঁড়া ঝোলার কোণা টেনে রাখা এক সৈনিককে।

বিরক্ত ভঙ্গিতে ভুরু কুঁচকে সৈনিকদের সরে যেতে ইশারা করলেন ইওবার, আর মিস ঝুঁকে তোবড়ানো টুপি তুলল মাটি থেকে, লেগে থাকা কাদা মাটি পরিষ্কার করল ঝাড়া দিয়ে, টুপি দিয়ে নিজের বাহুতে কয়েকটা বাড়ি মারল, তারপর বলল:

"শোন, ইওবার, তোমার ঐ (ছাপার অযোগ্য) ভৃত্যগুলো আমার এই ঝোলা নষ্ট করার জন্য দায়ী। ভেতরে অনেকগুলো ভালো পোশাক ছিল।" নাটুকে ভঙ্গিতে কপাল মুছল সে।

মুখ বিকৃত করে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছেন মেয়র, পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি উচ্চতার শীর্ষবিন্দু থেকে রাগত স্বরে বলেন, "আমাকে জানানো হয়নি যে তুমি দেখা করার অনুরোধ জানিয়েছ। নিশ্চয় তোমাকে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়নি।"

চরম অবিশ্বাস নিয়ে এবার মিস তাকাল মেয়রের দিকে, "গ্য-লাক্সি,ইওবার গতকাল আমার নোট পাওনি? তার আগের দিন আমি সেটা এক ধূসর ইউনিফর্মের হাতে দিয়েছিলাম। সরাসরি তোমার হাতেই দিতাম, কিন্তু জানি যে তুমি আনুষ্ঠানিকতা খুব পছন্দ করো।"

"আনুষ্ঠানিকতা!" অসহিষ্ণু দৃষ্টি সরালেন মেয়র। তারপর ঝাঁজালো গলায় বললেন, "নিখুঁত সংগঠন কখনো দেখেছো? ভবিষ্যতে সাক্ষাৎ লাভের জন্য তুমি অনুরোধের তিনটা কপি নির্দিষ্ট অফিসে জমা দেবে। তারপর অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এবং দেখা করতে আসার সময় উপযুক্ত পোশাক পরে আসবে–উপযুক্ত পোশাক, বুঝতে পেরেছ–এবং যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে। এবার যেতে পারো।"

"পোশাক আবার কী দোষ করল?" সমান তেজে জিজ্ঞেস করল মিস। "ঐ (ছাপার অযোগ্য) শয়তানগুলো থাবা বসানোর আগে এটাই ছিল আমার সেরা পোশাক। যা বলতে এসেছি সেটা বলা হয়ে গেলেই চলে যাবো। গ্যালাক্সি, সেলডন ক্রাইসিস এর ব্যাপার না হলে এই মুহূর্তে চলে যেতাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সেলডন ক্রাইসিস!" প্রথমবারের মতো আগ্রহ বোধ করলেন মেয়র। মিস একজন প্রথম শ্রেণীর সাইকোলজিস্ট–একজন ডেমোক্র্যাট, বর্বর কিসিমের লোক, এবং নিঃসন্দেহে বিদ্রোহী, কিন্তু একজন সাইকোলজিস্টও বটে। এতটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়লেন মেয়র যে মিস হঠাৎ করেই একটা ফুল ছিঁড়ে নেওয়ায় বুকের ভেতর খচ করে যে কাঁটা বিঁধল সেটার কথাও বলতে পারলেন না। গন্ধ শোকার জন্য ফুলটা তুলে ধরল মিস, তারপর নাক কুঁচকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

"এসো আমার সাথে। জরুরি আলোচনার উপযুক্ত করে বাগানটা তৈরি হয়নি।" শীতল কণ্ঠে বললেন ইণ্ডবার।

বিশাল ডেস্কের পেছনে চেয়ারে বসে তিনি ভালো বোধ করলেন যেখান থেকে তিনি মিস-এর খুলি আঁকড়ে থাকা অল্প কয়েক গোছা চুলের দিকে তাকাতে পারছেন; আরও ভালো বোধ করলেন যখন চারপাশে তাকিয়ে বসার জন্য দ্বিতীয় কোনো চেয়ার না পেয়ে অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মিস; সবচেয়ে ভালো লাগল যখন নির্দিষ্ট কন্টাক্ট স্পর্শ করতেই একজন কর্মচারী দ্রুতপায়ে ভেতরে এসে যথাযথ নিয়মে কুর্নিশ করল, তারপর ডেস্কের উপর ধাতু দিয়ে বাঁধাই করা একটা মোটাসোটা ভলিউম রেখে চলে গেল।

"এবার ঠিক আছে," ইণ্ডবার বললেন, পরিস্থিতি আবার আয়ত্তে আনতে পেরে খুশি। "তোমার এই অযাচিত সাক্ষাৎকার সংক্ষিপ্ত করার জন্য যা বলার সংক্ষেপে বল।"

"আজকাল আমি কী করছি তুমি জানো," অলস ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল মিস।

"তোমার রিপোর্ট এখানে আছে," সন্তুষ্টির সাথে জবাব দিলেন মেয়র, "সেইসাথে একটা সারসংক্ষেপ। যতদূর বুঝতে পেরেছি, সাইকোহিস্টোরির গণিতের সাহায্যে তুমি হ্যারি সেলডনের কাজ ডুপ্লিকেট করার চেষ্টা করছ, এবং ফাউণ্ডেশন-এর জন্য ভবিষ্যৎ ইতিহাসের নির্ধারিত গতিপথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছ।"

"ঠিক," শুকনো গলায় বলল মিস। "সেলডন যখন ফাউণ্ডেশন তৈরি করেন তিনি এখানে পাঠানো বিজ্ঞানীদের সাথে কোনো সাইকোলজিস্টকে পাঠাননি–যেন ঐতিহাসিক গতিপথে ফাউণ্ডেশন অন্ধভাবে এগিয়ে যেতে পারে। আমার গবেষণায় আমি টাইম ভল্ট থেকে পাওয়া অনেক উপাদান ব্যবহার করেছি।"

"এগুলো আমি জানি, মিস। দ্বিতীয়বার বলে সময় নষ্ট করার দরকার নেই।"

"দ্বিতীয়বার বলছি না," চিৎকার করল মিস, "কারণ এখন যা বলব তা রিপোর্টে নেই।"

"রিপোর্টে নেই মানে?" বোকার মতো বলল ইণ্ডবার। "কীভাবে–"

"গ্যালাক্সি! আমাকে নিজের মতো করে বলতে দাও, বাটকু। আমার প্রতিটা মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা বন্ধ কর, নইলে এখান থেকে বেরিয়ে যাব, তারপর তোমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ুক, কিছু যায় আসে না। মনে রাখবে ফাউণ্ডেশন যেভাবেই হোক দুর্যোগ কাটিয়ে উঠবে, কিন্তু আমি বেরিয়ে গেলে তুমি তা পারবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুপি আছড়ে ফেলায় কাঁদা লাগল মেঝেতে, যে ডায়াসের উপর ডেস্ক বসানো দুদ্দাড় সিঁড়ি ভেঙে তার উপর উঠল মিস। রাগের সাথে কাগজপত্র একপাশে সরিয়ে বসল ডেস্কের কোণায়।

ইণ্ডবার একবার ভাবলেন গার্ডদের ডাকবেন অথবা ডেস্কের বিল্ট ইন ব্লাস্টার ব্যবহার করবেন। কিন্তু এবলিং মিস-এর মুখ এমনভাবে তার দিকে নেমে এসেছে যে তিনি সংকুচিত হয়ে গেলেন।

"ড. মিস," এখনো তিনি দুর্বলভাবে মানসম্মান বজায় রাখার চেষ্টা করছেন, "তুমি অবশ্যই–"

"চোপ," কড়া ধমক লাগাল মিস, "মন দিয়ে শোন। যদি এগুলো," ধাতু দিয়ে বাঁধানো মোটা ভলিউমের উপর ঘুসি মারল সে, "আমার পাঠানো গাদা গাদা রিপোর্ট ছুঁড়ে ফেলে দাও। আমি যে রিপোর্ট পাঠাই সেটা বিশ জন অফিসার চোখ বুলিয়ে তারপর তোমাকে দেয়, তখন আবার কমবেশি বিশ জন অফিসার তোমার সুবিধার জন্য সারসংক্ষেপ তৈরি করে দেয়। ভালো ব্যবস্থা, যদি তোমার গোপন করার কিছু না থাকে। কিন্তু আমি যা বলব সেটা কনফিডেনশিয়াল। এত বেশি কনফিডেনশিয়াল যে, যে ছেলেগুলো আমার জন্য কাজ করেছে তারাও জানে না। যদিও পুরো কাজটা ওরাই করেছে, কিন্তু প্রত্যেকে আলাদা আলাদা অংশ–আমি সেগুলো জোড়া দিয়েছি। টাইম ভল্ট কী তুমি জানো?"

মাথা নাড়লেন ইণ্ডবার। মিস সেদিকে লক্ষ করল না। পরিস্থিতি সে উপভোগ করছে, "ঠিক আছে, বলছি আমি, কারণ এই (ছাপার অযোগ্য) পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি অনেক দিন থেকে। তবুও বুঝতে পারছি তুমি কী ভাবছ, ব্যাটা ভণ্ড। ছোট্ট একটা নবের কাছে হাত রেখেছ, সেটা চাপলেই পাঁচ শ বা ছয় শ সশস্ত্র লোক চলে আসবে আমাকে মেরে ফেলার জন্য, কিন্তু ভয় পাচ্ছ আমি কি জানি–তুমি ভয় পাচ্ছ সেলডন ক্রাইসিসকে। তা ছাড়া যদি তুমি ডেস্কের কোনো কিছু স্পর্শ করো, তা হলে কেউ আসার আগেই তোমার ওই (ছাপার অযোগ্য) মাথাটা আছাড় দিয়ে গুঁড়ো করে ফেলব।"

"এটা বিশ্বাসঘাতকতা," হড়বড় করে বলল ইণ্ডবার।

"অবশ্যই," আত্মপ্রসাদের সুরে বলল মিস, "তো কী করবে? টাইম ভল্টের ব্যাপারে জ্ঞান দিচ্ছি শোন। আমাদের সাহায্য করার জন্য হ্যারি সেলডন শুরু থেকেই এখানে টাইম ভল্ট বসান। প্রতিটা ক্রাইসিসে বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং সাহায্য করার জন্য হ্যারি সেলডন নিজের প্রতিচ্ছবি তৈরি করে রাখেন। চারটা ক্রাইসিস–এবং চারবার তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। প্রথমবার তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রথম ক্রাইসিসের শীর্ষ অবস্থায়। দ্বিতীয়বার তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন দ্বিতীয় ক্রাইসিসের সফল পরিসমাপ্তির পর। দুবারই তার কথা শোনার জন্য আমাদের পূর্ব পুরুষরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তৃতীয় আর চতুর্থ ক্রাইসিসের সময়, তার কথা আর কেউ মনে রাখেনি–বোধহয় মনে রাখার প্রয়োজন ছিল না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে–তোমার কাছে যে রিপোর্ট আছে তাতে এই কথাগুলো নেই–দেখা যায় তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং নির্দিষ্ট সময়ে। মাথায় ঢুকেছে?"

অবশ্য জবাবের প্রতীক্ষা করল না। শেষ পর্যন্ত মুখ থেকে ছিন্ন ভিন্ন সিগার ফেলে দিয়ে নতুন আরেকটা ধরাল। ধোঁয়া ছাড়ল ভুর ভুর করে।

"অফিসিয়ালি, আমি সায়েন্স অফ সাইকোহিস্টোরি পূনর্গঠনের চেষ্টা করছি। একজন মানুষের কাজ না এটা, এবং এক শতাব্দীতেও শেষ হবে না। তবে সাধারণ উপাদানগুলোর ব্যাপারে আমি কিছুটা অগ্রসর হতে পেরেছি এবং সেটাকে টাইম ভল্টে অনধিকার প্রবেশের কৈফিয়ত হিসেবে ব্যবহার করেছি। আমি মোটামুটি নিশ্চিতভাবে হ্যারি সেলডনের পরবর্তী আবির্ভাবের নিখুঁত দিন তারিখ বের করতে পেরেছি। অন্য কথায়, সেলডন ক্রাইসিস ঠিক কোনদিন চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছাবে আমি তোমাকে বলতে পারব।"

"কতদূরে আছে?" উদ্বিগ্ন সুরে জিজ্ঞেস করলেন ইণ্ডবার।

আর মিস হাসিমুখে বোমা ফাটালো, "চার মাস। চারটা (ছাপার অযোগ্য) মাস, তার থেকে দুইদিন বাদ।"

"চার মাস," কর্কশ স্বরে বললেন ইণ্ডবার। "অসম্ভব।"

"কেন, অসম্ভব কেন?"

"চার মাস? তার অর্থ তুমি বুঝতে পারছ। একটা ক্রাইসিস চার মাসের মাথায় চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছবে, অর্থাৎ কয়েক বছর থেকেই সেটা তৈরি হচ্ছিল।"

"হবে নাই বা কেন? প্রকৃতির এমন কোনো নিয়ম আছে যে শুধু দিনের আলোতে বেড়ে উঠতে হবে?"

"কিন্তু আমাদের মাথার উপর আসন্ন কোনো বিপদ ঝুলে নেই।" উদ্বেগে ইণ্ডবার তার হাত মোচড় দিয়ে প্রায় ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। হঠাৎ গলার মাংসপেশি ফুলিয়ে চিৎকার করে উঠল, "ডেস্কের উপর থেকে সর তো, একটু গোছাই। নইলে চিন্তা করব কীভাবে?

চমকে উঠল মিস, তারপর ভারী শরীর নিয়ে সরে গেল আরও কোণার দিকে।

ডেস্কের প্রতিটা জিনিস আবার যথাযথভাবে গুছিয়ে রাখলেন ইণ্ডবার। কথা বলছেন দ্রুত, "এভাবে এখানে আসার কোনো অধিকার তোমার নেই। যদি তোমার থিওরি বলা শেষ হয়–"

"এটা কোনো থিওরি না।"

"আমি বলছি এটা একটা থিওরি। পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণসহ যথাযথ নিয়মে উপস্থাপন করলে সেটা ব্যুরো অফ হিস্টোরিক্যাল সায়েন্স এর কাছে যাবে। সেখানেই এর উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে। আমার কাছে একটা সারসংক্ষেপ আসার পর আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারব। খামোখাই আমাকে বিরক্ত করলে। আহ্, এই যে পাওয়া গেছে।"

একটা রুপালি রঙের স্বচ্ছ কাগজ তুলে তিনি পাশের সাইকোলজিস্ট এর দিকে নাড়লেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমাদের বৈদেশিক নীতির অগ্রগতি সম্বন্ধে আমি একটা সামারি তৈরি করেছি–খুব একটা ভালো হয়নি। শোন–মোরেস এর সাথে আমাদের একটা বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, লিনেইজ এর সাথে একই বিষয়ে আলোচনা চলছে, কোনো উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য বণ্ড এ একদল প্রতিনিধি পাঠিয়েছি, কালগান থেকে কিছু অভিযোগ পেয়েছি এবং কথা দিয়েছি ব্যাপারটা আমরা দেখব, অ্যাসপেরেটার বাণিজ্য নীতির ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়েছি এবং তারা কথা দিয়েছে বিষয়টা বিবেচনা করে দেখবে–ইত্যাদি, ইত্যাদি।" মেয়রের দৃষ্টি কোড করা লিস্টের নিচের দিকে নামল, তারপর তিনি কাগজটা সঠিক ফোল্ডারের সঠিক পিজিয়ন হোলে সঠিকভাবে রাখলেন।

"আমি তোমাকে বলেছি, মিস, নিয়মের বাইরে কিছুই হচ্ছে না। সবকিছুই চলছে সুষ্ঠু এবং নিখুঁতভাবে–"

বিশাল কামরার শেষ প্রান্তের দরজা খুলে গেল, আর অনেকটা বাস্তব জীবনের ছোয়া বর্জিত নাটকে যেমন দৈব ঘটনা ঘটতে দেখা যায় সেরকমভাবেই আড়ম্বরহীন কেউ একজন প্রবেশ করল ভেতরে।

ইওবার অর্ধেক উঠে দাঁড়িয়েছেন। যখন একসাথে অনেকগুলো অযাচিত ঘটনা ঘটে তখন যে-রকম একটা বোধ তৈরি হয় সেরকমই একটা অবাস্তব অনিশ্চয়তা বোধ তার ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে। মিস এর অযাচিত অনুপ্রবেশ এবং বুনো তর্জনগর্জনের পর ঠিক একই রকম বিভ্রান্তি তৈরি করে তার সেক্রেটারি ভিতরে প্রবেশ করল, যে অন্তত নিয়মগুলো জানে।

হাঁটু গেড়ে বসল সেক্রেটারি।

"কী ব্যাপার!" ধারালো গলায় জিজ্ঞেস করলেন ইওবার।

মেঝের দিকে তাকিয়ে সেক্রেটারি বলল, "এক্সিলেন্স, ক্যাপ্টেন হ্যান প্রিচার কালগান থেকে ফেরার পর গ্রেপ্তার হয়েছেন। তিনি আপনার পূর্ববর্তী আদেশ এক্স–২০–৫১৩ অমান্য করে সেখানে গিয়েছিলেন। তার সাথে যারা ছিল তাদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। পরিপূর্ণ রিপোর্ট আপনার কাছে পাঠানো হবে।"

ভেতরের অস্থিরতা দূর করে ইওবার বললেন "রিপোর্ট পাঠানো হবে তো–"

"এক্সিলেন্স, ক্যাপ্টেন হ্যান প্রিচার অস্পষ্টভাবে কালগানের নতুন ওয়ারলর্ডের ভয়ংকর পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিয়েছেন। আপনার নির্দেশ এক্স–২০–৬৫১ অনুযায়ী তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো শুনানির সুযোগ দেওয়া হয়নি, তবে তার মন্তব্যগুলোর সম্পূর্ণ রিপোর্ট তৈরি হয়েছে।"

চিৎকার করে উঠলেন ইওবার, "সম্পূর্ণ রিপোর্ট তৈরি হয়েছে তো!"

"এক্সিলেন্স, পনের মিনিট আগে সিলিনিয়ান ফ্রন্টিয়ার থেকে রিপোর্ট এসেছে। সেখানে কিছু কালগানিয়ান মহাকাশযানকে অবৈধভাবে ফাউণ্ডেশন টেরিটোরিতে প্রবেশ করতে দেখা গেছে। মহাকাশযানগুলো সশস্ত্র। ছোটখাটো লড়াই হয়েছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেক্রেটারি দ্বিগুণ ঝুঁকে প্রায় মাটির সাথে মিশে গেল। ইওবার দাঁড়িয়ে রইলেন, একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হল মিস, সেক্রেটারির কাছে এগিয়ে গিয়ে দুপায়ে দাঁড় করালো তাকে।

"শোন, তুমি গিয়ে বরং ক্যাপ্টেন প্রিচারকে মুক্ত করে এখানে পাঠিয়ে দাও। যাও, বেরোও।"

চলে গেল সেক্রেটারি, মিস ঘুরল ইওবারের দিকে। "তোমার এখন কাজ শুরু করা উচিত না, ইওবার? চার মাস, তুমি জানো"

ইওবার দাঁড়িয়েই থাকলেন, নিষ্প্রাণ দৃষ্টি। শুধুমাত্র একটা আঙুল জীবিত মনে হচ্ছে– ডেস্কের মসৃণ তলে যা ক্রমাগত দাগ কেটে চলেছে।

AMARBOI.COM

১৬. সম্মেলন

যখন শুধুমাত্র মাদার প্ল্যানেট টার্মিনাসের প্রতি চরম অবিশ্বাসের কারণে সাতাশটা স্বাধীন বণিক বিশ্ব একত্রিত হয়–নিজেদের মাঝে তারা একটা সম্মেলনের আয়োজন করে। প্রতিটা গ্রহই নিজস্ব ক্ষুদ্রতা থেকে উদ্ভূত সিমাহীন অহংকারে সমৃদ্ধ, রুক্ষ কঠিন গ্রাম্য জীবনযাপনে অভ্যস্ত, এবং জাগতিক সমস্যা মোকাবিলা করে করে তিক্ত বিরক্ত। শুরুতেই অতি তুচ্ছ একটা সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে এই মন মরা গ্রহবাসীদের টালমাটাল অবস্থায় পড়তে হয়।

সমস্যাটা ভোটাভুটির নিয়ম, প্রতিনিধিদের ধরন–গ্রহের মান অনুযায়ী নাকি জনসংখ্যা অনুযায়ী হবে–ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণ করা নিয়ে নয়, কারণ এই বিষয়গুলোর রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। আবার সমস্যাটা কাউন্সিল এবং ডিনারে কীভাবে টেবিল সাজানো হবে সেটা নিয়েও নয়; কারণ এই বিষয়গুলোর সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে।

সমস্যা দেখা দেয় সম্মেলনের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে–কারণ এটা অত্যন্ত প্রবল প্রাদেশিক মানসিকতার ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত কূটনীতির সর্পিল পথ তাদের নিয়ে যায় র‍্যাডল নামক গ্রহে যার পক্ষে কয়েকজন বক্তা শুরু থেকেই যুক্তি দেখিয়ে বলছিলেন যে এটা মোটামুটি কেন্দ্রে অবস্থিত।

র‍্যাডল ক্ষুদ্র এক বিশ্ব–সামরিক গুরুত্ব বিবেচনায় যা সাতাশটা গ্রহের মাঝে সবচেয়ে দুর্বল। এবং এই গ্রহ বেছে নেওয়ার এটাও একটা কারণ।

এটা একটা রিবন ওয়ার্ল্ড–গ্যালাক্সি যাকে নিয়ে অহংকার করতে পারে, কিন্তু অধিবাসীদের অল্পসংখ্যকই শারীরিক গঠনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অন্য কথায় বলা যায় এটা এমন একটা বিশ্ব যেখানে দুই তৃতীয়াংশ অধিবাসী বিরামহীনভাবে অত্যধিক ঠাণ্ডা এবং অত্যধিক গরমের মোকাবেলা করতে বাধ্য হয়, যেখানে জীবনধারণের সম্ভাব্য স্থিতিশীল স্থান হচ্ছে রিবন বেষ্টিত আধো আলোকিত অঞ্চল।

এমন একটা গ্রহ কারো কাছেই আকর্ষণীয় মনে হতে পারে না। কিন্তু এখানে ভূ-তাত্ত্বিক কৌশলে বিশেষ ধরনের কিছু স্থান তৈরি হয়েছে–র‍্যাডল সিটি এমনি একটি স্থানে অবস্থিত।

একটা পর্বতের মসৃণ পাদদেশে এই শহর বিস্তৃত–যে পর্বত শীর্ষ শীতল আবহাওয়া এবং ভয়ংকর তুষারপাত থেকে রক্ষা করছে শহরটাকে। উষ্ণ এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুকনো বায়ু শহরটাকে আরামদায়ক করে তুলেছে, পাহাড় চূড়ার বরফ গলিয়ে পাইপের সাহায্যে পানি সরবরাহ করা হয়–এবং এ দুয়ের মাঝে র‍্যাডল সিটি পরিণত হয়েছে এক চিরস্থায়ী উদ্যানে, অন্তহীন ভোরের আলোয় সিক্ত।

প্রতিটা বাড়ির সামনে রয়েছে উন্মুক্ত বাগান। প্রতিটা বাগান উদ্যানবিদ্যার চমৎকার নিদর্শন, সেখানে চমৎকার প্যাটার্নে মূল্যবান উদ্ভিদ জন্মানো হয়েছে–যা ছিল তাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একমাত্র উপায়–যতদিন না র‍্যাডল সাধারণ বণিক বিশ্ব থেকে উৎপাদনকারী বিশ্বে পরিণত হয়।

কাজেই ভয়ানক এক বিশ্বে র‍্যাডল সিটি হল কোমলতা এবং প্রাচুর্যের ক্ষুদ্র বিন্দু, এক টুকরো স্বর্গ–এবং এই গ্রহ বেছে নেওয়ার এটাও একটা কারণ।

বাকি ছাব্বিশটা বণিক বিশ্ব থেকে নানা বর্ণের লোক এসে হাজির হয়েছে: প্রতিনিধি এবং তাদের স্ত্রী, সেক্রেটারি, সাংবাদিক, স্পেসশিপ এবং সেগুলোর ক্রু–অল্প দিনেই প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেল র‍্যাডলের জনসংখ্যা এবং টান পড়ল তার সীমিত সম্পদে।

হৈ হুল্লোড়ে মেতে থাকা মানুষগুলোর মাঝে অল্প কয়েকজন আছে যারা বাস্তবিকই জানে না যে গ্যালাক্সিতে নিঃশব্দে একটা যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। এবং যারা জানে তাদের ভেতর তিনটা শ্রেণী আছে। প্রথমত যারা জানে কম কিন্তু প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী–

যেমন ঐ তরুণ স্পেস পাইলট, যার টুনিতে হেভেন এর ব্যাজ লাগানো এবং বিপরীত দিকের র‍্যাডলিয়ান তরুণীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কায়দা করে চোখের সামনে গ্লাস ধরে রেখেছে। সে বলছিল:

"এখানে আসার সময় আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে এসেছি। ঠিক হোরলেগর এর ভিতর দিয়ে এক লাইট মিনিট বা একটু বেশিও হতে পারে–দূরত্ব পেরিয়ে আসতে হয়।"

"হোরলেগর?" লম্বা পায়ের স্থানীয় অধিবাসী বলল। "গত সপ্তাহে মিউল ওখানে শক্ত মার দিয়েছে, তাই না?"

"আপনি কার কাছে শুনলেন মিউল শক্ত মার দিয়েছে?" চমৎকার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল তরুণ পাইলট।

"ফাউণ্ডেশন রেডিও।"

"হ্যাঁহ্? হ্যাঁ, হোরলেগর দখল করেছে। আমরা ওদের একটা কনভয়ের প্রায় মাঝখানে গিয়ে পড়ি। শক্ত মার দেওয়ার মতো কিছু না।"

খসখসে উঁচু গলায় কথা বলল কেউ একজন, "অমন কথা কইয়েন না। ফাউণ্ডেশন হগল সময়ই আগে মাইর খায়। খালি দেখতে থাহেন। ব্যাবাক ফাউণ্ডেশন জানে কহন পাল্টা মাইর দিতে অইব, তারপর–বুম্!" চিকন গলা মুখে পাতলা হাসি ছড়িয়ে তার কথা শেষ করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"যাই হোক," কিছুক্ষণ নীরব থেকে হেভেনের পাইলট বলল, "আমরা মিউলের শিপগুলো দেখেছি, এবং বেশ ভালোই মনে হয়েছে, বেশ ভালো। সত্যি কথা বলতে কি একেবারে নতুন দেখাচ্ছিল।"

"নতুন?" চিন্তিত সুরে বলল স্থানীয় অধিবাসী, "ওরা নিজেরা তৈরি করেছে?" মাথার উপরের ডাল থেকে পাতা ছিঁড়ল একটা, নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুকল, তারপর চিবোতে লাগল। এক ধরনের কটু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল পুরো ঘরে। "তুমি বলতে চাইছ নিজেদের তৈরি জিনিস দিয়ে ওরা ফাউণ্ডেশন-এর যুদ্ধযানগুলোকে পরাজিত করেছে? বলে যাও।"

"আমরা নিজের চোখে দেখেছি, ডক।"

সামনে ঝুঁকল স্থানীয় অধিবাসী, "জানো আমি কী ভাবছি? শোন। নিজেকে তামাশায় পরিণত করো না। সবকিছু সামাল দেওয়ার জন্য আমাদের তুখোড় লোকজন আছে। তারা জানে কী করতে হবে।"

সেই খসখসে কণ্ঠস্বর আবার কথা বলল উঁচু গলায়, "খালি দেখতে থাহেন। ফাউণ্ডেশন একেবারে শেষ মুহূর্তের লাইগা অপেক্ষা করতাছে, তারপর বুম!" সামনে দিয়ে একটা মেয়ে যাচ্ছিল, তার দিকে তাকিয়ে হাসল লোকার মতো।

স্থানীয় অধিবাসী বলে চলেছে, "যেমন, তোমার কি ধারণা পরিস্থিতি মিউলের পক্ষে। না-আ-আ। আমি শুনেছি এবং বেশ গুরুত্বপূর্ণ লোকের কাছ থেকেই শুনেছি যে সে আমাদের লোক। আমরা তাকে পয়সা দিচ্ছি, এবং ঐ শিপগুলো সম্ভবত আমরাই তৈরি করে দিয়েছি। অবশ্যই ফাউণ্ডেশনকে সে পরাজিত করতে পারবে না, কিন্তু একটু নড়বড়ে অবস্থায় ফেলে দিতে পারবে, আর সেই অবস্থাতেই আমরা নিজেদের কাজ সেরে ফেলব।"

বিপরীত দিকে বসা তরুণী বলল, "যুদ্ধ ছাড়া তোমাদের আর কোনো আলোচনা নেই, ক্লেভ? বিরক্ত হয়ে গেছি।"

"বিষয় পাল্টানো যাক। মেয়েদের বিরক্ত করে লাভ নেই।" অতিরিক্ত ভদ্রতার সাথে বলল হেভেনের পাইলট।

সুযোগটা লুফে নিল একজন, একটা মগে তাল ঠুকল সে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দুজনের ছোট ছোট দলগুলো খিলখিল হাসিতে গড়িয়ে পড়ল, একইরকম আরো কয়েকটা দল বেরিয়ে এল পিছনের সান হাউস থেকে।

তারপরের আলোচনা হয়ে গেল অতি সাধারণ, বিভিন্নমুখী এবং অর্থহীন–

আর আছে তারা যারা কিছুটা কম জানে এবং কিছুটা কম আত্মবিশ্বাসী।

যেমন এক হাতঅলা ফ্র্যান, হেভেনের অফিসিয়াল প্রতিনিধি, এবং সে নতুন নতুন মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব পাতানো নিয়ে ব্যস্ত–ঠেকায় পড়ে দু-একজন পুরুষের সাথে বন্ধুত্ব করতে বাধ্য হচ্ছে।

সেরকমই একজন বন্ধুর পাহাড় চূড়ার বাড়ির সান প্ল্যাটফর্মে সে উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলে একটু আয়েশি সময় কাটাচ্ছে এবং র‍্যাডলে আসার পর এটা নিয়ে মাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুইবার এভাবে বিশ্রাম নিয়েছে। নতুন বন্ধুর নাম আইয়ো লিয়ন, খাটি র‍্যাডলিয়ান। আইয়োর বাড়ি লোকালয় থেকে অনেকটা দূরে, ফুলের সুবাস এবং কীট পতঙ্গের সুরেলা ঐকতানের মিলিত সমুদ্রের মাঝখানে একা। সান-প্ল্যাটফর্ম পয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে তৈরি করা ঘাস পূর্ণ একটা লন। তার উপর দাঁড়িয়ে ফ্র্যান সারা গায়ে সূর্যের আলো মাখছে।

"হেভেনে এরকম কিছু নেই।" বলল সে।

ঘুমজড়িত গলায় জবাব দিল আইয়ো, "ঠাণ্ডা অঞ্চলগুলো কখনো দেখেছ। এখান থেকে বিশ মাইল দূরে একটা স্পট আছে যেখানে অক্সিজেন পানির মতো প্রবাহিত হয়।"

"চালিয়ে যাও।"

"সত্যি কথা।"

"বেশ, আমি বলছি, আইয়ো–হাত হারানোর আগে আমি অনেক ঘুরে বেরিয়েছি–এবং তুমি বিশ্বাস করবে না, কিন্তু–" এরপর সে এক দীর্ঘ কাহিনী শোনালো এবং আইয়ো সেটা বিশ্বাস করল না। হাই তুলতে তুলতে বলল, "সবকিছু বদলে গেছে, পুরোনো দিন আর নেই এটাই সত্যি।"

"না," রেগে উঠল ফ্র্যান, "ওই কথা বলবে না। আমার ছেলের কথা তোমাকে বলেছি, তাই না? ও অনেকটা পুরোনো ধ্যান ধারণায় শিক্ষিত। অনেক বড় একজন ট্রেডার হবে সে, বিশ্বাস করো। আপাদমস্তক বুড়ো বাপের মতো, আপাদমস্তক, পার্থক্য শুধু যে সে বিয়ে করেছে।"

"মানে লিগ্যাল কন্ট্রাক্ট? একটা মেয়ের সাথে?"

"ঠিক। আমি নিজেও এর কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। হানিমুনের জন্য ওরা গেছে কালগানে।"

"কালগান? কালগান? গ্যালাক্সির এই পরিস্থিতিতে?"

চওড়া হাসি হাসল ফ্র্যান,অর্থবহ ভঙ্গিতে নিচু গলায় বলল, "ফাউণ্ডেশন-এর বিরুদ্ধে মিউলের যুদ্ধ ঘোষণার ঠিক কয়েকদিন আগে।"

"তাই?"

মাথা নাড়ল ফ্র্যান, ইশারায় আইয়োকে কাছে আসতে বলল, "একটা গোপন খবর দেই, কাউকে বলো না। আমার ছেলেকে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কালগানে পাঠানো হয়েছে। কী উদ্দেশ্য সেটা এই মুহূর্তে বলতে চাই না, তবে আমার মনে হয় তুমি অনুমান করে নিতে পারবে। যাই হোক আমার ছেলেই কাজটার জন্য উপযুক্ত ছিল। আমাদের একটা ফুটো দরকার ছিল।" কুটিল ভঙ্গিতে হাসল সে। "আমরা সেটা পেয়েছি। আমার ছেলে কালগানে গেল, এবং তার পরেই মিউল তার শিপ পাঠালো। আমার ছেলে!"

আইয়ো সত্যিই চমৎকৃত। "বেশ ভালো। তুমি জানো, তুমি জানো আমাদের পাঁচ শ শিপ পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে আছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সম্ভবত আরো বেশি।" কর্তৃত্বের সুরে বলল ফ্র্যান। "কৌশলটা আমার পছন্দ হয়েছে।" শব্দ করে পেটের চামড়া খামচে ধরল সে। "কিন্তু ভুলে যেয়ো না মিউল অত্যন্ত চতুর। হোরলেগরে যা ঘটেছে সেটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।"

"শুনলাম সে নাকি দশটা শিপ হারিয়েছে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু আরো একশ টা আছে, এবং ফাউণ্ডেশন পরাজিত হয়েছে। ওরা হেরে যাক আমি সেটাই চাই, কিন্তু এত দ্রুত না।" মাথা নাড়ল সে।

"কিন্তু, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মিউল এই শিপগুলো পেল কোথায়? গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে আমরাই ওগুলো তাকে বানিয়ে দিচ্ছি।"

"আমরা? বণিকরা? হেভেনের সবচেয়ে বড় শিপ ফ্যাক্টরি স্বাধীন বিশ্বগুলোর কোনো একটাতে আছে, আর আমরা নিজেদের জন্য ছাড়া অন্য কারো জন্য কিছু তৈরি করিনি। তোমার কি মনে হয় কোনো বিশ্ব আমাদের ইউনাইটেড অ্যাকশনের কথা চিন্তা না করেই মিউলের জন্য একটা ফ্লিট তৈরি করে দেবে। এটা পুরোপুরি...কাল্পনিক গল্প।"

"বেশ, কোত্থেকে পাচ্ছে?"

শ্রাগ করল ফ্র্যান, "মনে হয়, তৈরি করছে নিজেই। এটাও আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।"

পিট পিট করে সূর্যের দিকে তাকাল ফ্র্যান এবং পালিশ করা পাদানিতে পা ভাঁজ করে ঘুমিয়ে পড়ল ধীরে ধীরে। পোকামাকড়ের গুঞ্জন এবং তার নাক ডাকার শব্দ একাকার হয়ে গেল।

শেষ দলে রয়েছে সেই অল্প কয়েকজন যারা জানে অনেক বেশি কিন্তু আত্মবিশ্বাস একেবারেই নেই।

যেমন রাণ্ডু, অল ট্রেডার কমান্ডেনশন এর পঞ্চম দিনে যে কিনা সেন্ট্রাল হলে প্রবেশ করে দেখতে পেল যে দুজনকে থাকতে বলেছিল তারা অপেক্ষা করছে। পাঁচশ আসনের সবগুলো শূন্য–এবং এরকমই থাকবে।

সবার আগেই দ্রুত কথা বলল রাণ্ডু, "আমরা তিন জন স্বাধীন বণিক বিশ্বের সম্ভাব্য সামরিক শক্তির প্রায় অর্ধেকের প্রতিনিধিত্ব করছি।"

"হ্যাঁ," বলল ইজ এর ম্যানগিন, "আমি আর আমার সহকর্মী একটু আগেই এটা নিয়ে কথা বলছিলাম।"

"আমি তৈরি ," বলল রাণ্ডু, "কথা বলার জন্য। তর্ক করতে বা জটিলতা বাড়াতে চাই না আমি। আমাদের অবস্থান খুবই খারাপ।"

"কারণ–" বলল, নেমন এর ওভাল গ্রী।

"গত এক ঘণ্টার পরিস্থিতির পরিবর্তন। প্লিজ! প্রথম থেকেই শুরু করা যাক। প্রথমত বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা যে কিছু করতে পারব না শুধু তাই নয়, পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। শুধু মিউলকেই নয়, আরো অনেককেই আমাদের সামলাতে হবে; বিশেষ করে কালগানের প্রাক্তন ওয়ারলর্ড মিউল যাকে অসময়ে পরাজিত করে আমাদের সমস্যায় ফেলে দেয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ, কিন্তু মিউল বিকল্প হিসেবে কার্যকরী," বলল ম্যানগিন "আমি আপত্তি তুলতে চাই না।"

"পুরোটা জানলে ঠিকই তুলতে।" সামনে ঝুঁকে রাণ্ডু বাহু ঊর্ধ্বমুখী করে টেবিলে ভর দিল। "একমাস আগে আমি আমার ভাতিজা আর ভাতিজা বউকে কালগানে পাঠিয়েছিলাম।"

"তোমার ভাতিজা," বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল ওভাল গ্রী। "আমি জানতাম না যে ও তোমার ভাতিজা।"

"কী উদ্দেশ্যে," শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল ম্যানগিন। "এটা?" এবং বুড়ো আঙুল উঁচু করে মাথার উপরে একটা বৃত্ত রচনা করে দেখাল সে।

"না। তুমি যদি ফাউণ্ডেশন-এর বিরুদ্ধে মিউলের যুদ্ধের কথা বুঝিয়ে থাক, তা হলে না। ছেলেটা কিছুই জানে না–আমাদের সংগঠন বা আমাদের লক্ষ্য কিছুই না। ওকে বলেছি যে আমি একটা ইন্ট্রা-হেভেন প্যাট্রিয়টিক সোসাইটির নিচু পদের সদস্য, এবং কালগানে তার কাজ হবে একটু চোখ কান খোলা রাখা। স্বীকার করছি, উদ্দেশ্য আমার নিজের কাছেও পরিষ্কার ছিল না। মূলত আমি মিউলের ব্যাপারে কৌতূহলী ছিলাম। তার ঘটনাটা অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর, তবে সেটা পুরোনো কথা; সেদিকে আর যাব না। দ্বিতীয়ত এটা তার জন্য প্রশিক্ষণমূলক প্রজেক্ট হিসেবে কাজ করবে যার ফাউণ্ডেশন এবং ফাউণ্ডেশন আণ্ডারগ্রাউণ্ডের ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। তোমরা–"

ওভাল গ্রি যখন দাঁত বের করে হাসে তখন অসংখ্য ভাঁজ পড়ে তার মুখে, "তুমি নিশ্চয়ই ফলাফল দেখে বিস্মিত হয়েছ, কারণ আমার বিশ্বাস এমন কোনো বণিক বিশ্ব নেই যারা জানে না যে তোমার ভাতিজা ফাউণ্ডেশন-এর নাম ভাঙিয়ে মিউলের একজন লোককে ভাগিয়ে এনে তাকে খেপিয়ে তুলেছে। গ্যালাক্সি, রাণ্ডু, ইউ স্পিন রোমান্সেজ। এ ব্যাপারে তোমার কোনো হাত নেই এটা আমি বিশ্বাস করি না। শোন, চমৎকার দেখিয়েছ।"

সাদা চুল ভর্তি মাথা নাড়ল রাণ্ডু। "আমি কিছু করিনি। আমার ভাতিজার ইচ্ছাতেও কিছু ঘটেনি। সে এখন ফাউণ্ডেশন-এর জেলে বন্দি, এবং সম্ভবত তথাকথিত চমৎকার কাজের চূড়ান্ত ফলাফল দেখার জন্য বেঁচে থাকবে না। ওর কাছ থেকে খবর পেয়েছি। চোরাইপথে কোনোভাবে একটা পারসোন্যাল ক্যাপসুল পাঠিয়েছে, যুদ্ধ ক্ষেত্র পাড়ি দিয়ে প্রথমে পৌঁছেছে হেভেনে, সেখান থেকে এখানে, পুরো একমাস লেগেছে।"

"এবং?–"

বিষণ্ন স্বরে রাণ্ডু বলল, "সম্ভবত আমরাও কালগানের প্রাক্তন ওয়ারলর্ডের মতো একই ভূমিকা পালন করছি। মিউল একটা মিউট্যান্ট।"

সবার পেটের ভেতরে নাড়িভূঁড়ি পাক দিয়ে উঠল, হার্টবিট মিস করল। এগুলো সবই অনুমান করতে পারছে রাণ্ডু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যানগিন অবশ্য কথা বলল স্বাভাবিক সুরে, "তুমি কীভাবে জানো?"

"আমার ভাতিজার কাছে শুনেছি।"

"কী ধরনের মিউট্যান্ট? সব ধরনেরই তো আছে।"

"হ্যাঁ, অনেক ধরনের, হ্যাঁ ম্যানগিন। ঠিকই বলেছ! কিন্তু মিউল একটাই। কী ধরনের মিউট্যান্ট শূন্য থেকে শুরু করে একটা আর্মি গড়ে তুলতে পারে, শুনেছি প্রথমে একটা পাঁচ মাইল লম্বা অ্যাস্টেরয়েডে মূলঘাঁটি স্থাপন করে সে, সেখান থেকে একটা গ্রহ দখল করে, তারপর একটা সিস্টেম, তারপর একটা রিজিওন–তারপর ফাউণ্ডেশন আক্রমণ করে এবং আমাদের পরাজিত করে হোরলেগরে এবং সবকিছুই ঘটেছে মাত্র দুই তিন বছরে!"

শ্রাগ করল ওভাল গ্রী, "তো তুমি ধরে নিচ্ছ সে ফাউণ্ডেশনকে পরাজিত করতে পারবে।"

"আমি জানি না। ধরে নাও পারল?"

"দুঃখিত, মানতে পারলাম না। ফাউণ্ডেশনকে পরাজিত করা যাবে না। দেখ, একটা... একটা অনভিজ্ঞ ছোকরার মন্তব্য শুনে আমাদের নতুন কিছু করতে যাওয়া ঠিক হবে না। বরং এই ব্যাপারটা কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রাখা যাক। মিউল যত যুদ্ধই জয় করুক না কেন আমাদের চিন্তার কিছু নেই, তাই না?"

ভুরু কুঁচকে দুজনকেই জিজ্ঞেস করল রাণ্ডু, "এখন পর্যন্ত মিউলের সাথে আমরা কোনো যোগাযোগ করতে পেরেছি?"

"না," দুজন একসাথে উত্তর দিল।

"সত্যি কথা, যদিও আমরা চেষ্টা করেছি, তাই না? সত্যি কথা তার কাছে পৌঁছতে না পারলে এত মিটিং করে কিছুই হবে না। সত্যি কথা যে, দেয়ার হ্যাজ বিন মোর ড্রিংকিং দ্যান থিংকিং অ্যাণ্ড মোর ওয়িং দ্যান ডুয়িং–আজকের র‍্যাডল ট্রিবিউনে এই কথাগুলো লিখেছে–এবং সবকিছুর মূলে কারণ হচ্ছে আমরা মিউলের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না। জেন্টলম্যান, আমাদের এক হাজার শিপ প্রস্তুত হয়ে আছে, ঠিক সময়মতো উড়ে গিয়ে ফাউণ্ডেশন-এর হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে। আমার মতে সেই সিদ্ধান্ত এখনই বদলানো উচিত। এই মুহূর্তে এক হাজার শিপ রওয়ানা করিয়ে দেওয়া উচিত–মিউলের বিরুদ্ধে।"

"মানে স্বৈরাচারী ইণ্ডবার এবং রক্তচোষা ফাউণ্ডেশন-এর পক্ষে কাজ করতে বলছ?" চরম বিদ্বেষের সাথে জিজ্ঞেস করল ম্যানগিন।

ক্লান্ত হাত তুলল রাণ্ডু, "আমি বলেছি মিউলের বিরুদ্ধে পাঠাতে হবে, এবং অন্য সকল বিষয় আমার কাছে এখন তুচ্ছ।"

ওভাল গ্রি উঠে দাঁড়াল, "রাণ্ডু, এই ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। যদি পলিটিক্যাল স্যুইসাইড করার খুব বেশি ইচ্ছা হয় তা হলে রাতের কাউন্সিলে সব খুলে বলো।"

আর একটাও কথা না বলে সে চলে গেল, নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করল ম্যানগিন। রাণ্ডুকে একা ফেলে রেখে গেল সমাধানহীন সমস্যার সাগরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতের কাউন্সিলে সে কিছুই বলল না।

কিন্তু পরেরদিন সকালেই হন্তদন্ত হয়ে তার কামরায় এসে হাজির হল ওভাল গ্রী। এলোমেলো পোশাক, শেভ করেনি, চুল আঁচড়ায়নি।

রাণ্ডু মাত্র ব্রেকফাস্ট শেষ করেছে। টেবিল এখনো পরিষ্কার করা হয়নি। সে এত বেশি অবাক হয়েছে যে পাইপ খসে পড়ল মুখ থেকে।

সাদামাটা কর্কশ গলায় ওভাল গ্রী বলল, "নেমন প্রতারণার শিকার। স্পেস থেকে তার উপর বোমা বর্ষণ করা হয়েছে।"

চোখ ছোট করল রাণ্ডু, "ফাউণ্ডেশন?"

"মিউল!" বিস্ফারিত হল ওভাল। "মিউল!" কথা বলছে হড়বড় করে, "বিনা প্ররোচনায় উদ্দেশ্য প্রণোদিত আক্রমণ। আমাদের ফ্লিটের অধিকাংশই যোগ দিয়েছে ইন্টারন্যশনাল ফ্লোটিলার সাথে। হোম স্কোয়াড্রন হিসেবে যা ছিল খুবই অল্প, সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত কোনো ল্যাণ্ডিং নেই, হয়তো হবেও না, কারণ শুনেছি যে আক্রমণকারীদেরও অর্ধেকের বেশি ধ্বংস হয়ে গেছে–কিন্তু এটা যুদ্ধ–এবং আমি জানতে এসেছি এই ব্যাপারে হেভেনের পদক্ষেপ কী হবে।"

"হেভেন, আমি নিশ্চিত, চার্টার অফ ফেডারেশনের প্রতি অনুগত থাকবে। কিন্তু, তুমি দেখেছ? সে আমাদের আক্রমণ করেছে।"

"মিউল একটা পাগল। মহাবিশ্বকে সে পরাজিত করতে পারবে?" হতাশভাবে বসে রাণ্ডুর হাত ধরল সে, "যারা বেঁচে ফিরতে পেরেছে তারা মিউলের...শত্রুর হাতে একটা নতুন ধরনের অস্ত্রের কথা বলেছে। নিউক্লিয়ার ফিল্ড ডিপ্রেসর।"

"কী?"

"আমাদের বেশিরভাগ শিপ পরাজিত হয়েছে কারণ তাদের আণবিক অস্ত্র কাজ করেনি। এটা দুর্ঘটনা বা স্যাবোটাজ হতে পারে না, নিঃসন্দেহে মিউলের নতুন ধরণের কোনো অস্ত্র। নিখুঁতভাবে কাজ করেনি; থেমে থেমে আঘাত করেছে; সম্ভবত নিউট্রালাইজ করার কোনো পদ্ধতি–ডেসপ্যাচার বিস্তারিত বলতে পারেনি। কিন্তু বুঝতেই পারছো এই অস্ত্র যুদ্ধের চিত্র পাল্টে দিয়েছে পুরোপুরি এবং এর সামনে আমাদের পুরো ফ্লিট একেবারে অসহায়।"

রাণ্ডু বুঝতে পারল যে সে বুড়ো হয়ে গেছে, একটা চরম হতাশা গ্রাস করল তাকে। "সম্ভবত একটা দানব তৈরি হয়েছে যা আমাদের সবাইকে গিলে নেবে। তবুও লড়াই করে যেতে হবে আমাদের।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭. দ্য ভিজি সোনার

টার্মিনাস সিটির মোটামুটি অখ্যাত অঞ্চলে অবস্থিত এবলিং মিস এর বাসস্থান ফাউণ্ডেশন-এর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, শিক্ষিত সমাজ এবং সাধারণ পাঠকপাঠিকার কাছে বহুল পরিচিত। এর অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে মূলত কী পড়া হচ্ছে তার উপর। একজন মননশীল বায়োগ্রাফার এর মতে এটা হল "নন-একাডেমিক রিয়েলিটিতে ফিরে আসার চমৎকার নিদর্শন," একজন সোসাইটি কলামিস্ট বিরুপভাবে মন্তব্য করেছিল, "এলোমেলো এবং ভীষণরকম পুরুষালি," বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পিএইচডি-র মতে, "বুকিশ, বাট আনঅর্গানাইজড," বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এক বন্ধুর মতে, "যখন তখন একটা ড্রিংক নেওয়ার জন্য আদর্শ এবং তুমি সোফার উপর পা তুলে বসতে পারবে," হালকা মেজাজের চটকদার এক রঙিন সাপ্তাহিক পত্রিকার মতে, "বাইরে রুক্ষ এবং বামপন্থী উগ্রস্বভাবের এবলিং মিস এর বাসস্থান হিসেবে চমৎকার মানিয়ে যায়।"

বেইটার কাছে, যে প্রথমবারের মতো এখানে এসেছে– তার কাছে শুধুই নোংরা।

প্রথম কয়েকটা দিন বাদ দিয়ে পরিস্থিতি বেশ হালকাই মনে হয়েছে। বোধহয় এখন সাইকোলজিস্ট-এর বাড়িতে অপেক্ষা করার চাইতেও হালকা। অন্তত সেই সময় তো টোরান সাথে ছিল।

হয়তো উদ্বেগ তাকে ক্লান্ত করে তুলত যদি না বুঝতে পারত যে ম্যাগনিফিসো তার চেয়ে অনেক বেশি অস্থির হয়ে আছে।

থ্যাবড়ানো চিবুকের নিচে পাইপের মতো সরু পাগুলো ভাঁজ করে রেখেছে ম্যাগনিফিসো। যেন কুণ্ডুলী পাকিয়ে নিজেকে নেই করে ফেলার চেষ্টা করছে। নিজের অজান্তেই আশ্বস্ত করার জন্য কোমল হাত বাড়াল বেইটা। সঙ্কুচিত হয়ে গেল ম্যাগনিফিসো, তারপর হাসল।

"সত্যি, মাই লেডি, মনে মনে বুঝতে পারলেও এখনো আমার দেহ কাউকে হাত বাড়াতে দেখলে শুধু আঘাতের প্রত্যাশা করে।"

"চিন্তা করো না, ম্যাগনিফিসো। আমি যতক্ষণ আছি কেউ তোমাকে আঘাত করতে পারবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড়চোখে তার দিকে তাকাল ক্লাউন, তারপর দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল, "কিন্তু ওরা আমাকে আপনার কাছে যেতে দেয়নি–এবং আপনার ভালোমানুষ স্বামীর কাছে–আর কথা বলতে দেয়নি আমাকে, আপনি শুনলে হয়তো হাসবেন, কিন্তু আমার খুব একা একা লেগেছে।"

"হাসব না। আমারও একই রকম লেগেছে।"

ম্যাগনিফিসোর চেহারা উজ্জ্বল হল, হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরল আরো শক্ত করে। "এই লোকটাকে আপনি আগে কখনো দেখেন নি?" সতর্কভাবে প্রশ্নটা করল সে।

"না। কিন্তু উনি বিখ্যাত লোক। নিউজকাস্টে আমি উনাকে দেখেছি, অনেক কথা শুনেছি। আমার মনে হয় উনি ভালোমানুষ, ম্যাগনিফিসো এবং আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।"

"কী জানি?" ক্লাউনের চোখে অস্বস্তি। "হতে পারে, মাই লেডি, আমাকে সে আগেও অনেক কিছু জিজ্ঞেস করেছে, কেমন যেন রাগী আর কর্কশ, আমার ভয় লাগে। কথা বার্তা সব অদ্ভুত ধরনের, ফলে কোনো প্রশ্নের উত্তরই আমার গলা দিয়ে বেরোয় না। যেন অনেকদিন আগে শোনা গল্পের মতোই কলিজা আটকে শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে কথা বেরনো বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো।"

"কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্যরকম। আমরা দুজন, সে একা। আমাদের দুজনকেই সে একসাথে ভয় দেখাতে পারবে না, পারবে?"

"না, মাই লেডি।"

কোথাও একটা দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল, পুরুষালি কণ্ঠের জোরালো তর্জন গর্জন প্রবেশ করল বাড়ির ভিতরে। এই কামড়ার দরজার ঠিক বাইরে তর্জন গর্জন পরিণত হল বোধগম্য কথা এক ধমকে, "বেরোও এখান থেকে!" এবং দরজা খোলার সময় এক ঝলক দেখা গেল যে দুজন গার্ড পিছিয়ে যাচ্ছে।

চোখ মুখ কুঞ্চিত করে ভেতরে ঢুকল এবলিং মিস, যত্নের সাথে প্যাকেট করা একটা বাণ্ডিল মেঝেতে নামিয়ে রাখল, তারপর এগোলো বেইটার দিকে, করমর্দনের সময় চেষ্টা করল বেইটার হাত গুঁড়িয়ে দেওয়ার কিন্তু বেইটাও পুরুষালি ভঙ্গিতে সমান তালে জবাব দিল। ক্লাউনের উপর প্রয়োগ করল দ্বিগুণ শক্তি।

"বিবাহিত?" বেইটাকে জিজ্ঞেস করল সে।

"হ্যাঁ। পুরোপুরি আইনগত আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে।"

একটু নীরব থেকে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, "সুখী?"

"তা বলা যায়।"

শ্রাগ করল মিস, এবং আবার ঘুরল ম্যাগনিফিসোর দিকে। প্যাকেটের মোড়ক খুলে জিজ্ঞেস করল, "এটা চিনতে পেরেছো, খোকা?"

প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে অসংখ্য চাবিযুক্ত যন্ত্রটা ছিনিয়ে নিল ম্যাগনিফিসো। আঙুল বুলাতে লাগল নবের মতো দেখতে অসংখ্য কন্টাক্টের উপর, তারপর খুশির চোটে উল্টো ডিগবাজি দিয়ে একটা চেয়ার প্রায় ভেঙে ফেলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ভিজি সোনার," চেঁচিয়ে উঠল আনন্দে, "এমনকি মরা মানুষের হৃদয়কেও আনন্দিত করে তুলতে পারে।" পরম আদরে চাবিগুলোর উপর আঙুল বোলাতে লাগল, দু-একটা কন্টাক্টে চাপ দিচ্ছে হালকাভাবে, মাঝে একটা কি দুটো চাবির উপর আঙুল থামিয়ে রাখছে–এবং তাদের সামনের বাতাসে ঠিক দৃষ্টিসীমার ভেতরে একটা কোমল গোলাপি আভা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এবলিং মিস বলল, "ঠিক আছে, খোকা, তুমি বলেছ এ ধরনের গেজেট বাজাতে পারো। তোমাকে সুযোগ দিলাম। একটু টিউন করে নাও, কারণ এটাকে জাদুঘর থেকে নিয়ে এসেছি।" তারপর বেইটার কানে কানে বলল, "ফাউণ্ডেশন-এর কেউ এটা ঠিকমতো বাজাতে পারে না।"

সামনে ঝুঁকে দ্রুত বলল, "আপনাকে ছাড়া ক্লাউন কথা বলবে না। আপনি সাহায্য করবেন?"

মাথা নাড়ল বেইটা।

"গুড। ভয় ওর মনের ভেতর পাকাপোক্ত আসন গেড়ে বসেছে, এবং আমার সন্দেহ ওর মেন্টাল স্ট্রেন্থ সাইকিক প্রোবের মোকাবেলা করতে পারবে না। ওর কাছ থেকে কথা আদায় করতে হলে, পুরোপুরি আশ্বস্ত করে তুলতে হবে। বুঝতে পেরেছেন?"

আবার মাথা নাড়ল বেইটা।

"ভিজি সোনার হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ। ও আমাকে বলেছে যে সে বাজাতে পারে; আর এখনকার উচ্ছ্বাস দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এটা ওর জীবনের সবচেয়ে আনন্দের বিষয়গুলোর একটা। কাজেই ভালোমন্দ যেমনই বাজাক আমরা আগ্রহ নিয়ে শুনব এবং প্রশংসা করব। তারপর এমন ভাব দেখাবেন যে আপনি আমার বন্ধু এবং আমাকে বিশ্বাস করেন। সবচেয়ে বড় কথা প্রতিটা ক্ষেত্রে আমার কথা মেনে চলবেন।" দ্রুত একবার ম্যাগনিফিসোর দিকে তাকাল, ক্লাউন সোফার কোণা ঘেষে বসে দ্রুত হাতে যন্ত্রের ভেতরে কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট করছে, নিজের কাজে পুরোপুরি মগ্ন।

মিস স্বাভাবিক আলাপচারিতার সুরে বেইটাকে বলল, "ভিজি সোনার এর বাজনা কখনো শুনেছেন?"

"একবার," একই রকম স্বাভাবিক সুরে বলল বেইটা, "দুর্লভ বাদ্যযন্ত্রের একটা কনসার্টে গিয়েছিলাম, সেখানে। খুব একটা ভালো লাগেনি।"

"আপনি ভালো বাদকের বাজনা শুনেছেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। ভালো বাদকের সংখ্যা খুব কম। এটা বাজাতে যে খুব বেশি শারীরিক সামর্থের প্রয়োজন হয় তা না–বরং একটা মাল্টি ব্যাঙ্ক পিয়ানো বাজাতে প্রয়োজন হয় অনেক বেশি–এটার জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ ধরণের স্বাধীন মানসিকতা।" তারপর নিচু গলায় বলল, "সেইজন্যই মনে হয় এই জীবিত কংকাল আমাদের ধারণার চাইতে অনেক বেশি ভালো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে বাজনা ভালো বাজাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানলেও বুদ্ধিশুদ্ধির বেশ ঘাটতি থাকে। এই অস্বাভাবিক সেটআপের কারণেই সাইকোহিস্টোরি বিষয়টা এত আকর্ষণীয়।"

হালকা আলাপচারিতা চালু রাখার জন্য যোগ করল, "কীভাবে কাজ করে আপনি জানেন? আমি যতদুর বুঝতে পেরেছি যে রেডিয়েশন মস্তিষ্কের অপটিক নার্ভ স্পর্শ না করেই অপটিক সেন্টার উদ্দীপ্ত করে তোলে। আসলে এটা এমন একটা অনুভূতি স্বাভাবিক অবস্থায় যা আমরা কখনো বুঝতে পারি না। সত্যিই তুলনাহীন। যা শুনবেন ওতে কোনো সমস্যা নেই। একেবারেই সাধারণ। কিন্তু–শ্‌শ্‌শ! ও তৈরি। পা দিয়ে ওই সুইচটা বন্ধ করে দিন। অন্ধকারে কাজ করে ভালো।"

অন্ধকারে ম্যাগনিফিসোকে মনে হল বিন্দুর মতো, পাশে এবলিং মিস এর ভারি নিশ্বাস পতনের শব্দ হচ্ছে। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে দেখার চেষ্টা করল বেইটা, লাভ হল না। ঘরের বাতাসে একটা তীক্ষ্ণ সুর ভেসে উঠল, কেঁপে কেঁপে সুরের মাত্রা ক্রমশ বাড়ছে, টলমল করে ভেসে থাকল বাতাসে, আবার ঝপ করে নেমে গেল নিচু মাত্রায়। তারপর অকস্মাৎ বজ্রপাতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল, যেন হ্যাচকা টানে সামনে থেকে সরে গেল একটা পর্দা।

ছোট একটা বহুরঙা গ্লোব ভেসে উঠল বাতাসে, মাঝপথে এসে বিস্ফোরিত হয়ে আকৃতি হারালো, ভেসে উঠে গেল উপরে, ধীরে ধীরে নিচে নামল পরস্পর যুক্ত ছোট ছোট পতাকার আকৃতি নিয়ে। তারপর আকৃতি বদলে পরিণত হল ছোট ছোট বৃত্তে, প্রতিটা ভিন্ন রঙের–এবং প্রতিটা বস্তু আলাদাভাবে চিনতে শুরু করল বেইটা।

বেইটা লক্ষ্য করল চোখ বন্ধ করলে রঙের প্যাটার্ন ভালোভাবে বোঝা যায়; রঙের প্রতিটা পরিবর্তনের মূল কারণ হল শব্দের নির্দিষ্ট প্যাটার্ন; রংগুলোকে সে চিনতে পারছে না; এবং সবার শেষে গ্লোবগুলো আর গ্লোব থাকল না, হয়ে গেল ছোট ছোট আকৃতি।

ছোট ছোট আকৃতি; ছোট ছোট পরিবর্তনশীল শিখা, অগণিত অসংখ্য নেচে বেড়াচ্ছে ঝলকাচ্ছে; ছুটে বেড়িয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিসীমার বাইরে, আবার ফিরে আসছে; ছুটে গিয়ে একটা আরেকটার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে তৈরি করছে নতুন রং।

অনেকটা সামঞ্জস্যহীনভাবেই বেইটার মনে পড়ল রাতের বেলায় জোরে চোখের পাতা চেপে বন্ধ করে রাখলে যে রঙিন ফুটকি ভেসে উঠে তার কথা। সামনে নেচে বেড়ানো পরিবর্তনশীল রঙের বিন্দুগুলো ঠিক তাই, বিন্দুগুলো হঠাৎ হঠাৎ কেঁপে উঠছে।

বিন্দুগুলো জোড়ায় জোড়ায় এগিয়ে এল তার দিকে, দম বন্ধ করে একটা হাত তুলল সে, কিন্তু দুড়দাড় করে সেগুলো ছুটে পালাল। হঠাৎ করে নিজেকে সে আবিষ্কার করল একটা উজ্জ্বল তুষার ঝড়ের মাঝে, অনুভব করল ঠাণ্ডা আলো পিছলে নেমে যাচ্ছে কাঁধ বেয়ে, চকচকে স্কি-স্লাইডের মতো বাহু ধরে নেমে এসে চুমো খেলো শক্ত হয়ে যাওয়া আঙুলে এবং ছুটে গিয়ে বাতাসের মাঝখানে ভেসে থাকল উজ্জ্বল আলোর মতো। নিচ থেকে ভেসে আসছে শত শত বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর সঙ্গীত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝতে কিছুটা সময় লাগল এই সঙ্গীত তৈরি হচ্ছে সামনের জমাট আলোর বৃত্ত থেকে।

বিস্মিত হয়ে ভাবলো এবলিং মিস কি একই জিনিস দেখছে, যদি না দেখে কী দেখছে সে। বিস্ময় দূর হয়ে গেল, এবং, তারপর–

আবার দেখছে সে। ছোট ছোট আকৃতি–আসলেই কী কোনো আকৃতি? –ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রমণী দেহ, মাথার চুল আগুনরঙা, চোখের পলক ফেলার আগেই দ্রুত কুর্নিশ করছে? পরস্পরের হাত ধরে তৈরি করল কয়েকটা নক্ষত্রের আকৃতি–সঙ্গীত পরিণত হল হাসির ধ্বনিতে–ঠিক কানের ভেতরে বেজে উঠল রমণীর খিলখিল হাসি।

নক্ষত্রগুলো কাছাকাছি হল, পরস্পরের দিকে আলো ছুঁড়ে দিয়ে খেলা করতে লাগল, ধীরে ধীরে তৈরি করল একটা কাঠামো–এবং নিচ থেকে দ্রুত গতিতে উপরে উঠতে লাগল একটা প্রাসাদ। প্রাসাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটগুলো প্রতিটা ভিন্ন রঙের, প্রতিটা রং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ চমকের মতো, প্রতিটা বিদ্যুৎ চমক তীব্র আলোর মতো পথ দেখিয়ে দৃষ্টিকে নিয়ে গেল উপরের রত্নখচিত বিশটা মিনারের দিকে।

একটা উজ্জ্বল কার্পেট ছুটে বেরিয়ে এল, ঘুরছে, পাক খাচ্ছে, ঢেউ তুলে একটা জাল তৈরি করে ঢেকে দিল সামনের জায়গাটুকু, তার মধ্যে থেকে একটা উজ্জ্বল আভা শা করে উপরের দিকে ছুটে গিয়ে গাছ তৈরি করল, যে গাছ গাইতে লাগল সম্পূর্ণ নিজস্ব এক সঙ্গীত।

বেইটা এক ঘেরাওয়ের মাঝে বসে আছে। তাকে ঘিরে অবিরত উপচে পড়ছে সুর আর ছন্দ। হাত বাড়িয়ে ভঙ্গুর একটা গাছ ছুঁলো সে এবং সেটা ভেসে উঠে টুংটাং ধ্বনির সাথে খসে পরল।

এবার শুরু হল বিশটা মন্দিরের একতান, এবং তার সামনে কিছু অংশ জুড়ে একটা অগ্নিপ্রভা জ্বলে উঠল, এবং তার কোল পর্যন্ত একটা অদৃশ্য সিঁড়ি তৈরি করে অবিরত বিদ্যুৎ শিখার মতো ছলকে উঠল, অগ্নিশিখা লাফিয়ে উঠল কোমর পর্যন্ত এবং কোল ঘিরে তৈরি করল রংধনুর মতো সাতরঙা সেতু, তার উপর ছোট ছোট আকৃতি–

একটা প্রাসাদ, একটা বাগান এবং সেতুর উপর যতদূর দৃষ্টি যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নর নারী রাজকীয় ভঙ্গিতে নেচে বেড়াচ্ছে আর তার উপর আছড়ে পড়ছে সুমধুর সঙ্গীত।

এবং তারপর আবার নিকষ অন্ধকার।

একটা ভারী পা এগিয়ে গেল পেডালের দিকে; আলোতে ভেসে গেল পুরো কামরা; যেন ক্লান্ত সূর্যের নিষ্প্রভ আলো। চোখ পিট পিট করতে লাগল বেইটা, চোখে পানি না বেরনো পর্যন্ত। তার নিজের কাছে মনে হচ্ছে যেন সাত রাজার ধন হারিয়ে গেছে। আর এবলিং মিস পুরোপুরি স্তম্ভিত।

একমাত্র ম্যাগনিফিসোকে মনে হল জীবন্ত। পরমানন্দে সে তার ভিজি সোনারে হাত বোলাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মাই লেডি," রুদ্ধশ্বাসে বলল সে, "এটার অবশ্যই জাদুকরী ক্ষমতা আছে। কল্পনাকে বাস্তব করে তোলে। এটা দিয়ে আমি আশ্চর্য সব কান্ড ঘটাতে পারি। আমার কম্পোজিশন কেমন লেগেছে, মাই লেডি?"

"এই কম্পোজিশন তোমার?" দম নিল বেইটা। "তোমার নিজের?"

তার বিস্ময় দেখে ক্লাউনের চেহারা নাকের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে গেল। "একেবারে আমার নিজস্ব, মাই লেডি। মিউল পছন্দ করত না, কিন্তু প্রায়ই আমি নিজের জন্য এটা বাজাতাম। অনেকদিন আগে এই প্রাচুর্যময় প্রাসাদটা দেখেছিলাম–একটা মেলার সময় অনেক দূর থেকে। কী তার মহিমা, কী তার গৌরব–আর এত চমৎকার মানুষ আমি পরে আর কখনো দেখিনি, এমনকি মিউলের কাছে থাকার সময়ও না। আমি সত্যিকারভাবে সব ফুটিয়ে তুলতে পারিনি। এটার নাম দিয়েছি, 'স্বর্গের স্মৃতি'।"

আলাপচারিতার মাঝপথে একটা ঝাকুনি দিয়ে নিজেকে সজীব করে তুলল মিস। "শোন," বলল সে, "তুমি আর সবার সামনে একই রকম করে বাজাতে পারবে?"

এক মুহূর্তের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল ক্লাউন, "আর সবার সামনে?" কেঁপে উঠল সে।

"হাজার হাজার মানুষের জন্য," চেঁচিয়ে উঠল মিস, "ফাউণ্ডেশন এর গ্রেট হলে। তুমি নিজের মাস্টার হতে চাও, অঢেল প্রাচুর্য, সম্মান, এবং...এবং–" তার কল্পনা আর বেশিদূর এগোতে পারলো না। "এবং সব কিছু? হ্যাঁহ্? কী বলো?"

"কিন্তু আমি এতকিছু কীভাবে হবো, সাইটি স্যার, কারণ, আমি অসহায় এক ক্লাউন, জগতের কোনো বস্তুই আমার কাছে নেই।"

ঠোঁট গোল করে বাতাস ছাড়ল সাইকোলজিস্ট, ভুরু ঘষল হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে। "তোমার বাজনা দিয়ে মেয়র আর তার বণিকদের এই বাজনা শোনালে জগৎ তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। কেমন মনে হচ্ছে?"

ঝট করে বেইটার দিকে একবার তাকাল ক্লাউন, "উনি আমার সাথে থাকবেন?"

হাসল বেইটা "অবশ্যই। ঠিক যখন তুমি ধনি আর বিখ্যাত হতে চলেছ তখন কী আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি?"

"কিন্তু," সাদামাটা গলায় বলল মিস, "প্রথমে যে একটু সাহায্য করতে হয়–"

"কী রকম?"

একটু দম নিল সাইকোলজিস্ট, এবং হাসল, "একটা ছোট সারফেস প্রোব, মোটেও ব্যথা লাগবে না।

তীব্র আতঙ্ক ফুটে উঠল ম্যাগনিফিসোর চোখে। "না, কোনো প্রোব না। ওটার ব্যবহার আমি দেখেছি। মানুষের মাইণ্ড শুষে নিয়ে মাথার খুলির ভেতরটা ফাঁকা করে দেয়। বিশ্বাসঘাতকদের উপর মিউল এটা ব্যবহার করত। পাগল আর উন্মাদ বানিয়ে ছেড়ে দিত রাস্তায়। ওভাবেই বেঁচে থাকত যতদিন না দয়াপরবশ হয়ে মেরে ফেলা হত তাদের।" হাত তুলে মিসকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ওটা ছিল সাইকিক প্রোব," ধৈর্য ধরে বোঝাতে লাগল মিস, "এবং শুধুমাত্র ভুলভাবে ব্যবহার করলেই মানুষের ক্ষতি হয়। আমারটা হচ্ছে সারফেস প্রোব, এটা দিয়ে একটা বাচ্চাকেও ব্যথা দেওয়া যাবে না।

কম্পিত একটা হাত বাড়িয়ে ধরল ম্যাগনিফিসো, "আপনি আমার হাত ধরে রাখবেন?"

দুহাত দিয়ে সেটা জড়িয়ে ধরল বেইটা, আর ক্লাউন বিস্ফোরিত চোখে দেখতে পেল বার্ণিশ করা টার্মিনাল প্লেট এগিয়ে আসছে।

মেয়র ইণ্ডবার এর ব্যক্তিগত কোয়ার্টারের অতিরিক্ত ব্যয়বহুল চেয়ারে এবলিং মিস নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বসে আছে। তার প্রতি যে সৌজন্য দেখানো হয়েছে ওটা নিয়ে কোনো কৃতজ্ঞতা নেই, বরং বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে আছে অস্থির ছোটখাটো মেয়রের দিকে। টোকা দিয়ে সিগারের ছাই ফেলল সে, থু করে চিবানো তামাক ফেলল মেঝেতে।

"ভালো কথা, ম্যালো হলের আগামী কনসার্টে যদি নতুন কিছু শুনতে চাও তা হলে ইলেকট্রনিক গ্যাজেটিয়ারগুলো যে নর্দমা থেকে এসেছে সেখানে ফেলে দিয়ে আমার ক্লাউনের হাতে একটা ভিজি সোনার তুলে দাও। ইণ্ডবার–এই বিশ্বে ওর মতো বাজনাদার নেই।"

বিরক্ত হয়ে ইণ্ডবার বললেন, "সঙ্গীতের উপর লেকচার শোনার জন্য তোমাকে ডাকিনি। মিউলের কী হবে? বল। মিউলের কী হবে?"

"মিউল? বেশ, বলছি–সারফেস প্রোব ব্যবহার করে তেমন কিছু বের করতে পারিনি। সাইকিক প্রোব ব্যবহার করা সম্ভব না, কারণ জিনিসটাকে ওই ব্যাটা অসম্ভব ভয় পায়, কাজেই কন্ট্যাক্ট হওয়ার সাথে সাথে মেন্টাল ফিউজ উড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আমি যা পেয়েছি, ঢোল বাজানো থামাও তো–

"প্রথমত মিউলের অতিরিক্ত শারীরিক শক্তির কথা সে বাড়িয়ে বলেছে, এবং সম্ভবত অতিরিক্ত নির্যাতনে মনের ভেতর যে ভয় গেড়ে বসেছে সেটার জন্যই তৈরি করেছে এমন কল্পিত গল্প। মিউল অদ্ভুত ধরণের চশমা পড়ে এবং চোখ দিয়েই মানুষ খুন করতে পারে, পরিষ্কার বোঝা যায় তার মেন্টাল পাওয়ার আছে।"

"প্রথম থেকেই যা আমরা জানি," তিক্ত গলায় মন্তব্য করলেন মেয়র।

"প্রোব সেটা কনফার্ম করল, আর ঠিক এখান থেকেই আমি ম্যাথমেটিক্যালি কাজ শুরু করেছি।"

"তাই? তো কতদিন লাগবে? তোমার কথা এখনো আমার কানে ঝমঝম করছে।"

"প্রায় একমাস, তখন হয়তো তোমার হাতে কিছু দিতে পারব। আবার নাও দিতে পারতে পারি। কিন্তু তাতে কি? যদি বর্তমান সমস্যা সেলডন প্ল্যানের ভেতরে না থাকে তা হলে আমাদের সুযোগ খুবই কম, (ছাপার অযোগ্য) কম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিংস্র ভঙ্গিতে মিস এর দিকে ঘুরলেন ইণ্ডবার, "এইবার তোমাকে পেয়েছি, বিশ্বাস ঘাতক। মিথ্যেবাদী! তুমিও ওই বদমাশগুলোর দলে যারা গুজব ছড়িয়ে ফাউণ্ডেশন-এর ভেতর আতঙ্ক তৈরি করছে, আমার কাজ দ্বিগুণ কঠিন করে তুলছে। অস্বীকার করতে পারবে?"

"আমি? আমি?" ধীরে ধীরে রেগে উঠছে মিস।

"কারণ, বাই দ্য ডাস্ট ক্লাউডস অফ স্পেস, ফাউণ্ডেশন জিতবেই–ফাউণ্ডেশনকে অবশ্যই জিততে হবে।"

"হোরলেগরে হেরে যাবার পরেও?"

"আমরা পরাজিত হইনি। তুমিও গুজবগুলো বিশ্বাস করছ? আমরা ছিলাম সংখ্যায় কম এবং বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকার–"

"কারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?" উষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল মিস।

"নর্দমার কীট ডেমোক্র্যাটের দল।" পাল্টা চিৎকার করলেন ইণ্ডবার। "আমি বহুদিন থেকেই জানি ওই ফ্লিট চালায় ডেমোক্র্যাট সেল। বেশিরভাগই ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু যুদ্ধের মাঝখানে কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই বিশটা শিপ আত্মসমর্পণ করে বসে। পরাজয় ডেকে আনার জন্য সেটাই যথেষ্ট।

"এখন বলো দেখি, ধারালো জিভঅলা, দেশপ্রেমিক, পুরোনো মূল্যবোধের ধারক, তোমার সাথে ডেমোক্র্যাটদের সম্পর্কটা কী?"

শ্রাগ করে প্রশ্নটা উড়িয়ে দিল মিস, "অর্থহীন প্রলাপ, তুমি ভালো করেই জানো। তারপরে যে ক্রমেই পিছু হটতে হচ্ছে, সিডিয়েনার অর্ধেক ছেড়ে দিতে হল, সেক্ষেত্রে? আবারো ডেমোক্র্যাট?"

"না, ডেমোক্র্যাট না," ছোটখাটো মানুষটা ধারালোভাবে হাসলেন। "আমরা নিজেরাই পিছিয়ে এসেছি–আক্রান্ত হলেই ফাউণ্ডেশন বরাবর যেভাবে পিছিয়ে আসে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবিতা আমাদের পক্ষে এসে দাঁড়ায়। এরই মধ্যে, আমি চূড়ান্ত ফলাফল দেখতে পারছি। ইতোমধ্যে তথাকথিত আণ্ডারগ্রাউণ্ড অব দ্য ডেমোক্র্যাটস সরকারের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এবং সহযোগিতা করার জন্য একটা বিবৃতি প্রকাশ করেছে। এটা ভান হতে পারে, আরো বড় কোনো ষড়যন্ত্র ঢেকে রাখার কৌশল হতে পারে, কিন্তু আমি সুযোগটা কাজে লাগাতে পারব, এবং যে প্রোপাগাণ্ডা চালানো হবে তাতে তাদের কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হবে না। এবং তার চেয়েও ভালো–"

"তার চেয়েও ভালো আর কী হতে পারে, ইণ্ডবার?"

"নিজেই বিচার করো। দুইদিন আগে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিপ্যাণ্ডেন্ট ট্রেডারস মিউলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং তার ফলশ্রুতিতে এক হাজার শিপ যোগ দিয়ে ফাউণ্ডেশন ফ্লিটের শক্তি বৃদ্ধি করে। বুঝতেই পারছ, মিউল বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। সে দেখল আমরা বিভক্ত, নিজেদের মাঝে ঝগড়া ফ্যাসাদ নিয়ে ব্যস্ত এবং সে আক্রমণ করতেই আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলাম। তাকে হারতেই হবে। এটাই অবশ্যম্ভাবী–বরাবরের মতো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু মিস এর চেহারা থেকে সন্দেহ দূর হল না, "তা হলে তুমি বলতে চাও সেলডন এমনকি একজন ভাগ্যান্বেষী মিউট্যান্ট এর আবির্ভাবেরও পরিকল্পনা করে রেখেছেন।"

"মিউট্যান্ট! একজন বিদ্রোহী ক্যাপ্টেন, অনভিজ্ঞ এক তরুণ আর এক ক্লাউনের কথা শুনে তাকে আমরা অন্য কিছু ভাবতে পারি না। তা ছাড়া তুমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণের কথা ভুলে গেছ–তোমার নিজের।"

"আমার নিজের?" মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠল মিস।

"তোমার নিজের?" নাক সিটকে বললেন মেয়র। "নয় সপ্তাহ পরে টাইম ভল্ট খুলবে। তখন কী হবে? একটা ক্রাইসিসের জন্য সেটা খুলবে। মিউলের আক্রমণ যদি সেই ক্রাইসিস না হয় তা হলে কোন্‌টা, যার জন্য টাইম ভল্ট খুলছে? উত্তর দাও, ব্যাটা ষাঁড়।"

শ্রাগ করল সাইকোলজিস্ট, "ঠিক আছে। যদি বুড়ো সেলডন উল্টো কথাই বলে... তুমি বরং গ্র্যাণ্ড ওপেনিং-এর দিন আমাকে থাকার সুযোগ করে দাও।"

"ঠিক আছে। বেরিয়ে যাও, নয় সপ্তাহ আমি তোমার চেহারা দেখতে চাই না।"

"(ছাপার অযোগ্য) আনন্দের সাথে, ব্যাটা বুড়ো ভাম," বেরিয়ে যাওয়ার সময় নিজের মনেই ফিসফিস করল মিস।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮. ফাউণ্ডেশন-এর পতন

টাইম ভল্টের পরিবেশ ঠিক বুঝিয়ে বলা যাবে না। কালের প্রবাহে এটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তা না, কারণ দেয়ালগুলোর অবস্থা যথেষ্ট ভালো, মজবুত, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রয়েছে, সেই সাথে সুন্দরভাবে রং করা, মনে হয় যেন জীবন্ত, এবং স্থায়ীভাবে বসানো চেয়ারগুলো আরামদায়ক, বোঝাই যায় আজীবন ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এটা প্রাচীন তাও বলা যাবে না, কারণ তিন শতাব্দীর ঘটনাপ্রবাহ কোনো ছাপ ফেলেনি। রহস্যময়তা এবং ভয়ের অনুভূতি তৈরি করারও কোনো চেষ্টা নেই–কারণ এটা সকলের জন্য উন্মুক্ত।

তারপরেও বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক পরিস্থিতি বারবারই দেখা দিয়েছে, কিছু দূর হয়েছে, কিছু এখনো ঝুলে আছে–এবং সেটা হচ্ছে কামড়ার অর্ধেক জুড়ে তৈরি করা ফাঁকা গ্লাস কিউবিকল। তিন শতাব্দীর মাঝে চরিত্রার হ্যারি সেলডনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি এখানে বসে ভবিষ্যৎ বংশধরদের উদ্দেশ্যে কথা বলেছেন। দুইবার তার কথা শোনার জন্য সেখানে কেউ উপস্থিত ছিল না।

তিন শতাব্দী এবং নয় প্রজন্ম পরেও এই বৃদ্ধ–যিনি ইউনিভার্সাল এম্পায়ার-এর স্বর্ণালি দিনগুলো দেখেছেন–তিনি তার গ্রেট-আন্ট্রা গ্রেট গ্র্যাণ্ড চিল্ডরেনদের চাইতে গ্যালাক্সি সম্বন্ধে অনেক অনেক বেশি ধারণা রাখেন।

গ্লাস কিউবিকল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে তার আবির্ভাবের জন্য।

প্রথমে এলেন মেয়র ইণ্ডবার তৃতীয়, উৎকণ্ঠায় নিরব নিথর হয়ে থাকা জনপথের মাঝ দিয়ে জমকালো গ্রাউণ্ড কার চালিয়ে, সাথে এল তার নিজস্ব আসন, অন্য সবগুলোর চেয়ে উঁচু এবং প্রশস্ত। সেটা বসানো হল একেবারে সামনে। দ্রুত সবকিছুর উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করলেন ইণ্ডবার। শুধু সামনের ফাঁকা গ্লাস কিউবিকল বাদে।

বা পাশের গম্ভীর অফিসার কুর্নিশ করল, "এক্সিলেন্স, রাতে আপনার অফিসিয়াল অ্যানাউন্সম্যান্টের সাব-ইথারিক ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে।"

"গুড, এর মাঝে টাইম ভল্ট নিয়ে তৈরি করা বিশেষ ইন্টার প্ল্যানেটারি প্রোগ্রামগুলো চলতে থাকুক, কী হবে বা হতে পারে সে ধরনের কোনো পূর্বানুমান বা হিসাব-নিকাশ প্রচার করা যাবে না। জনগণের মনোভাব কেমন, সন্তোষজনক?"

"এক্সিলেন্স, ভীষণরকম সন্তোষজনক। গুজব ছড়ানো বন্ধ হয়ে গেছে। আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে মানুষের মাঝে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"গুড।" ইশারায় অফিসারকে চলে যেতে বললেন তিনি, তারপর সুন্দরভাবে নেকপিস ঠিক করে নিলেন।

দুপুর হতে ঠিক বিশ মিনিট বাকি!

একজন দুজন করে মেয়রাল্টির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বর্গ বণিক সমিতির গুরুত্বপূর্ণ নেতারা আসতে লাগলেন। মেয়রের সাথে দেখা করলেন সবাই। আর্থিক প্রতিপত্তি এবং মেয়রের সুদৃষ্টির মাত্রা অনুযায়ী সবাই কিছু না কিছু প্রশংসাসূচক বাক্য শ্রবণ করলেন, তারপর গিয়ে বসলেন যার যার জন্য নির্দিষ্ট করা আসনে।

হেভেনের রাণ্ডুও এসেছে। অনুমতি ছাড়াই সে মেয়রের আসনের দিকে এগোল।

"এক্সিলেন্স!" কুর্নিশ করল রাণ্ডু।

ভুরু কোঁচকালেন মেয়র। "তোমাকে তো দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।"

"এক্সিলেন্স, আমি এক সপ্তাহ আগে অনুরোধ জানিয়েছিলাম।"

"অত্যন্ত দুঃখিত, আসলে রাষ্ট্রের কাজ আর সেলডনের আবির্ভাব নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত–"

"এক্সিলেন্স, আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, ইণ্ডিপ্যাণ্ডেন্ট ট্রেডারদের শিপগুলো ফাউণ্ডেশন ফ্লিটের মাঝে ভাগ করে দেওয়ার আদেশ বাতিল করুন।"

রেগে উঠলেন ইণ্ডবার। "এখন আলোচনার সময় নয়।"

"এক্সিলেন্স, এখনই একমাত্র সময়," আকুতি ঝরে পড়ল রাণ্ডুর কণ্ঠে। "স্বাধীন বণিক বিশ্বগুলোর প্রতিনিধি হিসেবে আমি আপনাকে বলছি, এধরনের পদক্ষেপ মেনে নেওয়া যাবে না। সেলডন অপরাধের পক্ষ নিয়ে আমাদের সমস্যা সমাধান করে দেবার আগেই এই আদেশ ফিরিয়ে নিতে হবে। পরে সংশোধনের কোনো সুযোগ থাকবে না এবং আমাদের জোট ভেঙে যাবে।"

শীতল দৃষ্টিতে রাণ্ডুর দিকে তাকালেন ইণ্ডবার, "তুমি কী জানো আমি ফাউণ্ডেশন আর্মড ফোর্সেস এর প্রধান? মিলিটারি পলিসি নির্ধারণ করার অধিকার আমার আছে না নাই?"

"এক্সিলেন্স, আছে, কিন্তু কিছু বিষয় একেবারেই অযৌক্তিক।"

"আমার কাছে তো কোনোটাই অযৌক্তিক মনে হচ্ছে না। এরকম জরুরি সময়ে তোমাদের হাতে আলাদা ফ্লিট ছেড়ে দেওয়া বিপজ্জনক। নিজেদের ভেতর বিবাদ করলে লাভ হবে শত্রুর। আমাদের একতাবদ্ধ থাকতে হবে, অ্যাম্বাসেডর, সামরিক এবং রাজনৈতিক দুভাবেই।"

গলার পেশি ফুলে উঠেছে, টের পেল রাণ্ডু। মেয়রের সম্মানসূচক উপাধি এড়িয়ে গেল সে। "আপনি এখন নিরাপদ বোধ করছেন। ভাবছেন সেলডন সমস্যার সমাধান করে দেবেন। কিন্তু এক মাস আগে যখন আমাদের শিপ টারেন এ মিউলকে পরাজিত করে তখন আপনি ছিলেন অনেক নরম। আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, স্যার, ফাউণ্ডেশন শিপ পাঁচপাঁচটা সরাসরি যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে এবং স্বাধীন বণিক বিশ্বসমূহের ফ্লিট আপনাকে বিজয় এনে দেয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ভুরু কোঁচকালেন ইওবার, "টার্মিনাসে আপনার আর থাকার দরকার নেই। আজ সন্ধ্যার ভেতরে ফিরে যাবেন। তা ছাড়া, ডেমোক্রেটদের সাথে আপনার সম্পর্ক অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হবে।"

"যখন ফিরে যাবো," জবাব দিল রাণ্ডু, "আমার সাথে আমাদের শিপগুলো ফিরে যাবে। ডেমোক্রেটদের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। শুধু জানি যে কমাণ্ডিং অফিসারদের বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য ফাউণ্ডেশন শিপ মিউলের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সাধারণ সৈনিক, ডেমোক্র্যাট হোক আর যাই হোক, তাদের কোনো দোষ নেই। ফাউণ্ডেশন-এর বিশটা শিপ তাদের রিয়ার এডমিরালের আদেশে হোরলেগরে আত্মসমর্পণ করে, অথচ তারা ছিল নিরাপদ এবং অক্ষত। রিয়ার এডমিরাল আপনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ–আমার ভাতিজার ট্রায়ালের সময় সেই প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করে। শুধু এটাই না আরো অনেক কিছু জানি আমরা। কোনো বিশ্বাসঘাতকের অধীনে আমাদের শিপ আর জনগণের জীবনের উপর ঝুঁকি নিতে পারি না।"

"টার্মিনাস ত্যাগ করার সময় আপনাকে কড়া প্রহরায় রাখা হবে।"

সরে এল রাণ্ডু পিঠে টার্মিনাস প্রশাসকের অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টির বাণবিদ্ধ হচ্ছে বুঝতে অসুবিধা হল না।

বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি!

টোরান বেইটা দুজনই এসেছে। রাণ্ডুকে দেখে হাত পা নেড়ে ডাক দিল।

মৃদু হাসল রাণ্ডু, "তোমরাও এসেছো। ব্যবস্থা করলে কীভাবে?"

"আমাদের টিকেট হল ম্যাগনিফিসো," দাঁত বের করে হাসল টোরান। "টাইম ভল্ট নিয়ে একটা কম্পোজিশন শোনাতে বলেছে ইওবার, কোনো সন্দেহ নেই নিজেকে মহানায়ক প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু ম্যাগনিফিসোর এক কথা আমাদের ছাড়া সে আসবে না। কেউ ওর মত পাল্টাতে পারে নি। এবলিং মিসও ছিলেন সাথে, এইত একটু আগে কোথায় যেন গেলেন।" তারপর হঠাৎ উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করল, "কী হয়েছে, আঙ্কেল? তোমাকে খুব একটা ভালো দেখাচ্ছে না।"

মাথা নাড়ল রাণ্ডু, "না দেখানোরই কথা। সময় ভালো না, টোরান। মিউলের পালা শেষ হলেই আমাদের পালা আসবে, আমি ভয় পাচ্ছি।"

দীর্ঘদেহী একজনকে আসতে দেখে হাসি ফুটল বেইটার কালো চোখে, একটা হাত বাড়িয়ে বলল, "ক্যাপ্টেন প্রিচার, আপনি তা হলে স্পেস ডিউটি পালন করতে এসেছেন?"

বেইটার হাত ধরে সামান্য মাথা নোয়ালো ক্যাপ্টেন, "ঠিক তা না, ড. মিস কেন যেন আমাকে এখানে উপস্থিত থাকতে বলেছেন, তবে সাময়িক। আগামী কালই হোম গার্ডে ফিরে যাচ্ছি। কয়টা বাজে?"

বারোটা বাজতে তিন মিনিট বাকি!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যাগনিফিসোর অবস্থা ভয়ানক। ভীষণ মনমরা, শরীর বাকাচোরা করে নিজেকে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। বড় বড় চোখ দুটোতে অস্বস্তি। তীর্যক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে চারপাশে।

বেইটার হাত ধরে টানল, এবং যখন শোনার জন্য মাথা নোয়ালো বেইটা। সে ফিস ফিস করে বলল, "আপনার কী মনে হয়, মাই লেডি, আমি...আমি যখন ভিজি সোনার বাজাবো তখন এই এত বড় লোকেরা এখানে থাকবেন?"

"প্রত্যেকেই, কোনো সন্দেহ নেই," তাকে আশ্বস্ত করল বেইটা, মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। "এবং আমার বিশ্বাস তারা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে নেবে যে তুমি গ্যালাক্সির সবচেয়ে সেরা বাদক এবং তোমার কনসার্টের মতো কনসার্ট জীবনে কখনো দেখেনি। কাজেই তুমি সোজা হয়ে ঠিক মতো বস। নইলে লোকে আমাদের দেখে হাসবে।"

বেইটার ছদ্ম রাগের ভঙ্গি দেখে দুর্বলভাবে হাসল ম্যাগনিফিসো। ধীরে ধীরে হাড্ডিসার দেহের ভাজ খুলে বসল সোজা হয়ে।

দুপুর–

–এবং গ্লাস কিউবিকল এখন আর ফাঁকা নয়।

তার আবির্ভাব কেউ লক্ষ করেছে কিনা সন্দেহ আছে। পরিষ্কার এক বিভাজন; এক মুহূর্ত আগে কিছুই ছিল না, পরমুহূর্তেই আছে।

কিউবিকলের ভেতর একজন লোক, হুইলচেয়ারে বসা, বৃদ্ধ, বলিরেখাপূর্ণ মুখে অসম্ভব উজ্জ্বল একজোড়া চোখ, এবং তার কণ্ঠস্বর সজীব, তারুণ্যদীপ্ত। মেলানো একটা বই উল্টো করে কোলের উপর ফেলে রাখা, কোমল সুরে কথা বললেন তিনি।

"আমি হ্যারি সেলডন।"

জমাট নীরবতার মাঝে তাঁর কণ্ঠস্বর বজ্রপাতের মতো শোনালো।

"আমি হ্যারি সেলডন! জানি না আপনারা কেউ এখানে আছেন কি না, তবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার প্ল্যানে কোথাও বিচ্যুতি ঘটবে সেই ভয় এখনো দেখা দেয়নি। প্রথম তিন শতাব্দীতে নন ডেভিয়েশনের সম্ভাবনা নয় চার দশমিক দুই শতাংশ।

থেমে হাসলেন তিনি, "ভালো কথা, আপনারা কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে বসতে পারেন। কেউ ধূমপান করতে চাইলে করতে পারেন। আমি তো আর রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে এখানে উপস্থিত নেই। কাজেই কোনো আনুষ্ঠানিকতারও প্রয়োজন নেই।

"এবার বর্তমান সমস্যা নিয়ে কথা বলা যাক। এই প্রথমবারের মতো ফাউণ্ডেশন একটা গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে বা তার শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তার আগ পর্যন্ত সাইকোহিস্টোরির শক্ত নিয়মের সাহায্যে প্রতিটা আক্রমণ ঠেকানো হয়েছে সুনিপুণভাবে। বর্তমান আক্রমণ হল অতিরিক্ত প্রভুত্ব পরায়ণ কেন্দ্রীয় সরকারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে ফাউণ্ডেশন-এরই অতিরিক্ত বিশৃঙ্খল এক আউটার গ্রুপের আক্রমণ। এটার প্রয়োজন ছিল, ফলাফল স্পষ্ট।"

অভিজাত দর্শকদের গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে পড়তে লাগল। চেয়ার ছেড়ে অর্ধেক উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন ইণ্ডবার।

সামনে ঝুঁকলো বেইটা। মহান সেলডন কী বলছেন? কয়েকটা শব্দ সে শুনতে পারেনি।

"–যে সমঝোতার প্রয়োজন দুটো উদ্দেশ্যে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী সরকারের ভেতর স্বাধীন বণিকদের বিদ্রোহ একটা নতুন ধরণের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। লড়াই এর মনোভাব সৃষ্টি করার মতো উপাদানগুলো আবার মানুষের মাঝে ফিরে আসছে। যদিও কঠোর হাতে দমন করা হয়েছে, গণতন্ত্রের পুনরুত্থান–"

গলা চড়াল সবাই। এতক্ষণের ফিসফিসানি পরিণত হয়েছে কর্কশ শব্দে, এবং সবাই পৌঁছে গেছে আতঙ্কের শেষ সীমায়।

টোরানের কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করল বেইটা, "উনি মিউলের কথা বলছেন না কেন? বণিকরা তো বিদ্রোহ করে নি।"

শ্রাগ করল টোরান।

বেড়ে উঠা বিশৃঙ্খলতার মাঝে বৃদ্ধ হাসি মুখে কথা বলেই চলেছেন।

"ফাউণ্ডেশন-এর উপর চাপিয়ে দেওয়া গৃহযুদ্ধের ফলাফল হিসেবে একটা নতুন এবং দৃঢ় কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট প্রয়োজনীয় এবং সুবিধাজনক আউটকাম। এখন শুধুমাত্র ওল্ড এম্পায়ারের অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী অগ্রগতির মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবে এবং আগামী কয়েক বছরে তার কোনো সম্ভাবনা নেই। অবশ্য আমি পরবর্তী–"

হৈ হট্টগোলের মাঝে সেলডনের কথা আর শোনা যাচ্ছে না। মনে হতে লাগল তিনি নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়ছেন।

এবলিং মিস এসে রাণ্ডুর পাশে দাঁড়াল, চেহারা উত্তেজনায় লাল। চিৎকার করছে সে। "সেলডন ভুল ক্রাইসিসের কথা বলছেন, তোমরা বণিকরা গৃহযুদ্ধের কথা ভাবছিলে?"

"একটা পরিকল্পনা ছিল, হ্যাঁ।" মিনমিনে গলায় বলল রাণ্ডু। "মিউলের কারণে সেটা আমরা বাদ দেই।"

"তা হলে মিউল পৃথক একটা সমস্যা, সাইকোহিস্টোরিতে তার কথা বলা হয়নি। এখন কী হবে?"

জমাট নীরবতার মাঝে বেইটা হঠাৎ খেয়াল করল কিউবিকল আবার ফাঁকা। দেয়ালের আণবিক উজ্জ্বলতা নেই। নিয়ন্ত্রিত বায়ু প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে।

কোথাও সাইরেণ বাজছে তীক্ষ্ণ স্বরে। রাণ্ডু এই শব্দের অর্থ সবার কাছে পরিষ্কার করে দিল, "স্পেস রেইড!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতঘড়ি কানের কাছে নিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল এবলিং মিস, "বন্ধ হয়ে গেছে, বাই দ্য গ্যালাক্সি! এখানে কারো ঘড়ি চলছে?"

কমপক্ষে বিশজন তাদের ঘড়ি কানের কাছে তুলল এবং বিশ সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল যে-কোনোটাই চলছে না।

"তা হলে," মুখে দেঁতো হাসি, বলার ভঙ্গি যেন চূড়ান্ত রায় পড়ে শোনাচ্ছে, "কিছু একটা টাইম ভল্টের নিউক্লিয়ার পাওয়ার থামিয়ে দিয়েছে–এবং আক্রমণ শুরু করেছে মিউল।"

গোলমাল ছাপিয়ে শোনা গেল ইণ্ডবারের চিৎকার, "সবাই বস! মিউল এখান থেকে পঞ্চাশ পারসেক দূরে।"

"ছিল," পাল্টা চিৎকার করল মিস, "এক সপ্তাহ আগে। ঠিক এই মুহূর্তে টার্মিনাসে বোমাবর্ষণ করা হচ্ছে।"

বেইটা টের পেলো একটা অদ্ভুত গভীর হতাশা ঘিরে ধরছে তাকে। কঠিনভাবে চেপে ধরছে। জোরে নিশ্বাস ফেলার পরই সেটা কিছুটা হালকা হল সেইসাথে গলার দুপাশে ব্যথা অনুভব করল সে।

বাইরেও প্রচণ্ড গোলমালের শব্দ শোনা যাচ্ছে। দরজা খুলল দড়াম করে। দ্রুত পায়ে একজন দৌড়ে গেল মেয়রের দিকে।

"এক্সিলেন্স," ফিসফিস করে বলল সংবাদ বাহক, "শহরের কোনো ভেহিকলই চলছে না। সকল ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ। টেন্থ ফ্লিট পরাজিত হয়েছে এবং মিউলের শিপগুলো এই মুহূর্তে অ্যাটমোসফিয়ারের ঠিক বাইরে। জেনারেল–"

হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলেন ইণ্ডবার, মেঝেতে পড়ে থাকলেন অক্ষমের মতো। পুরো হলে আর কেউ উঁচু গলায় কথা বলছে না। এমনকি দরজার বাইরে জমে উঠা ভিড়ের সবাই প্রচণ্ড ভয় পেয়েও নিশ্চুপ, এবং বিপজ্জনকভাবে ঠাণ্ডা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

উঠে দাঁড়ালেন ইণ্ডবার। ঠোঁটের কাছে ওয়াইনের গ্লাস ধরল কেউ একজন। চোখ খোলার আগেই ঠোঁট নাড়লেন তিনি, এবং যে কথাগুলো বললেন তা হল, "আত্মসমর্পণ!"

বেইটার মনে হল সে কেঁদেই ফেলবে–দুঃখ বা অপমানে নয়, বরং একটা ভয়ংকর হতাশা থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দে। তার জামার হাতা ধরে টানল এবলিং মিস, "কাম, ইয়ং লেডি।"

তাকে প্রায় কোলে করেই চেয়ার থেকে উঠিয়ে নেওয়া হল।

"আমরা চলে যাচ্ছি," বলল মিস, "আপনার মিউজিশিয়ানকে সাথে নিন।" মোটাসোটা বিজ্ঞানীর ঠোঁট দুটো বর্ণহীন, কাঁপছে।

"ম্যাগনিফিসো," দুর্বল গলায় ডাক দিল বেইটা। প্রচণ্ড আতঙ্কে জড়োসড়ো হয়ে আছে ক্লাউন। চোখদুটো কাচের মতো স্বচ্ছ আকার ধারণ করেছে।

"মিউল," আর্তনাদ করে উঠল সে। "মিউল আমাকে ধরতে আসছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেইটার স্পর্শ পেয়েই পাগলের মতো দাপাদাপি শুরু করে দিল। টোরান এগিয়ে এসে জায়গামতো একটা ঘুসি মেরে অজ্ঞান করে ফেলল তাকে, তারপর বস্তার মতো ম্যাগনিফিসোকে কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে এল।

পরের দিন, মিউলের ঘিনঘিনে কালো যুদ্ধযানগুলো টার্মিনাস গ্রহের ল্যাণ্ডিং ফিল্ডে অবতরণ করল ঝাঁকে ঝাঁকে। আক্রমণকারী জেনারেল অন্য গ্রহের তৈরি গ্রাউণ্ড কারে চড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল টার্মিনাস সিটিতে, যেখানে পুরো শহরের এটমিক কারগুলো এখনো দাঁড়িয়ে আছে নিস্প্রাণ হয়ে।

পূর্বের মহাপরাক্রমশালী ফাউণ্ডেশন-এর সামনে হ্যারি সেলডনের আবির্ভাবের ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে সেটা নতুন শত্রু কর্তৃক দখলের ঘোষণা দেওয়া হল।

ফাউণ্ডেশন বিশ্বগুলোর মাঝে, স্বাধীন বণিকরাই টিকে আছে, এবং এবার মিউল–কনকোয়ারার অফ দ্য ফাউণ্ডেশন– দৃষ্টি ফেরালো তাদের দিকে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯. অনুসন্ধান শুরু

নিঃসঙ্গ গ্রহ হেভেন–কোনো এক গ্যালাকটিক সেক্টরের একমাত্র সূর্যের একমাত্র গ্রহ, ভেসে চলেছে অনন্তকাল–এই মুহূর্তে অবরুদ্ধ।

সামরিক বিচারে, অবশ্যই অবরুদ্ধ, কারণ মহাকাশের চারপাশের কোনো অঞ্চলই মিউলের অ্যাডভান্স বেজ এর বিশ মাইলের বাইরে না। মাকড়সার জালের উপর ক্ষুরের ধারালো প্রান্ত ধরলে যেভাবে ছিঁড়ে যায়, ফাউণ্ডেশন-এর পতনের পর গত চার মাসে হেভেনের যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক সেভাবেই ভেঙে পড়েছে। শিপগুলো পিছু হটে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে হোম ওয়ার্ল্ডে এবং ফাইটিং বেজ হিসেবে এখনো টিকে আছে একমাত্র হেভেন।

অন্যান্য দিক দিয়ে এই অবরোধ আরো স্পষ্ট, কারণ একটা অসহায় নিরাপত্তাহীনতার বোধ চেপে বসছে তাদের উপর–

মধ্যবর্তী সরু পথের দুপাশে সারি সারি টেবিল; রং দুধ সাদা, উপরের পৃষ্ঠতল গোলাপি। অনেকটা অন্ধের মতোই নিজের আসন খুঁজে নিল বেইটা। হাতল বিহীন চেয়ারে বসতে বসতে দু'একটা সম্ভাষণের জবাব দিল যান্ত্রিকভাবে। ক্লান্ত হাতে ক্লান্ত চোখ ডলে হাত বাড়িয়ে মেন্যু টেনে নিল। হাইলি-কালচারড-ফাংগাস, হেভেনের সেরা খাদ্য, অথচ ফাউণ্ডেশন-এর স্বাদে অভ্যস্ত বেইটার কাছে মনে হয় একেবারে জঘন্য।

এমন সময় পাশে কারো ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ পেয়ে সেদিকে তাকাল বেইটা।

জুডির সাথে এর আগে তার সামান্য পরিচয় হয়েছিল। সেই জুডিই কাঁদছে। ভেজা রুমাল মুখে চাপা দিয়ে ধরে চেষ্টা করছে কান্না দমন করার। ফলে মুখের রং বদলে লাল হয়ে গেছে। আকৃতিহীন রেডিয়েশন প্রুফ পোশাক কাঁধের উপর যেমন তেমনভাবে ফেলে রাখা। স্বচ্ছ ফেস শিল্ড পড়ে আছে টেবিলের খাবারের উপর।

আরো তিনটা মেয়ে আছে তার সাথে, যারা অনন্তকাল ধরে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে, কোমল সান্ত্বনা দিয়ে তাকে থামানোর চেষ্টা করছে। যদিও বরাবরের মতোই তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না। বেইটা তাদের কাছে গেল।

"কী হয়েছে?" ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সে।

একজন ঘুরে কাঁধ নাড়ল, "আমি জানি না," তারপর কাঁধের ইশারায় কিছু পরিষ্কার হয়নি বুঝতে পেরে টেনে একপাশে সরিয়ে আনল বেইটাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বোধহয়, সারা দিনে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। তা ছাড়া স্বামীর জন্য দুঃশ্চিন্তা।"

"ওর স্বামী স্পেস পেট্রোলে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

জুডির দিকে হাত বাড়াল বেইটা।

"তুমি বাড়ি যাচ্ছ না কেন, জুডি?" অনেকটা অবাঞ্ছিত পরামর্শ দেওয়ার মতো করে বলল।

কিছুটা বিরক্ত হয়ে মাথা তুলল জুডি, "এই সপ্তায় একবার যাওয়া হয়ে গেছে–"

"তা হলে আরেকবার যাবে। প্রয়োজন হলে সামনের সপ্তায় তিনবার যাবে–বাড়ি যাওয়ার সাথে দেশ প্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই। তোমাদের কেউ ওর ডিপার্টমেন্টে কাজ করো? বেশ, তোমরা তা হলে ওর কার্ডের দায়িত্ব নিতে পারবে, তবে সবার আগে তোমাকে ওয়াসরুমে যেতে হবে, জুডি। মুখের মেক আপ ঠিক করে নাও। যাও! যাও!"

বিষণ্ন অনুভূতি নিয়ে নিজের টেবিলে ফিরল বেইটা। বিষণ্নতা সংক্রামক ব্যাধির মতো। আর এখন যেরকম কঠিন দুর্দিন পাড়ি দিতে হচ্ছে তাতে একজনের চোখের পানি পুরো ডিপার্টমেন্টকে হতাশ করে তুলবে।

অনীহার সাথে খাবার বাছাই করল সে। কনুইয়ের কাছে একটা বোতামে চাপ দিয়ে অর্ডার দিল তারপর ম্যানুটা রেখে দিল আগের জায়গায়।

"আমাদের কান্না ছাড়া আর কিছু করার নেই, আছে?" বিপরীত দিকের টেবিলে বসা লম্বা কালো মেয়েটা জিজ্ঞেস করল। অস্বাভাবিক মোটা ঠোঁটের কোণে সামান্য বাঁকা হাসি।

কঠিন দৃষ্টিতে কথাটার ভেতরে যে কটাক্ষ আছে সেটা ওজন করার চেষ্টা করল বেইটা। এই সময় খাবার ঢুকে আসায় একটু সামলে নিল। টেবিলের উপরের অংশ ভিতরের দিকে সরে গিয়ে নিচ থেকে উঠে এল খাবারের ডিশ। মোড়ক সরিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য।

"আর কোনো কিছু করার কথা তোমার মাথায় আসছে না, হেলা?" জিজ্ঞেস করল সে।

"হ্যাঁ, অবশ্যই।" বলল হেলা। "আসছে!" নিখুঁতভাবে টোকা দিয়ে সিগারেটের টুকরো ছুঁড়ে দিল একটা ছোট কুলঙ্গির দিকে, মাটি স্পর্শ করার আগেই আগুনের চিকন লকলকে শিখা টেনে নিল সেটাকে।

"যেমন," চিকন কিন্তু সবল হাতদুটো ভাঁজ করে তার উপর চিবুক রাখল হেলা," "আমার মনে হয়, মিউলের সাথে চমৎকার একটা চুক্তি করে আমরা সব ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে পারি। মিউল হামলা করলে যেখানে কাজ করি সেখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসার কোনো উপায় নেই।"

বেইটার মসৃণ কপালে কোনো ভাঁজ পড়ল না, কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক, "নিশ্চয়ই ব্যাটল শিপে তোমার স্বামী বা ভাই নেই, তাই না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না। আর সেই কারণেই অন্যের ভাই বা স্বামীর ত্যাগ স্বীকারের ব্যাপারটা আমি বুঝি না।"

"আত্মসমর্পণ করলে আরো বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।"

"ফাউণ্ডেশন আত্মসমর্পণ করে এখন নিরাপদে আছে। আর আমরা বাধা দেওয়াতে পুরো গ্যালাক্সি দাঁড়িয়ে গেল আমাদের বিরুদ্ধে।"

শ্রাগ করল বেইটা, মিষ্টি সুরে বলল, "মনে হয় প্রথম ব্যাপারটাই তোমাকে ভাবাচ্ছে।" তারপর মনযোগ দিল খাওয়ার দিকে। একই সাথে অনুভব করছে তার চারপাশে একটা স্যাতস্যাতে নীরবতা। হেলা যে হতাশাবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে সেটা নিয়ে অন্যদের কিছু বলার কোনো আগ্রহ নেই।

খাওয়া শেষ করে আরেকটা বোতাম চাপল টেবিল সাফ করার জন্য। তারপর বেরিয়ে গেল দ্রুত।

তিন টেবিল পরে খেতে বসা অন্য একটা মেয়ে জিজ্ঞেস করল ফিসফিস করে, "মেয়েটা কে?"

একই ভঙ্গিতে ঠোঁট বাঁকা করে জবাব দিল হেলা, "আমাদের কো-অর্ডিনেটরের ভাস্তি। তুমি চেন না?"

"তাই?" প্রশ্নকারীর দৃষ্টিতে বিরূপভাব। "কেন এসেছে?"

"এমনি দেখতে এসেছে। জান না, দেশপ্রেমিক হওয়া এখন ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে। ডেমোক্র্যাটিকদের কথা মনে হলেই আমার বমি আসে।"

"শোন, হেলা," গোলগাল মেয়েটা বলল, যে তার ডান দিকে বসেছে, "ও তো ওর চাচাকে আমাদের পেছনে লাগায়নি। তুমি কেন লাগতে যাচ্ছ?"

সঙ্গিনীর কথায় কোনো গুরুত্ব দিল না হেলা, আরেকটা সিগারেট ধরাল।

নতুন মেয়েটা এখন বিপরীত দিকের টেবিলে বসা অ্যাকাউন্টেন্ট–যে কথা বলে খুব দ্রুত–তার কথা গোগ্রাসে গিলছে। "জানো, ও না টাইম ভল্টে ছিল–সত্যি সত্যি টাইম ভল্ট–যখন সেলডন কথা বলছিলেন–আর শুনেছি ঠক ঠক করে নাকি কাঁপছিলেন মেয়র। তারপর যেরকম দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়, কী বলব। বেশ ঝুঁকি নিয়ে ও পালিয়ে আসে, শত্রুদের চোখে ধুলো দিয়ে। ভাবছি ও একটা বই লিখছে না কেন? যুদ্ধের গল্প উপন্যাস এখন বেশ জনপ্রিয়। আর মেয়েটা নাকি মিউলের গ্রহ–কালগান-সেখানেও গেছিল-এবং–"

টাইম বেল বেজে উঠার পর ধীরে ধীরে খালি হতে লাগল ডাইনিং রুম। অ্যাকাউন্টেন্ট এর মুখ এখনো চলছে, আর নতুন মেয়েটা ঠিক জায়গামতো চোখ বড় বড় করে যোগ করছে, "সত্যিই-ই-ই?"

বেইটা যখন বাড়ি ফিরল তখন বিশাল গুহার স্থানে স্থানে আলো নিভে গিয়ে অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় করে তুলছে। অর্থাৎ এখন নীতিবান এবং কঠোর পরিশ্রমী মানুষগুলোর ঘুমানোর সময়।

দরজা খুলে দিল টোরান, হাতে মাখন লাগানো এক স্লাইস রুটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কোথায় ছিলে তুমি?" চিবুতে চিবুতে জিজ্ঞেস করল, তারপর খাবার গলা দিয়ে নামিয়ে আরো পরিষ্কারভাবে, "ডিনার বানাতে গিয়ে সব বরবাদ করে ফেলেছি। আমাকে দোষ দিতে পারবে না।"

কিন্তু বেইটা তাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে, চোখ বিস্ফারিত, "তোমার ইউনিফর্ম কোথায়, টোরান? সিভিল পোশাক পড়ে আছ কেন?"

"অর্ডার, বে। রাণ্ড এই মুহূর্তে এবলিং মিস এর সাথে আলোচনা করছে, কী বিষয়ে, আমি জানি না।"

"আমিও যাচ্ছি?" স্বামীকে জড়িয়ে ধরল বেইটা।

জবাব দেওয়ার আগে চুমো খেল টোরান, "বোধহয়। বিপদ হতে পারে।"

"কোথায় বিপদ নেই?'

"ঠিকই বলেছ। ও ভালো কথা, ম্যাগনিফিসোকে আনার জন্য লোক পাঠিয়েছি। চলে আসবে।"

"তার মানে এনজাইন ফ্যাক্টরির কনসার্ট বাতিল।"

"অবশ্যই।"

পাশের ঘরে গেল বেইটা। খাবারের সামনে বসল, যা দেখে কোনো সন্দেহই থাকল না যে ওগুলো বরবাদ হয়ে গেছে। অনায়াস দক্ষতায় স্যাণ্ডউইচ কেটে দুভাগ করল সে।

"কনসার্টের জন্য খারাপ লাগছে। ফ্যাক্টরির মেয়েগুলো অনেকদিন থেকে অপেক্ষা করছে। ম্যাগনিফিসো নিজেও।" মাথা নাড়ল সে, "অদ্ভুত একটা মানুষ।"

"শুধু তোমার মাতৃভাব জাগিয়ে তোলে, বে, আর কিছু না। কোনোদিন আমাদেরও সন্তান হবে, তখন ম্যাগনিফিসোর কথা ভুলে যাবে তুমি।"

মুখ ভর্তি স্যান্ডউইচ নিয়ে কিছু একটা বলল বেইটা।

তারপর স্যাণ্ডউইচ নামিয়ে রেখে মুহূর্তের মধ্যেই গুরুগম্ভীর হয়ে উঠে।

"টোরি।"

"উম্ ম্-ম্?"

"টোরি, আজকে সিটি হলে গিয়েছিলাম–ব্যুরো অফ প্রডাকশন এ। সেজন্যই ফিরতে দেরি হয়েছে।"

"কেন গিয়েছিলে?"

"আসলে..." বেইটা কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্থ, অনিশ্চিত। "আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু ফ্যাক্টরিতে কাজ করার সময় মেনে নিতে পারিনি। নৈতিকতা–জিনিসটার কোনো অস্তিত্বই নেই। মেয়েগুলো বিনা কারণেই অস্থির হয়ে পড়ে, কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। অসুস্থ না হলেও কেমন যেন পাগলাটে আচরণ করে। আমি যে সেকশনে কাজ করি সেখানে উৎপাদন আমি যখন হেভেনে আসি তখন যে উৎপাদন হত তার সিকিভাগও হয় না। প্রতিদিনই দেখা যায় কর্মী সংখ্যা আগের দিনের চেয়ে কমছে।"

"বুঝলাম, তুমি ওখানে গিয়ে কী করেছ সেটা বল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"একটু খোঁজ খবর করলাম। একই অবস্থা, টোরি, পুরো হেভেনে একই অবস্থা। উৎপাদন কমে যাচ্ছে, ক্ষোভ আর অসন্তোষ বাড়ছে। ব্যুরো চিফের সাথে দেখা হওয়ার আগে এক ঘণ্টা বসে থাকতে হয়। আর সে দেখা করে শুধু এই কারণে যে আমি কো-অর্ডিনেটরের আত্মীয়। লোকটা শুধু কাঁধ নেড়ে জানায় যে বিষয়টা ওর আয়ত্তের বাইরে। আমার মনে হয় এই অবস্থায় ব্যুরো চিফের কিছু আসে যায় না।"

"শোন, ভিত্তিহীন কথা বলো না।"

"ওর কোনো মাথা ব্যথা নেই," ভীষণ রেগে উঠল বেইটা। "আমি বলছি কোথাও একটা ভুল হয়েছে। সেই একইরকম ভয়ংকর হতাশা গ্রাস করছে আমাকে, টাইম ভল্টে যেমন হয়েছিল, সেলডন যখন আমাদের হতাশ করলেন। তুমি নিজেও সেটা অনুভব করেছ।"

"হ্যাঁ, করেছি।"

"বেশ, সেটা আবার ফিরে এসেছে," এখনো রেগে আছে সে। "আমরা মিউলকে কখনোই থামাতে পারব না। এমনকি আমাদের হাতে প্রয়োজনীয় অস্ত্র থাকলেও পারব না। কারণ এখন আমাদের সেই সাহস, উদ্যম এবং সদিচ্ছা নেই–টোরি, যুদ্ধ করে কোনো লাভ হবে না–"

বেইটাকে কখনো কাঁদতে দেখেছে টোরানের মনে পড়ে না। এখনো কাঁদছে না। কিন্তু হালকাভাবে তাকে জড়িয়ে ধরল টোরান, মিষ্টি করে বলল, "ভুলে যাও, লক্ষ্মী। তোমার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কিছু–"

"হ্যাঁ, আমাদের কিছু করার নেই, সবাই বলছে একই কথা–আর আমরা ছুরির ডগার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছি কখন সেটা নেমে এসে আমাদের বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়।"

বিষণ্ন চিত্তে আবার খাওয়ার দিকে মনযোগ দিল বেইটা। টোরান নিঃশব্দে শোয়ার আয়োজনে ব্যস্ত। বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে ভালোমতোই।

রাণ্ডু, নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কো-অর্ডিনেটর–যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে হেভেনের কনফেডারেশন অফ সিটিজ তার অনুরোধে এই পদ সৃষ্টি করেছে। বাড়ির সবচেয়ে উপর তলায় নিজের কামরায় জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। এখানে দাঁড়িয়ে শহরের সবুজ আর ঘরবাড়ির ছাদের উপর উঁকি মারতে পারে সে। কেভ লাইট কমে আসায় মনে হচ্ছে শহরটা পিছিয়ে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে ছায়া আর কায়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। রাণ্ডু অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না।

এবলিং মিস–যার পরিষ্কার ছোট ছোট চোখ দেখে মনে হচ্ছে হাতের পানপাত্র ছাড়া জগতে আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। তাকে উদ্দেশ্য করে রাণ্ডু বলল, "হেভেনে একটা কথা খুব প্রচলিত। সেটা হচ্ছে, যখন কেভ লাইট নিভে যায় তখন নিষ্ঠাবান পরিশ্রমী মানুষদের ঘুমানোর সময়।"

"আপনি রাত করে ঘুমান?"

"না। আপনাকে এত রাতে ডেকে আনার জন্য দুঃখিত, মিস। আসলে কেন যেন দিনের চেয়ে রাতে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। কেমন অদ্ভুত, তাই না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেভেনের মানুষ একটা বিশেষ অবস্থার সাথে কঠিনভাবে নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলেছে। সেটা হল আলো কমার অর্থ এখন ঘুমাতে হবে। আমিও ব্যতিক্রম নই। কিন্তু এখন সব যেন কেমন উল্টো হয়ে যাচ্ছে–"

"আপনি লুকোচ্ছেন," পরিবর্তনহীন গলায় বলল মিস। "জেগে থাকার সময়ে আপনি অনেক মানুষের মাঝে থাকেন। বুঝতে পারেন তারা আপনার দিকে অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে। মনে হয় যেন এক জগদ্দল পাথরের বোঝা আপনার কাঁধে চেপে আছে। ঘুমানোর সময় নিজেকে মনে হয় ভারমুক্ত।"

"আপনিও বুঝতে পেরেছেন, তা হলে? পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ?"

আস্তে মাথা নাড়ল মিস, "পেরেছি। একধরনের গণমনোবৈকল্য, (ছাপার অযোগ্য) ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণহীন আতঙ্ক। গ্যালাক্সি! রাণ্ডু, আর কী আশা করতে পারেন। সম্পূর্ণ একটা সভ্যতা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই অন্ধবিশ্বাস নিয়ে বেড়ে উঠেছে যে অতীতের কোনো এক ফোক হিরো তাদের জন্য সব পরিকল্পনা করে রেখেছেন এবং তিনি তাদের (ছাপার অযোগ্য) জীবনের সব বিষয়ের দায়িত্ব নেবেন। তাদের ধ্যান ধারণা গড়ে উঠেছে ধর্মীয় অনুভূতির মতন করে। এবং তার অর্থ কী আপনি ভালোভাবেই জানেন।"

"মোটেই না।"

মিস ব্যাখ্যা করার ধার দিয়েও গেল না। কখনোই তা করে না। দুআঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, "ক্যারেকটারাইজড বাই স্ট্রং ফেইথ রিঅ্যাকশন্স। বড় ঝাঁকুনি দিয়েও রক্তে মিশে যাওয়া বিশ্বাস নাড়ানো যায় না। যার ফলশ্রুতিতে দেখা দেয় মনোবৈকল্য। মাইল্ড কেসেস–হিস্টিরিয়া, নিরাপত্তাহীনতাবোধ। অ্যাডভান্সড কেসেস–পাগলামি এবং আত্মহত্যা।"

বুড়ো আঙুলের নখ কামড়াচ্ছে রাণ্ডু। "যখন সেলডন আমাদের নিরাশ করেন, অন্য কথায় বলা যায় আমাদের খুঁটি সরে যায়, যার উপর দীর্ঘদিন ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন দেখা গেল যে আমাদের পেশি ক্ষয় হয়ে গেছে, আমরা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।"

"ঠিকই বলেছেন। আনাড়ি উপমা হলেও মোটামুটি ঠিকই বলেছেন।"

"আর আপনি এবলিং মিস, আপনার পেশির খবর কী?"

সিগারেটের ধোঁয়ায় বুক ভরে নিল সাইকোলজিস্ট, ছাড়ল ধীরে ধীরে। "একটু জং ধরেছে কিন্তু ক্ষয় হয়ে যায়নি। আমার পেশায় অনেক বেশি মুক্ত চিন্তা করতে হয়।"

"আর আপনি এই গোলকধাধা থেকে বেরনোর একটা পথ পেয়েছেন?"

"না, কিন্তু একটা পথ থাকতে বাধ্য। হয়তো সেলডন তার পরিকল্পনায় মিউলের জন্য কোনো প্রভিশন রাখেননি। হয়তো এই পরিস্থিতিতে আমাদের বিজয়ের নিশ্চয়তা তিনি দেননি। কিন্তু তিনি একথাও বলেননি যে আমরা হেরে যাব। তিনি শুধু খেলাটা কিছুক্ষণের জন্য আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। মিউলকে ঠেকানো যাবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কীভাবে?"

"একমাত্র যে উপায়ে কাউকে ঠেকানো যায়–সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় সর্বশক্তি নিয়ে আক্রমণ করে। রাণ্ডু, মিউল কোনো সুপারম্যান না। শেষ পর্যন্ত তাকে পরাজিত করতে পারলে, সবাই সেটা বুঝতে পারবে। ব্যাপারটা হচ্ছে সে আমাদের কাছে অপরিচিত, এবং দ্রুত কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। মনে করা হয় সে একটা মিউট্যান্ট। বেশ, তাতে কী? মানুষ জানে না বলেই একটা মিউট্যান্টকে 'সুপারম্যান' মনে করে। আসলে সেইরকম কিছু না।

"ধারণা করা হয় যে গ্যালাক্সিতে প্রতিদিন কয়েক মিলিয়ন মিউট্যান্ট এর জন্ম হয়। এই কয়েক মিলিয়ন এর ভেতর এক বা দুই পার্সেন্ট বাদ দিয়ে বাকি সবগুলোর মিউট্যাশন খালি চোখেই ধরা পড়ে, সেগুলো হয় অদ্ভুত গড়নের। বিনোদন কেন্দ্র বা গবেষণা কেন্দ্রের উপযোগী এক বা দুই পার্সেন্ট ম্যাক্রোমিউট্যান্ট এর ভিতর আবার খুব অল্প কয়েকটার মিউটেশন হয় ভালো নিরীহ কৌতূহলোদ্দীপক, কোনো একটা ক্ষেত্রে হয়তো অস্বাভাবিক, অন্যান্য ক্ষেত্রে হয় নরম্যাল–বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাবনরম্যাল। বুঝতে পারছেন, রাণ্ডু?"

"পারছি। কিন্তু মিউলের ব্যাপারটা কী?"

"মিউল একটা মিউট্যান্ট, এটা ধরে নিয়ে আমরা অনুমান করতে পারি যে নিঃসন্দেহে তার মেন্টাল পাওয়ারের উৎস আছে, যা সে বিশ্বগুলো দখল করার কাজে লাগাচ্ছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে তার অসম্পূর্ণতা আছে। সেটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। সেই অসম্পূর্ণতা যদি স্পষ্ট এবং হাস্যকর না হত, তা হলে নিজেকে গোপন করে রাখত না। যদিও সে একটা মিউট্যান্ট হয়।"

"কোনো বিকল্প পথ আছে?"

"থাকতে পারে। মিউটেশন এর কিছু প্রমাণ ক্যাপ্টেন হ্যান প্রিচার–যে ফাউণ্ডেশন ইন্টেলিজেন্স এ কাজ করত–সংগ্রহ করেছে। মিউল–বা মিউল নামে কোনো একজনের শৈশবের কিছু তথ্য থেকে সে নিজের উপসংহারে পৌঁছেছে। প্রিচার সেখানে গিয়ে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রমাণ সংগ্রহ করে। কিন্তু মিউল সেগুলো নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রোপণ করে রেখেছিল হয়তো, কারণ নিঃসন্দেহে মিউট্যান্ট-সুপারম্যান হিসেবে মিউলের পরিচিতি রয়েছে।"

"ইন্টারেস্টিং। কতদিন থেকে এই লাইনে চিন্তা করছেন?"

"না, বিশ্বাস করার মতো করে কখনো চিন্তা করিনি। এটা শুধুই একটা বিকল্প যা বিবেচনা করা উচিত। ধরুন, রাণ্ডু, মিউল যে যন্ত্র দিয়ে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন দমন করতে পারে সেটার মতোই যদি তার কাছে এমন কোনো রেডিয়েশন ফর্ম থাকে যা দিয়ে মেন্টাল এনার্জি দমন করা যায়, তখন কী হবে, এহ্? এর থেকে কী ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আমাদের উপর কিসের আক্রমণ হচ্ছে–এবং ফাউণ্ডেশন-এর উপর কিসের আক্রমণ হয়েছিল?"

"মিউলের ক্লাউন নিয়ে আপনি যে রিসার্চ করলেন, তার ফলাফল কী?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে এসে একটু দ্বিধায় পড়ল এবলিং মিস, "এখন পর্যন্ত তেমন কিছু পাইনি। ফাউণ্ডেশন-এর পতনের আগের দিন মেয়রকে অনেক কিছু বলেছিলাম, প্রধানত তার মনোবল অটুট রাখার জন্য–কিছুটা নিজের মনোবল অটুট রাখার জন্যও। কিন্তু, রাণ্ডু, যদি আমি গণিতের পুরো সাহায্য নেই তা হলে এই ক্লাউনকে দিয়েই মিউলের সম্পূর্ণ এনালাইসিস করতে পারব। তখন তাকে ফাঁদে ফেলা যাবে। আর যে অস্বাভাবিক সমস্যা আমাকে ভাবাচ্ছে সেটারও সমাধান পাওয়া যাবে।"

"কী রকম?"

"থিংক, ম্যান। ইচ্ছা শক্তি দিয়েই ফাউণ্ডেশন নেভিকে পরাজিত করে মিউল, অথচ তার চাইতে দুর্বল ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ট্রেডারদের ফ্লিটকে সরাসরি যুদ্ধে পিছু হটাতে পারেনি। প্রথম ধাক্কাতেই ফাউণ্ডেশন-এর পতন ঘটে; ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ট্রেডাররা তার পুরো শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। নেমনের বণিকদের নিউক্লিয়ার ওয়েপনস নিষ্ক্রিয় করার জন্য সে প্রথম একটা এক্সটিংগুইশিং ফিল্ড ব্যবহার করে। বিস্ময়ের কারণেই বণিকরা ওই যুদ্ধে হেরে যায়, কিন্তু ফিল্ডটাকে তারা প্রতিহত করতে পারে। ইণ্ডিপেণ্ডেন্টস দের বিরুদ্ধে মিউল আর এটাকে সফলভাবে ব্যবহার করতে পারেনি।

"কিন্তু ফাউণ্ডেশন ফোর্সের বিরুদ্ধে এটা কাজ করেছে। কেন? এখন পর্যন্ত কোনো কারণ বের করা যায়নি। কাজেই এমন কোনো ফ্যাক্টর আছে যা আমরা জানি না।"

"বিশ্বাসঘাতকতা?"

"অল্প বুদ্ধির লোকের মতো কথা (ছাপার অযোগ্য) মুর্খামি। ফাউণ্ডেশন-এর এমন কেউ নেই যে বিজয় সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল না। তা হলে বেঈমানি করবে কেন?"

হেঁটে বাঁকানো জানালার সামনে দাঁড়াল রাণ্ডু, ফাঁকা দৃষ্টি মেলে দিল বাইরের অদৃশ্যমানতার দিকে। "আমরা এখন নিশ্চিতভাবেই হেরে যাচ্ছি। যদি মিউলের হাজার কয়েক দুর্বলতা থাকে, যদি সে হয় অনেক গুলো ফুটোর একটা নেটওয়ার্ক–"

যেন তার পৃষ্ঠদেশ, অস্থিরভাবে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরা হাত দুটো কথা বলছে। "টাইম ভল্ট থেকে আমরা খুব সহজে পালাতে পেরেছি, এবলিং। অন্যরাও হয়তো পালিয়েছে। অল্প কয়েক জন পেরেছে। বেশিরভাগই পারেনি। এক্সটিংগুইশিং ফিল্ড হয়তো ব্যর্থ করা হয় কোনোভাবে। যার জন্য ব্যয় করতে হয় অপরিসীম মেধা এবং শ্রম। ফাউণ্ডেশন নেভির অধিকাংশ শিপ পালিয়ে হেভেন বা কাছাকাছি গ্রহগুলোতে চলে যায় এবং লড়াই চালাতে থাকে। মাত্র এক পার্সেন্ট সেটা পারেনি, ফলে শত্রুর হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

"ফাউণ্ডেশন আণ্ডারগ্রাউণ্ড–যার উপর মানুষের আশা ছিল অনেক বেশি–ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো ভূমিকাই পালন করেনি তারা। যথেষ্ট রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে মিউল ধনী বণিকদের নিশ্চয়তা দেয় যে তাদের সম্পদ এবং ব্যবসা বাণিজ্য সে রক্ষা করবে, ফলে তারা যোগ দেয় মিউলের পক্ষে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ধনিক গোষ্ঠী সবসময়ই আমাদের বিপক্ষে ছিল।" কাষ্ঠ গলায় বলল মিস।

"ক্ষমতাও সবসময়ই ওদের হাতে ছিল। শুনুন এবলিং। বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে মিউল বা তার কোনো প্রতিনিধি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ট্রেডারদের ক্ষমতাশালী লোকদের সাথে যোগাযোগ করেছে। আমার জানামতে সাতাশটা বণিক বিশ্বের দশটা মিউলের সাথে যোগাযোগ করেছে। আমার জানামতে সাতাশটা বণিক বিশ্বের দশটা মিউলের পক্ষে চলে গেছে। সম্ভবত আরো দশটা যাবো যাবো করছে। হেভেনে এমন অনেক লোক আছে যারা মিউলের শাসনেও সুখেই থাকবে। যদি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজের আধিপত্য বজায় রাখা যায় তা হলে বিপজ্জনক রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়ে দিতে আগ্রহী হবে অনেকেই।"

"আপনার ধারণা হেভেন মিউলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না?"

"আমার ধারণা হেভেন সেই পথেই যাবে না।" দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখ নিয়ে সাইকোলজিস্টের দিকে ফিরল রাণ্ডু। "আমার ধারণা হেভেন আত্মসমর্পণ করার জন্য অপেক্ষা করছে। সেইজন্যই আপনাকে ডেকেছি। আমি চাই আপনি হেভেন ত্যাগ করবেন।"

মিস এর মোটা চিবুক আরো মোটা দেখাল বিস্ময়ের কারণে, "এখনই!"

নিজেকে ভীষণরকম ক্লান্ত মনে হল রাণ্ডুর। "এবলিং, আপনি ফাউণ্ডেশন-এর সেরা সাইকোলজিস্ট। সত্যিকার মাস্টার সাইকোলজিস্টরা সেলডনের সাথেই হারিয়ে গেছেন। সেরা হিসেবে আপনাকেই আমরা পেয়েছি। মিউলকে হারাতে হলে আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা। এখানে বসে আপনি সেটা পারবেন না; যেতে হবে এম্পায়ার এর যে অবশিষ্ট অংশ এখনো টিকে আছে সেখানে।"

"ট্র্যানটরে?"

"ঠিক। এক সময়ে যা ছিল এম্পায়ার এখন তা নগ্ন কঙ্কাল, কিন্তু কেন্দ্রে এখনো কিছু না কিছু আছে। ওখানে প্রচুর রেকর্ড আছে, এবলিং। হয়তো আপনি আরো বেশি বেশি ম্যাথমেটিক্যাল সাইকোহিস্টোরি শিখতে পারবেন ; সম্ভবত ক্লাউনের মাইণ্ড ব্যাখ্যা করার মতো যথেষ্ট। সেও অবশ্যই আপনার সাথে যাবে।"

শুকনো গলায় জবাব দিল মিস, "আমার সন্দেহ আছে। মিউলের ভয় বাদ দিলেও আপনার ভাস্তিকে ছাড়া সে যাবে না।"

"আমি জানি। সেজন্য টোরান এবং বেইটা আপনার সাথে যাবে। আর, এবলিং আরেকটা বড় উদ্দেশ্য আছে। তিন শ বছর আগে হ্যারি সেলডন দুটো ফাউণ্ডেশন তৈরি করেন; ওয়ান অ্যাট ইচ এণ্ড অব দ্য গ্যালাক্সি। ইউ মাস্ট ফাইণ্ড দ্যাট সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০. ষড়যন্ত্রকারী

মেয়রের প্রাসাদ–

–একসময় যা ছিল মেয়রের প্রাসাদ, এখন কালি গোলা অন্ধকারে অস্পষ্ট অবয়বের মতো মনে হচ্ছে। কারফিউর জন্য পুরো শহর নীরব নিথর। ধোঁয়াটে দুধ সাদা সুবিশাল গ্যালাকটিক লেন্স, এখানে সেখানে দুই একটা নিঃসঙ্গ তারা বিপুল বিক্রমে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে ফাউণ্ডেশন-এর আকাশে।

মাত্র তিন শতাব্দীতে ফাউণ্ডেশন ক্ষুদ্র একদল বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত প্রজেক্ট থেকে ধীরে ধীরে পরিণত হয় বহুমুখী সুবিশাল এক বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যে, যার শাখাপ্রশাখা বাড়তে বাড়তে ছড়িয়ে পড়ে গ্যালাক্সির গভীর থেকে গভীরে। অর্ধবছর আগেই সেটা আবার পূর্বের মর্যাদা হারিয়ে পরিণত হয়েছে পরাজিত এক প্রাদেশিক রাজ্যে।

ক্যাপ্টেন হ্যান প্রিচার এই কথা মানতে রাজি না।

শহরের অস্বাভাবিক নীরব রাত, অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাসাদ এখন অনুপ্রবেশকারীর দখলে, উৎকটভাবে আসল সত্য প্রকাশ করছে, কিন্তু ক্যাপ্টেন হ্যান প্রিচার প্রাসাদের প্রবেশ পথের ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে জিভের নিচে অতি ক্ষুদ্র একটা নিউক্লিয়ার বোমা নিয়েও এটা বুঝতে চাইছে না।

ছায়ার মতো একটা শরীর এগিয়ে আসছে–মাথা নিচু করল ক্যাপ্টেন।

অতিরিক্ত নিচু গলায় ফিসফিস শব্দ ভেসে এল, "অ্যালার্ম সিস্টেম আগের মতোই আছে, ক্যাপ্টেন। এগিয়ে যান। কোনো সমস্যা হবে না।"

মৃদু পায়ে নিচু আর্চওয়ের ভিতর দিয়ে দুপাশে সারি সারি ঝর্না বসানো পথ ধরে প্রিচার যেখানে এসে দাঁড়াল সেটা এক সময় ছিল ইণ্ডবারের বাগান।

চার মাস আগের টাইম ভল্টের সেই ঘটনা এখনো তার মনে দগদগে ঘায়ের মতন জ্বলজ্বল করছে। এক এক করে সেই ভয়ংকর অনুভূতি রাতের দুঃস্বপ্ন হয়ে ফিরে আসে প্রতিদিন।

বুড়ো সেলডন তার বংশধরদের যে সুদিনের কথা শোনাচ্ছিলেন সেটা ছিল রক্ত হিমকরা ভুল–তালগোল পাকানো দ্বন্দ্ব–ইণ্ডবার, অস্বাভাবিক জাঁকজমকপূর্ণ মেয়রাল পোশাক। তার অচেতন মুখ–দ্রুত বেড়ে উঠা ভয় বিহ্বল জনতার ভিড়, নিঃশব্দে অবধারিত আত্মসমর্পণের নির্দেশ শোনার অপেক্ষা, মিউলের ক্লাউনকে কাঁধে ফেলে টোরানের পালানোর দৃশ্য, সব দুঃস্বপ্ন হয়ে ফিরে আসে বারবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেও কিছুক্ষণ পরে পালাতে সক্ষম হয়, যদিও তার গাড়ি বিকল হয়ে পড়েছিল। নেতাহীন বিশৃঙ্খল জনতার দল পালাতে শুরু করে শহর ছেড়ে–গন্তব্য অজানা। তাদের সাথে মিশে যায় সে।

অন্ধের মতো সে খুঁজতে থাকে অগণিত র‍্যাট হোল যেগুলো ছিল–বা এক সময়ে ছিল ডেমোক্র্যাটিক আণ্ডারগ্রাউণ্ড সদর দপ্তর–আশি বছর চেষ্টা করেও যারা কিছু করতে পারেনি।

কিন্তু র‍্যাট হোলগুলো ছিল ফাঁকা শূন্য।

পরের দিন শত্রুর অচেনা কালো শিপগুলো আকাশে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েই হারিয়ে যেতে লাগল নিকটবর্তী শহরের বহুতল কাঠামোর আড়ালে। ক্যাপ্টেন হ্যান প্রিচার ডুবে যেতে লাগল সীমাহীন অসহায়ত্ব এবং হতাশার সাগরে।

দৃঢ় সংকল্পে পথ চলা শুরু করে সে।

ত্রিশ দিনে সে পাড়ি দেয় প্রায় দুশ মাইল পথ। পথের পাশে পড়ে থাকা হাইড্রোলিক কারখানার এক শ্রমিকের মৃতদেহ থেকে পোশাক খুলে নিজের সামরিক পোশাক পাল্টে নেয়, মুখে গজিয়ে উঠতে দেয় দাড়ি গোঁফের জঙ্গল।

এবং খুঁজে পায় আণ্ডারগ্রাউণ্ড-এর অবশিষ্ট।

শহরের নাম নিউটন। এক সময়ের অভিজাত জনপদ ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে আবর্জনার স্তূপে। দলের নিচু পদের একজন সদস্যের বাসস্থান, যার চোখগুলো ছোট ছোট, চওড়া হাড়, বিশাল দেহী, এমনকি পকেটের ভেতর থেকেও আঙুলের সবল গিঁটগুলো পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। প্রবেশ পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

"আমি এসেছি মিরান থেকে।" সংক্ষেপে বলল ক্যাপ্টেন।

লোকটা জবাব দিল হাসিমুখে, "মিরান এই বছরের শুরুতেই শেষ হয়ে গেছে।"

ক্যাপ্টেন বলল, "না, গত বছরেরও আগে শেষ হয়েছে।"

কিন্তু লোকটা দরজা থেকে না সরেই জিজ্ঞেস করল, "কে আপনি?"

"আপনি ফক্স?"

"আপনি কী প্রশ্নের জবাব প্রশ্নের মাধ্যমে দেন?"

বুক ভরে শ্বাস নিল ক্যাপ্টেন, তারপর শান্ত সুরে বলল, "আমি হ্যান প্রিচার, ফ্লিটের একজন ক্যাপ্টেন এবং আণ্ডারগ্রাউণ্ড ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্য। ভেতরে আসতে পারি?"

একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ফক্স বলল, "আমার আসল নাম ওরাম পালি।" তারপর হাত বাড়াল হ্যাণ্ডশেকের জন্য।

ঘরের ভেতর আভিজাত্যের ছোঁয়া কিন্তু তা পরিমিত। এক কোণায় চমৎকার একটা বুক ফিল্ম প্রজেক্টর। ক্যাপ্টেনের সামরিক দৃষ্টিতে মনে হল ওখানে একটা শক্তিশালী ব্লাস্টার লুকানো থাকতে পারে। প্রজেক্টিং লেন্স প্রবেশ পথের পুরোটাই কভার করছে এবং হয়তো রিমোটের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

দাড়িঅলা অতিথির দৃষ্টি অনুসরণ করে কঠিনভাবে হাসল ফক্স। "হ্যাঁ! কিন্তু তা শুধু ইণ্ডবার এবং তার রক্তচোষাদের জন্য। মিউলের বিরুদ্ধে এটা কোনো কাজই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবে না, করবে? কোনো অস্ত্রই মিউলের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না। আপনি ক্ষুধার্ত?"

মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন।

"এক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।" ফক্স কাপবোর্ড থেকে ক্যান নামিয়ে দুটো রাখল ক্যাপ্টেন প্রিচারের সামনে। "এটার উপরে আঙুল রাখবেন তারপর যথেষ্ট গরম হলে ভেঙে ফেলবেন। আমার হিট কন্ট্রোল ইউনিট কাজ করছে না। মনে করিয়ে দেয় একটা যুদ্ধ চলছে–বা চলছিল, এহ্?"

তার কথাবার্তা হাসিখুশি, কণ্ঠস্বর আমুদে এবং চোখদুটো শীতল চিন্তাযুক্ত। বসল ক্যাপ্টেনের বিপরীত দিকের সোফায়, "যেখানে বসেছেন সেখানে একটা পোড়া দাগ ছাড়া কিছুই থাকবে না, যদি আপনার কোনো কিছু আমার পছন্দ না হয়। মনে রাখবেন।"

কিছু বলল না ক্যাপ্টেন। ক্যান খুলে খেতে শুরু করল।

"স্ট্যু। দুঃখিত, খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে।"

"আমি জানি," বলল ক্যাপ্টেন। খাওয়া শেষ করল দ্রুত।

"আপনাকে একবার দেখেছিলাম। কিন্তু দাড়ি গোঁফের কারণে চিনতে পারছিলাম না।"

"ত্রিশ দিন শেভ করা হয় নি," তারপর রাগত সুরে, "আপনি কী চান? আমি সঠিক পাসওয়ার্ড বলেছি। আমার আইডেন্টিফিকেশন আছে।"

হাত নাড়ল ফক্স "ওহ্, আপনি প্রিচার–এটা আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু পাসওয়ার্ড অনেকেই জানে, এবং আইডেন্টিফিকেশন আর আইডেনটিটি এখন মিউলের পক্ষে। লিভোর নাম শুনেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"সে মিউলের দলে যোগ দিয়েছে।"

"কী? সে–"

"হ্যাঁ। তাকে সবাই বলত, 'নো সারেণ্ডার'।" হাসির ভঙ্গিতে ঠোঁট বাঁকালো ফক্স, রসকষহীন নিস্প্রাণ হাসি। "তারপর উইলিগ। মিউলের দলে! গ্যারি আর নথ। মিউলের দলে! তা হলে প্রিচারও যাবে না কেন, শুনি? আমি কীভাবে জানব?"

কোনোমতে শুধু মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন।

"কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না," মসৃণ গলায় বলল ফক্স। "ওরা অবশ্যই আমার নাম জানে যদি নর্থ দলবদল করে থাকে–কাজেই আপনি বৈধ হলেও আমার চাইতে অনেক বেশি বিপদে আছেন।"

"এখানে কোনো সংগঠন না থাকলে কোথায় পাবো? ফাউণ্ডেশন হয়তো আত্মসমর্পণ করেছে, কিন্তু আমি করিনি।"

"তাই! আপনি আজীবন পালিয়ে বেড়াতে পারবেন না, ক্যাপ্টেন। ফাউণ্ডেশন-এর নাগরিকদের এক শহর থেকে অন্য শহরে যেতে বর্তমানে অনুমতি নিতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি জানেন? এবং আইডেন্টিটি কার্ড। আপনার তা আছে? এ ছাড়া পুরোনো নেভির সকল অফিসারকে নিকটস্থ সদর দপ্তরে রিপোর্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপনি করেছেন, এহ্?"

"হ্যাঁ।" ক্যাপ্টেনের গলা কঠিন। "আপনার ধারণা আমি ভয়ে পালিয়ে এসেছি। মিউলের হাতে পতনের কিছুদিন পরেই আমি কালগানে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম যে প্রাক্তন ওয়ারলর্ডের একটা অফিসারেরও কোনো অস্তিত্ব নেই। কারণ তারাই যে-কোনো বিদ্রোহের সামরিক নেতৃত্ব দেয়। আন্ডারগ্রাউন্ড সবসময়ই মনে করত যে নেভির সামান্যতম অংশও যদি নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তা হলে কোনো বিপ্লবই সফল হবে না। মিউল অবশ্যই কথাটা জানে।"

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল ফক্স, "যুক্তির কথা। মিউলের বুদ্ধি আছে।"

"যত দ্রুত সম্ভব ইউনিফর্ম ত্যাগ করি। দাড়ি গোঁফ গজাতে দেই। ধরে নিচ্ছি অনেকেই আমার মতো একই কৌশল বেছে নিয়েছে।"

"আপনি বিবাহিত?"

"স্ত্রী মারা গেছে, ছেলেমেয়ে নেই।"

"তা হলে আপনার পরিবারকে জিম্মি করা হতে পারে, এই ভয় থেকে মুক্ত আপনি?"

"হ্যাঁ।"

"আমি একটা উপদেশ দেই?"

"যদি দেওয়ার মতো কিছু থাকে।"

"মিউলের পলিসি বা কী উদ্দেশ্য আমি জানি না, কিন্তু দক্ষ শ্রমিকদের পারতপক্ষে কোনো ক্ষতি করা হচ্ছে না। বরং মজুরি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সব ধরনের নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স এর উৎপাদন এখন আকাশ ছোঁয়া।"

"তাই? অর্থাৎ আক্রমণ চলতেই থাকবে।"

"জানি না। মিউল কোনো বেশ্যার পেটে জন্ম নেওয়া চতুর বদমাশ এবং সে হয়তো শ্রমিকদের শান্ত রাখতে চাইছে। যদি সেলডন সাইকোহিস্টোরির মাধ্যমে তার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করতে ব্যর্থ হন, আমি চেষ্টা করতে চাই না। কিন্তু আপনার পরনে শ্রমিকের পোশাক। বুঝতে পারলেন কিছু?"

"আমি দক্ষ শ্রমিক না।"

"নেভিতে নিউক্লিয়িকস্-এর উপর কোর্স করেছেন, তাই না?"

"অবশ্যই।"

"ওতেই চলবে। নিউক্লিয়ার-ফিল্ড বিয়ারিং করপোরেশন নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে এই শহরে। ওদেরকে গিয়ে বলবেন আপনি অভিজ্ঞ। যে হারামজাদাগুলো ইণ্ডবারের জন্য ফ্যাক্টরিটা চালাত এখনো তারাই চালায়–তবে মিউলের জন্য। দক্ষ শ্রমিক পেলে কোনো প্রশ্ন করবে না। ওরা আপনাকে আইডি কার্ডের ব্যবস্থা করে দেবে এবং আপনি করপরেশনের হাউজিং এস্টেটে বাসস্থানের আবেদন করতে পারবেন। আমার মনে হয় এখনই শুরু করে দেওয়া উচিত।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবেই ন্যাশনাল ফ্লিট-এর ক্যাপ্টেন হ্যান প্রিচার পরিচয় বদলে পরিণত হয় নিউক্লিয়ার ফিল্ড বিয়ারিং করপোরেশনের ৪৫নং শাখার শিল্ড ম্যান লো মোরো। এবং ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট-এর সামাজিক মর্যাদা হ্রাস করে আবির্ভূত হয় একজন ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে–যে কারণে মাসখানেক পরে সে দাঁড়িয়ে আছে ইণ্ডবারের ব্যক্তিগত উদ্যানে।

বাগানে দাঁড়িয়ে হাতের র‍্যাডোমিটারের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন হ্যান প্রিচার। ভিতরের ওয়ার্নিং সিস্টেম এখনো সচল, কাজেই অপেক্ষা করতে হবে। মুখের ভেতরের নিউক্লিয়ার বোমার মেয়াদ আর মাত্র আধাঘন্টা। জিভ দিয়ে বোমাটা নাড়তে লাগল সতর্কভাবে।

র‍্যাডোমিটারের আলো নিভে অশুভ কালো বর্ণ ধারণ করল এবং দ্রুত এগোতে শুরু করল ক্যাপ্টেন।

সে ভালোভাবেই জানে যে বোমার জীবন যতটুকু তার জীবনও ততটুকু; ওটার মৃত্যু মানে তার মৃত্যু এবং মিউলেরও মৃত্যু।

চার মাসের এক ব্যক্তিগত লড়াইয়ের চূড়ান্ত পরিণতি আসন্ন ; যে-লড়াই এর মূল অংশ শুরু হয় নিউটন ফ্যাক্টরি থেকে

দুই মাস ক্যাপ্টেন হ্যান কাটিয়েছে সীসাযুক্ত অ্যাপ্রন এবং ভারী ফেস শিল্ড পরে তার সামরিক পরিচয় লুকানোর জন্য। তখন সে একজন দিনমজুর, কাজ শেষে বেতন নেয়, সন্ধ্যা অতিবাহিত করে শহরে এবং রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে না কখনো।

দুই মাস ফক্সের সাথে একবারও দেখা হয়নি।

তারপর একদিন তার বেঞ্চের সামনে একটা লোক হোঁচট খায়। লোকটার পকেটে ছোট এক টুকরো কাগজ, তাতে লেখা "ফক্স" কাগজটা সে ফেলে দেয় নিউক্লিয়ার চেম্বারে, এনার্জি আউটপুট এক মিলিমাইক্রোভোল্ট বৃদ্ধি করে সেটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়– তারপর ঘুরে চলে যায় নিজের কাজে।

ওই রাতটা সে অতিবাহিত করে ফক্সের বাড়িতে আরো দুজনের সাথে তাস খেলে। দুজনের একজনকে সে নামে চেনে, অন্যজনকে নাম এবং চেহারা দুভাবেই চেনে।

তাস খেলার সাথে সাথে তাদের আলোচনা চলছিল।

"ভুলটা শুরুতেই হয়েছে," বলল ক্যাপ্টেন। "আমরা জঘন্য অতীত নিয়ে বাস করছি। আশি বছর আমাদের সংগঠন অপেক্ষা করেছে সঠিক ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্য। সেলডনের সাইকোহিস্টোরি আমরা অন্ধভাবে অনুসরণ করেছি, যার প্রথম অনুমিতিতে বলা হয়েছে, একজন ব্যক্তির কোনো গুরুত্ব নেই, একজন ব্যক্তি ইতিহাস তৈরি করে না এবং এই জটিল সামাজিক, অর্থনৈতিক উপাদান তাকে ভুল পথে পরিচালিত করে।" সাবধানে হাতের কার্ডগুলো সাজিয়ে সেগুলোর মূল্য পরখ করে নেয় সে, তারপর একটা টোকেন ফেলে বোর্ডে, "মিউলকে খুন করছি না কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাতে কী লাভটা হবে?" ঝগড়া বাধানোর সুরে বলে বাঁ পাশের জন।

"দেখলে," দুটো কার্ড নামিয়ে রেখে ক্যাপ্টেন বলে, "সবার আচরণ একই রকম। কোয়াড্রিলিয়ন মানুষের মাঝে–একজন মানুষের মূল্য কি। একজন মানুষ মারা গেলে গ্যালাক্সির আবর্তন থেমে যাবে না। কিন্তু মিউল একজন মানুষ না, একটা মিউট্যান্ট। এরইমধ্যে সে সেলডন প্ল্যান নষ্ট করে ফেলেছে। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে সে-একজন মানুষ–একটা মিউট্যান্ট–সেলডনের পুরো সাইকোহিস্টোরি এলোমেলো করে ফেলেছে একাই। যদি সে না থাকত ফাউণ্ডেশন কখনো পরাজিত হত না। সে বেঁচে না থাকলে, বেশিদিন এমন পরাজিত থাকবে না।

"আশি বছর ধরে ডেমোক্র্যাটরা মেয়র এবং বণিকদের সাথে লড়াই করেছে পরোক্ষভাবে। এবার গুপ্ত হত্যার চেষ্টা করে দেখা যাক।"

"কীভাবে?" শীতল যুক্তির সুরে আলোচনায় যোগ দেয় ফক্স।

ধীরে ধীরে ক্যাপ্টেন তার পরিকল্পনা বোঝাতে থাকে, "তিন মাস এটা নিয়ে ভেবে আমি কোনো সমাধান বের করতে পারিনি। কিন্তু এখানে আসার পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমাধান বেরিয়ে আসে।" ডানদিকের লোকটার দিকে তাকায় সে। আপনি ইণ্ডবার-এর চেম্বার লেইন ছিলেন। জানতাম না যে আণ্ডারগ্রাউণ্ড-এর সাথে জড়িত।

"আপনাদের কথাও আমি জানতাম না।"

"যাই হোক, চেম্বারলেইন হিসেবে আপনি প্রাসাদের এলার্ম সিস্টেম চেক করতেন প্রায়ই।"

"করতাম।"

"আর মিউল এখন ঐ প্রাসাদে বাস করছে।"

"সেরকমই শোনা যায়–যদিও মিউল দখলদার হিসেবে বেশ ভদ্র। কোনো বক্তৃতা দেয়নি, যুদ্ধজয়ের কোনো ঘোষণা দেয়নি এমনকি মানুষের সামনেও আসে না।"

"পুরোনো গল্প বলে লাভ নেই। আপনাকে আমাদের দরকার।"

কার্ড শো করে ফক্স পুরো স্টেক নিজের দিকে টেনে নেয়। তারপর নতুন তাস বাটতে থাকে।

প্রাক্তন চেম্বারলেইন কার্ড তুলে বলে, "দুঃখিত ক্যাপ্টেন। এলার্ম সিস্টেম চেক করতাম ঠিকই, কিন্তু সেটা ছিল রুটিন। ভিতরের খবর কিছুই জানি না।"

"কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যথেষ্ট গভীরে ছেদ করতে পারলে আপনার মাইণ্ড থেকে এলার্ম কন্ট্রোলের স্মৃতি বের করে আনা যাবে সাইকিক প্রোবের সাহায্যে।"

চেম্বারলেইনের গোলাপি মুখ মুহূর্তেই ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করে। হাত শক্তভাবে চেপে ধরায় তাসগুলো দুমড়ে মুচড়ে যেতে থাকে, "সাইকিক প্রোব?"

"ভয়ের কিছু নেই। জিনিসটা কীভাবে ব্যবহার করতে হয় আমি জানি। কয়েকদিন অসুস্থতাবোধ ছাড়া আর কোনো ক্ষতি হবে না। আমাদের মাঝে এমন অনেকেই আছে, যারা এলার্ম কন্ট্রোলের বিস্তারিত বিবরণ পেলে ওয়েভলেংথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম্বিনেশন তৈরি করে দিতে পারবে। আমাদের মাঝে অনেকেই আছে, যারা একটা ক্ষুদ্র টাইম বোমা বানিয়ে দিতে পারবে, আমি নিজে সেটা নিয়ে মিউলের কাছে যাব।"

লোকগুলো টেবিলের আরো কাছাকাছি ভিড় জমায়।

"একটা নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় টার্মিনাস সিটিতে প্রাসাদের কাছাকাছি একটা দাঙ্গা শুরু করতে হবে। সত্যিকার দাঙ্গা না, সামান্য গোলমাল। চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রাসাদ রক্ষীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।"

সেদিন থেকে পরবর্তী এক মাস প্রস্তুতির কাজ এগিয়ে চলে, এবং ন্যাশনাল ফ্লিটের ক্যাপ্টেন হ্যান প্রিচার এর আগে যে নিজেকে নামিয়ে এনেছে ষড়যন্ত্রকারীর পর্যায়ে, এবার সামাজিক মর্যাদা আরো ক্ষুণ্ন করে পরিণত হয় গুপ্তঘাতকে।

ক্যাপ্টেন প্রিচার, গুপ্তঘাতক, প্রাসাদে দাঁড়িয়ে নিজের সাইকোহিস্টোরির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ব্যাপক এলার্ম সিস্টেমের অর্থ ভিতরে গার্ডের সংখ্যা কম। এই ক্ষেত্রে বোধ হয় একজনও নেই।

প্রাসাদের ভিতরে কামড়ার বিন্যাস তার মুখস্থ। নিঃশব্দে কালো একটা বিন্দুর মতো কার্পেট বিছানো র‍্যাম্প বেয়ে উপরে উঠে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

তার সামনে একটা শয়ন কক্ষের দরজা। মিউট্যান্ট নিশ্চয়ই ওই দরজার পিছনে আছে, যে অপরাজেয়কে করেছে পরাজিত। একটু আগেই এসে পড়েছে সে–বোমার মেয়াদ দশ মিনিট বাকি।

পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল, এখনো পুরো বিশ্ব নীরব। মিউল বেঁচে থাকবে আর মাত্র পাঁচ মিনিট–ক্যাপ্টেন প্রিচারও তাই।

হঠাৎ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই সামনে এগোল সে। বোমা বিস্ফোরিত হলে পুরো প্রাসাদ উড়ে যাবে–পুরো প্রাসাদ। দশ গজ দূরে যে দরজা আছে সেটা কোনো বাধাই না। কিন্তু মিউলকে সে দেখতে চায়, যেহেতু দুজন একসাথেই মরবে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে সে পাগলা ষাঁড়ের মতো ছুটে গিয়ে বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার উপর।

এবং দরজাটা খুলে গিয়ে উজ্জ্বল আলো তার চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

টলমল পায়ে কিছুদূর ছুটে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল ক্যাপ্টেন। কামরার ঠিক মাঝখানে পায়াঅলা মাছ জিইয়ে রাখার একটা পাত্রের সামনে এক লোক, গম্ভীর। চোখ তুলে তাকাল স্বাভাবিক ভঙ্গিতে।

লোকটার পরনে গভীর কালো ইউনিফর্ম এবং অন্যমনস্কভাবে পাত্রে একটা টোকা দেওয়াতে বৃত্তাকার তরঙ্গ তৈরি হল ভিতরের পানিতে, পালকের মতো ডানা অলা এবং সিঁদুর বর্ণের মাছগুলো ছুটোছুটি শুরু করে দিল।

"আসুন, ক্যাপ্টেন!" লোকটা বলল।

ক্যাপ্টেনের সঞ্চরণশীল জিভের নিচে ধাতুর ক্ষুদ্র গোলকটা অশুভ গতিতে এগিয়ে চলেছে শেষ মুহূর্তের দিকে। জানে এখন আর থামানোর কোনো উপায় নেই, কারণ শেষ মিনিটও শেষ হতে চলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আপনি বরং মুখের ওই ঘোড়ার ডিম বস্তুটা বের করুন। ওটা ফাটবে না।" বলল ইউনিফর্ম।

এক মিনিট পেরিয়ে গেল এবং হঠাৎ কিন্তু ধীর গতিতে ক্যাপ্টেন মাথা নিচু করে রুপোলি গোলকটা হাতের তালুতে ফেলল। প্রচণ্ড জোড়ে ছুঁড়ে দিল দেয়ালে, মৃদু একটা ধাতব শব্দ করে জিনিসটা গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে, পড়ে থাকল নির্দোষ ভালো মানুষের মতো। শ্রাগ করল ইউনিফর্ম। "যাই হোক, ওটা ফাটলেও কোনো লাভ হত না, ক্যাপ্টেন। আমি মিউল নই। আপনাকে তার ভাইসরয়ের সাথে দেখা করেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।"

"আপনি কীভাবে জানলেন?" হতাশ গলায় ফিসফিস করল ক্যাপ্টেন।

"দোষটা আপনি চাপাতে পারেন দক্ষ কাউন্টার এসপিওনাজ সিস্টেমের উপর। আপনাদের ছোট দলটার প্রত্যেকের নাম আমি জানি, প্রতিটা পদক্ষেপের উপর নজর ছিল–"

"আর তারপরেও এতদূর আসতে দিয়েছেন?"

"কেন নয়? আমার মূল উদ্দেশ্যই ছিল আপনাকে সহ আরো কয়েকজনকে ধরা। বিশেষ করে আপনাকে। কয়েক মাস আগেই ধরতে পারতাম, যখন নিউটন বিয়ারিংস-এ কাজ করতেন, কিন্তু এটা বরং আরো ভালো হয়েছে। পরিকল্পনার মূল কাঠামো যদি আপনি নিজে থেকে বলতে না পারতেন আমারই কোনো এজেন্ট এই ধরনেরই কিছু একটা আপনাকে সরবরাহ করত। ফলাফল বেশ নাটকীয় এবং অনেকখানি হাস্যকর।"

ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি কঠিন। "আমার কাছেও সেরকমই মনে হয়েছে। তো, এখানেই সব শেষ?"

"মাত্র শুরু। বসুন, ক্যাপ্টেন। নায়ক হওয়ার সুযোগ আমরা নির্বোধদের জন্য ছেড়ে দেই। ক্যাপ্টেন, আপনি দক্ষ লোক। আমার প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ফাউণ্ডেশনে আপনিই সর্বপ্রথম মিউলের প্রকৃত ক্ষমতা বুঝতে পারেন। আপনি তাদেরই একজন যে তার ক্লাউনকে সরিয়ে আনে, ঘটনাক্রমে এই ক্লাউন এখনো ধরা পড়েনি। স্বাভাবিকভাবেই আপনার দক্ষতা চোখে পড়ে আমাদের এবং মিউল সেই ধরনের মানুষ যে তার শত্রুর দক্ষতাকে ভয় পায়না যেহেতু সে শত্রুকে কনভার্ট করে বন্ধু বানাতে পারে।"

"আপনারা সেটাই করতে চাইছেন? ওহ্!"

"ওহ্ হ্যাঁ! এই উদ্দেশ্যেই আজকে রাতের প্রহসন। আপনি বুদ্ধিমান, যদিও মিউলের বিরুদ্ধে আপনার ষড়যন্ত্রটা হাস্যকরভাবে ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য এটাকে ঠিক ষড়যন্ত্রের পর্যায়েও ফেলা যাবে না। অর্থহীন উদ্দেশ্যে শিপ ধ্বংস করা কী আপনার সামরিক প্রশিক্ষণের অংশ?"

"প্রথমেই একজনকে বুঝতে হবে কোনটা অর্থহীন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বোঝা যাবে," নরম সুরে নিশ্চয়তা দিল ভাইসরয়। "মিউল ফাউণ্ডেশন দখল করেছেন। এটাকেই ধীরে ধীরে আরো বৃহৎ উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ারে পরিণত করা হবে।"

"কোন বৃহৎ উদ্দেশ্য?"

"পুরো গ্যালাক্সি দখল। বিচ্ছিন্ন বিশ্বগুলোকে জোড়া দিয়ে নতুন এম্পায়ার গড়ে তোলার পরিকল্পনা। স্বপ্ন পূরণ, মোটা মাথার দেশপ্রেমিক, আপনাদের সেলডন সেটা পূরণের জন্য যে সাত শ বছর বেঁধে দিয়েছেন, তার অনেক আগেই। এবং এই স্বপ্ন পুরণে আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন।"

"নিঃসন্দেহে পারি। এবং নিঃসন্দেহে করব না।"

"বুঝতে পেরেছি," যুক্তি দেখাল ভাইসরয়, "মাত্র তিনটা স্বাধীন বণিক বিশ্ব এখনো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আর বেশিদিন টিকতে পারবে না। আর ফাউণ্ডেশন-এর শেষ ভরসা এখন এটাই। তারপরেও আপনি নিজের জেদ বজায় রাখবেন?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু পারবেন না। স্বেচ্ছায় মত পাল্টালে ভালো। অন্যভাবে হলেও অসুবিধা নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে, মিউল এখানে নেই। অবশিষ্ট বণিকদের সাথে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তবে সর্বদা যোগাযোগ রেখেছেন আমাদের সাথে। আপনাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।

"কিসের জন্য?"

"আপনার কনভার্সনের জন্য।"

"মিউলের জন্য," শীতল গলায় বলল ক্যাপ্টেন, "কঠিন হবে কাজটা।"

"হবে না। আমার বেলায় হয়নি। আমাকে চিনতে পারেননি আপনি? আপনি কালগানে গিয়েছিলেন, কাজেই অবশ্যই আমাকে দেখেছেন। আমার চোখে ছিল মনোকল,* ফারের তৈরি নকশা খচিত রোব, উঁচু চূড়াঅলা মুকুট–"

বিতৃষ্ণায় পুরো শরীর শক্ত হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের। "কালগানের ওয়ারলর্ড।"

"হ্যাঁ, এখন আমি মিউলের অনুগত ভাইসরয়। দেখলেন তো, মিউল কেমন পারসুয়েসিভ।"

---

* একচোখের জন্য চশমা বিশেষ, যা চোখের চারপাশের মাংসপেশিকে যথাস্থানে রাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২১. মহাকাশে অবকাশ

অবরোধ ভেদ করে বেরিয়ে আসা গেল নির্বিঘ্নে। স্পেস এর বিস্তৃতি এত সীমাহীন যে অনন্তকাল ধরে যত নেভি ছিল বা হতে পারত সবগুলো মিলেও পুরো স্পেস এর উপর নজরদারি করতে পারবে না। মাত্র একটা শিপ, একজন দক্ষ পাইলট এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাগ্যের সহায়তা পেলে বেরিয়ে আসার একটা পথ হয়তো তৈরি করে নেওয়া যাবে।

শীতল দৃষ্টি এবং শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে টোরান তার মহাকাশযান এক নক্ষত্রের সন্নিহিত অঞ্চল থেকে আরেক নক্ষত্রের দিকে নিয়ে গেল। নক্ষত্রের এত কাছে থাকায় অতিরিক্ত মধ্যাকর্ষণ ইন্টারস্টেলার জাম্প কঠিন এবং জটিল করে তুললেও, একই সাথে শত্রুর ডিটেকশন ডিভাইস ও অকার্যকর হয়ে পড়বে।

এবং নিষ্প্রাণ মহাকাশের ভিতরের বৃত্ত পেরিয়ে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল টোরান। তিন মাসের ভিতর এই প্রথম তার মনে হচ্ছে যেন নিঃসঙ্গতা কেটে গেছে। কারণ এখান থেকে সাব ইথারিক সংবাদ আদানপ্রদান শত্রু পক্ষ ধরতে পারবে না মোটেই।

এক সপ্তাহে ফাউণ্ডেশন-এর উপর ক্রমশ প্রভাব বিস্তারের নীরস আত্মপ্রশংসায় ভরপুর সংবাদ ছাড়া আর কিছু ছিল না, সপ্তাহটা ছিল যখন টোরান একটা ত্বরিত জাম্প দিয়ে পেরিফেরি থেকে বেরিয়ে আসছে।

এবলিং মিস এর ডাক শুনে সে চার্ট থেকে চোখ তুলে তাকাল শূন্য দৃষ্টিতে।

"কী হয়েছে?" মাঝখানের ছোট চেম্বারে নেমে এল টোরান, বেইটা এটাকে পরিণত করেছে লিভিং রুমে।

মাথা নাড়ল মিস, "জানি না। মিউলের সংবাদ পাঠক একটা স্পেশাল বুলেটিনের ঘোষণা দিয়েছে। ভাবলাম তুমিও হয়তো শুনতে চাইবে।"

"ভালো। বেইটা কোথায়?"

"ডিনারের ব্যবস্থা করছে।"

ছোট কট-ম্যাগনিফিসো যাতে ঘুমায়-তার কিনারে বসে অপেক্ষা করছে টোরান। মিউলের আত্মপ্রচার মূলক স্পেশাল বুলেটিন বরাবরই একঘেয়ে। প্রথমে সামরিক বাদ্যযন্ত্র তারপর ঘোষকের তেলতেলে মুখ। শুরুতেই থাকে গুরুত্বহীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবরগুলো। একটার পর একটা। তারপর একটু বিরতির পরে ট্রাম্পেটের বাজনা ধীরে ধীরে শ্রোতার উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে।

কষ্ট করে সহ্য করল টোরান। আপন মনে বিড় বিড় করছে মিস।

সংবাদপাঠক প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করে যুদ্ধের সংবাদ পরিবেশন শুরু করল। মহাকাশে সংগঠিত এক লড়াইয়ে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া ইস্পাত এবং রক্তপাতের ঘটনা শব্দে রূপান্তর করে চলেছে।

"লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্যামিল এর অধীনস্থ র‍্যাপিড ক্রুজার স্কোয়াড্রন আজ ইজ এর টাস্ক ফোর্স এর উপর প্রবল হামলা চালায়–" ঘোষকের ছবি মুছে গিয়ে কালো মহাশূন্যে মরণ পণ লড়াইয়ে ব্যস্ত যুদ্ধযানগুলোর ছুটোছুটির দৃশ্য ফুটে উঠল। নিঃশব্দ বিস্ফোরণের দৃশ্যের মাঝেই ঘোষকের কণ্ঠ বেজে চলেছে।

"লড়াই এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল হেভি ক্রুজার ক্লাস্টার এর সাথে শত্রুপক্ষের 'নোভা' শ্রেণীর তিনটি শিপের বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ।

স্ক্রিনের দৃশ্য পাল্টে ফুটে উঠল বিশাল এক যুদ্ধযানের ছবি আর চকচকে শিপ নিয়ে উন্মাদ আক্রমণকারী চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে, বাঁক নিয়ে আবার ফিরে এল গোত্তা মেরে ছুটল আক্রমণের উদ্দেশ্যে এবং ক্লাস্টারের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগে আক্রমণ চালিয়ে বিস্ফোরিত হল। প্রজ্বলিত শত্রুযান এড়ানোর জন্য সামনের দিকে কিছুটা নিচু হল দানবের মতো যুদ্ধযানটা।

সংঘর্ষের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মসৃণ নিরুদ্বেগ গলায় বর্ণনা করে গেল সংবাদ পাঠক।

কিছুক্ষণ বিরতির পর একই কণ্ঠস্বর বর্ণনা করে চলল নেমনের যুদ্ধের। তবে এবার আরো উদ্দীপক শব্দ এবং বিস্তারিত বর্ণনা ব্যবহার করল ঘোষক। স্ক্রিনে দেখা গেল একটা বিধ্বস্ত নগরী–হাত বাঁধা ক্লান্ত বন্দিদের দৃশ্য।

নেমন সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়েছে।

আবার নীরবতা–এবং প্রত্যাশিত কর্কশ বাদ্যযন্ত্র। স্ক্রিনে দেখা গেল একটা লম্বা করিডর, দু পাশে সারিবাধা সৈনিক, তার শেষ মাথায় দ্রুত পায়ে একজন সরকারি মুখপাত্র এসে দাঁড়াল, পরনে কাউন্সিলরের ইউনিফর্ম।

নীরবতা অসহ্য ঠেকল দুই শ্রোতার কাছে।

তারপর যে কণ্ঠস্বর শোনা গেল সেটা গম্ভীর ধীরস্থির এবং কঠিন :

"আমাদের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী শাসকের নির্দেশে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, হেভেন নামক গ্রহ, যুদ্ধে বিরতি দিয়ে পরাজয় বরণ করে নিয়েছে স্বেচ্ছায়। এই মুহূর্তে আমাদের শাসকের সৈনিকেরা অবস্থান নিয়েছে গ্রহের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলোতে। সকল ধরনের বিরোধীতা দমন করা হয়েছে শক্ত হাতে।"

মূল সংবাদপাঠককে আবার দেখা গেল স্ক্রিনে। জানিয়ে দিল গুরুত্বপূর্ণ কোনো সংবাদ পাওয়া গেলেই সেটা প্রচার করা হবে। তারপর শুরু হল একটা সঙ্গীতানুষ্ঠান। পাওয়ার অফ করে দিল মিস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলোমেলো পদক্ষেপে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল টোরান। তাকে থামানোর কোনো চেষ্টাই করল না সাইকোলজিস্ট।

বেইটা কিচেন থেকে বেরিয়ে আসার পর খবরটা তাকে জানাল মিস "ওরা হেভেন দখল করে নিয়েছে।"

"এত জলদি?" অবিশ্বাসে চোখ দুটো গোলাকার হয়ে গেছে বেইটার, কিছুটা অসুস্থ মনে হল তাকে।

"বিনা যুদ্ধে (বিনা ছাপার...)–" থেমে কথাগুলো পেটের ভেতর নামিয়ে দিল আবার। "টোরানকে একা থাকতে দাও। ওর মন ভালো নেই। ওকে ছাড়াই খেতে বসব।"

একবার পাইলট রুমের দিকে তাকাল বেইটা "ঠিক আছে!"

ম্যাগনিফিসোর দিকে ওরা খুব একটা মনযোগ দিল না। সে অবশ্য চুপচাপ খাচ্ছেও খুব কম। শুধু ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে সামনে, মনে হচ্ছে যেন তার প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে আতঙ্কের প্রবাহ চুঁইয়ে পড়ছে।

অন্যমনস্কভাবে বরফ দেওয়া ফ্রুট–ডেজার্টের বাটিটা সরিয়ে কর্কশ গলায় এবলিং মিস বলল, "দুটো বণিক বিশ্বযুদ্ধ করে গেছে শেষ পর্যন্ত। তারা যুদ্ধ করল, রক্ত ঝরালো, পরাজিত হল, কিন্তু আত্মসমর্পণ করেনি। শুধু হেভেন–ঠিক ফাউণ্ডেশন-এর মতো–"

"কিন্তু কেন? কেন?"

মাথা নাড়ল সাইকোলজিস্ট। "এখানেই আসল সমস্যা। প্রতিটি অস্বাভাবিক ঘটনা মিউলের চরিত্রের নিদর্শন। প্রথম সমস্যা, মাত্র এক হামলাতে বিনা রক্তপাতে মিউল কীভাবে ফাউণ্ডেশন দখল করল–যেখানে স্বাধীন বণিক বিশ্বগুলো তখনো প্রতিরোধ করে চলছিল। নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনের উপর আবরণ তৈরি করা একটা নিচু মানের অস্ত্র–আমরা অনেকবার এটা নিয়ে আলোচনা করেছি, যতক্ষণ না ব্যাপারটা আমাকে অসুস্থ করে তোলে– কিন্তু চালাকিটা শুধু কাজ করে ফাউণ্ডেশন-এর বেলায়।

"রাণুর ধারণা ছিল," এবলিং মিস এর গ্রিজলি ভালুকের মতো ভুরু জোড়া ঘনিষ্ঠ হল, "জিনিসটা সম্ভবত রেডিয়্যান্ট-উইল-ডিপ্রেসর। হেভেনে হয়তো কাজ করেছে। কিন্তু ইজ বা নেমন এর বেলায় কেন ব্যবহার করা হয়নি–যারা এখন ফাউণ্ডেশন-এর প্রায় অর্ধেক ফ্লিট নিয়ে এখন পর্যন্ত মিউলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ বজায় রেখেছে। হ্যাঁ, খবরে দেখা দৃশ্যে আমি ফাউণ্ডেশন শিপ চিনতে পেরেছি।"

"ফাউণ্ডেশন, তারপর হেভেন," ফিসফিস করে বলল বেইটা। "বিপদ মনে হয় আমাদের পিছু পিছু ধেয়ে আসছে, কিন্তু স্পর্শ করছে না। প্রতিবারই মাত্র চুল পরিমাণ সময়ের আগেই বিপদ থেকে বেরিয়ে এসেছি। বরাবরই কী এমন ঘটবে?"

কিন্তু এবলিং মিস শুনছে না তার কথা, নিজের চিন্তাতেই কথা বলে চলেছে,"কিন্তু আরেকটা সমস্যা আছে–আরেকটা সমস্যা, বেইটা। মনে আছে খবরে বলা হয়েছিল যে মিউলের ক্লাউনকে টার্মিনাসে পাওয়া যায়নি; ধারণা করা হচ্ছে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেভেনে চলে গেছে বা অপহরণকারীরা তাকে সেখানে নিয়ে গেছে। ওর নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্ব আছে, বেইটা, আমরা এখনো সেটা ধরতে পারিনি। ম্যাগনিফিসো নিশ্চয়ই এমন কিছু জানে মিউলের জন্য যা বিপজ্জনক। আমি নিশ্চিত।"

ম্যাগনিফিসো, চেহারা ফ্যাকাশে, ভয়ে কাপতে শুরু করেছে, প্রতিবাদের সুরে বলল, "সায়ার...নোবল লর্ড...অবশ্যই, আমার অনেক কিছুই মনে নেই, আপনাদের সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি। আমার ক্ষমতা অনুযায়ী যদ্দুর সম্ভব বলেছি, এবং আপনি প্রোব দিয়ে আমার ভেতর থেকে আমি যা জানি, কিন্তু জানতাম না যে আমি জানি সেগুলোও বের করে এনেছেন।"

"জানি...জানি। ব্যাপারটা অনেক ছোট। এতই ছোট যে আমি বা তুমি কেউই চিনতে পারছি না। অথচ আমাকে বের করতেই হবে–নেমন আর ইজ এব পতন ঘটবে খুব শিগগিরই এবং তারপর শুধু অবশিষ্ট থাকব আমরা, স্বাধীন ফাউণ্ডেশন-এর সর্বশেষ বিন্দু।"

গ্যালাক্সির মূল অংশ পাড়ি দেওয়ার সময় নক্ষত্রের ঝাঁক আরো ঘন হতে লাগলো। গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড বাড়তে লাগলো লাফিয়ে লাফিয়ে যা আন্তনাক্ষত্রিক জাম্পের ক্ষেত্রে জটিলতা বাড়িয়ে তুলল। সতর্ক না হলেই বিপদ।

টোরান সতর্ক হল যখন একটা জাম্পের পর তাদের শিপ গিয়ে পড়ল একটা রেড জায়ান্টের শক্তিশালী মধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের মাঝে এবং নিদ্রাহীন বারো ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রমের পরই সেখান থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হতে পারল।

চার্টের অসম্পূর্ণতা, নিজের অদক্ষতা, অপারেশন এবং ম্যাথমেটিক্যাল অভিজ্ঞতার অভাবের কারণেই টোরান বাধ্য হয়ে ফিরে গেল পুরোনো যুগের জাম্পগুলোর মধ্যবর্তী অবস্থান প্লট করে করে এগোনোর পদ্ধতিতে।

ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গেল একমাত্র সম্মিলিত প্রচেষ্টার মতো। এবলিং মিস টোরানের হিসাবগুলো আবার পরীক্ষা করে দেখে, বেইটা বিভিন্ন পদ্ধতিতে একটা সম্ভাব্য পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। এমনকি ম্যাগনিফিসোকেও একটা কাজ দেওয়া হল। মেসিন থেকে শুধু হিসাবগুলো বের করা, একবার বুঝিয়ে দেওয়ার পরই প্রচুর আনন্দ পেল কাজটাতে এবং নিজের দক্ষতা প্রমাণ করল বিস্ময়করভাবে।

ফলে এক মাসের ভেতর বেইটা শিখল কীভাবে গ্যালাকটিক লেন্সের কেন্দ্র থেকে অর্ধেক দূরে শিপের ত্রিমাত্রিক মডেলের সাহায্যে চলার পথের উত্তপ্ত লাল রেখাটাকে পর্যবেক্ষণ করতে হয়, এবং বিদ্রুপাত্মক সুরে বলতে পারে, 'জানো জিনিসটা দেখতে কেমন? একটা দশ পাওয়ালা কেচোর মতো, যেন বদহজমের রোগে ধরেছে কেচোটাকে। আসলে তুমি আমাদেরকে আবার হেভেনেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।"

"নিয়ে যাব" হাতের চার্টে একটা জোরালো ঘুসি মেরে গজ গজ করল ট্র্যাভিজ "তুমি মুখ বন্ধ না করলে সেটাই করতে হবে।"

"এবং," বলে চলেছে বেইটা, "সম্ভবত দ্রাঘিমাংশের ঠিক মাঝ দিয়ে সোজা এগোলে একটা পথ পাওয়া যাবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাই, বোকা, আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতো করে ওভাবে পথ বের করতে হলে পাঁচ শ শিপের পাঁচ শ বছর লাগবে। তা ছাড়া সোজা রাস্তাগুলো এড়িয়ে চলাই উচিত ওই পথে সম্ভবত শত্রুপক্ষের শিপ গিজ গিজ করছে। তা ছাড়া–"

"ওহ্, গ্যালাক্সি, কচি খোকার মতো ভয় দেখানো বন্ধ করো।" খপ করে টোরানের চুল টেনে ধরল সে।

"আউচ! ছাড়ো!" আর্তনাদ করে উঠলো টোরান, তারপর বেইটার কবজিতে টান মেরে দুজনেই পড়ে গেল মেঝেতে, সেখানে বেইটা টোরান আর চেয়ার গুলো মিলে একটা জট পাকানো অবস্থা সৃষ্টি করেছে। যেন রুদ্ধশ্বাস কোনো রেসলিং ম্যাচ চলছে, যাতে কুস্তির কোনো চিহ্ন নেই, আছে শুধু খিলখিল হাসি আর হাত পায়ের দাপাদাপি।

হন্তদন্ত হয়ে ম্যাগনিফিসো ঢোকার পর নিজেকে আলাদা করে নিল টোরান।

"কী ব্যাপার?"

উদ্বেগে ক্লাউনের মুখের প্রতিটি রেখা টান টান। বিশাল নাকের ডগাটা সাদা হয়ে গেছে। "যন্ত্রগুলো কেমন যেন অস্বাভাবিক আচরণ করছে, স্যার। আমি কিছু জানি না বলে কোনোটাতে হাত দিইনি–"

দুই সেকেন্ডের ভেতর পাইলট রুমে হাজির হল টোরান। শান্ত সুরে ম্যাগনিফিসোকে নির্দেশ দিল, "এবলিং মিস কে বাঙ্ক থেকে উঠাও। এখানে আসতে বল।"

বেইটা আঙুল চালিয়ে এলোমেলো চুল ঠিক করার চেষ্টা করছে। তাকে বলল টোরান, "আমরা ধরা পড়ে গেছি, বেই।"

"ধরা পড়ে গেছি?" হাত দুটো দুপাশে ঝুলে পড়ল শিথিলভাবে। "কার কাছে?"

"গ্যালাক্সি জানে", বিড়বিড় করল টোরান, "তবে আমার ধারণা ওদের কাছে ব্লাস্টার আছে এবং সেটা চালাতে জানে।"

চেয়ারে বসে এরই মধ্যে সে শিপ এর আইডেন্টিফিকেশন সাব-ইথারে পাঠানো শুরু করেছে।

যখন একটা বাথ রোব গায়ে চাপিয়ে ঘুম জড়ানো চোখে এবলিং মিস প্রবেশ করল, অতিরিক্ত শান্ত গলায় তাকে বলল টোরান, "মনে হচ্ছে ফিলিয়া নামক কোনো এক স্বাধীন রাজ্যের সিমান্তে ঢুকে পড়েছি।"

"কখনো নাম শুনিনি," কাটাকাটা গলায় বলল মিস।

"আমি ও না," জবাব দিল টোরান, "কিন্তু একটা ফিলিয়ান শিপ আমাদের থামিয়েছে, কেন, আমি জানি না।"

ফিলিয়ান শিপ এর ক্যাপ্টেন ইন্সপেক্টরের সাথে এল ছয় জন সশস্ত্র সৈনিক। লোকটা বেটে, পাতলা চুল, পাতলা ঠোঁট। চামড়া খসখসে। চেয়ারে বসে হাতের ফোলিও খুলে সাদা একটা পৃষ্ঠা বের করার আগে কাশল কর্কশভাবে।

"আপনাদের পাসপোর্ট এবং শিপ আইডেন্টিফিকেশন, প্লিজ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নেই।" জবাব দিল টোরান।

"নেই?" বেল্ট থেকে মাইক্রোফোন খুলে কথা বলল দ্রুত, "তিন জন পুরুষ, একজন মহিলা। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই।" সেইসাথে নোট লিখল খোলা পৃষ্ঠায়।

"কোত্থেকে এসেছেন?" পরবর্তী প্রশ্ন।

"স্যিউয়েনা", টোরানের ক্লান্ত জবাব।

"কোথায় সেটা?"

"ত্রিশ হাজার পারসেক, ট্র্যানটরের আশি ডিগ্রি পশ্চিমে। চল্লিশ ডিগ্রি–"

"নেভার মাইণ্ড, নেভার মাইণ্ড!" টোরান দেখল তার প্রশ্নকারী লিখছে পয়েন্ট অফ অরিজিন–পেরিফেরি।

"কোথায় যাচ্ছেন?" প্রশ্ন করা থামায়নি ফিলিয়ান।

"ট্র্যানটর সেন্টর।"

"উদ্দেশ্য?"

"আনন্দ ভ্রমণ।"

"কার্গো?"

"নেই।"

"হুম-ম্-ম্। ঠিক আছে, চেক করতে হবে।" মাথা নাড়তেই সশস্ত্র দুজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে। বাধা দেওয়ার কোনো চেষ্টা করল না টোরান।

"ফিলিয়ান টেরিটোরিতে কেন এসেছেন?" ফিলিয়ানের দৃষ্টিতে বন্ধুত্বের কোনো ছোয়া নেই।

"কোথায় এসেছি জানতাম না। ভালো চার্ট নেই আমাদের কাছে।"

"না থাকার জন্য একশ ক্রেডিট জরিমানা–সেই সাথে অন্যান্য ফী দিতে হবে।"

আবার মাইক্রোফোনে কথা বলল–তবে বলার চেয়ে শুনল বেশি। তারপর টোরানকে জিজ্ঞেস করল, "নিউক্লিয়ার টেকনোলজি সম্বন্ধে কিছু জানেন?"

"সামান্য," সতর্কভাবে জবাব দিল টোরান।

"তাই? পেরিফেরির লোকদের এ ব্যাপারে যথেষ্ট সুনাম আছে। একটা স্যুট পরে আমার সাথে আসুন।"

সামনে বাড়ল বেইটা। "ওকে নিয়ে কী করবেন আপনারা?"

হালকা টানে তাকে সরিয়ে আনল টোরান, ঠাণ্ডা সুরে জিজ্ঞেস করল, "আমাকে কোথায় যেতে হবে?"

"আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্টের সামান্য মেরামতের প্রয়োজন। ও যাবে আপনার সাথে।" লোকটা আঙুল তুলল সরাসরি ম্যাগনিফিসোর দিকে, আর আতঙ্কে ছানা বড়া হয়ে উঠল ম্যাগনিফিসোর চোখ।

"ও গিয়ে কী করবে?" আক্রমণের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল টোরান।

শীতল দৃষ্টি তুলে তাকাল অফিসার। "এই অঞ্চলে দস্যুতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এক কুখ্যাত দস্যুর চেহারার বর্ণনা আছে আমাদের কাছে। শুধু একটু মিলিয়ে দেখা আর কিছু না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতস্তত করছে টোরান, কিন্তু ছয়টা ব্লাস্টারের বিরুদ্ধে তর্ক করার কিছু নেই। কাপবোর্ডের দিকে হাত বাড়াল স্যুট বের করার জন্য।

এক ঘণ্টা পর, ফিলিয়ান শিপে প্রচণ্ড রাগ নিয়ে উঠে দাঁড়াল টোরান "মোটরের কোনো সমস্যা আমার চোখে পড়ছে না। বাসবার, এলটিউব, সব ঠিক মতো কাজ করছে। এখানের ইনচার্জ কে?"

"আমি," শান্তভাবে জবাব দিল হেড ইঞ্জিনিয়ার।

"আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যান–"

পথ দেখিয়ে তাকে অফিসারস লেভেলে নিয়ে আসা হল। ছোট এন্টি রুমে একজন মাত্র কেরানি বসে আছে।

"আমার সাথে যে লোক এসেছিল, সে কোথায়?

"একটু অপেক্ষা করুণ," জবাব দিল কেরানি।

ম্যাগনিফিসোকে নিয়ে আসা হল ঠিক পনের মিনিট পর।

'ওরা তোমাকে কী করেছে?" দ্রুত জিজ্ঞেস করলো টোরান।

"কিছু না। কিছু না।" না বোধক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ম্যাগনিফিসো।

দুই শ পঞ্চাশ ক্রেডিট দিয়ে ফিলিয়ানদের দাবি মেটানো হল–তারমধ্যে পঞ্চাশ ক্রেডিট দ্রুত ছাড়া পাওয়ার জন্য–এবং আবার তারা বেরিয়ে এল মুক্ত মহাকাশে।

ওরা ফেরার পর জোর করে একটু হাসল বেইটা, আর দাঁত বের করা হাসি দিয়ে টোরান বলল, "ওটা ফিলিয়ান শিপ না–আরও কিছুক্ষণ নড়ছি না এখান থেকে। এদিকে এসো।"

ওর চারপাশে সবাই ভিড় জমাল।

"ওটা ফাউণ্ডেশন শিপ আর লোকগুলো মিউলের চামচা।"

হাত থেকে পড়ে যাওয়া সিগারটা তুলে এবলিং বলল, "এখানে? আমরা ফাউণ্ডেশন থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পারসেক দূরে।"

"এবং আমরা এখানে এসেছি। ওদের আসতে বাধা কোথায়। গ্যালাক্সি, এবলিং আপনার ধারণা একটা শিপ দেখলে আমি চিনতে পারব না। আমি বলছি ওটা ফাউণ্ডেশন শিপ, ফাউণ্ডেশন ইঞ্জিন।"

"ওরা এখানেই কীভাবে আসল?" যুক্তিবোধ জাগিয়ে তোলার সুরে জিজ্ঞেস করল বেইটা। মহাকাশে দুটো নির্দিষ্ট শিপের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু?"

"ওসব ভেবে কী হবে?" গরম হয়ে উঠল টোরান। "পরিষ্কার বোঝা যায় আমাদের অনুসরণ করা হচ্ছে।"

"অনুসরণ?" অবজ্ঞার সুরে জিজ্ঞেস করল বেইটা। "হাইপার স্পেসের মধ্য দিয়ে?"

ক্লান্তভাবে বাধা দিল এবলিং মিস, "সম্ভব-দক্ষ একজন পাইলটের হাতে খুব ভালো একটা শিপ থাকলে সম্ভব। কিন্তু সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।"

"আমি তো ট্রেইল লুকানোর কোনো চেষ্টা করিনি।" বুঝানোর সুরে বলল টোরান। "টেক অফ করে একেবারে সোজা পথে এগিয়েছি। একটা অন্ধও আমাদের যাত্রা পথ হিসাব করে নিতে পারবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"চলার পথের অল্প কয়েকটা চিহ্ন সে ধরতে পারবে।" চেঁচিয়ে বলল বেইটা। "যেরকম উদ্ভটভাবে তুমি জাম্প করেছ, তাতে প্রাথমিক গন্তব্য পর্যবেক্ষণ করে কিছুই বোঝা যাবে না। একাধিকবার জাম্প শেষে ভুল জায়গায় বেরিয়ে এসেছি।"

"সময় নষ্ট হচ্ছে," দাঁতে দাঁত চেপে বলল টোরান। "ওটা মিউলের দখল করা ফাউণ্ডেশন শিপ। আমাদের সার্চ করেছে। ম্যাগনিফিসোকে নিয়ে আমার কাছ থেকে আলাদা রেখেছে। তোমাদের সন্দেহ হলেও যেন কিছু করতে না পারো জিম্মি হিসেবে নিয়ে গেছে আমাকে। আর এই মুহূর্তে আমরা ওটাকে মহাকাশেই জ্বালিয়ে দিতে যাচ্ছি।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও" হাত টেনে ধরে তাকে থামাল মিস। "তোমার ধারণা ওটা শত্রুদের শিপ। আর শুধু মনে করেই তুমি আমাদের সবার মরার ব্যবস্থা করবে? থিংক, ম্যান, ওই মরামাসগুলো বিপদসংকুল গ্যালাক্সির অসম্ভব পথ পাড়ি দিয়ে এতদূর এসেছে শুধু আমাদের চেহারা দেখে ছেড়ে দেওয়ার জন্য।"

"হয়তো আমরা কোথায় যাই সেটা জানার প্রতিই ওদের আগ্রহ।"

"তা হলে আমাদের থামালো কেন, কেন মনের ভেতর সন্দেহ ঢুকিয়ে দিল? তুমি এভাবে দুপথেই চলতে পারো না।"

"আমি আমার পথেই চলব। ছাড়ুন, এবলিং, অন্যথায় আপনাকে আমার আঘাত করতে হবে।"

উঁচু আসন বিশিষ্ট প্রিয় চেয়ারে বসা অবস্থাতেই সামনে ঝুকল ম্যাগনিফিসো উত্তেজনায় তার লম্বা নাক লাল হয়ে আছে। "কথার মাঝখানে কথা বলার জন্য ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমার ছোট মনে হচ্ছে করেই এক অস্বাভাবিক ভাবনার উদয় হয়েছে।"

টোরানের বিরক্তি বুঝতে পেরেই বেইটা এবলিং এর সাথে যোগ দিল তাকে শক্ত করে ধরে রাখার কাজে। "বলো, ম্যাগনিফিসো। আমরা সবাই তোমার কথা শুনছি।"

"ওদের শিপ এ থাকার সময় গোলকধাঁধার মতো বিভ্রান্তিকর কোনো ঘটনায় মানুষ যেমন জড়পদার্থের মতো হতবুদ্ধি হয়ে যায় আমিও ভয়ে তেমনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। আসলে কী ঘটেছে পুরোপুরি মনে নেই আমার। অনেক লোক আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, কথা বলছিল। কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। শেষে–যেন মেঘের ফাঁক দিয়ে একটুকরো রোদ এসে পড়ল–একটা মুখ আমি চিনতে পারলাম। মাত্র এক নজর, ক্ষণিকের জন্য–অথচ পুরো স্মৃতি এখনো আমার মনে জ্বলজ্বল করছে।"

"কে সে?" জিজ্ঞেস করল টোরান।

"ঐ সেই ক্যাপ্টেন, অনেকদিন আগে যে আমাদের সাথে ছিল, যখন আপনি আমাকে প্রথম বিপদ থেকে রক্ষা করেন।"

নিঃসন্দেহে ম্যাগনিফিসোর উদ্দেশ্য ছিল সবার ভেতরে চাঞ্চল্য তৈরি করা এবং লম্বামুখের বাঁকানো হাসিতে পরিষ্কার বোঝা গেল সে সফল হয়েছে।

"ক্যাপ্টেন...হ্যান...প্রিচার?" কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল মিস। "তুমি নিশ্চিত, কোনো ভুল হয়নি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"স্যার, আমি কসম খেয়ে বলছি," এবং একটা কঙ্কালসার হাত রাখল পাতলা বুকের উপর। "এই সত্যি কথাটা আমি মিউলের সামনেও এমনভাবে কসম খেয়ে বলতে পারবো যে সে তার সমস্ত ক্ষমতা দিয়েও সেটা অস্বীকার করতে পারবে না।"

বেইটার মুখে নিখাদ বিস্ময়, "তা হলে এত সবকিছু কেন ঘটছে?"

অধীর আগ্রহ নিয়ে তার মুখোমুখি হল ক্লাউন, "মাই লেডি, আমার একটা ধারণা আছে। ধারণাটা আমার মাথায় এসেছে একেবারে তৈরি অবস্থায়, যেন গ্যালাকটিক স্পিরিট সেটা আমার মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে।" টোরানের তারস্বর প্রতিবাদ ছাপিয়ে তাকে কথা বলতে হচ্ছে উচ্চস্বরে।

"মাই লেডি," সে শুধু মাত্র বেইটাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছে, "যদি এই ক্যাপ্টেনের আমাদের মতোই নিজের কোনো উদ্দেশ্য থাকে ; হঠাৎ করে আমাদের মুখোমুখি হয়ে সেও ভাবতে পারে যে আমরা তাকে অনুসরণ করছি। ছোট্ট যে প্রহসনটা সে করল তাতে অবাক হওয়ার কী আছে?"

"তা হলে তার শিপে আমাদের নিয়ে গেল কেন?" জিজ্ঞেস করল টোরান। "ওটার কোনো অর্থ নেই।"

"কেন, অবশ্যই আছে," প্রচণ্ড উৎসাহে উঁচু গলায় বলল ক্লাউন। "সে পাঠিয়েছে তার অধীনস্থদের যারা আমাদের চেনে না কিন্তু মাইক্রোফোনে আমাদের বর্ণনা দিয়েছে। যে ক্যাপ্টেন এসেছিল। সে আমার কিছুত কিমাকার চেহারা দেখে অবাক হয়েছে, কোনো সন্দেহ নেই–কারণ, এই বিশাল গ্যালাক্সিতে আমার চেহারার সাথে মিলবে এমন লোক বলতে গেলে নেই। আপনাদের পরিচয়ের ব্যাপারে আমি ছিলাম প্রমাণ।"

"আর তাই সে আমাদের ছেড়ে দিল?"

"ওর উদ্দেশ্য কি, সেটা কতখানি গোপনীয়, আমরা জানি? সে শুধু নিশ্চিত হতে চেয়েছে যে আমরা শত্রু নই। সেটা হওয়ার পরই বুঝতে পেরেছে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে তার মিশনেরই ক্ষতি হবে।"

"গোয়ার্তুমি করো না, টোরি। ওর কথায় ঘটনার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে।" ধীরগলায় বলল বেইটা।

"এরকমটা হতে পারে," একমত হল মিস।

সবার সম্মিলিত বিরোধীতার মুখে নিজেকে অসহায় মনে হল টোরানের। ক্লাউনের ব্যাখ্যায় কিছু একটা আছে যা তাকে খোঁচাচ্ছে। কোথাও একটা গলদ আছে। একটু বিভ্রান্ত এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও দমে এল ভেতরের রাগ।

"মুহূর্তের জন্য," ফিস ফিস করল সে, "আমার মনে হয়েছিল মিউলের একটা শিপ আমরা পেয়েছি।"

এবং মাতৃভূমি হেভেনের অপমানে বিষণ্ন হয়ে উঠল তার চোখ দুটো।

বাকিরা সেটা ধরতে পারল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিওট্র্যানটর...ডেলিকাস এর ছোট্ট গ্রহ, মহাবিপর্যয়ের পর নতুনভাবে নামকরণ করা হয়, প্রায় এক শতাব্দী এটা ছিল ফার্স্ট এম্পায়ার এর সর্বশেষ রাজবংশের কেন্দ্রবিন্দু। এটা ছিল এক অপরিচিত অখ্যাত বিশ্ব এবং অখ্যাত সাম্রাজ্য এবং তার অস্তিত্ব ছিল কয়েকটা আইনের বলে। প্রথম নিওট্র্যানটোরিয়ান রাজ-বংশের অধীনে...

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

২২. নিও ট্র্যানটরে মরণ থাবা

নাম নিওট্র্যানটর! নিওট্র্যানটর! এবং মাত্র এক নজরেই মহা গৌরবান্বিত আসল ট্র্যানটরের সাথে নতুনটার পার্থক্য পরিষ্কার ধরা পড়বে। মাত্র দুই পারসেক দূরে এখনো জ্বলছে পুরোনো ট্র্যানটরের সূর্য এবং বিগত শতাব্দীর গ্যালাক্সির ইম্পেরিয়াল ক্যাপিটাল এখনো মহাকাশ ভেদ করে নিজ কক্ষপথে নিঃশব্দে তার অনন্ত ঘূর্ণন অব্যাহত রেখেছে।

পুরোনো ট্র্যানটরে মানুষ বাস করে এখনো। খুব বেশি না–এক শ মিলিওন সম্ভবত, যেখানে মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেই চল্লিশ বিলিওন মানব সন্তানের কোলাহলে মুখর ছিল এই গ্রহ। পুরো গ্রহটাকে ছাদের মতো ঢেকে রাখা ধাতব আবরণের ভিত্তি হিসেবে বহুতল ভবনগুলো এখন ছিন্নভিন্ন ফাঁকা–এখনো ব্লাস্টারের আঘাতে তৈরি হওয়া গর্ত আর পোড়া দাগ চোখে পড়ে–চল্লিশ বছর আগের মহাবিপর্যয়ের নিদর্শন।

সত্যি অদ্ভুত যে, যে বিশ্ব নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে দুই হাজার বছর ছিল গ্যালাক্সির কেন্দ্রবিন্দু–শাসন করেছে সীমাহীন মহাকাশ, ছিল এমন সব শাসক আর আইন প্রণেতার বাসস্থান যাদের অদ্ভুত খেয়ালের মূল্য দিতে হত বহু পারসেক দূরের মানুষকেও–তা মাত্র একমাসের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে। সত্যি অদ্ভুত যে, যে বিশ্ব প্রায় এক সহস্রাব্দ আগ্রাসী দখলদারদের হাত থেকে বেঁচে যায় এবং আরো এক সহস্রাব্দ অবিরাম বিদ্রোহ আর প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পায়–শেষ পর্যন্ত ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়বে। সত্যি অদ্ভুত যে, গ্যালাক্সির গৌরব এভাবে পচা শবদেহে পরিণত হবে।

এবং মর্মান্তিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের পঞ্চাশটা প্রজন্মের এই সুবিশাল কর্মযজ্ঞ পুরোপুরি ক্ষয় হতে আরো এক শতাব্দী লাগবে। শুধু ক্ষমতাহীন কিছু মানুষ সেগুলোকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ফেলে রেখেছে।

বিলিওন বিলিওন মানুষের মৃত্যুর পর যে কয়েক মিলিওন মানুষ বেঁচে থাকে তারা গ্রহের ধাতব আবরণ সরিয়ে উন্মুক্ত করে মাটি, যে মাটির বুকে বহু সহস্র বছর পৌঁছেনি সূর্যের আলো।

মানব জাতির অসীম প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা যান্ত্রিক উৎকর্ষতা, প্রকৃতির খামখেয়াল থেকে মুক্ত অতি উন্নত শিল্পায়নের মাঝে আবদ্ধ উন্মুক্ত এবং বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এখন জন্মায় গম আর অন্যান্য শস্য। সুউচ্চ টাওয়ারগুলোর ছায়ায় চড়ে বেড়ায় ভেড়ার পাল।

কিন্তু নিওট্র্যানটর ছিল–মহান ট্র্যানটরের ছায়ায় বেড়ে উঠা অখ্যাত এক সুশীতল গ্রাম্য গ্রহ, অন্তত মহাবিপর্যয়ের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা থেকে পালিয়ে একটা রাজ-পরিবার সেখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত–এবং পৌঁছেই সব রকম প্রতিরোধ এবং বিদ্রোহ তারা দমন করে শক্ত হাতে, নিষ্ঠুর গর্বে। সেখানে তারা এক আবছায়া গৌরবের মহিমা বুকে আঁকড়ে রেখে ইম্পেরিয়াল এর শেষ টুকরো হিসেবে বিবর্ণ শাসন চালাতে থাকে।

বিশটা কৃষিভিত্তিক বিশ্ব মিলে তৈরি হয় গ্যালাকটিক এম্পায়ার।

ড্যাগোবার্ট নবম, বিশটা বিশ্বের অবাধ্য জমিদার এবং গোমড়ামুখো কৃষকদের হর্তাকর্তা বিধাতা, গ্যালাক্সির সম্রাট, লর্ড অব দ্য ইউনিভার্স।

সেই রক্ত ঝরানো দিনে নিজের পিতৃদেবের সাথে যখন এখানে আসে তখন ড্যাগোবার্ট নবম পঁচিশ বছরের এক টগবগে তরুণ, স্মৃতিতে তখনো এম্পায়ারের অসীম গৌরব আর মহিমা জাজ্বল্যমান। কিন্তু তার পুত্র, যে হয়তো একদিন হবে ড্যাগোবার্ট দশম জন্মেছে এই নিওট্র্যানটরে।

জর্ড কোম্যাসনের উন্মুক্ত এয়ার কার এই শ্রেণীর বাহন হিসেবে নিওট্র্যানটরে প্রথম এবং সর্বশেষ। কোম্যাসন নিওট্র্যানটরের সবচেয়ে বড় ভূ-স্বামী, ঘটনা এখানেই শেষ হয় না। বরং শুরু। কারণ প্রথমে সে ছিল মধ্য বয়সী সম্রাটের শাসনের বেড়াজালে আটকে থাকা তরুণ ক্রাউন প্রিন্স এর সহচর এবং কুমন্ত্রণা দাতা। এখন সে মধ্যবয়সী ক্রাউন প্রিন্স–যে বর্তমানে সম্রাটকে শাসন করে–তার সহচর এবং কুমন্ত্রনা দাতা।

জর্ড কোম্যাসনের এয়ার কার বহুমূল্য রত্ন খচিত, সোনার গিল্টি করা, মালিকের পরিচয় আর আলাদা করে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এয়ারকারে বসে সে পর্যবেক্ষণ করছে সামনের বিস্তীর্ণ ভূমি যার সবটাই তার, মাইলের পর মাইল ছড়ানো গমের ক্ষেত যার সবটাই তার, বড় বড় মাড়াইকল এবং ফসল কাটার যন্ত্র যার সবগুলোই তার, কৃষক এবং যন্ত্রপাতির চালক যাদের সবাই তার–এবং সতর্কতার সাথে নিজের সমস্যা বিবেচনা করল।

পাশেই তার একান্ত অনুগত বাধ্য শোফার। শিপটাকে মসৃনভাবে বাতাসের উপর ভাসিয়ে রেখেছে আর হাসছে মৃদু মৃদু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এয়ার কার, বাতাস এবং আকাশকে উদ্দেশ্য করে কথা বলল জর্ড কোম্যাসন, "আমি কী বলেছি তোমার মনে আছে, ইচনী?"

ইচনীর পাতলা বাদামি চুল প্রবল বাতাসে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বারবার। চিকন ঠোঁটের ভেতর দিয়ে ফোকলা দাঁতে এমনভাবে হাসলো যেন মহাবিশ্বের রহস্য লুকিয়ে রেখেছে নিজের কাছে। দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিসের মতো শব্দ করে তার কথাগুলো বেরিয়ে এল।

"মনে আছে, সায়ার, এবং আমি অনেক ভেবেছি।"

"ভেবে কী বের করলে, ইচনী?" প্রশ্নের ভেতর একটা অধৈর্যের ছাপ।

ইচনীর মনে পড়ল যে একসময় সে ছিল তরুণ, সুদর্শন, পুরোনো ট্র্যানটরের একজন লর্ড। নিওট্র্যানটরে সে অসহায় বৃদ্ধ, বেঁচে আছে শুধুমাত্র জমিদার জর্ড কোম্যাসনের দয়ায়। মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

পুনরায় ফিসফিস করে বলল, "ফাউণ্ডেশন থেকে যারা আসছে, সায়ার, ওদেরকে হাতে রাখা খুব সহজ। আসছে মাত্র একটা শিপ নিয়ে, লড়াই করার মতো আছে মাত্র একজন। ভাবছি কীভাবে ওদের স্বাগত জানানো যায়।"

"স্বাগত?" হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে বলল কোম্যাসন। "হয়তো। কিন্তু ওই লোকগুলো জাদুকর এবং সম্ভবত ক্ষমতাবান।"

"ফুহ্। দূরত্বের কারণেই আসলে রহস্য তৈরি হয়েছে। ফাউণ্ডেশন একটা বিশ্ব ছাড়া আর কিছু না। নাগরিকরা শুধুই সাধারণ মানুষ। আপনি গুলি করলে ওরা মরে যাবে।"

শিপটাকে সোজা পথে ফিরিয়ে আনলো ইচনী। নিচে একটা নদীর পানি চিকচিক করছে। "আর সবাই একটা লোকের কথা বলছে যে পেরিফেরির বিশ্বগুলোকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে, তাই না?"

হঠাৎ একটা সন্দেহ দানা বাঁধল কোম্যাসনের মনে, "এ ব্যাপারে কী জানো তুমি?"

শোফারের মুখের হাসি মুছে গেছে। "কিছুই না, সায়ার। এমনি জিজ্ঞেস করলাম।"

জমিদারের ইতস্তত ভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। কঠিন গলায় বলল, "কোনো কিছুই তুমি এমনি এমনি জিজ্ঞেস করো না, আর খবর সংগ্রহ করার তোমার যে পদ্ধতি সেটার কারণেই তোমার ঘাড় এখনো জায়গামতো আছে। যাই হোক–ওটা যখন তখন কেটে নেওয়া যাবে। এই লোকটা যার কথা শোনা যাচ্ছে–তার নাম মিউল। এক মাস আগে ওর এক প্রতিনিধি এসেছিল...জরুরি কাজে। আমি আরেকজনের অপেক্ষা করছি...এখন...কাজটা শেষ করার জন্য।"

"আর এই আগন্তুক? সম্ভবত ওদেরকে আপনি আশা করেননি?"

"যে আইডেন্টিফিকেশন থাকার কথা ওদের তা নেই।"

"শোনা যাচ্ছে যে ফাউণ্ডেশন-এর পতন হয়েছে–"

"আমি তোমাকে এটা জানাইনি।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"শোনা যাচ্ছে," শীতল গলায় বলল ইচনী, "আর কথাটা যদি সত্যি হয় তা হলে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে ফাউণ্ডেশনারদের আটক করে মিউলের লোকদের জন্য অপেক্ষা করা যায়।"

"তাই?" কোম্যাসন কিছুটা দ্বিধান্বিত।

"আর, সায়ার, এটা জানা কথা যে, একজন কনকোয়ারার এর বন্ধু হচ্ছে সর্বশেষ শিকার। এটা হচ্ছে আত্মরক্ষার উপায়। যেহেতু সাইকিক প্রোব নামে একটা জিনিস আছে, আর আমরা চারটা ফাউণ্ডেশন মস্তিষ্ক পেতে যাচ্ছি। ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অনেক কিছু জানা যাবে, এমনকি মিউলের ব্যাপারেও। তখন আর মিউল আমাদের উপর ক্ষমতার দাপট দেখাতে পারবে না।"

উপরের শান্ত নীরবতায় একটু ঝাঁকুনি দিয়ে নিজের প্রথম চিন্তায় ফিরে এল কোম্যাসন। "কিন্তু যদি ফাউণ্ডেশন-এর পতন না ঘটে। কথাটা যদি মিথ্যে হয়। ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে ওরা কখনো পরাজিত হবে না।"

"সায়ার, সেইসব যুগ আমরা অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছি যখন আশার বাণী শুনিয়ে মানুষকে শান্ত রাখা হতো।"

"তারপরেও যদি পতন না ঘটে। চিন্তা করে দেখো, যদি পতন না ঘটে। মিউল অবশ্য আমাকে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে–" বেশি কথা বলা হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে মুখের লাগাম টেনে ধরল সে। "সবই দম্ভোক্তি। কিন্তু দম্ভোক্তি হচ্ছে বাতাস আর একটা চুক্তি হল শক্ত পাথরের মতো।"

নিঃশব্দে হাসল ইচনী। "অবশ্যই চুক্তি শক্ত পাথরের মতো, তবে শুরু না হওয়া পর্যন্ত। গ্যালাক্সির শেষ মাথায় ফাউণ্ডেশন-এর চাইতে ভয়ের আর কিছু আছে বলে মনে হয় না।

"প্রিন্স ঝামেলা করবে," নিজের মনেই বিড়বিড় করল কোম্যাসন।

"সেও তা হলে মিউলের সাথে যোগাযোগ করেছে?"

নিজের আত্মতৃপ্তির অভিব্যক্তি গোপন রাখতে পারল না কোম্যাসন। "আমি যেভাবে করেছি ঠিক সেভাবে যোগাযোগ করতে পারেনি। কিন্তু আজকাল খুব বেশি অস্থির। সামলানো কঠিন হয়ে উঠছে দিনে দিনে। যেন শয়তান ভর করেছে। আমি যদি লোকগুলোকে আটক করি আর সে নিজের উদ্দেশ্যে তাদেরকে ছিনিয়ে নেবে–কারণ ওর সূক্ষ্ম বুদ্ধির বড় অভাব। আমি এখন ওর সাথে বিবাদে জড়াতে চাই না।" ভুরু কুঁচকালো বিরক্তিতে।

"আগন্তুকদের গতকাল এক নজর দেখেছিলাম। মেয়েটা অদ্ভুত। পুরুষদের মতোই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। মাথাভর্তি কালো চুল, ফর্সা চামড়া।" শোফারের কণ্ঠে এমন একটা উষ্ণতা যে বিস্মিত হয়ে তাকাতে বাধ্য হল কোম্যাসন।

"বাকি সবাইকে আপনি নিজের কাছে রাখতে পারবেন, যদি মেয়েটাকে প্রিন্সের হাতে তুলে দেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোম্যাসনের মুখের অভিব্যক্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "দারুণ বুদ্ধি! সত্যিই দারুণ! গাড়ি ঘোরাও। আর ইচনী সব কিছু ভালোয় ভালোয় শেষ হলে আমরা তোমার মুক্তির ব্যাপারে আরো কথা বলব।"

অনেকটা নিজের কুসংস্কারকে আরো দৃঢ় করার জন্যই যেন ফিরে এসে কোম্যাসন দেখতে পেল তার জন্য একটা পারসোন্যাল ক্যাপসুল অপেক্ষা করছে। ক্যাপসুলটা এমন ওয়েভলেংথে এসেছে যা খুব অল্প কয়েকজনই জানে। চওড়া হাসি ছড়িয়ে পড়ল কোম্যাসনের মুখে। মিউলের প্রতিনিধি আসছে এবং ফাউণ্ডেশন-এর পতন হয়েছে সত্যি সত্যি।

ইম্পেরিয়াল প্যালেস সম্বন্ধে বেইটার যে ধারণা ছিল তার সাথে বাস্তবের কোনো মিল নেই, এবং সে খানিকটা হলেও হতাশ। কামরাটা ছোট, অতি সাধারণ এবং প্রায় নিরাভরণ। ফাউণ্ডেশনে মেয়রের বাসস্থানের তুলনায় এই প্রাসাদ কুঁড়েঘরের মতো।

একজন সম্রাট দেখতে কেমন হবে সেই সম্বন্ধে বেইটার মনে কোনো সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই তাকে দেখাবে না কারো বুড়ো দাদুর মতো। নিশ্চয়ই তিনি হবেন না দুর্বল, অসমর্থ, ফ্যাকাশে বৃদ্ধ– অথবা নিজের হাতে মেডিটেশন করবেন না এবং অতিথির আরাম আয়েশ নিয়ে উদ্বিগ্ন হবেন না।

কিন্তু হচ্ছে ঠিক তাই।

ড্যাগোবার্ট নবম পেয়ালাগুলো শক্ত করে ধরে চা ঢালার সময় জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালেন।

"আমার বেশ ভালো লাগছে মাই ডিয়ার। এই সময়টা আমি দরবারের আনুষ্ঠানিকতা থেকে মুক্ত থাকতে পারি। বহুদিন আমার আউটার প্রভিন্স থেকে আসা সাক্ষাৎ প্রার্থীদের খেদমত করার সুযোগ পাই না। আমার পুত্র এখন বিষয়গুলো দেখাশোনা করে। কারণ আমার বয়স হয়েছে। আমার পুত্রের সাথে তোমাদের পরিচয় হয়নি? চমৎকার ছেলে। শুধু মাথা গরম, তবে ওটা বয়সের দোষ। স্বাদবর্ধক ক্যাপসুল লাগবে কারো? না?"

কথার তোড় থামানোর চেষ্টা করল টোরান, "ইওর ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টি–"

"বলো?"

"ইওর ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টি, অনাহূত ভাবে আপনাকে বিরক্ত করার উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না–"

"মূর্খ, বিরক্ত করার কিছু নেই। আজকে রাতে অফিসিয়াল রিসিপশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার আগে পুরো সময়টা আমাদের। তোমরা যেন কোত্থেকে এসেছো? বহুদিন অফিসিয়াল রিসিপশনের ব্যবস্থা হয় না। তুমি বলেছিলে তোমরা অ্যানাক্রন প্রদেশ থেকে এসেছো।"

"ফাউণ্ডেশন থেকে, ইওর ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টি!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ, ফাউণ্ডেশন। মনে পড়েছে। চিনতে পেরেছি। অ্যানাক্রন প্রদেশে অবস্থিত। ওখানে কখনো যাইনি। চিকিৎসক আমাকে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছে। অ্যানাক্রনের ভাইসরয় এর কাছ থেকে সম্প্রতি কোনো রিপোর্ট পেয়েছি বলে তো মনে পড়ে না। ওখানকার অবস্থা কেমন?" উদ্বিগ্নভাবে শেষ করলেন তিনি।

"সায়ার," বিড়বিড় করল টোরান, "আমরা কোনো অভিযোগ নিয়ে আসিনি।"

"খুশির কথা। আমার ভাইসরয়ের প্রশংসা করতে হবে।"

অসহায় ভঙ্গিতে মিস এর দিকে তাকাল টোরান, আর মিস এর ভারী গলা গমগম করে উঠল কামরার ভেতর, "সায়ার, আমাদের বলা হয়েছে যে ট্র্যানটরের ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে যেতে হলে আপনার অনুমতি লাগবে।"

"ট্র্যানটর?" হালকা গলায় প্রশ্ন করলেন সম্রাট "ট্র্যানটর?"

তারপর বিষণ্নতায় ছেয়ে গেল তার মুখ। "ট্র্যানটর?" ফিসফিস করলেন তিনি। "এখন মনে পড়েছে। আমি ওখানে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি, পিছনে থাকবে ঝাকে ঝাকে শিপ, তোমরা আমার সাথে যাবে। আমরা সবাই মিলে বিদ্রোহী গিলমারকে পরাজিত করব। আমরা সবাই মিলে আবার গড়ে তুলব এম্পায়ার।"

তার পেছন দিকে হেলানো মাথা সোজা হল, চোখে ভর করল তারুণ্যের সজীবতা, দৃষ্টিতে কাঠিণ্য। তারপর আবার নেতিয়ে পড়লেন, দুর্বল গলায় বললেন, "কিন্তু গিলমার মারা গেছে, বোধহয় মনে পড়ছে আমার–হ্যাঁ। হ্যাঁ! গিলমার মৃত! ধ্বংস হয়ে গেছে ট্র্যানটর–মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল–তোমরা যেন কোত্থেকে এসেছো?"

বেইটার কানের কাছে মুখ নিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল ম্যাগনিফিসো, "উনি কী আসলেই সম্রাট। আমার ধারণা ছিল সত্যিকারের সম্রাট হবেন সাধারণ মানুষের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং জ্ঞানী।"

ইশারায় তাকে চুপ থাকার নির্দেশ দিল বেইটা। তারপর বলল, "ইওর ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টি যদি আমাদের ট্র্যানটরে যাওয়ার একটা অনুমতি পত্রে সই করে দেন তা হলে সবারই লাভ হবে।"

"ট্র্যানটরে?" সম্রাটের অভিব্যক্তি আবারো নির্বোধ জড়বুদ্ধির পাগলের মতো।

"সায়ার, অ্যানাক্রনের ভাইসরয় আপনাকে জানাতে বলেছে যে, গিলমার এখনো বেঁচে আছে।"

"বেঁচে আছে, বেঁচে আছে!" বজ্রপাতের মতো গর্জে উঠলেন ড্যাগোবার্ট। কোথায়? আবার যুদ্ধ হবে!"

"ইওর ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টি, সেটা এখনো জানা যায়নি। ভাইসরয় শুধু ব্যাপারটা আপনার নজরে দিতে বলেছে, এবং একমাত্র ট্র্যানটরে যেতে পারলেই তাকে খুঁজে বের করা যাবে এবং একবার বের করতে পারলেই–"

"হ্যাঁ হ্যাঁ-অবশ্যই বের করতে হবে–" বৃদ্ধ সম্রাট স্খলিত পদক্ষেপে দেয়ালের কাছে গিয়ে কাপা কাপা আঙুলে ছোট ফটোসেলটা স্পর্শ করলেন। কিছুক্ষণ নীরব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে ফিস ফিস করে বললেন, "আমার চাকর বাকররা আসেনি। ওদের জন্য অপেক্ষা করা যাবে না।"

একটা সাদা কাগজে আঁকাবাঁকা করে কিছু লিখলেন তিনি, শেষ করলেন উজ্জ্বল "ডি" দিয়ে। "গিলমার এবার বুঝবে তার সম্রাটের ক্ষমতা কতখানি। তোমরা যেন কোত্থেকে এসেছো? অ্যানাক্রণ? কী অবস্থা ওখানে? এখনো কী সম্রাটের নাম ওখানে যথেষ্ট শক্তিশালী?"

শিথিল আঙুল থেকে নির্দেশপত্রটা নিল বেইটা, "ইওর ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টিকে জনগণ জান দিয়ে ভালবাসে। জনগণের প্রতি আপনার ভালবাসা সর্বজনবিদিত।"

"অ্যানাক্রনে আমার এই জনগণদের একবার দেখতে যাবো। কিন্তু চিকিৎসক বলেছে... কী বলেছে আমার মনে নেই, কিন্তু–" চোখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি, "তোমরা কী গিলমারের ব্যাপারে কিছু বলছিলে?"

"জি না, ইওর ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টি।"

"ওকে আর এগোতে দেওয়া যাবে না। যাও তোমার লোকদের গিয়ে বলো ট্র্যানটর প্রতিরোধ করবে। ফ্লিটের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমার পিতা এবং নর্দমার কীট বিদ্রোহী গিলমারকে মহাকাশেই তার বিদ্রোহ সমেত নিকেশ করা হবে।"

টলমল পায়ে হেঁটে গিয়ে তিনি একটা চেয়ারে বসলেন, চোখে আবারো সেই বোধবুদ্ধিহীন জড় দৃষ্টি। "কী বলছিলাম যেন?"

দাঁড়িয়ে মাথা সামান্য নিচু করে কুর্নিশ করল টোরান। 'ইওর ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টির অনেক দয়া। কিন্তু সাক্ষাতের জন্য আমাদের যে সময় বেধে দেওয়া হয়েছিল তা শেষ হয়েছে।

যখন ড্যাগোবার্ট দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন তখন তাকে মনে হল সত্যি সত্যি সম্রাট, আর সাক্ষাৎপ্রার্থীরা পিছিয়ে এক একে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

-বেরোতেই বিশজন সশস্ত্র লোক তাদেরকে ঘিরে ফেলল। একজনের হাতে ছোট একটা অস্ত্র শোভা পাচ্ছে।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পেল বেইটা, কিন্তু 'আমি কোথায়?' এই অনুভূতি ছাড়াই। বৃদ্ধ সম্রাট, বাইরের অস্ত্রধারী লোকগুলো–সব তার পরিষ্কার মনে আছে। আঙুলের জোড়াগুলোর শিরশিরানি ভাব থেকে বুঝতে পারছে স্টান্ট পিস্তল ব্যবহার করা হয়েছে।

চোখ বন্ধ রেখেই সে দুটো কণ্ঠস্বরের প্রতি মনযোগ দিল।

দুটো কণ্ঠস্বরের একটা ধীর স্থির সতর্ক, কিছুটা কৌতুকপূর্ণ। অন্যটা চিকন, কর্কশ এবং অনেকটা চটচটে তরল পদার্থ নির্গত হওয়ার মতো করে সবেগে ছুটে বেরোচ্ছে। চিকন কণ্ঠস্বরটাই কর্তৃত্বপূর্ণ।

শেষ কথাগুলো শুনতে পেলো বেইটা, "বুড়ো পাগলটা মরবে না। আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছে, আর ধৈর্য রাখতে পারছি না, কোম্যাসন। আমাকে পেতেই হবে। আমার ও তো বয়স হচ্ছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ইওর হাইনেস, প্রথমেই দেখতে হবে এই লোকগুলোর কাছ থেকে আমরা কী উপকার পেতে পারি। হয়তো আপনার বাবার কাছে এই মুহূর্তে যত ক্ষমতা আছে তার চেয়ে বেশি ক্ষমতা আমাদেরকে পাইয়ে দিতে পারে।"

চিকন কণ্ঠস্বরটা ফিসফিসানিতে পরিণত হল, শুধু একটা শব্দ শুনতে পেল বেইটা, "–মেয়েটা–" কিন্তু অন্য কণ্ঠস্বরটা নিচু হলেও শোনা যাচ্ছে। তোষামোদ করছে, "ড্যাগোবার্ট, আপনার বয়স হয়নি। যারা বলে আপনার বয়স বিশের বেশি তারা মিথ্যে কথা বলে।"

দুজন হেসে উঠল এক সাথে। আর বেইটার রক্ত জমে বরফ হয়ে গেছে। ড্যাগোবার্ট–ইওর হাইনেস–বৃদ্ধ সম্রাট তার মাথা গরম ছেলের কথা বলেছিলেন, এবং ওদের ফিসফিসানির অর্থ এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে। কিন্তু মানুষের বাস্তব জীবনে এমন ঘটনা ঘটে না-

টোরানের গলার আওয়াজ পেয়ে চোখ খুলল সে। টোরানের মুখ ঝুঁকে ছিল তার উপর। চোখ খুলতে দেখে সেই মুখে স্বস্তি ফুটে উঠল। হিংস্র স্বরে বলল টোরান, "সম্রাটের কাছে এই হঠকারিতার জবাব দিতে হবে। ছেড়ে দাও আমাদের।"

চিকন কণ্ঠস্বর এগোল টোরানের দিকে। লোকটা চর্বি সর্বস্ব, নিচের চোখের পাপড়ি গভীরভাবে পাফ করা, মাথার চুল ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে। টুপিতে একটা ধূসর পালক, এবং পোশাকের প্রান্তগুলোতে রুপোলী ধাতব স্পঞ্জের নকশা করা।

ভীষণ আমোদে নাক কুঁচকালো সে। "সম্রাট? পাগল সম্রাট?"

"তার নির্দেশ পত্র আছে আমার কাছে। কেউ আমাদের আটকে রাখতে পারবে না।"

"কিন্তু আমি সাধারণ কেউ না। আমি রিজেন্ট এবং ক্রাউন প্রিন্স, এবং সেভাবেই সম্বোধন করবে। আমার বাবা মাঝে মাঝে দর্শনার্থীদের সাক্ষাৎ দিয়ে আনন্দ পান। আমরা ওটা নিয়ে অনেক রসিকতা করি। এ ছাড়া অন্য কোনো গুরুত্ব নেই।"

এবার দাঁড়াল বেইটার সামনে। তার নিশ্বাসে তীব্র ঝাঝালো গন্ধ পেল বেইটা।

"ওর চোখ দুটো খুব সুন্দর, কোম্যাসন–বাইরে নিয়ে গেলে আরো ভালো লাগবে। আমার মনে হয় চলবে। সুস্বাদু খাবারের চমৎকার এক ডিশ, কী বলো?"

নিষ্ফল আক্রোশে ছটফট করে উঠল টোরান। পাত্তা দিল না ক্রাউন প্রিন্স আর বেইটা টের পেল তার চামড়ার উপরে কেমন ঠাণ্ডা প্রবাহিত হচ্ছে। এবলিং মিস এখনো অচেতন, মাথা ঝুলে পড়েছে বুকের উপর। কিন্তু এই বিপদের মাঝে একটা জিনিস খেয়াল করে অবাক হল বেইটা। ম্যাগনিফিসোর চোখ দুটো খোলা, দৃষ্টি ধারালো, যেন জেগে আছে অনেকক্ষণ থেকেই। তাকাল বেইটার দিকে।

মাথা নেড়ে ক্রাউন প্রিন্সকে দেখিয়ে করুণ সুরে বলল, "ও আমার ভিজি-সোনার নিয়ে গেছে।"

ঝট করে নতুন কণ্ঠের দিকে ঘুরল প্রিন্স, "এটা তোর, রাক্ষসের বাচ্চা।" কাঁধে ঝোলানো বাদ্যযন্ত্রটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল। অদক্ষভাবে আঙুল চালিয়ে সুর তোলার চেষ্টা করছে, "তুই এটা বাজাতে পারিস, রাক্ষস?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা নাড়ল ম্যাগনিফিসো।

"আপনি ফাউণ্ডেশন-এর একটা শিপ দখল করেছেন," হঠাৎ বলল টোরান। সম্রাট কোনো ব্যবস্থা না করলেও ফাউণ্ডেশন ঠিকই ব্যবস্থা করবে।"

ধীরস্থিরভাবে জবাব দিল কোম্যাসন, "কিসের ফাউণ্ডেশন? মিউল কী মরে গেছে?"

কোনো জবাব নেই। হাসির সাথে প্রিন্স এর অসমান দাঁত বেরিয়ে পড়ল। ক্লাউনের বাঁধন খুলে, টেনে হিঁচড়ে দাঁড় করিয়ে হাতে তুলে দেওয়া হল ভিজি-সোনার।

"বাজা রাক্ষস" আদেশ দিল প্রিন্স। "এই বিদেশী মহিলার সম্মানে একটা প্রেমের সঙ্গীত বাজা। ওকে বলে দে, যে আমার বাবার জেলখানাটা কোনো প্রাসাদ না, কিন্তু সে চাইলে তাকে আমি এমন জায়গায় নিয়ে যেতে পারি যেখানে প্রতিদিন সাঁতার কাটবে গোলাপজলে-এবং বুঝতে পারবে একজন প্রিন্স এর ভালবাসা কী জিনিস।"

একটা মার্বেল পাথরের টেবিলে বসে অলসভাবে পা দোলাতে লাগল প্রিন্স। ছাড়া পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে টোরান নিজের কষ্ট আরো বাড়িয়ে তুলল। জ্ঞান ফিরে এসেছে এবলিং মিস এর। চোখ খুলে গোঙাচ্ছে।

ঢোক গিলল ম্যাগনিফিসো, "আমার আঙুল নাড়তে পারছি না-"

"বাজা রাক্ষস!" ধমকে উঠল প্রিন্স, নির্দেশ পেয়ে আলো কমিয়ে দিল কোম্যাসন, তারপর বুকের উপর হাত বেঁধে অপেক্ষা করতে লাগল।

বাদ্যযন্ত্রের উপর ম্যাগনিফিসোর আঙুল নেচে বেড়াতে শুরু করল, দ্রুত নাচের ছন্দে-একটা তীক্ষ্ণ, ধারালো রং ধ্বনি তৈরি হল কামরার ভেতর। একটা নিচু লয়ের সুর ধ্বনি বাজতে লাগল-দম বন্ধ করা, গা শিউরে উঠা। সুরটা চড়া হতে হতে পরিণত হল বিষণ্ন হাসিতে এবং তার সাথে শোনা যাচ্ছে একরকম নীরস ঘণ্টাধ্বনি।

ধীরে ধীরে পাতলা হতে লাগলো অন্ধকার। ভাঁজ করা অনেকগুলো অদৃশ্য কম্বলের মাঝ দিয়ে সঙ্গীতের শব্দ বেইটার কানে পৌঁছল। আলোর দীপ্তি দেখে মনে হল কোনো গর্তের মাথায় মাত্র একটা মোমবাতি জ্বলছে।

আপনা আপনিই চোখ দুটো টান টান করল বেইটা। আলো বাড়লে ও সবকিছু কেমন অস্পষ্ট হয়ে থাকল। অলসভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে চোখ ধাঁধানো সব রঙে এবং হঠাৎ করেই সঙ্গীতটা খসখসে হয়ে উঠল-ক্রমশ চড়া হচ্ছে। অশুভ সুর মূর্চ্ছনার তালে তালে আলোটা দ্রুত কমছে বাড়ছে। যেন বিষাক্ত কোনো কিছু ব্যথায় মোচড়াচ্ছে, চিৎকার করছে।

একটা অদ্ভুত আবেগের সাথে লড়াই করে হাঁপিয়ে গেল বেইটা। টাইম ভল্ট এবং হেভেনে শেষ দিনে যে রকম অনুভূতি হয়েছিল, ঠিক একই অনুভূতি। সেই ভয়ংকর, বিরক্তি কর, আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার মতো চরম হতাশা। আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেকে এই হতাশায় ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেলো সঙ্গীত। মাত্র পনের মিনিট স্থায়ী হয়েছে। থেমে যাওয়াতে আনন্দের এক আরামদায়ক প্রবাহ বয়ে গেল তার শরীরে। আলো জ্বলে উঠার পর দেখল তার মুখের কাছে ম্যাগনিফিসোর মুখ।

"মাই লেডি, আপনি কেমন আছেন?"

"ভালো, তুমি এই ধরনের বাজনা বাজালে কেন?"

কামরার অন্যদের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল সে। টোরান আর মিস অসহায় ভাবে আটকে আছে দেয়ালের সাথে। কিন্তু এই দুজনকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি চলে গেল আরো সামনে। টেবিলের পায়ের কাছে এলোমেলো ভঙ্গিতে পড়ে আছে প্রিন্স। কোম্যাসন মুখ হাঁ করে বন্য উন্মাদের মতো আর্তনাদ করছে।

ম্যাগনিফিসো তার দিকে এক পা এগোতেই কুঁকড়ে গেল কোম্যাসন, চেঁচিয়ে উঠল পাগলের মতো। ফিরে এসে অন্যদের বাঁধন খুলে দিল ম্যাগনিফিসো। ভূ-স্বামীর ঘাড় ধরে তাকে টেনে তুলল টোরান। "তুমি আমাদের সাথে যাবে–যেন শিপে ফিরতে কোনো সমস্যা না হয়।"

দুই ঘণ্টা পর, শিপের কিচেনে ম্যাগনিফিসোর সামনে ঘরে তৈরি বিশাল এক পাই এনে রাখল বেইটা, আর ম্যাগনিফিসো মহাকাশে ফিরে আসা উদযাপন করার জন্য ভদ্রতার ধার না ধেরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সেটার উপর।

"ভালো হয়েছে, ম্যাগনিফিসো?"

"উম্-ম্-ম্-ম্!"

"ম্যাগনিফিসো?"

"জি, মাই লেডি?"

"ওখানে তুমি কী বাজিয়েছিলে?"

গুঁঙিয়ে উঠল ক্লাউন, "আমার...আপনার না শোনাই ভালো। অনেকদিন আগে শিখেছিলাম, আর নার্ভাস সিস্টেমের উপর ভিজি সোনার নিখুঁতভাবে কাজ করে। খারাপ জিনিস সন্দেহ নেই। এবং অবশ্যই আপনার মতো নিষ্পাপ মানুষের জন্য না।"

"ওহ, ম্যাগনিফিসো, তোষামোদ করো না। তুমি যতটা ভাবছ আমি ততো নিষ্পাপ না। ওরা যা দেখেছে আমিও কী তাই দেখেছি।"

"বোধ হয় না। বাজিয়েছি শুধু মাত্র ওদের জন্য। আপনি যদি কিছু দেখে থাকেন দেখেছেন শেষ প্রান্তগুলো–অনেক দূর থেকে।"

"সেটাই যথেষ্ট। তুমি জানো ম্যাগনিফিসো, প্রিন্সকে তুমি একেবারে নক আউট করে দিয়েছ?"

বড় একটুকরো পাই মুখে দিয়ে হাসিমুখে বলল ম্যাগনিফিসো, "আমি ওকে মেরে ফেলেছি, মাই লেডি।"

"কি?" বিষম খেলো বেইটা।

"যখন থামাই তখনই সে মরে গেছে, নইলে বাজিয়েই যেতাম। কোম্যাসনকে নিয়ে মাথা ঘামাইনি। ওর সবচেয়ে বড় ভয় ছিল মৃত্যু অথবা নির্যাতন। কিন্তু, মাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেডি, এই প্রিন্স আপনার দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, আর–" ক্রুদ্ধ এবং বিব্রত ভাব দিয়ে চুপ করল সে।

একটা অদ্ভুত চিন্তা গ্রাস করল বেইটাকে, কিন্তু জোড় করে সেটা তাড়িয়ে দিল। "ম্যাগনিফিসো, তোমার অনেক সাহস।"

"ওহ, মাই লেডি।" লজ্জায় পাইয়ের ভেতর লাল হয়ে উঠা নাক ডোবালো সে।

এবলিং মিস পোর্ট হোলের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। ট্র্যানটরের অনেক কাছে চলে এসেছে ওরা–গ্রহটার চকচকে ধাতব আবরণ ভীষণ রকম উজ্জ্বলতা ছড়াচ্ছে। টোরান পাশেই দাঁড়ানো।

খানিকটা তিক্ততা মিশ্রিত সুরে বলল সে, "আমরা খামোখাই এসেছি, এবলিং। মিউল আমাদের চাইতে এগিয়ে আছে।"

কপাল ঘষল এবলিং মিস। তার মোটা শরীর অনেক শুকিয়ে গেছে। আপন মনেই বিড় বিড় করল।

বিরক্ত হল টোরান। "আমি বলছি ওই লোকগুলো জানে ফাউণ্ডেশন-এর পতন ঘটেছে। আমি বলছি–"

"অ্যা?" তাকাল মিস, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তারপর আলতোভাবে টোরানের কব্জি ধরল, একটু আগের আলোচনার ব্যাপারে পুরোপুরি অচেতন, "টোরান...আমি ট্র্যানটরের দিকে তাকিয়েছিলাম। তুমি জানো...কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি...নিওট্র্যানটরে আসার পর থেকেই। কেমন যেন এক ধরনের ব্যাকুলতা ভেতর থেকে আমাকে ঠেলছে, চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। টোরান, আমি পারব, আমি জানি আমি পারব। আমার মনে হচ্ছে সবকিছুই পরিষ্কার–আগে কখনো এত পরিষ্কার ছিল না।"

টোরান শ্রাগ করল, কথাগুলো তার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারেনি।

"মিস?"

"বলো?"

"নিওট্র্যানটর থেকে বেরুনোর সময় ওদের কোনো শিপ পিছু নিতে দেখেছেন?"

ভাবতে হল না বেশিক্ষণ, "না।"

"আমি দেখেছি। হয়তো কল্পনা, কিন্তু মনে হল যেন ওটা সেই ফিলিয়ান শিপ।"

"ক্যাপ্টেন প্রিচার যেটাতে ছিল?"

"স্পেস জানে কে ছিল। ম্যাগনিফিসো কী দেখেছে সেই জানে–কিন্তু ওটা আমাদের অনুসরণ করে এখানে এসেছে, মিস।"

এবলিং মিস নীরব।

কঠিন গলায় বলল টোরান, "কী হয়েছে আপনার, অসুস্থ?"

মিস এর দৃষ্টি চিন্তামগ্ন উজ্জ্বল, অস্বাভাবিক। কোনো জবাব দিল না সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৩. ট্র্যানটরের ধ্বংসস্তূপ

ট্র্যানটরের বুকে কোনো বস্তুর অবস্থান খুঁজে বের করায় যে সমস্যা গ্যালাক্সির অন্য কোনোখানে সেই সমস্যা হয় না। হাজার মাইল দূর থেকে অবস্থান চিহ্নিত করার মতো কোনো মহাদেশ বা মহাসাগর নেই। মেঘের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ার মতো কোনো নদী, হ্রদ বা দ্বীপ নেই।

ধাতু-আচ্ছাদিত-বিশ্ব ছিল– এখনো আছে– পুরোটাই একটা শহর। আউটার স্পেস থেকে বহিরাগতরা শুধুমাত্র ইম্পেরিয়াল প্যালেস চিনতে পারত অনায়াসে। অবতরণের একটা জায়গা খুঁজে বের করার জন্য বেইটা প্রায় এয়ার কারের উচ্চতায় পুরো গ্রহটা বারবার চক্কর দিচ্ছে।

মেরু অঞ্চলে ধাতব গম্বুজগুলোর উপরে বরফের প্রলেপ দেখে বোঝা যায় আবহাওয়া নিয়ন্ত্রক যন্ত্রগুলো পুরোপুরি নষ্ট বা সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি কারো মনোযোগ নেই। সেদিক থেকে ওরা এগোল দক্ষিণ দিকে। মাঝে মাঝে চোখে যা পড়ছে নিওট্র্যানটর থেকে সংগ্রহ করা অপর্যাপ্ত মানচিত্রের সাথে তা মিলিয়ে নিচ্ছে বা নেওয়ার চেষ্টা করছে।

কিন্তু জায়গাটা চোখে পড়ার পর তার কোনো সংশয় থাকল না। গ্রহের ধাতব আবরণের মাঝে পঞ্চাশ মাইলের মতো উন্মুক্ত প্রান্তর। একশ বর্গমাইলেরও বেশি জুড়ে বিস্তৃত অস্বাভাবিক সবুজ উদ্ভিদের সমারোহ, প্রাচীন ইম্পেরিয়াল বাসস্থানগুলোকে ঘিরে রেখেছে।

পাখির মতো বাতাসে ভেসে থাকল বেইটা, ধীরে ধীরে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের অবস্থান নির্ণয় করল। পথ দেখানোর জন্য আছে শুধু বিশাল বিশাল কতগুলো প্রশস্ত পায়ে চলা সড়ক। মানচিত্রে সেগুলোকে দেখানো হয়েছে লম্বা তীরচিহ্ন সংবলিত কতগুলো উজ্জ্বল ফিতার মতো।

মানচিত্রের যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় দেখানো হয়েছে সেখানে অনুমান করেই পৌঁছতে হবে। সমতল জায়গাটা নিশ্চয়ই এক সময় ছিল কোনো ল্যাণ্ডিং ফিল্ড। ওটার উপরে পৌঁছে ধীরে ধীরে অবতরণ করতে লাগল বেইটা।

মনে হল যেন এক বিশৃঙ্খল ধাতুর সাগরে নিমজ্জিত হচ্ছে তারা। আকাশ থেকে দেখা মসৃণ সৌন্দর্য এখন পরিণত হয়েছে ভাঙা, তোবড়ানো ধ্বংসস্তূপে। গম্বুজগুলোর অগ্রভাগ কেটে কে যেন ছোট করে দিয়েছে, মসৃণ দেয়ালগুলো বাঁকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে আছে গেটে বাতগ্রস্ত রোগীর মতন, এবং মাত্র এক ঝলকের জন্য উন্মুক্ত মাটি চোখে পড়ল– সম্ভবত কয়েকশ একর হবে–চাষ করা হয়েছে সেখানে।

শিপটা যখন সর্তকভাবে অবতরণ করছে লী স্যান্তার তখন অপেক্ষায় ছিল। অদ্ভুত শিপ, নিওট্র্যানটর থেকে আসেনি, এবং ভিতরে ভিতরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। অদ্ভুত শিপ এবং আউটার স্পেস এর লোকগুলোর সাথে লেনদেনের অর্থ স্বল্পস্থায়ী শান্তির দিন শেষ, আবার সেই যুদ্ধ এবং রক্তপাত পূর্ণ দিনগুলোর ফিরে আসার সম্ভাবনা। স্যান্তার ছিল গ্রুপ লিডার; প্রাচীন বইগুলো ছিল তার দায়িত্বে আর পুরোনো দিনের কথা সে বইয়ে পড়েছে। ওই দিনগুলো ফিরে আসুক সে চায় না।

শিপ সমতলে নামতে আরো দশ মিনিট। কিন্তু এর মাঝেই পুরোনো স্মৃতিগুলো সব ভিড় জমালো। মনে পড়ল শৈশবের সেই বিশাল ফার্মের কথা–কিন্তু তার স্মৃতি বলতে শুধু ব্যস্তপায়ে মানুষের ছুটোছুটি। তারপর তরুণ পরিবারগুলো নতুন মাটির সন্ধানে দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়া শুরু করে। সে তখন দশ বছরের বালক; একমাত্র সন্তান, ভীত, বিহ্বল।

নতুন করে সব শুরু করতে হয়; বিরাট আকৃতির ধাতব স্ল্যাবগুলো সরিয়ে উন্মুক্ত মাটিতে নিড়ানি দেওয়া হয়; আশপাশের ভবনগুলো ভেঙে সমান করে দেওয়া হয় মাটির সাথে; বাকিগুলো রেখে দেওয়া হয় বাসস্থান হিসেবে ব্যবহারের জন্য। শুরু হয় চাষাবাদের কাজ। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা হয় প্রতিবেশী ফার্মগুলোর সাথে।

ক্রমেই তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে সেই সাথে বৃদ্ধি পায় আত্মশাসনের প্রয়োজনীয়তা। মাটির বুকে জন্ম নেওয়া একটা প্রজন্ম বেড়ে উঠে কঠিন পরিশ্রমী মনোবল নিয়ে। ঐ দিনটা তার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন যেদিন তাকে গ্রুপ লিডার নির্বাচিত করা হয়।

আর এখন গ্যালাক্সি হয়তো অনাহুতভাবে তাদের একাকী শান্তি ভঙ্গ করবে।

শিপ অবতরণ করছে। নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে সে। পোর্টের দরজা খুলে বেরিয়ে এল চারজন, সতর্ক। তিনজন পুরুষ, তরুণ, বৃদ্ধ এবং, হালকা পাতলা একজন। এবং একজন নারী এমনভাবে পাশাপাশি হাঁটছে যেন সেও পুরুষদের সমকক্ষ। হাত থেকে দুটো চকচকে দাড়ির চুল ফেলে সামনে বাড়ল স্যান্তার।

মহাজাগতিক সংকেত অনুযায়ী শান্তির চিহ্ন দেখাল সে। হাত দুটো সামনে। পরিশ্রমে শক্ত হয়ে যাওয়া তালু দুটো উপরে তোলা।

তরুণ লোকটা সামনে এগিয়ে এসে তার ভঙ্গি অনুকরণ করল। "শান্তি।"

অদ্ভুত উচ্চারণ, কিন্তু শব্দগুলো বোঝা যায়। প্রতি উত্তরে সে বলল, "শান্তি। আমাদের দল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছে। আপনারা ক্ষুধার্ত? খাবার পাবেন। তৃষ্ণার্ত? পানীয় পাবেন।"

জবাব এল বেশ ধীরে ধীরে, "অসংখ্য ধন্যবাদ। নিজেদের বিশ্বে ফিরে আপনাদের এই আতিথেয়তার কথা আমরা সবাইকে বলতে পারব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজব উত্তর, কিন্তু চমৎকার। তার পিছনে গ্রুপের অন্যরা হাসছে। বাড়ির আড়াল থেকে মেয়েরা বেরিয়ে আসতে লাগল।

নিজের কোয়ার্টারে এসে স্যান্তার গোপন জায়গা থেকে একটা চমৎকার বাক্স বের করে অতিথিদের প্রত্যেককে একটা করে লম্বা পেট মোটা সিগার দিল। মেয়েটার সামনে এসে ইতস্তত করল খানিকক্ষণ। পুরুষদের সাথে একই সারিতে বসেছে মেয়েটা। হয়তো আগন্তুকদের সমাজে এটা স্বীকৃত।

হাসিমুখে একটা সিগার নিল মেয়েটা, ধরিয়ে সুগন্ধি ধোঁয়া ছাড়ল। বিরক্তি গোপন করল লী স্যান্তার।

খানাপিনার সময় তাদের আলোচনা মোড় নিল ট্র্যানটরের কৃষিকাজের দিকে।

বৃদ্ধ একজন জিজ্ঞেস করল, "হাইড্রোফোনিক্স হলে কেমন হয়? আমার ধারণা ট্র্যানটরের মতো বিশ্বে হাইড্রোফোনিক্স একমাত্র সমাধান।"

মাথা নাড়ল স্যান্তার। অনিশ্চিত বোধ করছে। বই পড়া জ্ঞানের সাথে বিষয়টা মেলাতে পারছে না সে। "কেমিক্যালের সাহায্যে কৃত্রিম চাষাবাদ? না, ট্র্যানটরে হবে না। শিল্পোন্নত গ্রহে হাইড্রোফোনিক্স প্রয়োজন হয়–যেমন, অনেক বড় কোনো কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ, কিন্তু যুদ্ধ বা বিপর্যয়ের সময় ইন্ডাস্ট্রিগুলো বন্ধ হয়ে গেলে খাদ্য সংকট তৈরি হয়। চাহিদা অনুযায়ী সব খাবার কৃত্রিমভাবে উৎপাদন করা সম্ভব না। অনেক সময় খাদ্যের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়। মাটিই অনেক ভালো–সবসময় নির্ভর করা যায়।"

"আপনাদের খাদ্য সরবরাহ পর্যাপ্ত?"

"পর্যাপ্ত ; হয়তো বৈচিত্র্যহীন। গৃহপালিত পশু পাখি থেকে আমরা ডিম এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যগুলো পাই–কিন্তু মাংসের সরবরাহ মূলত নির্ভর করে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর।"

"বাণিজ্য," তরুণ সম্ভবত আগ্রহী হল খানিকটা। "আপনারা তা হলে বাণিজ্য করেন। কিন্তু কী রপ্তানি করেন?"

"ধাতু" কাঠখোট্টা জবাব। "আপনি নিজেই দেখছেন ধাতুর কোনো কমতি নেই। একেবারে পরিশোধিত অবস্থায় আছে সব। নিওট্র্যানটর থেকে ওরা শিপ নিয়ে আসে, আমাদের দেখিয়ে দেওয়া জায়গা থেকে ধাতু তুলে নিয়ে যায়–এভাবে আমাদের চাষের জমির পরিমাণ বাড়ছে–বিনিময়ে আমরা পাই মাংস, টিনজাত ফল, ফুড কনসেনট্রেট, খামারের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। সবাই লাভবান।"

খাবারের তালিকায় ছিল রুটি, পনির এবং অত্যন্ত চমৎকার স্বাদের ভেজিটেবল সুপ। আমদানি করা একমাত্র খাবার ছিল হিমায়িত ফলের ডেজার্ট। সেটা খাওয়ার সময়ই নিজেদের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল অতিথিরা। তরুণ ট্র্যানটরের একটা মানচিত্র বের করল। শান্তভাবে পর্যবেক্ষণ করল স্যান্তার, শুনল মনোযোগ দিয়ে, বলল গম্ভীর গলায়।' "ইউনিভার্সিটি গ্রাউণ্ড পবিত্র স্থান। আমরা কৃষকরা সেখানে চাষাবাদ করি না। নিজের ইচ্ছায় কখনো সেখানে যাই না। আমাদের আরেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়ের কয়েকটা নিদর্শনের মধ্যে এটা একটা এবং সেভাবে আছে ঠিক সেভাবেই রাখতে চাই।"

"আমরা জ্ঞানের অন্বেষণকারী। কোনো কিছু নষ্ট করব না। আমাদের শিপ আপনারা জিম্মি হিসেবে রাখতে পারেন," প্রবল আগ্রহের সাথে প্রস্তাব দিল বৃদ্ধ।

"তাহলে আমি আপনাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারি।" বলল স্যান্ডার

সেই রাতে আগন্তুকরা ঘুমানোর পর নিওট্র্যানটরে একটা মেসেজ পাঠালো লী স্যান্ডার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪. কনভার্ট

ওরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় ভবনগুলোতে ঢুকল তখন ট্র্যানটরের বিরল জনজীবনে কোনো ছেদ পড়ল না। পরিবেশটা গম্ভীর এবং নিঃসঙ্গ নীরবতায় পূর্ণ।

ফাউণ্ডেশনের আগন্তুকরা জানে না কীভাবে মহাবিপর্যয়ের রক্ত ঝরানো দিন এবং রাতগুলো পাড়ি দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় অক্ষত থেকেছে। জানে না কীভাবে যখন এমনকি ইম্পেরিয়াল ক্ষমতা পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষার্থী ধার করা অস্ত্র এবং অনভিজ্ঞ সাহসিকতা নিয়ে গ্যালাক্সির তাবৎ জ্ঞান বিজ্ঞানের সংরক্ষক এই পুণ্য স্থানকে রক্ষা করার জন্য একটা প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলে। বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত রাখার জন্য সাতদিনব্যাপী যুদ্ধ এবং একটা যুদ্ধবিরতির চুক্তির কথা তারা জানে না যখন এমনকি ইম্পেরিয়াল প্রাসাদ পর্যন্ত গিলমার এবং তার সৈনিকদের পদভারে মুখরিত ছিল।

ফাউণ্ডেশনার, যারা প্রথমবার এখানে এসেছে তাদের মনে হল যে, যে বিশ্ব চাকচিক্যময় অতীত থেকে কঠিন এক নতুন বিশ্বে পরিণত হচ্ছে তার মাঝে এই জায়গা শান্ত, গৌরবময় অতীতের চমৎকার নিদর্শন।

একদিক থেকে তারা অনুপ্রবেশকারী। বিষণ্ন নীরবতা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করল। মনে হল একাডেমিক অ্যাটমোস্ফিয়ার এখনো টিকে আছে এবং তারা এসে বিরক্ত করায় যেন তাকিয়ে আছে রাগত চোখে।

লাইব্রেরি ভবনটা ছোট্ট, অবাক হতে পারে অনেকেই। কিন্তু আসলে এটা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এবং এর নৈঃশব্দ তুলনাহীন। রিসেপসন রুমের দেয়াল চিত্রগুলোর সামনে থামল এবলিং মিস।

কথা বলল ফিসফিস করে– এখানে ফিসফিস করে কথা বলাই নিয়ম : "আমার মনে হয় ক্যাটালগ রুম পিছনে ফেলে এসেছি। এখান থেকেই আমাকে শুরু করতে হবে।"

তার কপালে এক ধরনের তেলতেলে ভাব, হাত কাঁপছে, "আমাকে বিরক্ত করা যাবে না, টোরান। আমার খাবার তুমি নিচে দিয়ে যেতে পারবে?"

"আপনি যেভাবে বলবেন। আমরা আমাদের সাধ্যমতো সাহায্য করার চেষ্টা করব। আপনি চাইলে আমরা আপনার অধীনে–"

"না, আমাকে একা থাকতে হবে–"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আপনার ধারণা আপনি যা চাইছেন সেটা পাবেন।

এবং মৃদু আত্মবিশ্বাসী গলায় জবাব দিল এবলিং মিস, "আমি জানি আমি পারব!"

টোরান এবং বেইটা এই প্রথমবারের মতো বিবাহিত জীবনের কয়েক বছরের মধ্যে পুরোপুরি স্বাভাবিক সংসার শুরু করতে পারল। অদ্ভুত ধরনের সংসার। রাজকীয় পরিবেশে তারা অস্বাভাবিক সাধারণ জীবনযাপন করছে। খাবার সংগ্রহ করছে প্রধানত লি স্যান্তারের ফার্ম থেকে বিনিময়ে তারা দেয় ছোট ছোট নিউক্লিয়ার গ্যাজেট, যা যে-কোনো ট্রেড শিপেই পাওয়া যায়।

ম্যাগনিফিসো কীভাবে যেন লাইব্রেরির প্রজেক্টর ব্যবহার করা শিখে নিয়েছে এবং এবলিং মিস এর মতোই নাওয়া খাওয়া ভুলে অ্যাডভেঞ্চার বা রোমান্টিক গল্প কাহিনীতে ডুবে থাকছে।

নিজেকে পুরোপুরি কবর দিয়ে রাখল এবলিং। সাইকোলজি রেফারেন্স রুমে একটা দোল খাটিয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। ওজন কমছে দ্রুত, গায়ের রং বদলে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। তার কর্কশ কথোপকথন আর প্রিয় অভিশাপ বাক্যগুলো হালকা মৃত্যুবরণ করেছে। অনেক সময়তো টোরান বা বেইটাকে চিনতেও কষ্ট হয়।

পুরোপুরি সে নিজের ভেতরে মগ্ন। ম্যাগনিফিসো কফির নিয়ে এসে প্রায়ই অদ্ভুত মুগ্ধ মনোযোগী দৃষ্টিতে দেখে বৃদ্ধ সাইকোলজিস্ট একটার পর একটা সমীকরণ রূপান্তর করে যাচ্ছে। অসংখ্য বুক ফিল্ম ঘেটে তথ্য সংগ্রহ করছে, সীমাহীন মানসিক শ্রম ব্যয় করে কোন গন্তব্যে পৌঁছতে চাইছে শুধু সেই জানে।

অন্ধকার কামরায় ঢুকে তীক্ষ্ণ গলায় ডাকল টোরান, "বেইটা!"

একটা অপরাধবোধের কাঁটা খচ করে বিঁধল বেইটার মনে। "হ্যাঁ? তুমি আমাকে চাও, টোরি?"

"অবশ্যই আমি তোমাকে চাই। স্পেস, অন্ধকারে বসে কী করছ তুমি। ট্র্যানটরে আসার পর থেকেই তোমার আচরণ বদলে গেছে। কী হয়েছে?"

"ওহ্, টোরি, থামো," ক্লান্ত গলায় বলল সে।

"ওহ্ টোরি থামো," অধৈর্য ভঙ্গিতে মুখ ভেংচালো টোরান। তারপর হঠাৎ কোমল গলায় বলল, "আমাকে বলবে না কী হয়েছে, বে? কিছু একটা তোমাকে বিরক্ত করছে।"

"না! কিছু না, টোরি। তুমি যদি অনবরত এরকম খুঁত খুঁত করো, আমি পাগল হয়ে যাবো। আমি শুধু–ভাবছি।"

"কী ভাবছো?"

"কিছুই না। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভাবছি মিউলের কথা, হেভেন, ফাউণ্ডেশন এবং সবকিছু। ভাবছি এবলিং মিস এর কথা, সেকি সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন খুঁজে বের করতে পারবে, পারলেও কী উপকার হবে–এরকম হাজার হাজার বিষয়। খুশি?" তার কণ্ঠস্বর উত্তেজিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"শুধু চিন্তাভাবনা হলে থামিয়ে দাও। ওতে কোনো ফায়দা হবে না। তুমি কী পরিস্থিতি পাল্টাতে পারবে?"

উঠে দাঁড়িয়ে দুর্বলভাবে হাসল বেইটা। "ঠিক আছে। আমি খুশি। এই দেখো কেমন সুন্দর করে হাসছি।"

বাইরে ম্যাগনিফিসোর উত্তেজিত চিৎকার শোনা গেল, "মাই লেডি–"

"কী ব্যাপার? এসো–"

দরজার সামনে বিশালদেহী, কঠিন মুখের লোকটাকে দেখে কথা বন্ধ হয়ে গেলো বেইটার-

"প্রিচার," আর্তনাদ করল টোরান।

শ্বাসরুদ্ধ গলায় বেইটা বলল, "ক্যাপ্টেন! আমাদের কীভাবে খুঁজে বের করলেন?"

পা বাড়িয়ে ভিতরে ঢুকল হ্যান প্রিচার। তার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, সমতল এবং অনুভূতি শূন্য, "আমার র‍্যাঙ্ক এখন কর্নেল–মিউলের অধীনে।"

"মিউলের...অধীনে!" ধীরে ধীরে টোরানের কণ্ঠস্বর নির্জীব হয়ে পড়ল। তিনজনে মিলে একটা অদ্ভুত নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি করেছে। ম্যাগনিফিসো গিয়ে লুকালো টোরানের পিছনে, বাধা দিল না কেউ।

হাত দুটো পরস্পরের সাথে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল বেইটা, তারপরেও কাঁপুনি থামল না। "আপনি আমাদের গ্রেপ্তার করবেন? সত্যি সত্যি ওই পক্ষে যোগ দিয়েছেন?"

দ্রুত জবাব দিল কর্নেল "আমি আপনাদের গ্রেপ্তার করতে আসিনি। আপনাদের সাথে দেখা করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি আমাকে। আমি শুধু এসেছি পুরোনো বন্ধুত্ব ঝালাই করতে। অবশ্য আপনারা যদি সুযোগ দেন।"

রাগে টোরানের মুখের কাঠামো বদলে গেছে, "আমাদের কীভাবে খুঁজে পেলেন? ওই ফিলিয়ান শিপে ছিলেন তা হলে? অনুসরণ করে এসেছেন?"

প্রিচারের কাঠের পুতুলের মতো মুখে হয়তো কিছুটা বিব্রত ভাব, "আমি ফিলিয়ান শিপে ছিলাম! আসলে আপনাদের সাথে আমার দেখা... অনেকটা... দৈবক্রমে।"

"এটা এমন এক দৈবঘটনা গাণিতিকভাবে যা অসম্ভব।"

"না, শুধু অভাবনীয়। কাজেই আমার বক্তব্য মেনে নেওয়া যায়। যাই হোক, ফিলিয়ানদের কাছে আপনি স্বীকার করেছিলেন-নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ফিলিয়া নামে কোনো জাতি নেই আসলে–যে আপনারা ট্র্যানটরে আসবেন। যেহেতু মিউল এরই মধ্যে নিওট্র্যানটরের সাথে যোগাযোগ করেছে, আপনাদের ওখানে আটক করা সহজ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি পৌঁছানোর আগেই চলে আসেন। তবে বেশিক্ষণ আগে না। ট্র্যানটরের ফার্ম মালিকদের সতর্ক করার মতো যথেষ্ট সময় ছিল। তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যেন আপনাদের পৌঁছানোর খবর আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানায়। সেই খবর পেয়েই এসেছি। বসতে পারি? আমি বন্ধু হিসেবেই এসেছি, বিশ্বাস করুন।"

বসল সে। মাথা নিচু করে ঝড়ের বেগে চিন্তা করছে টোরান। বেইটা চা তৈরিতে ব্যস্ত।

ঝট করে মাথা তুলল টোরান. "বেশ অপেক্ষা করছেন কেন–কর্নেল? কী রকম বন্ধুত্ব করবেন আপনি? যদি গ্রেপ্তার না হয় তা হলে কী? নিরাপত্তা হেফাজত। আপনার লোকদের ডেকে নির্দেশ দিন।"

ধৈর্য ধরে মাথা নাড়ল প্রিচার। "না, টোরান। আমি স্বেচ্ছায় এসেছি, শুধু বোঝাতে এসেছি আপনারা যা করছেন তা কতখানি অকার্যকর। যদি বোঝাতে ব্যর্থ হই তা হলে চলে যাবো। ব্যস আর কিছু না।"

"আর কিছু না? বেশ, আপনার মতবাদ প্রচার করুন, বক্তৃতা শুনিয়ে বিদায় হোন। আমাকে চা দিও না, বেইটা।"

প্রিচার এক কাপ নিল, ধন্যবাদ জানাল গম্ভীর গলায়। চায়ে চুমুক দিয়ে সরাসরি তাকাল টোরানের দিকে, " মিউল একটা মিউট্যান্ট। মিউট্যাশনের স্বাভাবিক প্রকৃতি বিচার করলে তাকে পরাজিত করা যাবে না–"

"কেন? কী ধরনের মিউট্যাশন?" ঝাঁজালো তিরস্কারের সুরে জিজ্ঞেস করল টোরান। "নিশ্চয়ই আপনি আমাদের জানাবেন, আশা করি।"

"হ্যাঁ, জানাবো, আপনি জানলেও তার কোনো ক্ষতি হবে না। মিউল মানুষের ইমোশনাল ব্যালেন্স অ্যাডজাস্ট করতে পারে। সস্তা কৌশলের মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু এটাকে প্রতিহত করা যায় না।"

"ইমোশনাল ব্যালেন্স?" বলল বেইটা, "একটু ব্যাখ্যা করবেন কি? আমি বুঝতে পারিনি।"

"আমি বলছি যে একজন দক্ষ জেনারেলের ভেতর যে-কোনো আবেগ–যেমন ধরা যাক, মিউলের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য, বা মিউলের বিজয়ের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের মতো আবেগ–নিবেদিত করা তার জন্য খুব সহজ। তার জেনারেলদের সবাই ইমোশন্যালি কন্ট্রোল্ড। ওরা কখনো বেঈমানি করতে পারবে না; কখনো দুর্বল হবে না–এবং এই কন্ট্রোল স্থায়ী। তার ভয়ংকর শত্রুও মুহূর্তের মধ্যে তার বিশ্বাসী অধীনস্থে পরিণত হয়। কালগানের ওয়ারলর্ড নিজ গ্রহ তার হাতে ছেড়ে দিয়ে এখন ফাউণ্ডেশন-এর ভাইসরয়।"

"আর আপনি," বেইটার কথায় তিক্ততার ছাপ। "নিজের আদর্শের সাথে বেঈমানি করে ট্র্যানটরে মিউলের প্রতিনিধি। আই সি!"

"আমার কথা শেষ হয়নি। মিউলের ক্ষমতা উল্টো দিক থেকে কাজ করে আরো ভালো। হতাশা এক ধরনের ইমোশন! ঠিক সময় মতো, ফাউণ্ডেশন-এর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা–হেভেনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা–হতাশায় ডুবে যায়। ঐ বিশ্বগুলো প্রায় বিনাযুদ্ধে পরাজিত হয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আপনি বলতে চান," চাপা উত্তেজনায় কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল বেইটা। "টাইম ভল্টে যে অনুভূতি তার কারণ মিউল আমার ইমোশনাল কন্ট্রোল নিয়ে প্রতারণা করছিল।

"আমার, আপনার, সবার। হেভেনের শেষ দিনগুলো কেমন ছিল?"

মুখ ঘুরিয়ে নিল বেইটা।

আন্তরিকভাবে বলে চলেছে কর্নেল প্রিচার, "একটা বিশ্বের উপর যখন তার শক্তি কাজ করে, তখন একজনের উপর ও কাজ করবে। এমন একটা শক্তির বিরুদ্ধে আপনি কী করবেন যে শক্তি ইচ্ছে হলেই আপনার নিজের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করাতে পারে; ইচ্ছে হলেই আপনাকে বানিয়ে নিতে পারে বিশ্বস্থ চাকর?"

"কথাগুলো যে সত্যি, আমি কীভাবে বুঝব?" ধীরে ধীরে বলল টোরান।

"ফাউণ্ডেশন বা হেভেন কেন পরাজিত হয়েছে আপনি বলতে পারবেন? আমার কনভার্সনের কোনো ব্যাখ্যা আপনি দিতে পারবেন? থিংক ম্যান, আমি–আপনি–বা পুরো গ্যালাক্সি মিউলের বিরুদ্ধে কী করতে পেরেছি এতদিনে?"

চ্যালেঞ্জ অনুভব করল টোরান, "বাই দ্য গ্যালাক্সি, আমি পারব!" হঠাৎ হিংস্র আত্মতৃপ্তিতে চিৎকার করে উঠল সে, "আপনার চমৎকার মিউল নিওট্র্যানটরের সাথে চুক্তি করেছিল। সেখানে আমাদের আটক করার কথা, তাই না? ওই কন্টাক্টগুলো এখন মৃত বা আরো খারাপ অবস্থায় আছে। ক্রাউন প্রিন্সকে আমরা মেরে ফেলেছি এবং অন্য লোকটাকে গর্দভ বানিয়ে রেখে এসেছি। মিউল আমাদের থামায়নি, চাইলেও পারত না।

"মোটেই না। ওরা আমাদের লোক ছিল না। ক্রাউন প্রিন্স ছিল সাধারণ এক মদ্যপ লোক। অন্য লোকটা ছিল আসলেই একটা গর্দভ। নিজের গ্রহে অনেক ক্ষমতা থাকলেও যোগ্যতা ছিল না। ওরা ছিল নিষ্ঠুর। আমাদের কাজ হত না–"

"ওরাই আমাদের বন্দি করেছিল বা করার চেষ্টা করেছিল।"

"আবারো না। কোম্যাসনের ব্যক্তিগত দাস–নাম ইচনী। বন্দি করার বুদ্ধিটা তারই। লোকটা বৃদ্ধ হলেও আমাদের সাময়িক উদ্দেশ্য পূরণ ঠিকই হয়েছে। ওকে আপনারা চেষ্টা করলেও মারতে পারতেন না।"

চরকির মতো পাঁক খেয়ে তার দিকে ঘুরল বেইটা। চায়ের কাপে একবারও চুমুক দেয়নি সে। "আপনার মন্তব্য অনুযায়ী, আপনার ইমোশন টেম্পার* করা হয়েছে। মিউলের প্রতি আপনার আনুগত্য বিশ্বাস এক ধরনের মেকি এবং আরোপিত বিশ্বাস। আপনার মতামতের আর কোনো মূল্য নেই। বাস্তব বোধ বুদ্ধি হারিয়েছেন আপনি।"

"আপনার ধারণা ভুল," ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কর্নেল। "আমার ইমোশন শুধুমাত্র ফিক্সড। আমার যুক্তি বুদ্ধি ঠিক আগের মতোই আছে। হয়তো কন্ট্রোল্ড

---

* মানসিক অবস্থা বা মেজাজ কোমল এবং শান্ত হওয়া বা করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইমোশনের কারণে একটা নির্দিষ্ট পথে চলতে প্রভাবিত হবে। কিন্তু সেটা সকল ধরনের চাপ মুক্ত। এবং এখন আমি অনেক কিছুই বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারছি, পূর্বের স্বাধীন ইমোশনাল ট্রেণ্ড দিয়ে যা বুঝতে পারিনি।"

"আমি এখন জানি যে মিউলের কর্মসূচি একটা চমৎকার বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনা। কনভার্ট করার পর থেকে আমি সাত বছর আগে তার পরিকল্পনার শুরু থেকে সবটাই জানতে পারি। মিউট্যান্ট মেন্টাল পাওয়ার দিয়ে সে প্রথমে একদল দস্যুকে বশীভূত করে। তাদের সাহায্যে–এবং নিজের ক্ষমতা দিয়ে–সে একটা গ্রহ দখল করে। তার সাহায্যে–এবং নিজের ক্ষমতা দিয়ে–নিজের হাত প্রসারিত করতে থাকে যতক্ষণ না কালগানের ওয়ারলর্ড তার বশীভূত হয়। প্রতিটা কাজের ভেতর যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা এবং যুক্তির ছাপ স্পষ্ট। কালগান নিজের পকেটে আসার পর তার হাতে চলে আসে একটা প্রথম শ্রেণীর ফ্লিট। এবং সেটার সাহায্যে–এবং নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করে–সে ফাউণ্ডেশনে আক্রমণ করে।

"ফাউণ্ডেশন হচ্ছে মূল চাবিকাঠি। গ্যালাক্সির এই অংশই শিল্পে সর্বাধিক অগ্রসর। আর এখন যেহেতু ফাউণ্ডেশন-এর নিউক্লিয়ার কৌশল তার হাতে চলে এসেছে, সেই গ্যালাক্সির আসল মাস্টার। ঐ কৌশলের সাহায্যে–এবং নিজের ক্ষমতা দিয়ে–এম্পায়ারের অবশিষ্ট অংশকে আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করবে। বৃদ্ধ সম্রাট এখন প্রায় উন্মাদ–বাঁচবে না বেশিদিন, এমনকি ছেলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ও তার নেই। তারপর গ্যালাক্সির কোন বিশ্বই তার বিরোধীতা করতে পারবে?"

"গত সাত বছরে সে একটা এম্পায়ার গড়ে তুলেছে। সেলডনের সাইকোহিস্টোরি আগামী সাত শ বছরেও যা সম্পন্ন করতে পারবে না, মিউল তা পরবর্তী সাত বছরেই সম্পন্ন করবে। গ্যালাক্সিতে আবার ফিরে আসবে শান্তি এবং শৃঙ্খলা।

"আপনারা ঠেকাতে পারবেন না–কাঁধের ধাক্কায় একটা গ্রহকে কক্ষপথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতোই বোকামি এটা।"

প্রিচারের বক্তব্যের পর দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল। কাপের অবশিষ্ট চা অনেক আগেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, সেটা খালি করে আবার পূরণ করে নিল। চুমুক দিতে লাগলো ধীরে সুস্থে। অন্যমনস্কভাবে বুড়ো আঙুলের নোখ খুটছে টোরান। বেইটার অভিব্যক্তি শীতল, চেহারা ফ্যাকাশে।

তারপর চিকন গলায় বেইটা বলল, "আমাদের কনভিন্স করতে পারেননি। যদি মিউল আমাদের চায় তা হলে তাকে নিজে এসে আমাদের কনভার্ট করতে হবে। আমার ধারণা, কনভার্সনের আগমুহূর্ত পর্যন্ত আপনি লড়াই চালিয়ে গেছেন, তাই না।"

"হ্যাঁ," কর্নেল প্রিচারের গম্ভীর জবাব।

"তা হলে আমরাও সেই সুযোগ চাই।"

উঠে দাঁড়াল কর্নেল প্রিচার। চূড়ান্ত গলায় বলল, "তা হলে বিদায়। আগেই বলেছি আমার বর্তমান মিশনের সাথে আপনাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে আপনাদের উপস্থিতি রিপোর্ট করার প্রয়োজন নেই। এটাকে দয়া বলে ভাববেন না। মিউল আপনাদের থামাতে চাইলে, নিঃসন্দেহে আরেকজনকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাবে। আপনারা থামতে বাধ্য হবেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু করার দরকার নেই আমার।"

"ধন্যবাদ", দুর্বলভাবে বলল বেইটা।

"ম্যাগনিফিসো, কোথায় সে? বেরিয়ে এসো, ম্যাগনিফিসো। আমি তোমাকে মারবো না–"

"ওকে নিয়ে কী করবেন?" হঠাৎ উদ্দীপনার সাথে জিজ্ঞেস করল বেইটা।

"কিছুই না। ওর ব্যাপারে ও কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি। শুধু জানি যে ওকে খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু সময় হলে মিউল ঠিকই খুঁজে নেবে। আমি কিছুই বলব না। আপনারা হাত মেলাবেন না আমার সাথে?"

মাথা নাড়ল বেইটা, টোরান তার হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

কর্নেলের ইস্পাতের মতো দৃঢ় কাঁধ সামান্য ঝুলে পড়েছে। দরজার সামনে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল :

"আরেকটা কথা, ভাববেন না যে আপনাদের আত্মবিশ্বাসের কারণ আমি জানি না। সবাই জানে আপনারা সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন খুঁজছেন। মিউল সময় মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। কোনো কিছুই আপনাদের সাহায্য করবে না–কিন্তু আপনাদের আমি অন্য এক সময়ে চিনতাম, হয়তো আমার চেতনার কোনো একটা বোধ কাজটা করতে আমাকে বাধ্য করেছে। আমি আপনাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছি, চূড়ান্ত বিপদ হওয়ার আগেই চেষ্টা করেছি সরিয়ে নেওয়ার, গুড বাই।"

স্যালুট করে চলে গেল সে।

মূর্তির মতো নীরব নিশ্চল টোরানের দিকে ঘুরে ফিসফিস করে বলল বেইটা, "ওরা সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন-এর কথাও জানে।"

লাইব্রেরির এক গুপ্তস্থানে উপরের ঘটে যাওয়া ঘটনার ব্যাপারে অচেতন এবলিং মিস ঘোড় অন্ধকারাচ্ছন্ন কুঠুরীর ভেতরে আলো জ্বালিয়ে বিজয়ের আনন্দে আপন মনে বিড় বিড় করে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫. সাইকোলজিস্টের মৃত্যু

ওই ঘটনার পর এবলিং মিস বেঁচেছিল মাত্র দুই সপ্তাহ।

এবং ওই দুই সপ্তাহে তার সাথে বেইটার দেখা হয়েছে মাত্র তিনবার। প্রথমবার, কর্নেল প্রিচার যেদিন এসেছিল সেই রাতে। দ্বিতীয়বার এক সপ্তাহ পরে। তৃতীয়বার আরো একসপ্তাহ পরে–শেষদিন–যেদিন মিস মারা যায়।

প্রথম, কর্নেল প্রিচার যে সন্ধ্যায় আসে সেই রাতের প্রথম কয়েক ঘণ্টা কাটে নিরানন্দ ভাবে।

"টোরি, চলো এবলিংকে সব জানাই।"

"তোমার ধারণা ওতে লাভ হবে?" টোরানের নিষ্প্রভ জিজ্ঞাসা।

"আমরা মাত্র দুজন। এই অসহনীয় স্নায়বিক চাপ অনেক বেশি। হয়তো সে সাহায্য করতে পারবে।"

"লোকটা বদলে গেছে অনেক। অল্প কয়েক দিনেই শুকিয়ে কেমন পাখির মতো হালকা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সে আমাদের সাহায্য করতে পারবে না–কোনোদিন। মাঝে মাঝে মনে হয় কোনোকিছুই আর আমাদের সাহায্য করতে পারবে না।

"ওভাবে বলো না, টোরি। এরকম কথা শুনলে মনে হয় মিউল আমাদের ধরতে আসছে। চলো এবলিংকে জানাই সব–এক্ষুনি"

লম্বা ডেস্ক থেকে মাথা তুলে ঢুলু ঢুলু চোখে ওদের এগিয়ে আসতে দেখল এবলিং। তার পাতলা চুল এলোমেলো, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

"কেউ দেখা করবে আমার সাথে?"

হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসল বেইটা, "আমরা কী আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম? চলে যাবো?"

"চলে যাবে? কে? বেইটা? না, না, থাকো! ওখানে চেয়ার আছে না? আমি দেখতে পাচ্ছি–" আঙুল তুলে অস্পষ্টভাবে নির্দেশ করল একদিকে।

ঠেলে দুটো চেয়ার সামনে আনল টোরান। তাতে বসে সাইকোলজিস্ট এর শীর্ণ একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিল বেইটা, "আপনার সাথে কথা বলা যাবে, ডক্টর?" টাইটেল ধরে আগে কখনো সম্বোধন করেনি সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিছু হয়েছে?" তার নিষ্প্রাণ চোখে কিছুটা সজীবতা ফিরে এল, রং ফিরে এল ফ্যাকাশে চোয়ালে। "কিছু হয়েছে?"

"ক্যাপ্টেন প্রিচার এসেছিলেন। আমাকে বলতে দাও, টোরি। ক্যাপ্টেন প্রিচারের কথা আপনার মনে আছে, ডক্টর?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ–" ঠোঁটে চিমটি কেটে আবার ছেড়ে দিল মিস। "লম্বা লোক। ডেমোক্র্যাট।"

"হ্যাঁ। মিউলের মিউট্যাশনের ব্যাপারটা সে ধরতে পেরেছে। আমাদের জানাতে এসেছিল।"

"কিন্তু ওটা তো নতুন কিছু না। অনেক আগেই জানা হয়ে গেছে।" প্রকৃতই বিস্মিত সে। "আমি তোমাদের জানাইনি? বলতে ভুলে গেছি?"

"কী বলতে ভুলে গেছেন?" দ্রুত জিজ্ঞেস করল টোরান।

"অবশ্যই মিউলের মিউট্যাশনের ব্যাপারটা। হি টেম্পারস উইথ ইমোশন। ইমোশনাল কন্ট্রোল! তোমাদের জানাইনি? ভুলে গেলাম কেন?" নিচের ঠোঁট মুখে পুরে ভাবতে লাগল সে।

ধীরে ধীরে সজীবতা ফিরে এল তার কণ্ঠে, চোখের পাতাগুলো চওড়া হল, যেন তার বিমূঢ় মস্তিষ্ক চট করে তেলতেলে মসৃণ এক পথে চলতে শুরু করেছে। কথা বলছে স্বপ্নে পাওয়া মানুষের মতো। শ্রোতাদের কারো দিকেই নির্দিষ্ট করে তাকাল না, বরং তাকাল দুজনের মাঝখানে। "আসলে খুব সহজ। কোনো বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে না। সাইকোহিস্টোরি গণিতের তৃতীয় মাত্রার সমীকরণের সাহায্যে দ্রুত নির্ণয় করা যাবে–কিছু মনে করো না। পুরো ব্যাপারটা সবার বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা যাবে–সহজ কথায়–এবং যুক্তির ভিত্তিতে–সাইকোহিস্টোরিক্যাল ফেনোমেনার সাথে পুরোপুরি সমান।

"নিজেকেই প্রশ্ন করো–হ্যারি সেলডনের সযত্নে গড়ে তোলা স্কিম তথা হিস্টোরিকে কোন জিনিসটা আপসেট করতে পারবে, হ্যাঁহ?" পিটপিট করে পালাক্রমে দুজনের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল সে। "সেলডনের মূল অনুমিতি কী ছিল? প্রথম, এক হাজার বছরের মধ্যে মানব সমাজের মৌলিক কোনো পরিবর্তন হবে না।"

"এখন ধরা যাক, গ্যালাক্সির টেকনোলজিতে অনেক বড় পরিবর্তন দেখা দিল, যেমন, এনার্জি ব্যবহারের সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতির আবিষ্কার, যা ইলেকট্রনিক নিউরোবায়োলজির চূড়ান্ত উৎকর্ষতা। সামাজিক পরিবর্তনের কারণে সেলডনের মূল সমীকরণগুলো অকার্যকর হয়ে পড়বে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটেনি, ঘটেছে?

"আবার ধরা যাক, ফাউণ্ডেশন-এর বাইরের কোনো শক্তি ভয়ংকর এক অস্ত্র তৈরি করল যা দিয়ে ফাউণ্ডেশন-এর সকল অস্ত্র থামানো সম্ভব। সেই কারণে হয়তো একটা ধ্বংসাত্মক পরিবেশ তৈরি হত, যদিও সম্ভাবনা কম। কিন্তু সেরকম কিছুও ঘটেনি। মিউলের নিউক্লিয়ার ফিল্ড ডিপ্রেসর নিচুমানের অস্ত্র এবং প্রতিহত করা কঠিন কিছু না। এক মাত্র এখানেই সে শক্তির পরিচয় দিয়েছে, যদিও দুর্বলভাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু দ্বিতীয় একটা অনুমিতি আছে। অনেক বেশি সূক্ষ্ম! সেলডন ধরে নিয়েছেন উদ্দীপনার সাথে মানুষের আচরণ স্থির থাকবে। মেনে নিলাম, প্রথম অনুমিতিটা সঠিক, তা হলে কোনো-না-কোনোভাবে দ্বিতীয় অনুমিতিটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোনো উপাদান নিশ্চয়ই মানবজাতির ইমোশনাল রেসপন্স এর ভিত নড়িয়ে দিয়েছে, নইলে সেলডন ব্যর্থ হতেন না এবং ফাউণ্ডেশন-এর ও পতন ঘটত না। এবং সেই উপাদান মিউল ছাড়া আর কী হতে পারে?

"ঠিক বলেছি? আমার রিজনিং এ কোনো ভুল আছে?"

সুডৌল হাত পিঠে বুলিয়ে তাকে আশ্বস্ত করতে লাগল বেইটা, "কোনো ভুল নেই, এবলিং।"

শিশুর মতো উৎফুল্ল হল মিস। "এরকম অনেক কিছুই এখন সহজে বুঝতে পারি। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি আমার ভেতরে কী ঘটছে এসব। আগে যা ছিল কঠিন রহস্য, এখন সেগুলোই জলের মতো সহজ। কোনো সমস্যা নেই। আমার অনুমান, থিওরি সবই যেন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে জন্ম নিচ্ছে। ভেতরের একটা শক্তি আমাকে চালাচ্ছে...ফলে থামতে পারছি না...আমার খেতে বা ঘুমাতে ইচ্ছা করেনা...শুধু কাজ...আর কাজ...আর কাজ..."

কণ্ঠস্বর ফিসফিসানিতে পরিণত হল; নীল শিরা বের হয়ে যাওয়া দুর্বল হাত আলতোভাবে ফেলে রেখেছে কপালের উপর। দৃষ্টিতে একটা উন্মাদনা এসেই চলে গেলো।

আগের চেয়ে শান্ত গলায় বলল, "তো, মিউলের মিউট্যাশনের ব্যাপারটা তোমাদের জানাইনি, তাই না? কিন্তু, তোমরা জানো?"

"ক্যাপ্টেন প্রিচার, এবলিং, মনে আছে?"

"ও তোমাদের বলেছে?" কণ্ঠে রাগের ছোয়া। "কিন্তু জানল কীভাবে?"

"মিউল তাকে কণ্ডিশনড করে ফেলেছে। এখন সে কর্নেল, মিউলের অনুগত। সে আমাদের বোঝাতে এসেছিল যেন মিউলের কাছে আত্মসমর্পন করি। এবং সে তাই বলেছে–আপনি যা বললেন।"

"তা হলে মিউল জানে আমরা এখানে? দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে–ম্যাগনিফিসো কোথায়? তোমাদের সাথে নেই।?"

"ঘুমাচ্ছে। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে, আপনি জানেন।" অধৈর্য গলায় বলল টোরান।

"তাই? তোমরা যখন আসো তখন কী আমি ঘুমাচ্ছিলাম?"

"হ্যাঁ। এখন আর কাজ করতে পারবেন না। সোজা বিছানায়। টোরি, একটু সাহায্য করো। আমাকে ধাক্কা দিয়ে লাভ হবে না, এবলিং, ভাগ্য ভালো যে আপনাকে শাওয়ারের নিচে দাঁড়া করাইনি। জুতোগুলো খুলে দাও, টোরি, আর আগামী কাল তুমি এসে পুরোপুরি ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়ার আগেই উনাকে খোলা বাতাসে ঘুরিয়ে আনবে। নিজের অবস্থা একবার দেখুন, এবলিং, কেমন বুড়িয়ে গেছেন। খিদে পেয়েছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা নাড়ল এবলিং এবং ঘুম জড়ানো চোখে বিছানা থেকে তাকাল। "আগামী কাল ম্যাগনিফিসোকে পাঠাবে।"

বেড শিটটা ভালো করে ঘাড়ের কাছে গুজে দিল বেইটা। "আগামী কাল আমি নিজে আসব পরিষ্কার কাপড় নিয়ে। প্রথমে গোসল করবেন, তারপর ফার্মগুলোতে বেড়াতে যাবেন। গায়ে সূর্যের আলো লাগাবেন।"

"আমি পারবো না," দুর্বল গলায় বলল মিস। "শুনেছো? আমি ভীষণ ব্যস্ত।"

তার লম্বা চুলগুলো বালিশের উপর মাথার চার পাশে রুপোলী তারের মতো ছড়িয়ে আছে। এমনভাবে ফিসফিস করল যেন গোপন সংবাদ জানাচ্ছে, "তোমরা সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন পেতে চাও, তাই না?"

দ্রুত তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল টোরান, "সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন? বলুন এবলিং।"

বেডশিটের নিচ থেকে একটা হাত বের করে দুর্বল আঙুল দিয়ে টোরানের আস্তিন আঁকড়ে ধরল মিস। "হ্যারি সেলডনের সভাপতিত্বে একটা সাইকোলজিক্যাল সম্মেলনে ফাউণ্ডেশনগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঐ সম্মেলনের ছাপানো প্রতিবেদন গুলো পেয়েছি। পঁচিশটা মোটা মোটা ফিল্ম। এরই মধ্যে ভালোভাবে চোখ বুলিয়েছি।"

"তো?"

"তো, ফার্স্ট ফাউণ্ডেশন বের করা খুব সহজ, যদি তুমি সাইকোহিস্টোরি জানো। সমীকরণগুলো বুঝতে পারলে দেখবে বারবার ওটার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু টোরান, সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন-এর কথা কেউ বলেনি। ওটার ব্যাপারে কোথাও কোনো রেফারেন্স নেই।"

"তা হলে নেই?"

"অবশ্যই আছে," রাগে চিৎকার করল মিস "কে বলেছে নেই? কিন্তু ওটার ব্যাপারে বলা হয়েছে খুব কম। ওটার গুরুত্ব–এবং সবকিছু–গোপন থাকলেই ভালো, রহস্যের আড়ালে থাকাই ভালো। বুঝতে পারছো না? দুটোর মধ্যে ওটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর সেলডন সম্মেলনের সব প্রতিবেদন আমি পেয়েছি। মিউল এখনো জিততে পারেনি–"

দৃঢ়তার সাথে আলো নিভিয়ে দিল বেইটা। "ঘুমান!"

নিঃশব্দে উপরের শোবার ঘরে ফিরে এল বেইটা আর টোরান।

পরের দিন এবলিং মিস গোসল করে নিজে নিজেই পোশাক পরল। বেরিয়ে ট্র্যানটরের সূর্য দেখল, গায়ে লাগলো ট্র্যানটরের বাতাস। দিন শেষে ফিরে এসে আবার ঢুকল লাইব্রেরির বিশাল কুঠুরিতে। আর কোনোদিন বেরোয়নি সেখান থেকে।

পরের সপ্তাহে, জীবন যথা নিয়মে বয়ে চলেছে। নিশু ট্র্যানটরের সূর্য ট্র্যানটরের রাতের আকাশে নিরুত্তাপ, উজ্জ্বল নক্ষত্র। ফার্মগুলো ব্যস্ত বসন্তকালীন চাষাবাদের কাজে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর মরুভূমির মতো নীরব। গ্যালাক্সি একেবারে ফাঁকা। যেন মিউলের কোনো অস্তিত্ব ছিল না কোনো কালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেইটা ভাবছে। টোরান একটা সিগারেট ধরাল। দিগন্ত ঘিরে থাকা অগণিত গম্বুজের ফাঁকে একটুকরো নীল আকাশ চোখে পড়ে। সেদিকে তাকিয়ে টোরান বলল, "দিনটা খুব চমৎকার।"

"হ্যাঁ। লিস্টের সবকিছু দেখে নিয়েছ, টোরি?"

"নিশ্চয়ই। আধা পাউণ্ড মাখন, কয়েক ডজন ডিম, সিম–সব আছে এখানে। কোনো ভুল হবে না।"

"চমৎকার। দেখো সবজিগুলো যেন তাজা হয়, জাদুঘরের প্রাচীন নিদর্শন নিয়ে এসো না আবার। ভালো কথা, ম্যাগনিফিসোকে দেখেছো?"

"সকালের নাস্তার পরে তো আর দেখিনি। বোধহয় এবলিং মিস এর সাথে নিচে আছে। বুক ফিল্ম দেখছে কোনো।"

"ঠিক আছে। সময় নষ্ট করো না; ডিনারের জন্য ডিমগুলো লাগবে আমার।"

মৃদু হাসি এবং হাত নেড়ে চলে গেল টোরান।

ধাতব জঙ্গলের ওপাশে টোরান চলে যাওয়ার পর ফিরল বেইটা। কিছুক্ষণ ইতস্তত করল রান্নাঘরের দরজার সামনে। তারপর ঘুরে সরাসরি এগোল নিচের কুঠুরীগুলোতে নামার এলিভেটরের দিকে।

প্রজেক্টরের আইপিসে চোখ ঠেকিয়ে স্থাণুর মতো বসে আছে এবলিং। তার পাশেই একটা চেয়ারে আঠার মতো সেটে আছে ম্যাগনিফিসো, তীক্ষ্ণ ধারালো দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মিস এর দিকে।

কোমলগলায় ডাকল বেইটা, "ম্যাগনিফিসো।"

লাফিয়ে দুপায়ে সোজা হল ম্যাগনিফিসো, আন্তরিক সুরে জবাব দিল, "মাই লেডি!"

"ম্যাগনিফিসো, টোরান ফার্মের দিকে গেছে। ফিরতে দেরি হবে। তুমি কী একটা মেসেজ নিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো ওর কাছে যাবে? আমি লিখে দিচ্ছি।"

"সানন্দে, মাই লেডি। আপনাকে খুশি রাখার জন্য আমি সব করতে পারি।"

মিস এর সাথে এখন সে একা, লোকটা একবিন্দু নড়েনি, তার কাঁধে দৃঢ়ভাবে হাত রেখে ডাক দিল সে, "এবলিং–"

জড়ানো কান্নার সুরে জবাব দিল সাইকোলজিস্ট, "কী ব্যাপার?" নাক কুঁচকালো। "বেইটা তুমি? ম্যাগনিফিসো কোথায়?"

"একটু বাইরে পাঠিয়েছি। আপনার সাথে কিছুক্ষণ একা থাকতে চাই।" প্রতিটা শব্দ আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করল সে। "আপনার সাথে কথা বলতে চাই এবলিং।"

আবার প্রজেক্টরের দিকে ফেরার চেষ্টা করল সাইকোলজিস্ট, কিন্তু কাঁধের হাতটা শক্ত করে ধরে রেখেছে তাকে। পোশাকের নিচে হাড়গুলো স্পষ্ট অনুভব করল বেইটা। ট্র্যানটরে আসার পর তার গায়ের মাংসগুলো যেন স্রেফ উবে গেছে। মুখটা পাতলা, হলুদ বর্ণ, দু সপ্তাহের না কামানো দাড়ি। কাঁধ দুটো বেশ ঝুলে পড়েছে। বসে থাকা অবস্থাতেও সেটা বেশ বোঝা যায়।

"ম্যাগনিফিসো আপনাকে বিরক্ত করছে না তো, এবলিং? দিন রাত তো আপনার সাথে পড়ে থাকে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না, না, না! মোটেই না। কেন? ও থাকলে আমার কোনো অসুবিধা নেই। চুপচাপ বসে থাকে, আমাকে বিরক্ত করে না। মাঝে মাঝে আমাকে ফিল্মগুলো এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করে; যেন বলার আগেই সে জানে কখন কোনটা দরকার। ওকে থাকতে দাও?"

"ঠিক আছে–কিন্তু, এবলিং, ও আপনাকে অবাক করে না? আমার কথা শুনছেন? ও আপনাকে অবাক করে না?"

মাথা ঝাঁকালো এবলিং মিস। "না। কী বোঝাতে চাও?"

"বোঝাতে চাই, কর্নেল প্রিচার এবং আপনি দুজনেই বলেছেন মিউল মানুষের ইমোশন কণ্ডিশন করতে পারে। কিন্তু আপনি কী নিশ্চিত? মনে হয় না এই থিওরির মাঝে ম্যাগনিফিসো একটা ভ্রান্তি?"

নীরবতা।

সাইকোলজিস্টকে ধরে ঝাঁকুনি দেওয়ার একটা প্রবল ইচ্ছা দমন করল বেইটা। "কী হয়েছে আপনার, এবলিং? ম্যাগনিফিসো ছিল মিউলের ক্লাউন। তা হলে তাকে কণ্ডিশনড করে তার আবেগকে অনুরাগ এবং বিশ্বাসে পরিণত করা হয়নি কেন।"

"কিন্তু...কিন্তু তাকে অবশ্যই কণ্ডিশনড করা হয়েছে, বে! তোমার কী ধারণা জেনারেলদের যেভাবে বিচার করে ক্লাউনকেও এরকমভাবে বিচার করবে মিউল? পরের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন আনুগত্য এবং বিশ্বাস, কিন্তু ক্লাউনের ক্ষেত্রে তার শুধু প্রয়োজন ভয়। তুমি লক্ষ্য করোনি যে ম্যাগনিফিসোর অবিরাম আতঙ্ক অনেকাংশেই শারীরিক? তোমার কী মনে হয় একজন মানুষের সবসময় আতঙ্কিত হয়ে থাকাটা স্বাভাবিক? এরকম সীমাহীন ভয় কৌতুকে পরিণত হয়। সম্ভবত মিউলের কাছে এটা ছিল কৌতুকের বিষয়–এবং প্রয়োজনীয় যেহেতু এটা ম্যাগনিফিসোর কাছ থেকে আমাদের সাহায্য পাবার আশা কমিয়ে দেবে।

"তার মানে মিউলের ব্যাপারে ম্যাগনিফিসো আমাদের যা বলেছে তা মিথ্যে?"

"আমাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। শারীরিক ভয়ের আবরণ দিয়ে আসল সত্যটার উপর রং চড়ানো হয়েছে। ম্যাগনিফিসো যেমন বর্ণনা করেছে শারীরিক দিক দিয়ে মিউল ওরকম ভয়ংকর কিছু না। মেন্টাল পাওয়ার বাদ দিলে সে অতি অতি সাধারণ একজন মানুষ। কিন্তু ম্যাগনিফিসোর কাছে নিজেকে সুপারম্যান হিসাবে উপস্থাপন করে সে মজা পায়–"শ্রাগ করল মিস। "ম্যাগনিফিসোর দেওয়া তথ্যের আর কোনো গুরুত্ব নেই।"

"তা হলে কী?"

কিন্তু ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মিস। ফিরে গেল প্রজেক্টরে।

"তা হলে কী? সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন?"

ঝট করে চোখ ফেরালো সাইকোলজিস্ট। "ওই সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলেছি! মনে পড়ছে না। সময় হয়নি এখনো। কী বলেছি?"

"কিছুই না," জবাব দিল বেইটা। "ওহ, গ্যালাক্সি আপনি কিছুই বলেননি, কিন্তু আমি শুনতে চাই, কারণ আমি ভীষণ ক্লান্ত। কখন শেষ হবে এইসব কিছু?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুটা অনুতপ্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল এবলিং মিস, "বেশ, মাই...মাই ডিয়ার। তোমাকে আমি কষ্ট দিতে চাইনি। মাঝে মাঝে আমি ভুলে যাই...কারা আমার বন্ধু। মাঝে মাঝে মনে হয় কোনো কথাই আমার বলা উচিত নয়। গোপনীয়তার প্রয়োজন আছে–কিন্তু মিউলের কাছ থেকে– তোমার কাছ থেকে না, মাই ডিয়ার।" বেইটার কাঁধে হাত বুলিয়ে শান্তনা দিতে লাগল সে।

"সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন-এর ব্যাপারে কদ্দুর জানেন?"

নিজের অজান্তেই ফিসফিস করতে লাগলো সে। "তুমি জানো সেলডন কীভাবে পুরো ব্যাপারটা গোপন রেখেছেন? সেলডন সম্মেলনের রিপোর্টগুলো আমাকে মোটেই সাহায্য করেনি। অন্তত আমার ভেতরে একটা অদ্ভুত উপলব্ধি না আসা পর্যন্ত। এখনো সেটাকে মনে হয়–অস্পষ্ট। সম্মেলনের প্রতিবেদনগুলো অপ্রাসঙ্গিক; সবসময় অস্পষ্ট। অনেকবারই আমার মনে হয়েছে, ওই সম্মেলনে যারা যোগ দিয়েছে তারা পর্যন্ত জানতো না কী আছে সেলডনের মনে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে সম্মেলনটাকে সেলডন ব্যবহার করেছেন একটা ঢাল হিসেবে এবং পুরো কাঠামোটা তৈরি করেছেন তিনি একা–"

"ফাউণ্ডেশনগুলোর?"

"সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন-এর! আমাদের ফাউণ্ডেশন একেবারেই সাধারণ। কিন্তু সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন শুধুই একটা নাম। ওটার বিস্তারিত পরিচয় লুকিয়ে আছে জটিল গণিতের ভেতর। এখনো অনেক ব্যাপার বুঝতে পারছি না কিন্তু গত সাতদিন থেকে সেগুলো পরিষ্কার হতে শুরু করেছে, একটা অস্পষ্ট ছবি তৈরি হচ্ছে।

"এক নম্বর ফাউণ্ডেশন হল ফিজিক্যাল সায়েন্টিস্টদের বিশ্ব। গ্যালাক্সির মৃতপ্রায় বিজ্ঞানকে এখানে জমিয়ে রাখা হচ্ছে যেন নির্দিষ্ট শর্তাধীনে আবার বাঁচিয়ে তোলা যায়। কোনো সাইকোলজিস্ট পাঠানো হয়নি। অদ্ভুত হলেও নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। সাধারণ ব্যাখ্যা হল, সেলডনের সাইকোহিস্টোরি তখনই ভালো মত কাজ করবে যখন পৃথক কার্যকরী এককগুলো–হিউম্যান বিয়িং–জানবে না অনাগত ভবিষ্যতে কী হবে, এবং পরিস্থিতির সাথে স্বাভাবিক আচরণ করবে। বুঝতে পারছো, মাই ডিয়ার–"

"হ্যাঁ, ডক্টর।"

"তা হলে মন দিয়ে শোন। দুই নাম্বার ফাউণ্ডেশন হল মেন্টাল সায়েন্টিস্টদের বিশ্ব। আমাদের বিশ্বের মিরর ইমেজ। ফিজিক্স নয়, সাইকোলজিই হচ্ছে মূল ক্ষমতা। বুঝতে পারছ।"

"না।"

"চিন্তা করো, বেইটা মাথা খাটাও। সেলডন জানতেন যে তার সাইকোহিস্টোরি শুধু সম্ভাবনার কথা বলতে পারে। নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারে না। সবসময়ই ভুলের একটা সীমা ছিল। সময়ের সাথে সেই সীমা বৃদ্ধি পেয়েছে জ্যামিতিক হারে। স্বভাবতই সেলডন যতদূর পেরেছেন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন। আমাদের ফাউণ্ডেশন সাইন্টিফিক্যালি প্রচণ্ড শক্তিশালী। এটা যে-কোনো আর্মি বা অস্ত্রকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাজিত করতে পারে। শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু মিউলের মতো একজন মিউট্যান্ট এর মেন্টাল অ্যাটাকের বিরুদ্ধে কী করতে পারে?"

"সেটা ঠেকানোর দায়িত্ব সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন-এর সাইকোলজিস্টদের!" উত্তেজনা বোধ করল বেইটা।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! অবশ্যই!"

"কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা কিছুই করেনি।"

"কিছুই যে করেনি, তুমি কীভাবে জানো?"

চিন্তা করল বেইটা। "জানি না। আপনার কাছে কোনো প্রমাণ আছে?"

"না। অনেক ব্যাপারই আমি জানি না। সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন– একেবারে তৈরি অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমাদের মতোই চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এগোতে হয়েছে। নক্ষত্রই জানে এখন তারা কতখানি শক্তিশালী। তারা কী মিউলকে ঠেকানোর মতো শক্তিশালী হতে পেরেছে? সবচেয়ে বড় কথা তারা কী মিউল নামক বিপদের ব্যাপারে সচেতন? তাদের কী যোগ্য কোনো নেতা আছে?"

"কিন্তু যদি তারা সেলডন প্ল্যান অনুসরণ করে, তা হলে সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন অবশ্যই মিউলকে ঠেকাবে।"

"আহ্," মিস এর মুখে চিন্তার ভাজ, "সেই একই কথা? কিন্তু সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন প্রথমটার চেয়ে অনেক বেশি জটিল। অনেক অনেক বেশি জটিলতা, এবং সেইসাথে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা। এবং যদি সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন মিউলকে পরাজিত না করতে পারে, তা হলে খুব ভয়ংকর অবস্থা–সত্যিই ভয়ংকর। সম্ভবত মানব জাতির পরিসমাপ্তি।"

"না।"

"হ্যাঁ। যদি মিউলের বংশধরেরাও তার মতো ক্ষমতা পায়–বুঝতে পারছ? হোমো স্যাফিয়েন্সরা বাধা দিতে পারবে না। তখন একটা কর্তৃত্বশালী জাতির উদ্ভব ঘটবে–একটা নতুন শাসকগোষ্ঠী–সেইসাথে মানুষ পরিণত হবে নিচু জাতের দাস শ্রেণীতে। তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"আর যদি মিউল একটা ডাইন্যাস্টি স্থাপন করতে সক্ষম নাও হয়, সে তার ক্ষমতা দিয়ে একটা জঘন্য সাম্রাজ্য তৈরি করবে। তার মৃত্যুর পরেই এটা শেষ হয়ে যাবে। সে আসার আগে গ্যালাক্সি সেখানে ফিরে যাবে যেখানে শুধু তখন আর কোনো ফাউণ্ডেশন থাকবে না একটা সুসংগঠিত শক্তিশালী সেকেণ্ড এম্পায়ার গড়ে তোলার জন্য। অর্থাৎ হাজার বছরের অরাজকতা। তার মানে দাঁড়ায় কোনো দিকেই ভরসা নেই।"

"কী করতে পারি আমরা? সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশনকে সতর্ক করে দেওয়া যায় না।?"

"করতেই হবে, নইলে ওরা না জেনেই বিপদে পড়বে, সেই ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। কিন্তু তাদেরকে সতর্ক করার কোনো উপায় নেই।"

"কোনো উপায় নেই?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ওদের অবস্থান আমি জানি না। 'দে আর অ্যাট দ্য আদার এণ্ড অব দ্য গ্যালাক্সি' ব্যাস এইটুকুই। এই কথাটার হাজার রকম অর্থ হয়।"

"কিন্তু এবলিং, ওখানে কিছু নেই।" অস্পষ্টভাবে মোটা মোটা ফিল্মগুলো দেখাল সে।

"না, নেই। যেখানে আমি খুঁজে পেতে পারি, সেখানে নেই। এই গোপনীয়তার নিশ্চয়ই কোনো অর্থ আছে। অবশ্যই কোনো কারণ আছে–" আবার একটা বিমূঢ় ভাব ফিরে এল দৃষ্টিতে। "তুমি এখন যাও। অনেক সময় নষ্ট করেছি আর সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে–সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে।"

চোখের পিঁচুটি পরিষ্কার করে ভুরু কুঁচকালো সে।

ম্যাগনিফিসোর মৃদু পায়ের শব্দ শোনা গেল, "আপনার স্বামী বাড়ি ফিরেছে মাই লেডি।"

এবলিং মিস ক্লাউনকে কিছু বলল না। মনযোগ দিল প্রজেক্টরে।

সন্ধ্যায় সব শুনে মন্তব্য করল টোরান। "তোমার মতে ওর কথায় কোনো ভুল নেই, বে? সে আসলেই–" ইতস্তত করল।

"সে ঠিকই বলেছে। সে অসুস্থ–আমি জানি। যে পরিবর্তন, ওজন কমে যাওয়া, কথা বলার ভঙ্গি–সে অসুস্থ। কিন্তু মিউল বা সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন-এর বিষয়টা চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত, ওর কথা শোন। আউটার স্পেসের আকাশের মতোই পরিষ্কার সে। সে জানে কী নিয়ে কথা বলছে। আমি তাকে বিশ্বাস করি।"

"তা হলে আশা আছে।" অর্ধেক মন্তব্য অর্ধেক স্বগতোক্তির মতো শোনাল কথাটা।

"আমি...আমি জানি না। হয়তো। হয়তো না! এখন থেকে আমি একটা ব্লাস্টার রাখব সাথে।" চকচকে ব্যারেলের অস্ত্রটা হাতে নিয়ে দেখাল সে, যদি টোরি। যদি–"

"যদি কী?"

হিস্টিরিয়া গ্রস্তের মতো হাসল বেইটা। "কিছু মনে করো না। হয়তো আমিও একটু পাগলামি করছি–এবলিং মিস এর মতো।"

তারপর এবলিং মিস এর জীবনের বাকি ছিল মাত্র সাত দিন। সেই সাতদিনও পেরিয়ে গেল একটার পর একটা নিঃশব্দে।

টোরানের কাছে মনে হল চারপাশে কেমন একধরনের নেশায় আচ্ছন্ন ভাব। উষ্ণ দিন এবং নীরব নিঃশব্দতা তাকে আলস্যে ভড়িয়ে তুলল। যেন জীবনের সব বৈচিত্র্য হারিয়ে গেছে, পরিণত হয়েছে অসীম শীত নিদ্রায়।

মিস পুরোপুরি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। তার অসম্ভব পরিশ্রম থেকে এখনো কিছু ফল লাভ হয়নি। বেইটা বা টোরান কেউ তাকে দেখছে না। শুধু ম্যাগনিফিসোর যাওয়া আসা দেখে বোঝা যায় সে এখনো বেঁচে আছে। ম্যাগনিফিসোও অনেক বদলে গেছে। গম্ভীর চিন্তামগ্ন, খাবার নিয়ে গিয়ে উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চোখে শুধু তাকিয়ে থাকে।

বেইটা গুটিয়ে গেছে নিজের ভেতর। আগের সেই প্রাণোচ্ছলতা নেই, আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে। সে নিজেও দুঃশ্চিন্তা কমানোর জন্য সঙ্গীর কাছে আশ্রয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোঁজে। এবং যখন টোরান ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে ধরে রেখে ব্লাস্টারে আঙুল বোলাচ্ছিল, সে দ্রুত সরিয়ে নেয় অস্ত্রটা, তারপর জোর করে হাসে।

"এটা দিয়ে তুমি কী করবে, বে?"

"শুধু কাছে রাখছি। সেটা কোনো অপরাধ?"

"একদিন তোমার মোটা মাথাটাই উড়ে যাবে।"

"গেলে যাবে। খুব বেশি ক্ষতি হবে না।"

বিবাহিত জীবন টোরানকে শিখিয়েছে যে যখন স্ত্রীর মুড ভালো থাকে না তখন তার সাথে তর্ক না করাই ভালো। সে একটু শ্রাগ করে চলে গেল।

শেষ দিন, ওদের উপস্থিতিতে ভয়ে আতকে উঠল ম্যাগনিফিসো। সন্ত্রস্তভাবে আঁকড়ে ধরল তাদের। "জ্ঞানী ডক্টর আপনাদের ডাকছে। তার শরীর ভালো নেই।

আসলেই অসুস্থ। বিছানায় শোয়া। চোখগুলো অস্বাভাবিক রকম বড়, অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। চেনাই যাচ্ছে না।

"এবলিং!" কেঁদে ফেলল বেইটা।

"আমাকে কথা বলতে দাও," মিনমিনে গলায় বলল সাইকোলজিস্ট, দুর্বল বাহুতে ভর দিয়ে খানিকটা উঁচু হল। "বলতে দাও। আমি শেষ ; দায়িত্বটা তোমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। আমি কোনো নোট রাখিনি ; খসড়া হিসাবগুলো সব নষ্ট করে ফেলেছি। কেউ যেন না জানে। সব তোমাদের মনে রাখতে হবে।"

"ম্যাগনিফিসো," কড়া গলায় আদেশ করল বেইটা। "উপরে যাও।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠল ক্লাউন। তার বিষণ্ণ চোখ দুটো মিস এর উপর।

দুর্বলভাবে ইশারা করল মিস, ও থাকলে কোনো অসুবিধা নেই; থাকো ম্যাগনিফিসো।

দ্রুত বসে পড়ল ক্লাউন। বেইটা চোখ নামিয়ে নিল মেঝের দিকে। ধীরে, খুব ধীরে দাত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল।

কর্কশ ফিসফিস সুরে মিস বলল, "আমি জানি সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন জয়ী হবে, যদি সময়ের আগেই ধরা না পড়ে। নিজেদের তারা গোপন রেখেছে; সেই গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে ; তার কারণ আছে। তোমরা যাবে সেখানে। আমার কথা শুনছ?"

প্রায় যন্ত্রণায় কেঁদে উঠল টোরান, "হ্যাঁ, হ্যাঁ! বলুন কীভাবে যেতে হবে। এবলিং? কোথায়?"

"বলছি," মিস-এর কণ্ঠ দুর্বল।

কিন্তু বলতে পারেনি কখনো।

বেইটা, বরফের মতো সাদা মুখ, ব্লাস্টার তুলে গুলি করল, হাততালির মতো একটা শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল বদ্ধ জায়গায়। কোমর থেকে উপরের দিকে মিস-এর শরীরের কোনো চিহ্ন নেই, শুধু পিছনের দেয়ালে একটা পোড়া গর্ত। বেইটার শিথিল আঙুল থেকে ব্লাস্টার খসে পড়ল মেঝেতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬. অনুসন্ধানের সমাপ্তি

কারো মুখে কথা নেই। বিস্ফোরণের শব্দের প্রতিধ্বনি গড়িয়ে চলে গেল নিচের কুঠুরীগুলোর দিকে, পরিণত হল গমগমে ভগ্ন শব্দে। মিলিয়ে গেল ফিসফিসানিতে। তার আগে খসে পড়া ব্লাস্টারের তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দে চাপা পড়ল একবার। ম্যাগনিফিসোর তীব্র আর্তনাদ মসৃণ হল, ডুবে গেল টোরানের অব্যক্ত গর্জনের মাঝে।

যন্ত্রণাকাতর এক নীরবতা নেমে এল।

বেইটার মাথা নোয়ানো। এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দুতে আলো লেগে চিকচিক করে উঠল। শিশু বয়সের পর আর কখনো কাঁদেনি বেইটা।

টোরানের মাংসপেশি শক্ত হয়ে আছে, কিন্তু সে শিথিল করার চেষ্টা করল না। –মনে হল পরস্পরের সাথে সেঁটে থাকা দাঁতগুলো আর কোনোদিন আলগা করতে পারবে না। ম্যাগনিফিসোর মুখ ফ্যাকাশে, নিষ্প্রাণ।

শেষ পর্যন্ত চেপে থাকা দাঁতের ফাক দিয়ে অচেনা কণ্ঠে বলল টোরান, "তুমি তা হলে মিউলস ওমেন। ও তোমাকে দলে টেনেছে!"

মাথা তুলল বেইটা। মুখে যন্ত্রণার ছাপ, কৌতুকের ছাপ, "আমি মিউলস ওম্যান? কী চমৎকার!"

জোর করে হাসল একটু। চোখগুলো পিছনে সরিয়ে দিল, কণ্ঠস্বরে ফিরে এল প্রায় স্বাভাবিকতা। "সব শেষ, টোরান; এখন বলা যায়। কতদূর রক্ষা করেছি, আমি জানি না। তবে এখন সব খুলে বলা যায়।"

সম্ভবত প্রচণ্ড চাপের কারণেই টোরানের উত্তেজনা শিথিল হল। "কী বলবে, বে? আর কী বলার আছে?"

"বলব, যে দুর্ভাগ্য আমাদের পিছু নিয়ে এসেছে। এর আগেও আমরা ধারণা করেছিলাম। মনে নেই? সব সময় বিপদ আমাদের পিছু লেগেছিল, কিন্তু কীভাবে যেন অল্পের জন্য বেঁচে যাই। আমরা ফাউণ্ডেশন-এ গেলাম–এবং সেটা পরাজিত হল, অথচ স্বাধীন বণিকেরা তখনো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে–কিন্তু হেভেনে যাওয়ার জন্য সময়মতো বেরিয়ে আসতে পারলাম। পৌঁছলাম হেভেনে এবং সেটা পরাজিত হল, কিন্তু আবারো সময়মতো বেরিয়ে আসতে পারলাম। গেলাম নিওট্র্যানটর এবং কোনো সন্দেহ নেই যে এই মুহূর্তে ওটা মিউলের পক্ষে যোগ দিয়েছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা নাড়ল টোরান, "বুঝতে পারছি না।"

"টোরি, এমন ঘটনা বাস্তব জীবনে ঘটে না। তুমি আর আমি অতি সাধারণ মানুষ ; এক বছরের মধ্যে আমাদের একটার পর একটা রাজনৈতিক ঝড়ের শিকার হওয়ার কথা না, যদি না সেই ঝড় আমাদের সাথেই থাকে, যদি না জীবাণুর উৎসটাকে আমরা সব সময় কাছে রাখি। এখন বুঝতে পারছো?"

ঠোঁট দুটো চেপে বসল টোরানের। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত দেহের দিকে, যা এক সময় ছিল মানুষ। অসুস্থ বোধ করল সে।

"চলো এখান থেকে বেরোই, বে। খোলা বাতাসে যাই।"

আকাশে মেঘ জমেছে। ঝড়ো বাতাসে বেইটার চুল এলোমেলো হয়ে গেল। ম্যাগনিফিসো এতক্ষণ হামাগুড়ি দিয়ে পড়েছিল, এবার পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল তাদের সাথে।

"এবলিং মিস কে তুমি খুন করেছ, কারণ তোমার ধারণা সেই জীবাণুর উৎস?" বেইটার চোখের দিকে তাকিয়ে একটা ধাক্কা খেল সে। ফিসফিস করে বলল, "সেই মিউল?" কথাগুলো নিজেরই বিশ্বাস হল না।

"এবলিং– মিউল? গ্যালাক্সি; না! ও মিউল হলে আমি তাকে খুন করতে পারতাম না। আমার অঙ্গভঙ্গি থেকে সহজেই আমার ইমোশন ধরে ফেলত সে, তারপর সেটাকে ভালবাসা, অনুরাগ ভয়, আতঙ্ক যা ইচ্ছা হয় তাই বানিয়ে দিত। না। এবলিংকে আমি খুন করি। কারণ সে মিউল না; আমি তাকে খুন করি, কারণ সে জেনে ফেলেছিল সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন কোথায় এবং দুই সেকেণ্ডের মধ্যেই গোপন কথাটা মিউলকে জানিয়ে দিত।

AMARBOI.COM

"গোপন কথাটা মিউলকে জানিয়ে দিত," বোকার মতো পুনরাবৃত্তি করল টোরান। "মিউলকে জানাতো–"

তারপর আর্তনাদ করে তীব্র আতঙ্কে ফিরে তাকাল মিউলের ভাঁড়ের দিকে যে মাটিতে গুটিসুটি মেরে বসে আছে, কী নিয়ে আলোচনা চলছে সেই ব্যাপারে পুরোপুরি অচেতন।

"ম্যাগনিফিসো?"

"শোন, নিওট্র্যানটরে কী হয়েছিল মনে আছে? ওহ, একটু ভাবো, টোরি–"

কিন্তু শুধু মাথা নেড়ে বিড় বিড় করতে লাগল টোরান।

ক্লান্ত সুরে বলে চলেছে বেইটা, "নিওট্র্যানটরে একজন মানুষ মারা যায়। অথচ কেউ তাকে স্পর্শ করেনি। তাই না? ভিজি সোনার বাজাচ্ছিল ম্যাগনিফিসো, যখন তার বাজনা শেষ হয় ক্রাউন প্রিন্স তখন মৃত। অদ্ভুত, তাই না? এটা কী অস্বাভাবিক না, যে ক্রিয়েচার জগতের সবকিছুর ভয়ে তটস্থ শুধু ইচ্ছা শক্তি দিয়ে খুন করার ক্ষমতা তার আছে।"

"লাইট-ইফেক্ট এবং বাজনা দুটোর নিখুঁত ইমোশনাল ইফেক্ট–"

"হ্যাঁ, ইমোশনাল ইফেক্ট। যথেষ্ট বড়। ইমোশনাল ইফেক্ট হচ্ছে মিউলের বিশেষত্ব। দৈবঘটনা হিসেবে ধরে নেওয়া যায় যে সে এরকম ভয়ংকরভাবে খুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারে। কারণ মিউল তার মাইণ্ড টেম্পার করেছে। কিন্তু টোরান ভিজি-সোনারের যে কম্পোজিশনটা প্রিন্সকে খুন করে সেটার এক ঝলক আমি দেখেছি। সামান্য--কিন্তু তাতেই টাইম ভল্টে যে অনুভূতি হয়েছিল সেই রকম অনুভূতি হয়। সীমাহীন হতাশা। টোরান, সেই অনুভূতি চিনতে আমার ভুল হয় না।"

মেঘ জমল টোরানের মুখে। "আমিও...অনুভব করেছি। মনে ছিল না। কখনো চিন্তাও করিনি-"

"সেই সময় প্রথম আমার মাথায় চিন্তাটা আসে। একটা অস্পষ্ট অনুভূতি-ইনট্যুইশন। কোনো প্রমাণ ছিল না। কিন্তু তারপর প্রিচার এসে মিউল এবং তার মিউট্যাশনের কথা জানায়। মুহূর্তের মধ্যে সব পরিষ্কার হয়ে যায় আমার কাছে। টাইমভল্টের হতাশা তৈরি করেছিল মিউল; নিওট্র্যানটরে হতাশা তৈরি করে ম্যাগনিফিসো। সেই একই ইমোশন। কাজেই মিউল আর ম্যাগনিফিসো একই ব্যক্তি। খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে না, টোরি? ঠিক যেন জ্যামিতির অনুমিতি। থিংস ইকুয়াল টু সেম থিংস আর ইকুয়াল টু ইচ আদার।"

হিস্টিরিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে সে। কিন্তু অপরিসীম জোর খাটিয়ে নিজেকে আয়ত্ত করল, "আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। যদি ম্যাগনিফিসোই হয় মিউল, আমার আবেগ সে জানে-এবং নিজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবে। ওকে জানতে দেওয়ার সাহস আমার ছিল না। তাকে এড়িয়ে চলতে লাগলাম। সৌভাগ্যক্রমে, সেও আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগল; এবলিং মিস এর প্রতি খুব বেশি আগ্রহী হয়ে উঠে। মিস কথা বলার সময়ই তাকে খুন করার পরিকল্পনা করি আমি। গোপনভাবে, এতই গোপনভাবে যে নিজেকে বলারও সাহস হয়নি। যদি মিউলকে খুন করতে পারতাম-কিন্তু ঝুঁকি ছিল তাতে। ধরা পড়ে যেতাম হয়তো। তখন সব হারাতে হত।"

কর্কশ গলায় বলল টোরান, "অসম্ভব। ওই অদ্ভুত ক্রিয়েচারটার দিকে দেখো। সে মিউল? আমাদের কথা পর্যন্ত শুনছে না।"

কিন্তু নির্দেশিত আঙুল অনুসরণ করে যখন তাকাল সে, ম্যাগনিফিসো তখন দৃঢ় সতর্ক, দৃষ্টি ধারালো, গভীর উজ্জ্বল। বাচনভঙ্গি অচেনা, "আমি শুনেছি, বন্ধু। শুধু বসে বসে ভাবছিলাম, এত কৌশলে এবং বুদ্ধি খাটিয়ে চমৎকার একটা পরিকল্পনা করেছিলাম, কিন্তু সামান্য ভুলে কত বড় ক্ষতি হল।"

হোঁচট খেয়ে পিছিয়ে এল টোরান, যেন ভয় পাচ্ছে ক্লাউন তাকে স্পর্শ করবে বা তার নিশ্বাস সংক্রামিত হবে।

মাথা নেড়ে অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাব দিল ম্যাগনিফিসো, "আমি মিউল।"

শারীরিক দিক দিয়ে তাকে আগের চেয়ে বিশাল কিছু মনে হল না; কাঠির মতো সরু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, লম্বা নাকের ভাঁজ থেকে শুধু হাস্যকর রূপটা সরে গেছে; তার আচরণ দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী।

জন্মগত সহজতায় পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফেলেছে সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্রয়ের সুরে বলল সে, "বসুন আপনারা। যেভাবে আরাম বোধ করবেন। খেলা শেষ, আমি আপনাদের একটা গল্প শোনাবো। আমার একটা দুর্বলতা–আমি চাই মানুষ যেন আমাকে বোঝে।

এবং যখন সে বেইটার দিকে তাকাল, তার দৃষ্টি হয়ে গেল আবার কোমল বাদামি; ম্যাগনিফিসো দ্য ক্লাউনের দৃষ্টি।

"মনে রাখার মতো উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা আমার শৈশবে ঘটেনি। হয়তো আপনারা বুঝবেন। আমার অস্বাভাবিক দৈহিক আকৃতি, অদ্ভুত নাক, এসব নিয়েই জন্মাই। আমাকে দেখার আগেই আমার মা মারা যায়। বাবার পরিচয় জানি না। স্বাভাবিক শৈশব আমার জন্য ছিল অসম্ভব। সীমাহীন মানসিক নির্যাতনের মধ্যে আমি বেড়ে উঠতে থাকি, নিজের প্রতি করুণা এবং অন্যের ঘৃণা নিয়ে। তখন থেকেই সবাই আমাকে জানত অস্বাভাবিক বলে। সবাই এড়িয়ে চলত ; বেশিরভাগ ঘৃণায়, কিছু কিছু ভয়ে। অদ্ভুত ঘটনা ঘটত–নেভার মাইণ্ড–আমি যে মিউট্যান্ট, এটা বের করতে ক্যাপ্টেন প্রিচারকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। কিন্তু নিজে বুঝতে পেরেছিলাম বিশ বছর বয়সে।"

মেঝেতে বসে কথা শুনছে টোরান আর বেইটা। ম্যাগনিফিসো–বা মিউল-পায়চারি করছে তাদের সামনে। বুকের উপর হাত বেঁধে মাথা নিচু করে কথা বলছে।

"আমার স্বাভাবিক ক্ষমতার ব্যাপারটা বুঝতে শুরু করি ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে। আমার নিজেরই বিশ্বাস হয়নি। আমার কাছে মানুষের মাইণ্ড এক ধরনের ডায়াল, ইমোশন চিহ্নিত করার জন্য যে ডায়ালে অনেকগুলো পয়েন্টার আছে। দুর্বল চিত্র, কিন্তু এর চাইতে ভালো ব্যাখ্যা আমি কীভাবে দেব? ধীরে ধীরে শিখলাম যে আমি মানুষের মাইণ্ডে পৌঁছতে পারি এবং পয়েন্টারটাকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারি। সেখানেই আটকে রাখতে পারি। অন্যেরা এই কাজটা পারে না, সেটা বুঝতে আরো বেশি সময় লেগেছিল।

"যাই হোক, আমার ক্ষমতার ব্যাপারে আমি সচেতন হয়ে উঠলাম। এবং সেই সাথে প্রথম জীবনের ভোগ করা দুঃসহ যন্ত্রণার ক্ষতি পূরণের ইচ্ছা প্রবল হল। আপনারা হয়তো বুঝবেন। হয়তো বোঝার চেষ্টা করবেন। অদ্ভুত, অস্বাভাবিক হয়ে উঠা কতো কঠিন–যার মন আছে, সে বুঝতে পারে। মানুষের কৌতুককর নিষ্ঠুরতা। অন্যের থেকে আলাদা! বহিরাগত।

"সেই অভিজ্ঞতা আপনাদের কখনো হয়নি।"

আকাশের দিকে তাকিয়ে গোড়ালি দিয়ে মেঝেতে তাল ঠুকতে লাগল ম্যাগনিফিসো। "কিন্তু আমি শিখে নিলাম, এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি গ্যালাক্সি বদলে দিতে পারি। ওরা ওদের ইনিংস খেলেছে। আর আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছি–প্রায় বাইশ বছর। এবার আমার পালা। এবং গ্যালাক্সির জন্য অস্বাভাবিক কিছুই উপযুক্ত! আমি একা! ওরা কোয়াড্রিলিয়ন!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেমে দ্রুত তাকাল একবার বেইটার দিকে। "কিন্তু আমার একটা দুর্বলতা ছিল। আমার নিজের কিছু ছিল না। যা পেয়েছি, সব অন্যের হাত দিয়ে মিডলম্যানের মাধ্যমে। সব সময়ই! প্রিচারের কাছে তো শুনেছেনই কীভাবে আজকের অবস্থানে পৌঁছাই। ফাউণ্ডেশন যখন দখল করি–তখনই দৃশ্যপটে আপনাদের আবির্ভাব ঘটে।

"ফাউণ্ডেশন দখল ছিল আমার সবচেয়ে কঠিন কাজ। তাকে পরাজিত করার জন্য শাসকশ্রেণীর বিশাল অংশের উপর আমার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়। হালকা পাতলাভাবে করতে পারতাম–কিন্তু সহজ কোনো উপায় নিশ্চয় আছে, সেটাই আমি খুঁজতে লাগলাম। আসলে একজন শক্তিশালী লোক যদি পাঁচ শ পাউণ্ড ওজন তুলতে পারে তার মানে এই না যে সবসময়ই তুলবে। ইমোশনাল কন্ট্রোল বেশ কঠিন। প্রয়োজন ছাড়া আমি এটাকে ব্যবহার করতে চাই না। তাই ফাউণ্ডেশনে হামলা করার আগে আমার মিত্র খুঁজে বের করার প্রয়োজন হয়।

"ক্লাউনের ছদ্মবেশে, ফাউণ্ডেশন থেকে যেসব এজেন্ট আমার সম্পর্কে খোঁজ খবর করতে আসে তাদের উপর নজর রাখতে শুরু করি। আমি এখন জানি যে ক্যাপ্টেন হ্যান প্রিচারকেই আমি খুঁজছিলাম। ভাগ্যক্রমে পেয়ে যাই আপনাদের। আমি একজন টেলিপ্যাথ আর, মাই লেডি, আপনি এসেছিলেন ফাউণ্ডেশন থেকে। ওটাই আমাকে বিপথে পরিচালিত করে। পরে প্রিচারের আমাদের সাথে যোগ দেয়াটা মারাত্মক ছিল না, কিন্তু ঠিক ওই সময় থেকেই আমি মারাত্মক ভুল করা শুরু করি।

প্রচণ্ড রাগের সাথে বলল টোরান, "দাঁড়াও। কালগানে যখন একটা স্টান্ট পিস্তল নিয়ে লেফটেন্যান্টের মুখোমুখি হয়ে তোমাকে বাঁচাই তখন তুমি আমাকে ইমোশন্যালি কন্ট্রোল করছিলে, অর্থাৎ পুরো সময়ই তুমি আমাকে টেম্পার করে রেখেছ।"

ম্যাগনিফিসোর মুখে চিকন হাসি। "কেন নয়? আপনার কাছে কী স্বাভাবিক মনে হয়েছে? নিজেকেই প্রশ্ন করুন–স্বাভাবিক অবস্থায় কী আমার মতো অস্বাভাবিক কাঠামোর একজনকে বাঁচানোর জন্য জীবনের উপর ঝুঁকি নিতেন? পরে নিশ্চয়ই বেশ অবাক হয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ, হয়েছিল," নিরাসক্ত গলায় বলল বেইটা।

"যাই হোক, টোরানের কোনো বিপদ হত না। লেফটেন্যান্টকে কড়া নির্দেশ দেওয়া ছিল আমাদেরকে যেন ছেড়ে দেয়। আমরা তিনজন এবং প্রিচার চলে আসি ফাউণ্ডেশন এবং দ্রুত আমার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপায় খুঁজতে থাকি। যখন প্রিচারের কোর্ট মার্শাল হচ্ছে, তখন আমরাও ছিলাম সেখানে। আমি ব্যস্ত ছিলাম। ওই বিচার অনুষ্ঠানের সামরিক বিচারকরাই পরে যুদ্ধে স্কোয়াড্রনগুলোর নেতৃত্ব দেয়। খুব সহজেই ওরা আত্মসমর্পণ করে এবং হোরলেগরে আমার নেভি জয়ী হয়।

"প্রিচার এর মাধ্যমে ড. মিস এর সাথে আমার দেখা হয়। সেই সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় একটা ভিজি সোনার এনে দিয়ে আমার কাজ আরো সহজ করে দেয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কনসার্টগুলো!" বাধা দিল বেইটা। "আমি মিলানোর চেষ্টা করছিলাম। এখন বুঝতে পারছি।"

"হ্যাঁ। ভিজি সোনার একরকম ফোকাসিং ডিভাইস হিসেবে কাজ করে। ইমোশনাল কন্ট্রোলের জন্য এটা আসলেই একটা পুরোনো ডিভাইস। এটা দিয়ে আমি বহুসংখ্যক মানুষকে একসাথে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হই। ফাউণ্ডেশন এবং হেভেনে কনসার্টের মাধ্যমেই আমি আত্মসমর্পণের অনুভূতি তৈরি করি।

"কিন্তু, এবলিং মিস ছিল আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। সে হয়তো–" একটা হতাশা গ্রাস করল ম্যাগনিফিসোকে, কিন্তু কাটিয়ে উঠল সেটা, "ইমোশনাল কন্ট্রোলের কতগুলো বিশেষ দিক আছে, যা আপনারা জানেন না। ইনট্যুইশন, দিব্যজ্ঞান যাই বলুন না কেন সবই ইমোশন। আমি তাই মনে করি। বুঝতে পারেননি। তাই না?"

একটা না বোধক উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল, "হিউম্যান মাইণ্ড সর্বনিম্ন ক্ষমতায় কাজ করে। নিজের ক্ষমতার মাত্র বিশ পার্সেন্ট ব্যবহার করে। যখন কেউ তার চেয়ে বেশি ব্যবহার করে আমরা সেটাকেই বলি ইনট্যুইশন বা দিব্যজ্ঞান। আমি মানুষের মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে উদ্দীপ্ত করতে পারি। যার উপর প্রয়োগ করা হয়, সে মারা যায়, কিন্তু কার্যকরী নিউক্লিয়ার ফিল্ড-ডিপ্রেসর কালগানের এক টেকনিশিয়ানের উপর এরচেয়ে অধিক চাপ প্রয়োগ করে বানিয়েছিলাম।

"এবলিং মিস এর যোগ্যতা ছিল অনেক বেশি। ফাউণ্ডেশন-এর সাথে যুদ্ধের অনেক আগেই আমি এম্পায়ারের কাছে প্রতিনিধি পাঠাই–তখনই সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন-এর কথা জানতে পারি। তখন থেকেই আমি খুঁজছি। স্বভাবতই পাইনি এবং স্বভাবতই জানি যে আমি পাবই–এবং সমাধান ছিল এবলিং মিস। একটা উঁচু মানের দক্ষ মাইণ্ড থাকাতে সে হয়তো হ্যারি সেলডনের পুরো গবেষণা ডুপ্লিক্যাট করতে পারত।

"আংশিকভাবে, সে সফল। আমি তাকে সামর্থ্যের শেষ সীমায় নিয়ে যাই। নিষ্ঠুর কাজ কিন্তু ফলদায়ক। শেষ পর্যন্ত সে মারাই যেত। কিন্তু–" আবারো একটা হতাশা বাধা দিল তাকে। "সে যথেষ্ট দিন বেঁচে থেকেছে। আমরা তিনজনে মিলে সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশনে যেতে পারতাম। এটাই হতে পারত শেষ যুদ্ধ–কিন্তু আমার ভুলের জন্য।"

কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল টোরান, "তুমি কী ভুল করেছো?"

"কেন, আপনার স্ত্রী। আপনার স্ত্রী অসাধারণ মানুষ। জীবনে কখনো এমন কারো সাথে দেখা হয়নি। আমি...আমি..." হঠাৎ করেই ম্যাগনিফিসোর কণ্ঠ ভেঙে গেল। আত্মস্থ হল অনেক কষ্টে। তার চার পাশে একটা আনন্দের আভা। "তার ইমোশন কন্ট্রোল না করলেও সে আমাকে পছন্দ করে। প্রথম দেখায়। আমাকে দেখে সে অবাক হয়নি বা হাসেনি। পছন্দ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বুঝতে পারছেন না? বুঝতে পারছেন না আমার কাছে তার অর্থটা কি? এর আগে কেউ–যাই হোক, আমি...সেটা সযত্নে লালন করতে থাকি। তার মাইণ্ড আমি টেম্পার করিনি। মূল অনুভূতি বজায় রাখতে দেই। এটাই আমার ভুল। আমার নিজের ইমোশন আমাকে ভুল পথে পরিচালিত করে। যেখানে আমি অন্য সকলের মাস্টার।

"আপনি টোরান সবসময় ছিলেন কন্ট্রোল্ড। অথচ কখনো সন্দেহ করেননি, আমাকে কখনো প্রশ্ন করেননি ; আমার ভেতরে অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক কিছু দেখেননি। যেমন যখন 'ফিলিয়ান' শিপ আমাদের থামায়। ওরা আমাদের অবস্থান জানতো, কারণ আমি সব সময় তাদের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলাম যেমন সব সময় যোগাযোগ ছিল আমার জেনারেলদের সাথে। যখন থামানো হল আমাকে নিয়ে যাওয়া হল হ্যান প্রিচারকে কনভার্ট করার জন্য। যখন বেরিয়ে আসি তখন সে একজন কর্নেল। পুরো ঘটনা আপনার সামনে ঘটে, কিন্তু কিছুই ধরতে পারেননি। আমার ব্যাখ্যা বিনা প্রশ্নে মেনে নেন। বুঝতে পারছেন?

দাঁত বের করে হাসল টোরান এবং চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল, "জেনারেলদের সাথে কীভাবে যোগাযোগ রেখেছিলে?

"তেমন জটিল কিছু না। হাইপারওয়েভ ট্রান্সমিটার চালানো সহজ এবং পোর্টেবল। আমি ধরাও পড়তাম না। কেউ দেখে ফেললেও তার স্মৃতিতে ঘটনাটা থাকত না।

"নিওট্র্যানটরে আমার ইমোশন সেন্সর আমার সাথে বেঈমানি করে। বেইটা আমার কন্ট্রোলে ছিল না তারপরেও সন্দেহ করতে পারত না যদি ক্রাউন প্রিন্সের ব্যাপারটা অন্যভাবে সামলাতাম। বেইটার প্রতি তার আচরণ আমাকে রাগিয়ে তোলে। আমি তাকে খুন করি। চরম বোকামি হয়েছে সেটা।

"এবং এখনো আপনারা সন্দেহ করলেও, নিশ্চিত হতে পারতেন না। যদি আমি প্রিচারের বকবকানি থামিয়ে দিতাম এবং মিস এর দিকে আরেকটু কম মনযোগ দিতাম।" শ্রাগ করল সে।

"এখানেই শেষ?" জিজ্ঞেস করল বেইটা।

"এখানেই শেষ।"

"এবার কী হবে তা হলে?"

"আমি আমার পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যাবো। যদি এবলিং মিস এর মতো বুদ্ধিমান এবং উচ্চ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আরেকজনকে পাই। নয়তো অন্য কোনোভাবে আমাকে সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন খুঁজে বের করতে হবে। একদিক দিয়ে আপনারা আমাকে পরাজিত করেছেন।"

এবার উঠে দাঁড়াল বেইটা, বিজয়িনীর মতো, "একদিক দিয়ে? শুধু একদিক দিয়ে। আমরা তোমাকে পুরোপুরি পরাজিত করেছি। ফাউণ্ডেশন-এর বাইরে তোমার বিজয়গুলোর কোনো মূল্য নেই। ফাউণ্ডেশন-এর দখলটাও খুব সামান্য বিজয়, কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে তোমার সমস্যাগুলো কমছে না। তোমাকে অবশ্যই সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন পরাজিত করতে হবে–এবং এই সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশনই তোমাকে পরাজিত করবে। তোমার একমাত্র সুযোগ হচ্ছে হামলা করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগেই সেটাকে খুঁজে বের করে নিঃশেষ করে দেওয়া। কিন্তু তুমি পারবে না। এখন থেকে প্রতি মুহূর্তে তারা তোমার জন্য তৈরি হতে থাকবে। এই মুহূর্তে, এই মুহূর্ত থেকেই হয়তো কাজ শুরু হয়ে গেছে। বুঝতে পারবে–যখন তারা আক্রমণ করবে। তোমার স্বল্প দিনের ক্ষমতা শেষ। তুমি ইতিহাসের পাতায় একজন রক্তলোলুপ হানাদার ছাড়া আর কিছুই না।"

জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল সে, প্রায় হাঁপানোর মতো, "আমরা তোমাকে পরাজিত করেছি, আমি আর টোরান। এখন আমি মরলেও খুশি।"

কিন্তু মিউলের বিষণ্ন চোখগুলো আবার ম্যাগনিফিসোর অনুরক্ত বাদামি চোখে পাল্টে গেছে। "আমি আপনাকে বা আপনার স্বামীকে মারব না। আমাকে আঘাত করাও আপনাদের পক্ষে অসম্ভব। আর আপনাদের মেরে ফেললেও এবলিং মিস ফিরে আসবে না। আমার ভুলের দায় বহন করতে হবে আমাকেই। আপনি আর আপনার স্বামী যেতে পারেন। নির্বিঘ্নে চলে যান, আমি যাকে বলি–বন্ধুত্ব–সেই খাতিরে।"

তারপর হঠাৎ গর্বের সুরে বলল, "কিন্তু আমি এখনো মিউল। গ্যালাক্সির সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষ। এখনো আমি সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশনকে পরাজিত করতে পারি।"

শান্ত শীতল দৃঢ়তার সাথে শেষ তীরটা ছুঁড়ে দিল বেইটা, "তুমি পারবে না। সেলডনের উপর এখনো আমার বিশ্বাস আছে। তুমি তোমার ডাইন্যাস্টির প্রথম এবং শেষ শাসক।

নতুন একটা চিন্তা আঁকড়ে ধরল ম্যাগনিফিসোকে। "আমার ডাইন্যাস্টি? হ্যাঁ, কথাটা অনেকবারই ভেবেছি যে আমি একটা ডাইন্যাস্টি তৈরি করব।"

তার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে বরফের মতো জমে গেল বেইটা।

মাথা নাড়ল ম্যাগনিফিসো, "কী ভাবছেন বুঝতে পারছি। অকারণ ভয় পাচ্ছেন। পরিস্থিতি অন্যরকম হলে আমি খুব সহজেই আপনাকে সুখী করতে পারতাম। হয়তো কৃত্রিম, কিন্তু আসল ইমোশনের সাথে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু পরিস্থিতি অন্যরকম না। আমি নিজেকে বলি মিউল–কিন্তু সেটা আমার ক্ষমতার কারণে না–অবশ্যই–"

সে চলে গেল। পিছন ফিরে তাকাল না।।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইজাক আসিমভ

আইজাক আসিমভ, গ্র্যান্ড মাস্টার অব সাইন্স ফিকশন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লেখক হিসেবে স্বীকৃত। জন্ম ১৯২০ সালের ২ জানুয়ারি (তার আসল জন্ম তারিখ অজানা) রাশিয়ার স্মলেনস্কে। আট বছর বয়সে পিতা-মাতার সাথে আমেরিকায় চলে আসেন। জাতিতে তিনি ছিলেন ইহুদি। ১৯৩৯ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে গ্র্যাজুয়েশন করেন। ১৯৪৮ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি করার জন্য অন্তর্ভুক্ত হন। মাঝখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিন বছর মার্কিন নেভীতে কাজ করেন।

ডক্টরেট সম্পন্ন করে তিনি বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারি অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৮ সাল থেকে তিনি পুরোদস্তুর লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন। তার লেখনির প্রতি সম্মান স্বরূপ ১৯৭৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় তাকে অধ্যাপক হিসেবে পদন্নোতি দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে ৭১ মিটার লম্বা শেলফে ৪৬৪ টি বাক্সে তার রচনাসমূহ সংগৃহীত আছে।

আসিমভের বাবার ছোট একটা দোকান ছিল যেখানে পরিবারের সবাইকে কাজ করতে হতো। ওই দোকানে আসিমভ কিছু সাইন্স ফিকশন ম্যাগাজিন খুঁজে পান এবং পড়তে শুরু করেন। এগার বছর বয়সে তিনি গল্প লিখতে শুরু করেন। কয়েক বছর পরে ওই গল্পগুলো একটি সস্তাদরের পত্রিকায় বেচতে থাকেন। ১৯৩৯ সাল থেকে তিনি সাইন্স ফিকশন পত্রিকায় লেখা শুরু করেন। তার প্রথম প্রকাশিত গল্প "ম্যারুনড অব ভিস্তা।" ওই সময় তার বয়স ছিল আঠার। ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয় তার বত্রিশতম ছোট গল্প "নাইটফল।" প্রকাশের সাথে সাথেই গল্পটি ক্লাসিকের মর্যাদা অর্জন করে এবং লেখক পরিণত হন কিংবদন্তীতে। আজ পর্যন্ত নাইটফল গল্পটি বিবেচিত হয়ে আসছে সাইন্স ফিকশন ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ছোট গল্প হিসেবে।

১৯৪২ সাল থেকে তিনি ফাউণ্ডেশন সিরিজ লেখা শুরু করেন। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয় সিরিজের প্রথম গ্রন্থ "ফাউণ্ডেশন," ১৯৫২ সালে দ্বিতীয় গ্রন্থ "ফাউণ্ডেশন এ্যান্ড এম্পায়ার," ১৯৫৩ সালে তৃতীয় গ্রন্থ "সেকেন্ড ফাউণ্ডেশন।" পরবর্তীতে এই তিনটি গ্রন্থ একত্রিত করে প্রকাশিত হয় "ফাউণ্ডেশন ট্রীলজি।" পাঠক, সমালোচকদের মতে ফাউণ্ডেশন সিরিজ অসামান্য এই লেখকের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ফাউণ্ডেশন ট্রীলজি স্বীকৃত হয়ে আসছে "বেস্ট অল টাইম সিরিজ," হিসেবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম তিনটি গ্রন্থ লেখার পরে তিনি ফাউণ্ডেশন লেখা বন্ধ করে দেন। কিন্তু পাঠক এবং প্রকাশকের অনুরোধে দীর্ঘ প্রায় বিশ বছর পরে আবার এই সিরিজ লিখতে শুরু করেন। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় সিরিজের চতুর্থ গ্রন্থ "ফাউণ্ডেশন্স এজ।" এই বইটি দীর্ঘ পঁচিশ সপ্তাহ নিউ ইয়র্ক টাইমসের বেস্ট সেলার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে এবং হুগো এ্যাওয়ার্ড লাভ করে। পরবর্তীতে প্রকাশিত হয় "ফাউণ্ডেশন অ্যান্ড আর্থ (১৯৮৬)," "প্রিলিউড টু ফাউণ্ডেশন (১৯৮৮)," "ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন (১৯৯৩)।"

সিরিজের সর্বশেষ গ্রন্থ ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন। তার মৃত্যুর পরের বছর প্রকাশিত হয়। বইটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি ফাউণ্ডেশন সিরিজের আরো অনেকগুলো বই লিখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বেচে থাকলে হয়তো পাঠকরা এই সিরিজের আরো কিছু বই উপভোগ করার সুযোগ পেত।

এছাড়াও তিনি রোবট সিরিজ এবং এম্পায়ার সিরিজ লিখেছেন। এই দুটো সিরিজের সাথে তিনি পরবর্তীতে ফাউণ্ডেশন সিরিজের যোগসূত্র তৈরি করেছেন। সিরিজ ব্যতীত আসিমভের অন্যান্য জনপ্রিয় বইসমূহ হচ্ছে : নাইটফল; নেমেসিস; দ্য এ্যান্ড অব ইটারনিটি; দ্য পজিট্রনিক ম্যান। এছাড়া তিনি অসংখ্য ছোট গল্প লিখেছেন। লিখেছেন, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য বই।

আসিমভ ছিলেন মানবতাবাদী। ১৯৮৫ সালে আমেরিকান হিউম্যানিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু সেই পদে আসীন ছিলেন। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী এবং স্পষ্টভাষী। এ নিয়ে তার সীমাহীন কৌতূহল ছিল, কিন্তু ধর্মের যুক্তিহীন কুসংস্কারগুলোর বিরুদ্ধে আজীবন প্রতিবাদ করেছেন। তিনি ছিলেন ক্লাস্ট্রোফাইল অর্থাৎ ছোট একটা কামরায় নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে পছন্দ করতেন। তিনি বিমানে চড়তে ভয় পেতেন। সারা জীবনে সম্ভবত দুবার বিমানে চড়েছিলেন। ভ্রমনের জন্য তার পছন্দ ছিল জাহাজ।

আসিমভের নিজের মতে তার শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে, "রোবটিক্স এর তিনটি আইন তৈরি করা," এবং ফাউণ্ডেশন সিরিজ। তাছাড়া অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি "পজিট্রনিক (যা ওই সময়ে ছিল মূলতঃ কাল্পনিক বিজ্ঞান)," সাইকোহিস্টোরি (বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে)," এবং "রোবটিক্স," এই তিনটি নতুন শব্দ ইংরেজি ভাষায় প্রচলিত করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

১৯৯২ সালের ৬ এপ্রিল আইজাক আসিমভ মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে জানা যায় যে তার মৃত্যুর কারণ ছিল এইডস। ১৯৮৩ সালে বাইপাস সার্জারীর সময় তার দেহে এইডস আক্রান্ত রক্ত ঢুকে যায়। পারিবারিক চিকিৎসকের বারণের কারণে ওই সময়ে ঘটনাটি তিনি প্রকাশ করেননি। চিকিৎসক বলেছিলেন যে প্রকাশ হলে তার পরিবারের ক্ষতি হতে পারে। মৃত্যুর দশ বছর পরে তার দ্বিতীয় স্ত্রী জ্যানেট আসিমভ ঘটনাটি প্রকাশ করেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সা য়ে ন্স ফি ক শ ন

দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি

ডগলাস এ্যাডাম্‌স

দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি– ডগলাস এ্যাডাম্‌সের একটি কমেডি সাইন্স ফিকশন সিরিজ। ১৯৭৮ সালে বিবিসি'র চ্যানেল ফোরে রেডিও কমেডি হিসেবে এই সিরিজের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন আঙ্গিকে এটি প্রকাশিত হয়, ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় মাল্টিমিডিয়া ফেনোমেনানে যার মধ্যে রয়েছে স্টেজ শো, পাঁচ খণ্ডের সিরিজ প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে। ১৯৮১ সালে টিভি সিরিজ, ১৯৮৪ সালে কম্পিউটার গেম্‌স। ১৯৯৩ এবং ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম তিনটি বই নিয়ে তিন খণ্ডের কমিক বুক। এই সিরিজের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এপ্রিল ২০০৫-এ মুক্তি পায় এই কাহিনীর উপর ভিত্তি করে হলিউডের অর্থায়নে নির্মিত চলচ্চিত্র।

সিরিজের অন্তর্ভূক্ত বইসমূহ হচ্ছে : দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি; দ্য রেস্টুরেন্ট এ্যাট দ্য এণ্ড অব দ্য গ্যালাক্সি; লাইফ, দ্য ইউনিভার্স, অ্যাণ্ড এভরিথিং; সো লং, অ্যাণ্ড থ্যাংকস ফর অল দ্য ফিশ; এবং মোস্টলি হার্মলেস।

কাহিনীর নায়ক আর্থার ডেন্ট, এলিয়েন ভোগনদের হাতে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কয়েক সেকেণ্ড আগে বন্ধু ফোর্ড প্রিফেক্টকে সঙ্গে নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। ফোর্ডও একজন এলিয়েন। ব্যাটেলগীস-এর কাছে অবস্থিত ছোট এক গ্রহের বাসিন্দা, ইপোনিমাস গাইড-এর গবেষক। জাফোড বিবিলব্রক্স, ফোর্ডের সৎ চাচাত ভাই এবং পার্ট-টাইম গ্যালাক্টিক প্রেসিডেন্ট নিজের অজান্তেই আর্থার এবং ফোর্ডের জীবন রক্ষা করে নিয়ে আসে তার চুরি করা স্পেসশিপ স্বর্ণহৃদয়ে। এই স্পেসশিপের ক্রুদের মধ্যে আছে : মারভিন দ্য প্যারানয়েড এণ্ডরয়েড (প্রচণ্ড হতাশায় ডুবে যাওয়া এক রোবট) আর ট্রিলিয়ান নামের এক মহিলা। আর্থারের জানা-মতে সে আর ট্রিলিয়ানই পৃথিবীর একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। সবাই মিলে খুঁজতে শুরু করে কিংবদন্তীর গ্রহ মাগ্রাথা এবং সেই প্রশ্নটা যার জবাব দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

অনেক সমালোচকের মতে হিচ হাইকারস সিরিজের জনপ্রিয়তা আইজাক আসিমভের 'ফাউণ্ডেশন' সিরিজের সমতুল্য বা তার চেয়েও বেশি। এই পর্যন্ত ত্রিশটিরও বেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়েন্স ফিকশন

নাইটফল

আইজাক আসিমভ

ছয় সূর্যের আলোয় স্নিগ্ধ এক গ্রহে নেমে আসছে অন্ধকার রাত, দুহাজার বছর পরে এই প্রথম ... ...

ভয়ঙ্কর দুর্যোগের সম্মুখীন কালগাশ গ্রহ– কিন্তু অল্প কয়েকজন মানুষই তা জানে। কালগাশ গ্রহের দিনের আলো অবিনশ্বর, ছয়-ছয়টি সূর্য একসাথে আলোকিত করে রাখে গ্রহের আকাশ। কিন্তু দুহাজার বছর পরে এই প্রথম ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে রাত, কিছুক্ষণ পরেই ছয়টি সূর্য একসাথে অস্ত যাবে– এবং রাতের নিশ্ছিদ্র ভয়-জাগানো অন্ধকারের সাথে পরিচয়হীন মানুষগুলো সীমাহীন আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে যাবে, সামান্য একটু আলোর জন্য জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে সবকিছু– কয়েকঘণ্টাতে ধ্বংস হয়ে যাবে কালগাশ গ্রহের বুকে গড়ে উঠা সভ্যতা।

আইজাক আসিমভের ছোটগল্প *নাইটফল* প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে। সাথে সাথেই গল্পটি ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করে। লেখক পরিণত হন কিংবদন্তীতে। কিন্তু গল্পটি লেখা হয়েছিল ক্ষুদ্র পরিসরে। অনেক প্রশ্নের জবাবই লেখক তাতে দিতে পারেন নি। তাই ড. আসিমভ প্রায় তারই সমকক্ষ এবং একাধিকবার হুগো আর নেবুলা পুরস্কার বিজয়ী কল্পকাহিনী লেখক রবার্ট সিলভারবার্গের সাথে মিলে *নাইটফল* গল্পটিকে উপন্যাসে রূপ দেন। এই উপন্যাসটিকে বিবেচনা করা হয় বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর ইতিহাসে সর্বাধিক জনপ্রিয়, মনোমুগ্ধকর এবং বিস্ময়কর কল্পকাহিনী হিসেবে। মূল ছোট গল্পটিকেই এই উপন্যাসে বিশাল পরিসরে বিস্তৃত করেছেন লেখকদ্বয়। অনেক প্রশ্নের জবাবই এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন তারা। এই বই পড়ে পাঠক নিজের অজান্তেই অনুভব করবেন রাতের গভীরতা, দিনের অবসায়নের তাৎপর্য।

নাইটফল-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন : নাজমুছ ছাকিব

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বখ্যাত সায়েন্স ফিকশন লেখক ***স্যার আর্থার চার্লস ক্লার্ক***-এর

ওডিসি সিরিজ

প্রাগৈতিহাসিক যুগেই ভিনগ্রহের অতি উন্নত এক বুদ্ধিমত্তার সাথে মানবজাতির সাক্ষাৎ হয়। তার প্রমাণ হিসেবে হাজার বছর পরে চাঁদের মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায় কালো এক মনোলিথ। মনোলিথ এবং এর অদ্ভুত রেডিও সিগন্যাল নাসার বিজ্ঞানী হেউড ফ্লয়েডকে শনি গ্রহের পথে দুঃসাহসিক মহাকাশ অভিযানে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু মহাকাশে পৌঁছার পরপরই ঘটতে থাকে অদ্ভুত সব ঘটনা। অতি উন্নত বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন কম্পিউটার হ্যাল ৯০০০ ছাড়া মহাকাশযানের অন্য কেউই এই অভিযানের আসল উদ্দেশ্য জানত না। কি ছিল সেই মনোলিথের রেডিও সিগন্যালে (২০০১ : আ স্পেস ওডিসি)। ডেভ বোম্যান সহ মহাকাশযানের অন্য ক্রুদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল। হ্যাল ৯০০০ কেন অবাধ্য হয়ে উঠল। ভিন্ন সেই বুদ্ধিমত্তার আসল উদ্দেশ্য কি। এই প্রশ্নগুলোর জবাব পাওয়ার জন্যই নতুন ক্রু নিয়ে নতুন এক মহাকাশ অভিযান শুরু করল নাসা। বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপার কাছাকাছি ভিন্ন বুদ্ধিমত্তার সাথে সংযোগ হলো মানুষের। তারা সতর্ক করে দিল যেন মানুষ গ্যালাক্সির গ্রহ নক্ষত্রের মাঝে অভিযান চালানো বন্ধ করে দেয় (২০১০ : ওডিসি টু)। দু-দুটো অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পরও পঞ্চাশ বছর পরে হেউড ফ্লয়েড ভিন্ন গ্রহবাসীদের সতর্কবাণী ভুলে আবার নতুন অভিযানের পরিকল্পনা করলেন। আবারো তাকে ডেভ বোম্যান, হ্যাল ৯০০০ এবং অসম্ভব ক্ষমতাশালী ভিন্ন এক সভ্যতার মুখোমুখি হতে হবে (২০৬১ : ওডিসি থ্রি)। ধারণা করা হয়েছিল প্রথম অভিযানের অভিযাত্রী ফ্র্যাঙ্ক পোল নিহত হয়েছে, তার মৃতদেহ ভেসে গেছে মহাকাশে। কিন্তু এক হাজার বছর পরে নিশ্ছিদ্র প্রমাণ পাওয়া গেল সে এখনো জীবিত, মানবজাতিকে রক্ষার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপার কাছে এসে সঙ্গী ডেভ বোম্যানের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছে (৩০০১ : দ্য ফাইনাল ওডিসি)।

আর্থার সি ক্লার্ক বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লেখক। ১৯৬৮ সালে বিখ্যাত পরিচালক স্ট্যানলি কুব্রিকের জন্য তার লেখা চিত্রনাট্য '২০০১ : আ স্পেস ওডিসি' চলচ্চিত্রায়িত হয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভের পর এই কাহিনীকেই বই আকারে প্রকাশ করলে সায়েন্স ফিকশন ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং কাহিনীটিকে পরিবর্ধিত করে তিনি আরো তিনটি বই লিখেন। সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত জনপ্রিয় আর্থার সি ক্লার্ক এর ওডিসি সিরিজের চারটি খণ্ডেরই বাংলা অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছে।

অনুবাদ : মাকসুদুজ্জামান খান

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্ট্রেলিয়ান উপন্যাসে বাংলাদেশ

টিন রঙা শাড়ি

ওয়াইন এস্টন

ওয়াইন এস্টনের সাম্প্রতিক গ্রন্থ *Under a Tin-grey Sari*-র বাজার জমজমাট। সম্প্রতি এক আড্ডায় উপন্যাসটি সম্পর্কে জানতে পারি। কৌতূহল ব্যাপক হয়, যখন শুনি উপন্যাসটির পটভূমি বাংলাদেশ। আরো চমৎকার যে পেপার ব্যাকে মোড়া ৪৭০ পৃষ্ঠার উপন্যাসটির পটভূমি আমার জন্মভূমি চট্টগ্রাম। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মনোরম শৈল শহর চট্টগ্রামের প্রেম কাহিনী। খ্যাতিমান সমালোচক কিম স্কট লিখছেন, 'ইট ইজ আ সেনশুয়্যাল লাভ স্টোরি সেট ইন ১৯৬৭ ইন দ্য বাস্টলিং সিটি অব চিটাগাং। আই লাভড্ দ্য প্লেফুল উইট অ্যান্ড আইরনি অব দিজ নভেল অ্যান্ড ফেল্ট আই হ্যাড এন্টার্ড্ ইনটু অ্যান ইনটিমেট প্যাক্ট উইথ দি নেরেটর।

উপন্যাসটির আগাগোড়া ইতিহাসের সময়কালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। খালেদ নামের এক বাবুর্চি এ উপন্যাসের নায়ক। এই তরুণ বাবুর্চিটি অসাধারণ তন্দুরি পাকানোর কারণে চট্টগ্রাম শহরে খ্যাতিমান হয়ে ওঠে এবং তার বদ্ধ ধারণা সাহেব (Sahib's) মহলে বিয়ের খানা পাকাতে পাকাতে একদিন সে বিশ্বখ্যাত হয়ে উঠবে। যখন তার উদ্ভূত ধারণা চুরি করে ইংরেজ সাহেবদের কারখানায় তন্দুরি পাকানো শুরু হয়, খালিদের বেদনা তখন চরমে পৌঁছে। ইতিমধ্যে সাহেবের বাসার জেঠি নামের সুন্দরী আয়াটির সঙ্গে খালেদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রেমান্ধ খালেদ জানে না যে, জেঠি উত্তেজক অপরাহ্ন পাড়ি দিচ্ছে। কেননা সাহেবীয় প্রেমের আলাদা স্বাদের জন্য জেঠি তখন পাগলপ্রায়। আরো অনেক ঘাত-প্রতিঘাত দ্বন্দ্বের ভেতর এগিয়ে যায় উপন্যাসটি। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম প্রসঙ্গেও ইঙ্গিত রয়েছে এতে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, জিয়াউর রহমানের ঘোষণা শুনে অস্থির খালেদের প্রতিক্রিয়াগুলো চমকে দেয়। নিঃসন্দেহে ওয়াইনের ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতায় পুষ্ট উপন্যাসটি। ভাষা যেন সঙ্গীত ও নৃত্যের মতো দোল খায়। পশ্চিম প্রান্তে বড় হওয়া ওয়াইন এস্টন পাশ্চাত্য ধারায় কৌতুকের ব্যাপারেও অগ্রণী। তাই রসবোধের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া প্রেম কাহিনীটি মনোটোনাস তো নয়ই বরং দ্বন্দ্বে অনেক তীব্র।

—অজয় দাশগুপ্ত, (দৈনিক প্রথম আলো ২১-০২-২০০৩)

উপন্যাসটির বাংলা অনুবাদ শিবব্রত বর্মনের অনুবাদে প্রকাশিত হয়েছে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নরওয়েজিয়ান উপন্যাসে বাংলাদেশ

নদে : সেতিল বিয়োর্নস্তা

সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, কোনো কিছুই আর বদলাবে না। নদী নিজস্ব গতিতে ছুটে যাবে, ইতিহাসের ছুটে চলা এবং জীবনের একটি বিন্দুতে আটকে থাকা; সবকিছুরই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। আমি মিঠু বড়ুয়া। বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে, প্রকৃতি এবং ভাষা দুটোই যেখানে বিভিন্ন আঙ্গিকে অভিব্যক্ত। ওসলোর কারাগারে স্থিত হয়ে গেছে আমার জীবন। অনন্ত এক নিয়তিতে আমি সমর্পিত। একটি জীবনের শেষ এভাবেই শুরু হয়। এভাবেই শুরু হয় একটি নরওয়েজিয়ান উপন্যাস, *নদে* – যার লেখক সেতিল বিয়োর্নস্তা। নরওয়ের ভাষায় বাংলাদেশের কাহিনী।

সেতিল বিয়োর্নস্তা, প্রথমত কম্পোজার– দেশ তাঁকে সম্মানিত করেছে, 'সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ কম্পোজার' হিসেবে, ইবসেন, সিগরিড উণ্ডসেট আর ন্যুট হ্যামসুনের ঐতিহ্যে শিল্পিত নরওয়েজিয়ান সাহিত্যের ব্যাপ্তিকে বাড়িয়ে তুলছে, ঋদ্ধ করছে, ক্রমাগত গল্পের পটভূমি বদলে আর আঙ্গিকের বিস্তার ভেঙে ভেঙে। বার বছর বয়সেই সেতিল ইউরোপকে প্রবলভাবে জানিয়ে দেয়– অনুভূতির প্রকাশ নতুন শৈলীর প্রয়োজনে উন্মাতাল। সেই থেকে সে এক হাতে সৃষ্টি করছে সংগীত আর অন্য হাতে উপন্যাস। *নদে* তাঁর চব্বিশতম উপন্যাস। বাংলাদেশের প্রকৃতি, জীবন সংগ্রাম, রাজনীতির কালশে সাতকাহন; এর ভেতর একটি দরিদ্র কিন্তু উজ্জ্বল বালকের বড় হয়ে ওঠার সংগ্রাম এবং এ সংগ্রামে প্রতিকূল হাওয়ায় বিপন্ন অস্তিত্বের অব্যক্ত চিৎকারের অনুবাদ *নদে*।

নদে, সরল বাংলায় দয়া, একাত্তরের এ যুগের কাহিনী। শৈশবে মিঠু ঢাকা চলে আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগে চট্টগ্রামে টিকতে না পেরে। বাবা জিয়া এয়ারপোর্টে পোর্টার, বড় বোন ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বড় হয়। স্মাগলাররা মিঠুর বাবাকে মেরে ফেলে। অনামিকা, বড় বোন, হারিয়ে যায় মিছিল থেকে; ইয়াসমিন হত্যার প্রতিবাদে মিছিল। আবারও এক্সডাস। চট্টগ্রামের রাস্তায় ডাস্টবিন থেকে মিঠু খাবার ছিনিয়ে নেয় তারই মতো ক্ষুধার্ত অসহায় কুকুরের মুখ থেকে। বৌদ্ধ বিহারে দেখা হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের গেরিলাদের সঙ্গে। যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে মিঠু। বান্দরবানের রণাঙ্গন। যুদ্ধের নির্মমতা, হতাহতের ভেতর থেকে মিঠুকে উদ্ধার করে নরওয়েজিয়ান ধর্মযাজক। এবার দেশান্তর। নরওয়ের বাইবেল স্কুল নতুন ঠিকানা। মিঠুর জীবন থেকে দেশ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। রাজনীতি-সমাজনীতিতে সে প্রত্যাখ্যাত। জীবন এখন শুধুই একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন, যার কোনো উত্তর নেই।

নদে উত্তর ইউরোপের ভাষায় সম্ভবত প্রথম এবং একমাত্র উপন্যাস বাংলাদেশকে নিয়ে।

লেখকের অনুমতিক্রমে উপন্যাসটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছে সন্দেশ

অনুবাদক : আনিস পারভেজ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৯৮ সালের শ্রেষ্ঠ ডাচ/ফ্লেমিশ গ্রন্থের পুরস্কার বিজয়ী লেখক

মার্সেল মোরিং- এর ৩টি উপন্যাস

ইন ব্যাবিলন

'এই উপন্যাসের সুবাদে মোরিং তাঁর সময়ের ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের কাতারভুক্ত হলেন।'

–ডি ওয়েল্ট

পূর্ব নেদারল্যান্ডসের স্মরণকালের তীব্রতম তুষার-ঝড়ে পরলোকগত চাচা হারম্যানের তুষার-ঢাকা পরিত্যক্ত বাড়িতে আটকা পড়ে গেছে নাথান হল্যান্ডার আর তার ভাস্তি নিনা। ঝড় থামার অপেক্ষায় থাকার সময়টুকুতে ওরা পূর্বপুরুষদের কাহিনী গ্রন্থিত করতে শুরু করে: নিখুঁত ঘড়ি-নির্মাতা এক পরিবার, যারা সপ্তদশ শতকে পূর্ব ইউরোপ থেকে নেদারল্যান্ডসে এসেছিল এবং তারপর ১৯৩৯-এ পাড়ি জমায় আমেরিকায়। এই চমৎকার সরস মহাকাব্যিক উপন্যাসে মার্সেল মোরিং মানুষের অগ্রগতি আর বিস্তারের দিকে অগ্রসর হওয়ার এবং পুরনো পৃথিবী থেকে নতুন পৃথিবীতে তার আগমন ও প্রস্থানের অসাধারণ অথচ একেবারেই মানবিক কাহিনী তুলে ধরেছেন।

দ্য গ্রেট লঙিং

আকাঙ্ক্ষা, স্মৃতি এবং প্রেমের সপ্তম উপন্যাস *দ্য গ্রেট লঙিং* বার বছর বয়স পর্যন্ত – যখন ওর বাবা মা এক রহস্যময় গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায়– ছেলেবেলার সমস্ত স্মৃতি হারিয়ে ফেলা তিরিশ বছরের যুবক স্যাম ভ্যান ডিকের করুণ কাহিনী।

দ্য ড্রম রুম

এক খেলনা দোকানের উপরতলায় মা-বাবাকে নিয়ে থাকে বার বছরের বালক ডেভিড। খেলনা দোকানের মালিক যেদিন অনুযোগ করল যে আজকাল ছেলেরা আঠা দিয়ে বিভিন্ন অংশ জুড়তে চায় না বলে এ্যারোপ্লেন কিটস বিক্রি করতে পারছে না, সেদিনই ও শুনল ওর বাবা চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। কয়েক ঘন্টা বাদে বাড়ি ফিরে এল ওর মা, চাকরি খুইয়ে এসেছে সেও। তো একটি পরিকল্পনা খাড়া করে ডেভিড এবং অচিরেই গোটা পরিবারটি বাড়িতে বসে মডেল এ্যারোপ্লেন জুড়তে লেগে যায়। সহসা এক অপ্রত্যাশিত অতিথি– ওর বাবার সহযোদ্ধা– কারণে বাধাগ্রস্ত হয় ওরা। তার আগমন বিশ্বস্ততা, ভালোবাসা আর ঘৃণার পুরনো অনুভূতি জাগিয়ে তুলল– এবং নিশ্চিত করল যে কোনও কিছুই আর আগের সেই নিখুঁত অবস্থায় ফিরে যাবে না।

উপন্যাস ৩ টি বাংলায় অনুবাদ করেছেন শওকত হোসেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~